গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

দুর্যোগ-বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি ২০১৯

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

মাননীয়
প্রধানমন্ত্রীর
লোগো

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রধানমন্ত্রীর বাণী

বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনাকে বিবেচনায় নিয়ে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ লক্ষ্যে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০, জাতীয় কৌশলগত পরিকল্পনাসহ সকল উন্নয়ন পরিকল্পনায় দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আমি জেনে আনন্দিত যে, দুর্যোগ-বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি ২০১৯-এ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG), Sendai Framework for Disaster Risk Reduction ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক চুক্তি ও সনদে প্রতিশ্রুত অঙ্গীকার প্রতিপালনে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় আনা হয়েছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রতিনিয়ত পরিবর্তনের সঙ্গে সংগতি রেখে দুর্যোগ-বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি হালনাগাদকরণের উদ্যোগ অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

ঘূর্ণিঝড় ও বন্যার মতো দুর্যোগে জানমালের ক্ষতি হ্রাসের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিশ্বে রোল মডেল হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। ভূমিকম্প, ভূমিধস, বজ্রপাত, অগ্নিকাণ্ড, রাসায়নিক দুর্ঘটনা ইত্যাদি দুর্যোগ মোকাবিলায় আমাদের সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ প্রস্তুতি ও সাড়াদান কার্যক্রম আরো জোরদার করতে হবে।

বর্তমান সংস্করণে দুর্যোগসংক্রান্ত আধুনিক ধারণা, প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও কলাকৌশলের প্রতিফলন ঘটেছে। এ আদেশাবলিতে জাতীয় পর্যায় থেকে শুরু করে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সকল পর্যায়ের অংশীজনের দায়িত্ব ও কার্যক্রম বর্ণনা করা হয়েছে। এখন থেকে সকল প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনা অন্তর্ভুক্ত করে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন অংশীজনের অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রম অপরিহার্য। ‘কাউকে বাদ দিয়ে নয়’ – সামাজিক অন্তর্ভুক্তিমূলক এ নীতির আলোকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সকল পর্যায়ে অন্যদের পাশাপাশি নারী, শিশু, প্রবীণ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

আমি দুর্যোগ-বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট অংশীজনের স্ব-স্ব দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানাচ্ছি। এর সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে দুর্যোগ-সহনশীল জাতি গঠন, টেকসই উন্নয়ন ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার আশাবাদ ব্যক্ত করছি। এ প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত সকল প্রতিষ্ঠান, সংগঠন, ব্যক্তির প্রতি রইল আন্তরিক অভিনন্দন।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শেখ হাসিনা

LIST OF ACRONYMS

BBB	Build Back Better
BBS	Bangladesh Bureau of Statistics
BCP	Business Continuty Plan
BDRCS	Bangladesh Red Crescent Society
BGB	Border Guard Bangladesh
BIWTA	Bangladesh Inland Water Transport Authority
BIWTC	Bangladesh Inland Water Transport Corporation
BMD	Bangladesh Meteorological Department
BNACWC	Bangladesh National Authority for Chemical Weapons Convention
BNBC	Bangladesh National Building Code
BNCC	Bangladesh National Cadet Core
BPATC	Bangladesh Public Administration Training Centre
BPC	Bangladesh Petroleum Corporation
BRDB	Bangladesh Rural Development Board
BS	Bangladesh Scouts
BTCL	Bangladesh Telecommunication Company Limited
BTRC	Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission
BUET	Bangladesh University of Engineering and Technology
BWDB	Bangladesh Water Development Board
CBO	Community Based Organization
CBRNE	Chemical, Biological, Radiological, Nuclear and Explosive
CCA	Climate Change Adaptation
CCDMC	City Corporation Disaster Management Committee
CCDMP	City Corporation Disaster Management Plan
CCDRCG	City Corporation Disaster Response Coordination Group

CDA	Chattogram Development Authority
CDAC	Communicating with Disaster Affected Communities (a network)
CEGIS	Centre for Environmental and Geographic Information Services
CHTDB	Chattogram Hill Tracts Development Board
CFS	Child Friendly Space
CPIE	Child Protection in Emergencies
CP	Contingency Plan
CPP	Cyclone Preparedness Programme
CPPIB	Cyclone Preparedness Programme Implementation Board
CRA	Community Risk Assessment
CSD	Central Storage Depot
CwC	Communications with Communities
DAE	Department of Agriculture Extension
DDM	Department of Disaster Management
DDDC	District Disaster Management Committee
DDMP	District Disaster Management Plan
DDRCG	District Disaster Response Coordination Grour
DESCO	Dhaka Electric Supply Company
DGHS	Directorate General of Health Services
DHA	Department of Humanitarian Affairs
DIA	Disaster Impact Assessment
DMC	Disaster Management Committee
DMIC	Disaster Management Information Centre
DoE	Department of Environment
DPDC	Dhaka Power Distribution Company Ltd.
DPHE	Department of Public Health Engineering
DPP	Development Project Proposal
DREE	Disaster Response Exercise and Exchange

DRM	Disaster Risk Management
DRR	Disaster Risk Reduction
EGPP	Employment Generation Programme for the Poorest
EIA	Environmental Impact Assessment
E-Learning	Electronic Learning
EOC	Emergency Operation Centre
EPAC	Earthquake Preparedness and Awareness Committee
ERA	Emergency Response Activities
ERCC	Emergency Response Coordination Centre
ERD	Economic Relations Division
ERM	Emergency Response Management
FAO	Food and Agriculture Organization
FBCCI	Federation of Bangladesh Chambers of Commerce & Industries
FbF/A	Forecast based Financing/Action
FD-6	Foreign Donation-6
FFWC	Flood Forecasting and Warning Centre
FSCD	Bangladesh Fire Service & Civil Defence
FSN	Food Security and Nutrition
GBV	Gender Based Violence
GDA	Gazipur Development Authority
Geo Code	Geographical Code
GIS	Geographic Information System
GPRS	General Packet Radio Services
GPS	Global Positioning System
GR	Gratuitous Relief
GSB	Geological Survey of Bangladesh
HBRI	Housing and Building Research Institute
HFL	Highest Flood Level

ICT	Information and Communication Technology
IMDMCC	Inter-Ministerial Disaster Management Coordination Committee
I/N-NGO	International/National Non-Governmental Organization
IOTWS	Indian Ocean Tsunami Warning System
IOM	International Organization for Migration
IVR	Interactive Voice Response
IWM	Institute of Water Modeling
IPHN	Institute of Public Health Nutrition
Kabikha/FFW	Kajer Binimoye Khaddo/Food for Work
Kabita/CFW	Kajer Binimoye Taka/Cash for Work
KDA	Khulna Development Authority
KSS	Krishok Somobay Samity (Village based farmer cooperatives)
LGED	Local Government Engineering Department
LSD	Local Storage Depot
MIMS	Multi-agency Incident Management System
MISP	Minimal Initial Service Package
MoDMR	Ministry of Disaster Management and Relief
NDMAC	National Disaster Management Advisory Committee
NDMC	National Disaster Management Council
NDMP	National Disaster Management Plan
NDRCC	National Disaster Response Coordination Centre
NDRCG	National Disaster Response Coordination Group
NEOC	National Emergency Operation Centre
NGOAB	NGO Affairs Bureau
NHA	National Housing Authority
NILG	National Institute of Local Government
NPDM	National Plan for Disaster Management
NPDRR	National Platform for Disaster Risk Reduction

OMS	Open Market Sale
PDMC	Pourashava Disaster Management Committee
PDMC	Pourashava Disaster Management Plan
PDRCG	Pourashava Disaster Response Coordination Group
PKSF	Palli Karma−Sahayak Foundation
PoL	Point of Loading
PoS	Point of Sales
RAJUK	Rajdhani Unnayan Kartripakkha
RCG	Regional Consultative Group
RDA	Rural Development Academy
RDA	Rajshahi Development Authority
RRAP	Risk Reduction Action Plan
SADDD	Sex, Age and Disability Disaggregated Data
SDA	Sylhet Development Authority
SDG	Sustainable Development Goal
SFDRR	Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030
SOD	Standing Orders on Disaster
SOP	Standard Operating Procedure
SOS	Save Our Souls
SPARRSO	Bangladesh Space Research and Remote Sensing Organzation
SRHE	Sexual and Reproductive Health in Emergencies
SRO	Statutory Regulatory Order
SSN	Social Safety Net
TR	Test Relief
UCCA	Upazila Central Cooperative Association
UDMC	Union Disaster Management Committee
UDMP	Union Disaster Management Plan
UDRCG	Union Disaster Response Coordination Group

UHF	Ultra-High Frequency
UNDP	United Nations Development Programme
UNDRR	United Nations Disaster Risk Reduction (formerly the United Nations International Strategy for Disaster Reduction-UNISDR)
UNFPA	United Nations Population Fund (UNFPA) (formerly the United Nations Fund for Population Activities)
UNHCR	United Nations High Commissioner for Refugees
UN–HCTT	United Nations – Humanitarian Coordination Task Team
UNICEF	United Nations International Children's Emergency Fund
UN Women	United Nations Equity for Gender and the Empowerment of Women
URA	Urban Risk Assessment
UzDMC	Upazila Disaster Management Committee
UzDMP	Upazila Disaster Management Plan
UzDRCG	Upazila Disaster Response Coordination Group
VDP	Village Defense Party
VGF	Vulnerable Group Feeding
VHF	Very High Frequency
WARPO	Water Resources Planning Organization
WDMC	Ward Disaster Management Committee
WDRCG	Ward Disaster Response Coordination Group
WFP	World Food Programme
WHO	World Health Organizaion

সূচিপত্র

LIST OF ACRONYMS ২

অধ্যায় ১: পটভূমি ১৫

১.১ ভূমিকা ১৫

অধ্যায় ২: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার নীতিকাঠামো ও পরিভাষা ১৭

২.১ জাতীয় নীতিকাঠামো ১৭

২.১.১ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২ .... ১৭

২.১.২ জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০১৫ .... ১৭

২.১.৩.জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, ২০১৬-২০২০ .... ১৭

২.২ জাতীয় নীতি ও আন্তর্জাতিক কর্মকাঠামোর আন্তঃসমন্বয় ১৮

২.৩ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত পরিভাষা ১৯

২.৪ দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকাগুলো ২৭

অধ্যায় ৩: জাতীয় পর্যায়ে দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সমন্বয় ২৮

৩.১ জাতীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলো ২৮

৩.১.১ জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল (NDMC) ২৮

৩.১.২ আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি (IMDMCC) ৩০

৩.১.৩ জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা কমিটি ৩৩

৩.১.৪ ভূমিকম্প প্রস্তুতি ও সচেতনতা বৃদ্ধি কমিটি ৩৫

৩.১.৫ রাসায়নিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও সচেতনতা বৃদ্ধি কমিটি ৩৯

৩.১.৬ দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসে জাতীয় প্ল্যাটফরম (NPDRR) ৪০

৩.১.৭ জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ (NDRCG) ৪৩

৩.১.৮ ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির পলিসি কমিটি ৪৫

৩.১.৯ ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি বাস্তবায়ন বোর্ড ৪৬

৩.১.১০ বিশেষ আবহাওয়া বুলেটিন/দুর্যোগ সতর্ক বার্তা দ্রুত প্রচার ও কৌশল নির্ধারণ কমিটি ৪৭

৩.১.১১ ফোকাল পয়েন্ট অপারেশনাল কো-অর্ডিনেশন গ্রুপ-সম্পর্কিত কমিটি ৪৯

৩.১.১২ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত এনজিওসমূহের সমন্বয় কমিটি ৫১

৩.১.১৩ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ ও গণসচেতনতা টাস্কফোর্স ৫৩

৩.১.১৪ অগ্নিকাণ্ড ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি ৫৫

৩.১.১৫ দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ কমিটি ৫৬

৩.১.১৬ দুর্যোগ পূর্বাভাসভিত্তিক সাড়াদান (FbF) টাস্কফোর্স ৫৭

অধ্যায় ৪: স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সমন্বয় ৫৯

৪.১ স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলো ৫৯

৪.১.১ সিটি কর্পোরেশন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ৫৯

৪.১.১.১ সিটি কর্পোরেশন ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ৬৩

৪.১.২ বিভাগীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ৬৭

৪.১.৩ জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ৭০
৪.১.৪ উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ৭৫
৪.১.৫ পৌরসভা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ৮০
৪.১.৫.১ পৌরসভা ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি........ ৮৪
৪.১.৬ ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ৮৬
৪.১.৬.১ ইউনিয়ন পরিষদ ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ৯১
৪.২ স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগে সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ........ ৯৪
৪.২.১ সিটি কর্পোরেশন দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ ৯৪
৪.২.১.১ সিটি কর্পোরেশন ওয়ার্ড দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ........ ৯৬
৪.২.২ জেলা দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ ৯৭
৪.২.৩ উপজেলা দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ........ ৯৯
৪.২.৪ পৌরসভা দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ ১০০
৪.২.৪.১ পৌরসভা ওয়ার্ড দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ........ ১০২
৪.২.৫ ইউনিয়ন দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ ১০৩
৪.২.৫.১ ইউনিয়ন পরিষদ ওয়ার্ড দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ ১০৪
৪.৩ স্থানীয় পর্যায়ে মাল্টি এজেন্সি ইনসিডেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম........ ১০৬
অধ্যায় ৫: দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/সংস্থার ১০৭
ভূমিকা ও দায়িত্ব........ ১০৭
৫.১ সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন কর্পোরেশনের অনুসরণীয় সাধারণ দায়িত্ব ও কর্তব্য: ১০৭
৫.২ মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন কর্পোরেশনের অনুসরণীয় সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব ও কর্তব্য: ১০৮
৫.২.১ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ১০৮
৫.২.১.১ এনজিও-বিষয়ক ব্যুরো........ ১১০
৫.২.২ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ........ ১১১
৫.২.৩ সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ........ ১১১
৫.২.৩.১ বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ১১৩
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সেনাবাহিনী নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করবে:........ ১১৩
৫.২.৩.২ বাংলাদেশ নৌবাহিনী ১১৬
৫.২.৩.৩ বাংলাদেশ বিমান বাহিনী........ ১১৯
৫.২.৪ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়........ ১২১
৫.২.৪.১ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর ১২৫
৫.২.৪.১.১ জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা ও উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার দায়িত্ব ১৩০
৫.২.৪.২ ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি ১৩৫
৫.২.৪.২.১ মাঠ পর্যায়ে সিপিপি........ ১৩৭

৫.২.৫ খাদ্য মন্ত্রণালয়..১৩৯
৫.২.৫.১ খাদ্য অধিদপ্তর ১৪০
৫.২.৫.১.১ খাদ্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের অফিস ১৪২
৫.২.৬ জননিরাপত্তা বিভাগ..১৪৪
৫.২.৬.১ বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড.. ১৪৫
৫.২.৬.২ বাংলাদেশ পুলিশ... ১৪৭
৫.২.৬.৩ বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী (আনসার ও ভিডিপি) ১৪৮
৫.২.৬.৪ বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড ১৫০
৫.২.৭ সুরক্ষা সেবা বিভাগ...১৫২
৫.২.৭.১ বাংলদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর..................................১৫২
৫.২.৮ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়..১৫৫
৫.২.৮.১ বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর...১৫৬
৫.২.৮.২ বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান (SPARRSO)..........১৫৮
৫.২.৯ পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় ১৫৮
৫.২.৯.১ বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র..১৬০
৫.২.৯.২ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ১৬০
৫.২.৯.২.১ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়গুলো (ঘূর্ণিঝড় সংশ্লিষ্ট). ১৬৪
৫.২.৯.২.২ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় (বন্যা সংশ্লিষ্ট) ১৬৫
৫.২.১০ কৃষি মন্ত্রণালয়..১৬৭
৫.২.১০.১ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ১৬৯
৫.২.১০.১.১ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়গুলো ১৭১
৫.২.১০.২ বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন..১৭২
৫.২.১১ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ১৭৪
৫.২.১১.১ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর...১৭৬
৫.২.১১.১.১ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়..................................... ১৭৭
৫.২.১১.২ মৎস্য অধিদপ্তর..১৭৮
৫.২.১১.২.১ মৎস্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় ১৮০
৫.২.১২ স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ.. ১৮১
৫.২.১২.১ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর..১৮৩
৫.২.১২.১.১ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় ১৮৫
৫.২.১৩ স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ ১৮৭
৫.২.১৪ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়...১৮৯
৫.২.১৪.১ বন অধিদপ্তর.. ১৯০
৫.২.১৪.২ পরিবেশ অধিদপ্তর... ১৯১

৫.২.১৫ তথ্য মন্ত্রণালয়... ১৯২
৫.২.১৫.১ বাংলাদেশ বেতার.. ১৯৪
৫.২.১৫.২ বাংলাদেশ টেলিভিশন..১৯৬
৫.২.১৫.৩ গণযোগাযোগ অধিদপ্তর.. ১৯৭
৫.২.১৫.৪ তথ্য অধিদপ্তর ১৯৮
৫.২.১৫.৫ বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর ১৯৯
৫.২.১৬ ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ.. ১৯৯
৫.২.১৬.১ বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স রেগুলেটরি কমিশন ১৯৯
৫.২.১৬.২ বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড............................... ২০১
৫.২.১৬.৩ বাংলাদেশ ডাক বিভাগ ২০২
৫.২.১৭ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ...২০৩
৫.২.১৮ স্থানীয় সরকার বিভাগ ২০৪
৫.২.১৮.১ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ২০৬
৫.২.১৮.২ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর..২০৭
৫.২.১৮.৩ ঢাকা/চট্টগ্রাম/খুলনা ওয়াসা ২০৯
৫.২.১৯ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ...২০৯
৫.২.২০ গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ২১১
৫.২.২০.১ গণপূর্ত অধিদপ্তর..২১৩
৫.২.২০.২ নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর ২১৪
৫.২.২০.৩ রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (আরডিএ), খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (কেডিএ), চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (সিডিএ), গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (জিডিএ) ২১৬
৫.২.২১ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়...২১৬
৫.২.২২ অর্থ বিভাগ ২১৭
৫.২.২৩ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ২১৮
৫.২.২৪ অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ... ২১৯
৫.২.২৪.১ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড... ২১৯
৫.২.২৫ পরিকল্পনা কমিশন...২২০
৫.২.২৬ পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ২২১
৫.২.২৭.১ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো..২২২
৫.২.২৮ মহিলা ও শিশু-বিষয়ক মন্ত্রণালয় ২২৩
৫.২.২৮.১ মহিলা-বিষয়ক অধিদপ্তর ২২৪
৫.২.২৯ আইন ও বিচার বিভাগ..২২৬
৫.২.৩০ লেজিসলেটিভ ও সংসদ-বিষয়ক বিভাগ ২২৬
৫.২.৩১ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ২২৬
৫.২.৩১.১ সমাজসেবা অধিদপ্তর...২২৯
৫.২.৩২ নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়...২৩১

৫.২.৩২.১ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্পোরেশন ২৩৩
৫.২.৩২.২ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ ২৩৪
৫.২.৩২.৩ নৌপরিবহন অধিদপ্তর.. ২৩৬
৫.২.৩২.৪ চট্টগ্রাম/মংলা/পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ ২৩৬
৫.২.৩৩ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় ২৩৭
৫.২.৩৩.১ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর ২৩৮
৫.২.৩৩.২ বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ...২৩৯
৫.২.৩৩.৩ বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন ২৪০
৫.২.৩৪ সেতু বিভাগ ২৪০
৫.২.৩৪.১ বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ.. ২৪০
৫.২.৩৫ রেলপথ মন্ত্রণালয় ২৪১
৫.২.৩৬ শিল্প মন্ত্রণালয়..২৪২
৫.২.৩৭ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ ২৪৪
৫.২.৩৭.১ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর..২৪৫
৫.২.৩৮ কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ ২৪৬
৫.২.৩৮.১ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর ২৪৭
৫.২.৩৯ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়.. ২৪৭
৫.২.৩৯.১ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর..২৪৯
৫.২.৪০ পার্বত্য চট্টগ্রাম-বিষয়ক মন্ত্রণালয় ২৪৯
৫.২.৪০.১ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ২৫০
৫.২.৪০.২ রাঙামাটি/বান্দরবান/খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ ২৫১
৫.২.৪১ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ২৫১
৫.২.৪১.১ বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন ২৫২
৫.২.৪১.২ বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ ২৫৩
৫.২.৪১.৩ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি ২৫৩
৫.২.৪২ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়..২৫৪
৫.২.৪২.১ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ২৫৫
৫.২.৪৩ ধর্ম-বিষয়ক মন্ত্রণালয়...২৫৫
৫.২.৪৪ সংস্কৃতি-বিষয়ক মন্ত্রণালয়...২৫৬
৫.২.৪৫ বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়..২৫৮
৫.২.৪৫.১ বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ ২৬০
৫.২.৪৬ ভূমি মন্ত্রণালয়..২৬০
৫.২.৪৭ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ২৬১
৫.২.৪৮ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়..২৬২
৫.২.৪৯ বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ২৬৩
৫.২.৫০ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ..২৬৪

৫.২.৫০.১. বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন ২৬৫
৫.২.৫০.২ বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা).............. ২৬৬
৫.২.৫০.৩ বাংলাদেশের ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি) ২৬৭
৫.২.৫০.৪ বিস্ফোরক পরিদপ্তর ২৬৮
৫.২.৫১ বিদ্যুৎ বিভাগ...২৬৯
৫.২.৫২ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ২৭০
৫.২.৫৩ মুক্তিযুদ্ধ-বিষয়ক মন্ত্রণালয় ২৭১
৫.২.৫৪ প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়..২৭২
৫.২.৫৫ অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তরগুলো ২৭৩
অধ্যায় ৬: মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা, স্থানীয় সরকারের জনপ্রতিনিধি এবং মানবিক সহায়তা প্রদানকারী সংস্থার দায়িত্ব ২৭৪
৬.১ বিভাগীয় কমিশনার... ২৭৪
৬.২ জেলাপ্রশাসক ২৭৭
৬.৩ উপজেলা নির্বাহী অফিসার..২৮০
৬.৪ ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ২৮৪
৬.৫ ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যবৃন্দ...২৮৭
৬.৬ মানবিক সহায়তা প্রদানকারী সংগঠনসহ অন্যান্য সংস্থা ২৯০
৬.৬.১ বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি (বিডিআরসিএস)...২৯০
৬.৬.২ ফেডারেশন অফ বাংলাদেশ চেম্বার্স অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (FBCCI) ২৯৩
৬.৬.৩ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ২৯৩
অধ্যায় ৭: জাতীয় জরুরি-দুর্যোগ পরিচালন কেন্দ্র ২৯৬
৭.১ জাতীয় জরুরি-দুর্যোগ পরিচালন কেন্দ্র (NEOC)...২৯৬
৭.২ সিভিল-মিলিটারি কো-অর্ডিনেশন...২৯৭
৭.৩ ক্লাস্টার পদ্ধতিতে মানবিক সাড়াদান কার্যক্রম পরিচালনা ২৯৮
পরিশিষ্টগুলো ৩০০
পরিশিষ্ট ০২: সমুদ্র ও নদীবন্দরের জন্য সংকেতগুলো ৩০৭
পরিশিষ্ট ০৩: ঘূর্ণিঝড়ের শ্রেণিবিভাজন ও সংকেতগুলো...৩১৩
পরিশিষ্ট ০৪: ঘূর্ণিঝড় সতর্কীকরণ পতাকা উত্তোলন প্রণালি ৩১৬
পরিশিষ্ট ০৫: এসওএস ফরম - আনুমানিক ক্ষয়ক্ষতি এবং জরুরি চাহিদা.................................. ৩১৭
পরিশিষ্ট ০৬: ডি ফরম - ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের ফরম.. ৩১৯
পরিশিষ্ট ০৭: জরুরি মানবিক সহায়তা-সামগ্রী মজুত...৩২৯
পরিশিষ্ট ০৮: বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো কর্তৃক মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম ৩৩০

পরিশিষ্ট ০৯: ইউনিয়ন দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় বিবেচ্য বিষয়াবলি ৩৩২

পরিশিষ্ট ১০: উপজেলা দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় বিবেচ্য বিষয়াবলি ৩৩৩

পরিশিষ্ট ১১: জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় বিবেচ্য বিষয়াবলি ৩৩৪

পরিশিষ্ট ১২: পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় বিবেচ্য বিষয়াবলি ৩৩৫

পরিশিষ্ট ১৩: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় 'জেন্ডার সংবেদনশীলতা-বিষয়ক' নির্দেশিকা.......................... ৩৩৬

পরিশিষ্ট ১৪: জরুরি সাড়াদানের সময় কমিউনিটির সঙ্গে যোগাযোগ নির্দেশিকা........................... ৩৪১

পরিশিষ্ট ১৫: সুনামি ঝুঁকি প্রশমনে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের ভূমিকা ও দায়িত্ব ৩৪৬

অধ্যায় ১: পটভূমি

১.১ ভূমিকা

দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় সকলের কার্যকর অংশগ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ। দুর্যোগ-বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি প্রণয়নের উদ্দেশ্য হচ্ছে সংশ্লিষ্ট সকলকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সকল পর্যায়ে নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত করা। যার ভিত্তিতে স্থায়ী আদেশাবলিতে বর্ণিত দায়িত্ব ও কার্যাবলি দক্ষতার সঙ্গে সম্পাদনের জন্য প্রতিটি মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর ও সংস্থা নিজস্ব বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করবে এবং স্ব স্ব দায়িত্ব ও ক্ষমতা অনুযায়ী এর বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে। দুর্যোগ সাড়াদানে জাতীয় পর্যায়ে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল ও আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি দুর্যোগসংক্রান্ত কর্মকাণ্ডের সমন্বয় করবে। বিভাগ, জেলা, সিটি কর্পোরেশন, উপজেলা, পৌরসভা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ে সমন্বয়ের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট পর্যায়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি পালন করবে।

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম একটি দুর্যোগপ্রবণ দেশ এবং প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগের মুখোমুখি হচ্ছে। ভৌগোলিক অবস্থান, ভূমিবৈশিষ্ট্য, অসংখ্য নদনদী, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, অপরিকল্পিত নগরায়ণ ও শিল্পায়ন ইত্যাদি দেশটিতে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি বাড়াচ্ছে। বাংলাদেশের উপকূলভাগের গঠনপ্রকৃতি ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এ অঞ্চলের প্রাকৃতিক দুর্যোগের সংখ্যা, তীব্রতা ও প্রভাবকে বাড়িয়ে দিচ্ছে। দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতি বৃদ্ধি পাওয়ায় আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে।

বাংলাদেশের ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য:

- নদনদী, নালা ও খাল-বিলের নেটওয়ার্ক;
- বিপুল পলিমাটিবাহী জলের প্রবাহ;
- নদীনালা ও খালবিল পরিবেষ্টিত দ্বীপ ও চরাঞ্চল;
- অগভীর মহীসোপান ও ফানেল আকৃতির উত্তর বঙ্গোপসাগর;
- প্রবল জোয়ারভাটা ও অস্বাভাবিক বায়ুপ্রবাহ;
- বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ও এর আশপাশে টেকটোনিক প্লেটের অবস্থান ও অ্যাকটিভ ফল্ট বাউন্ডারি থাকার কারণে ভূমিকম্পঝুঁকি অত্যধিক;
- জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব।

উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্যের কারণে বাংলাদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি অনেক বেশি। প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট আপদসমূহের মধ্যে বন্যা, আকস্মিক বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, খরা, জলোচ্ছ্বাস, টর্নেডো, ভূমিকম্প, বজ্রপাত, নদীভাঙন, অগ্নিকাণ্ড, অবকাঠামো ধস, রাসায়নিক দুর্ঘটনা, ভূমিধস, ভূগর্ভস্থ পানিতে অতিমাত্রায় আর্সেনিক, জলাবদ্ধতা, লবণাক্ততা, শৈত্যপ্রবাহ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। দুর্যোগের ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও গত কয়েক বছরে বাংলাদেশ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধন করেছে। ফলে মানুষের মৃত্যুহার অনেক কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি ও দুর্যোগকবলিত এলাকা ও মানুষের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই কার্যকর দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দুর্যোগ-সহনশীল জাতি গঠনে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট সংস্থার সমন্বিত কার্যক্রম জোরদার করা প্রয়োজন। হালনাগাদকৃত দুর্যোগ-বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলিতে সকলের জন্য অনুসরণীয় সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব ও কার্যাবলি বর্ণনা করা হয়েছে যা সন্ধান, উদ্ধার,

মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসন-কাজে সুসমন্বয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জনজীবনকে দ্রুত স্বাভাবিক পর্যায়ে ফিরিয়ে এনে দুর্যোগ-সহনশীল দেশ গঠনে ভূমিকা রাখবে।

দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস, পূর্বপ্রস্তুতি, জরুরি সাড়াদান, পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন বিষয়ে প্রচলিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মডেলের স্থলে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত অধিকতর সমন্বিত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক মডেল গ্রহণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে জেন্ডার ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তিকে সম্পৃক্ত করে গৃহীত মডেলগুলো অধিক স্বীকৃতি ও গ্রহণযোগ্যতা পাচ্ছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে ইয়োকোহামা কৌশল থেকে শুরু করে হিউগো ফ্রেমওয়ার্ক ফর অ্যাকশন ও সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক ফর ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশনসহ স্থানীয়, জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসের কর্মকাঠামো বাস্তবায়নে জেন্ডার ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি সম্পৃক্তকরণে বাংলাদেশ অঙ্গীকারবদ্ধ।

অধ্যায় ২: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার নীতিকাঠামো ও পরিভাষা

২.১ জাতীয় নীতিকাঠামো

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় প্যারাডাইম শিফটের পরিপ্রেক্ষিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইনি কাঠামো তৈরি ও পরিমার্জন করা হয়েছে, যার আওতায় বাংলাদেশ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রাসঙ্গিক আইন, নীতি, বিধি, আদেশ ও এর সর্বোত্তম চর্চার মাধ্যমে দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস (DRR) এবং জরুরি সাড়াদান ব্যবস্থাপনা (ERM) কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ কাঠামোর মধ্যে রয়েছে:

২.১.১ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২

দুর্যোগ মোকাবিলা-বিষয়ক কার্যক্রমকে সমন্বিত, লক্ষ্যভিত্তিক ও শক্তিশালীকরণ এবং সকল ধরনের দুর্যোগ মোকাবিলায় কার্যকর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কাঠামো গড়ে তোলার বিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৩৪ নম্বর আইন) প্রণয়ন করা হয়।

২.১.২ জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০১৫

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২-এর ধারা ১৯-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০১৫ প্রণয়ন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সুশাসন আনয়ন এবং সম্পৃক্ত সকল স্তরের স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণ ও জবাবদিহি আনয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ নীতিমালা প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশের প্রধান প্রধান দুর্যোগঝুঁকি নিরূপণের মাধ্যমে আপদভিত্তিক পৃথক পৃথক কর্মকৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।

২.১.৩.জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, ২০১৬-২০২০

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ সরকারের ভিশন, মিশন এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কর্মপন্থার আলোকে ২০১০-২০১৫ মেয়াদের জন্য জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (NPDM) প্রণয়ন করা হয়েছিল। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অর্জন, শিক্ষণ ও চ্যালেঞ্জগুলো বিবেচনা করে দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সমন্বিত ও কার্যকর অংশগ্রহণ এবং জবাবদিহি আনয়নের লক্ষ্যে ২০১৬-২০২০ মেয়াদের জন্য জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, ২০১৬-২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে। এ পরিকল্পনা প্রণয়নে সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক ফর ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন (SFDRR), টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাসহ (SDG) জাতীয় পর্যায়ের প্রধান নীতি ও কৌশল (যেমন: সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা)-এর মূলনীতি এবং কার্যক্রমগুলোর সমন্বয়সাধন করা হয়েছে। কর্মপরিকল্পনায় দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনা তথা ঝুঁকি অবহিতিমূলক উন্নয়ন পরিকল্পনা (Risk Informed Development Planning) প্রণয়নে বিনিয়োগের প্রধান ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণের কথা বলা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট সকলের অংশগ্রহণে তা বাস্তবায়নের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এ পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে:

- জীবন ও সম্পদ রক্ষা করা;
- বিনিয়োগের সুরক্ষা প্রদান;
- কার্যকর পুনরুদ্ধার ও পুনর্গঠনের মাধ্যমে দ্রুততম সময়ে জনজীবনকে আগের চেয়ে ভালো অবস্থায় ফিরিয়ে আনা।

২.২ জাতীয় নীতি ও আন্তর্জাতিক কর্মকাঠামোর আন্তঃসমন্বয়

সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, জলবায়ু পরিবর্তনসংক্রান্ত প্যারিস চুক্তি, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০-এর মধ্যে সমন্বয়সাধন অত্যন্ত জরুরি।

সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক ফর ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশনের সাতটি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নিমিত্ত চারটি অগ্রাধিকার ক্ষেত্রের উল্লেখ রয়েছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস পারস্পরিক সম্পর্কিত। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে দুর্যোগের মাত্রা ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশের মতো ব-দ্বীপ অঞ্চলে এর প্রভাব আরো ব্যাপক। উল্লিখিত তিনটি আন্তর্জাতিক ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক অনুধাবন এবং অনুশীলনের ক্ষেত্রে দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস কার্যক্রম মূলধারায় সম্পৃক্তকরণ অপরিহার্য। এ বিবেচনায় দুর্যোগ-বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলিতে বর্ণিত কমিটি, মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর/পরিদপ্তর-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার দায়িত্বাবলিতে উল্লিখিত ফ্রেমওয়ার্কের মূল উপজীব্য বিষয়ের প্রতিফলন রয়েছে। ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০-এ বর্ণিত ছয়টি ডিজাস্টার হটস্পটকে বিবেচনায় নিয়ে মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও ঝুঁকি অবহিতকরণ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসের লক্ষ্যে সেন্দাই কর্মকাঠামো ২০১৫-২০৩০ (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030)

২০১৫ সালের ১৪-১৮ মার্চে অনুষ্ঠিত দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসবিষয়ক তৃতীয় বিশ্বসম্মেলনে 'দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসে সেন্দাই কর্মকাঠামো ২০১৫-২০৩০' গৃহীত হয়, যা নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে কার্যক্রম গ্রহণে অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রগুলোর জন্য অনন্য সুযোগ সৃষ্টি করেছে:

- দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসের জন্য একটি সংক্ষিপ্ত, লক্ষ্যভিত্তিক, সুদূরপ্রসারী এবং কর্মভিত্তিক কর্মকাঠামো গ্রহণ;
- হিউগো কর্মকাঠামো বাস্তবায়ন পর্যালোচনা এবং মূল্যায়নপূর্বক এ থেকে শিখনের আলোকে পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
- হিউগো কর্মকাঠামো বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আঞ্চলিক ও জাতীয় কৌশল, দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসবিষয়ক পরিকল্পনা, সুপারিশ এবং এর থেকে লব্ধ অভিজ্ঞতাগুলো বিবেচনা;
- সেন্দাই কর্মকাঠামো বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় ও সহযোগিতার উপায় চিহ্নিতকরণ;
- দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসবিষয়ক সেন্দাই কর্মকাঠামো বাস্তবায়নের অগ্রগতির পর্যায়ক্রমিক পর্যালোচনার উপায়গুলো নির্ধারণ ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;
- টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) অর্জনের নিমিত্ত দুর্যোগঝুঁকি মোকাবিলায় সক্ষমতা ও সহনশীলতা (Resilience) বৃদ্ধির বিষয়ে অগ্রাধিকার প্রদান এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নীতি, পরিকল্পনা, কর্মসূচির পরিমার্জন এবং সংশ্লিষ্ট সকলের বাজেটে তা অন্তর্ভুক্তকরণ।

সেন্দাই কর্মকাঠামোর প্রত্যাশিত ফলাফল:

হিউগো কর্মকাঠামোর ওপর ভিত্তি করে গঠিত বর্তমান সেন্দাই কর্মকাঠামোটির মাধ্যমে ২০১৫-২০৩০ সময়কালে নিম্নলিখিত ফলাফল অর্জন করা হবে:

“দুর্যোগে জীবন, জীবিকা ও স্বাস্থ্য এবং অর্থনৈতিক, ভৌত, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি হয়; তাই এ কর্মকাঠামোটির মূল লক্ষ্য হচ্ছে, দুর্যোগের ঝুঁকি ও ক্ষয়ক্ষতি ব্যক্তিগত, জনগোষ্ঠী ও জাতীয় পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমিয়ে আনা।”

প্রত্যাশিত ফলাফল ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য নিম্নবর্ণিত চারটি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে স্থানীয়, জাতীয়, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক পর্যায়ে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি গ্রহণ প্রয়োজন:

১. দুর্যোগঝুঁকিগুলো সকলের অনুধাবন ও বোধগম্য করা;
২. দুর্যোগঝুঁকি মোকাবিলার লক্ষ্যে দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় সুশাসন জোরদার করা;
৩. দুর্যোগ-সহনশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস কার্যক্রমে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা;
৪. দুর্যোগে কার্যকর সাড়াদানের জন্য প্রস্তুতি শক্তিশালী করা এবং Build Back Better অর্থাৎ, আগের চেয়ে ভালো অবস্থায় ফিরিয়ে আনার নীতিতে পুনরুদ্ধার, পুনর্বাসন-কার্যক্রম পরিচালনা করা।

২.৩ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত পরিভাষা

অভিযোজন (Adaptation**):** জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় খাপ খাইয়ে নেওয়ার কৌশল, যার মাধ্যমে ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা যায়।

আদেশ (Order): সংস্থার সদস্যবর্গের মাধ্যমে সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের নির্দেশনা। আদেশ সংস্থার ঊর্ধ্বতন পর্যায় থেকে নিম্নতর পর্যায়ে কাজ করে। আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা আইনি কাঠামো অথবা কোনো সংস্থার সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত।

আপদ (Hazard)**:** এমন কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা, যা প্রাকৃতিক নিয়মে, কারিগরি ত্রুটির কারণে অথবা মানুষের দ্বারা সৃষ্ট হয়ে থাকে এবং ফলস্বরূপ বিপর্যয় সংঘটনের মাধ্যমে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বিপদ ও হুমকির মধ্যে নিপতিত হতে পারে এবং জীবিকা নির্বাহের প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহের ভয়াবহ ও অপূরণীয় ক্ষতিসহ দুঃখ-দুর্দশার সৃষ্টি করতে পারে।

আপদকালীন পরিকল্পনা (Contingency Plan): কোনো একটি সম্ভাব্য দুর্যোগকে বিবেচনায় নিয়ে একটি সুনির্দিষ্ট সাড়াদান পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য সম্পদ জোগানের ব্যবস্থা গ্রহণ।

কমিউনিটি উপাদান (Community Elements)**:** ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে, এমন উপাদানগুলো, যেমন: অবকাঠামো, সেবাগুলো, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ড, যেমন: কৃষি, ব্যবসায় ও সেবা, বাণিজ্য, ধর্মীয় ও পেশাভিত্তিক প্রতিষ্ঠান এবং জনসাধারণ।

কমিউনিটির সঙ্গে যোগাযোগ (Communications with Community – CwC)**:** মানবিক কর্মসূচির প্রেক্ষাপটে কমিউনিকেশনস উইথ কমিউনিটি বলতে এমন কিছু কার্যক্রমকে বোঝায় যা জীবন রক্ষা, ঝুঁকিহ্রাস, জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা ও মানবিক কার্যক্রমে সাড়া প্রদান করার পাশাপাশি যুদ্ধ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং অন্যান্য সমস্যায় আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর সঙ্গে কার্যকর যোগাযোগ প্রচেষ্টায় ব্যবহার করা হয়। সিডব্লিউসির ধারণাটি জাতিসংঘের মানবিক সনদে (আর্টিকেল ১৯) সন্নিবেশিত হয়েছে যা মানবিক সাহায্য কার্যক্রমের মূল নয়টি মানদণ্ডের একটি। এতে বলা হয়েছে, যোগাযোগ, অংশগ্রহণ ও তথ্যের দ্বিমুখী আদানপ্রদান হলো যেকোনো মানবিক কার্যক্রমের প্রধান ভিত্তি।

জরুরি কার্যক্রম পরিচালন কেন্দ্র (Emergency Operation Centre – EOC)**:** প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন একটি স্থাপনা, যেখান থেকে কোনো দুর্যোগ অথবা জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় সাড়াদান ও সহযোগিতা কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় করা হয়ে থাকে।

জরুরি সাড়াদান ব্যবস্থাপনা (Emergency Response Management – ERM)**:** জরুরি অবস্থা মোকাবিলায় প্রস্তুতি, সাড়াদান ও পুনর্বাসন-কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ও প্রাতিষ্ঠানিক দায়দায়িত্ব সংগঠিত করা ও এর ব্যবস্থাপনা করা। জরুরি সাড়াদান ব্যবস্থাপনার মধ্যে রয়েছে: পরিকল্পনা, অবকাঠামো ও ব্যবস্থাগুলো যা সব রকমের জরুরি অবস্থায় স্বেচ্ছাসেবক এবং বেসরকারি এজেন্সিসমূহের স্বাভাবিক পূর্ণাঙ্গ ও সমন্বিত সাড়া প্রদানের জন্য প্রতিষ্ঠিত। জরুরি সাড়াদান ব্যবস্থাপনা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা হিসেবেও পরিচিত।

জরুরি সাড়াদান কার্যক্রম (Emergency Response Activities – ERA): কোনো ঘটনার আগে, ঘটনা চলাকালে অথবা ঘটনার পরে দ্রুত গৃহীত কর্মকাণ্ড যা মানুষের হতাহতের সংখ্যা, সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি এবং পরিবেশের ক্ষতি হ্রাস করতে সহায়তা করে। এতে জনসাধারণের ওপর দুর্যোগজনিত বিপর্যয় হ্রাসকরণ অথবা সরকারি সম্পদ রক্ষায় পরিকল্পনা, সমন্বয় ও বাস্তবায়নের পদক্ষেপগুলো অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষাকার্যক্রম (Education in Emergencies – EiE)**:** দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণসহ অন্য কোনো কারণে সৃষ্ট জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষাকার্যক্রম চলমান রাখার জন্য তাৎক্ষণিক গৃহীত ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিচালিত শিক্ষা। আপদকালীন সময়ের জন্য বিকল্প পন্থায় মানসম্পন্ন শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি বা শিক্ষার সাময়িক ব্যবস্থা এর অন্তর্ভুক্ত। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে দুর্যোগকবলিতদের বয়স ও চাহিদা অনুসারে মানসম্পন্ন প্রাক–শৈশব উন্নয়ন, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উপানুষ্ঠানিক, কারিগরি, বৃত্তিমূলক, বয়স্ক ও উচ্চ শিক্ষা অব্যাহত রাখা হয়।

জরুরি অবস্থায় শিশু সুরক্ষা (Child Protection in Emergencies – CPiE)**:** দুর্যোগে শিশুদের বিরুদ্ধে নির্যাতন এবং সহিংসতা প্রতিরোধ এবং সাড়া প্রদানকে বোঝায়। শিশুর নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে, এরূপ মানবিক সহায়তার ক্ষেত্রগুলো এর অন্তর্ভুক্ত।

জলবায়ু পরিবর্তন (Climate Change): প্রাকৃতিক নিয়মে সূর্যকিরণের শোষণ-বিকিরণ প্রক্রিয়ায় ভূপৃষ্ঠের কোনো স্থানে দীর্ঘসময়ের বায়ুমণ্ডলের ভৌত উপাদানসমূহের পরিবর্তনের ফলে অথবা মানুষের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কর্মকাণ্ডের দ্বারা উপরিউক্ত প্রাকৃতিক নিয়মে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির কারণে বৈশ্বিক আবহাওয়ার পরিবর্তন। এককথায়, আবহাওয়ার উপাদানগুলোর উল্লেখযোগ্য স্থায়ী পরিবর্তনকে জলবায়ুর পরিবর্তন বলা হয়।

জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় কেন্দ্র (National Disaster Response Coordination Centre – NDRCC): দুর্যোগসংক্রান্ত তথ্য আদানপ্রদান ও সমন্বয় কাজের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে স্থাপিত নিয়ন্ত্রণকক্ষ।

জেন্ডার: বেশিরভাগ সমাজে নারী ও পুরুষের দায়িত্ব, কাজ, সম্পদে প্রবেশাধিকার ও নিয়ন্ত্রণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় বৈষম্য রয়েছে। একটি সমাজ যেভাবে তার বিদ্যমান সংস্কৃতির আলোকে নারী-পুরুষের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ, ভূমিকা ও দায়িত্ব, আচরণ ও ব্যবহার, রীতিনীতি আরোপ করে এবং নারী-পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ করে দেয় তা-ই ‘জেন্ডার’। জেন্ডার সময়, দেশ, সংস্কৃতিভেদে ভিন্ন হয় এবং তা পরিবর্তনযোগ্য।

ঝুঁকি (Risk)**:** আপদ, বিপদাপন্নতার উপাদান এবং পরিবেশের আন্তঃক্রিয়া বা সম্মিলন ও সক্ষমতার ফলে উদ্ভূত সম্ভাব্য ক্ষতিকর অবস্থা।

$$\text{ঝুঁকি} = \text{আপদ} \times \text{বিপদাপন্নতা}/\text{সক্ষমতা}$$

ত্রাণ/মানবিক সহায়তা (Relief/Humanitarian Assistance): সরকারি বা বেসরকারিভাবে কোনো দুর্যোগ মোকাবিলায় জনসাধারণকে প্রদেয় বা প্রদত্ত খাদ্য, কম্বল ও শীত বস্ত্রসহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য বস্ত্র, আশ্রয়, ওষুধ,

নবজাতক ও শিশুদের জন্য অপরিহার্য দ্রব্যাদি, বিশুদ্ধ পানীয় জল, অর্থ, জ্বালানি, বীজ, কৃষি উপকরণ, গবাদি পশু, মাছের পোনা, ঢেউটিন বা গৃহনির্মাণ সামগ্রী এবং অন্য যেকোনো প্রকার সহায়তা।

দুর্যোগ (Disaster)**:** প্রকৃতি বা মনুষ্যসৃষ্ট অথবা জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট নিম্নলিখিত যেকোনো ঘটনা, যার ব্যাপকতা ও ভয়াবহতা আক্রান্ত এলাকার জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকা, গবাদি পশু, পাখি ও মৎস্যসম্পদ, স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ও পরিবেশের এরূপ ক্ষতিসাধন করে অথবা এরূপ মাত্রায় ভোগান্তির সৃষ্টি করে, যা মোকাবিলায় ঐ জনগোষ্ঠীর নিজস্ব সম্পদ, সামর্থ্য ও সক্ষমতা যথেষ্ট নয় এবং যা মোকাবিলার জন্য আক্রান্ত এলাকার বাইরে থেকে মানবিক ও অন্যান্য সহায়তার প্রয়োজন হয়, যেমন:

- ঘূর্ণিঝড়, কালবৈশাখী, টর্নেডো, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, বজ্রপাত, অস্বাভাবিক জোয়ার, ভূমিকম্প, সুনামি, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বন্যা, নদীভাঙন, উপকূল-ভাঙন, খরা, মাত্রাতিরিক্ত লবণাক্ততা, মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক দূষণ, ভবনধস, ভূমিধস, পাহাড়ধস, পাহাড়িঢল, শিলাবৃষ্টি, দাবদাহ, শৈত্যপ্রবাহ, দীর্ঘস্থায়ী জলাবদ্ধতা ইত্যাদি;
- বিস্ফোরণ, অগ্নিকান্ড, রাসায়নিক বিস্ফোরণ বা দুর্ঘটনা, রাসায়নিক অস্ত্র বা বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য দ্বারা সৃষ্ট দুর্যোগ/দুর্ঘটনা, শিল্পকারখানায় সংঘটিত দুর্ঘটনা, জলযানডুবি, বড় ধরনের ট্রেন ও সড়ক দুর্ঘটনা, রাসায়নিক ও পারমাণবিক তেজস্ক্রিয়তা, জ্বালানি তেল বা গ্যাস নিঃসরণ অথবা গণবিধ্বংসী কোনো ঘটনা;
- মহামারি সৃষ্টিকারী ব্যাধি, যেমন: প্যান্ডেমিক ইনফ্লুয়েঞ্জা, বার্ডফ্লু, অ্যানথ্রাক্স, ডায়রিয়া, কলেরা ইত্যাদি;
- ক্ষতিকর অণুজীব, বিষাক্ত পদার্থ এবং প্রাণসক্রিয় বস্তুর সংক্রমণসহ জৈব উদ্ভূত বা জৈবিক সংক্রামক দ্বারা সংক্রমণ;
- অত্যাবশ্যকীয় সেবা বা দুর্যোগ প্রতিরোধ অবকাঠামোর অকার্যকারিতা বা ক্ষতিসাধন;
- ব্যাপক প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতি সৃষ্টিকারী কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা বা দৈবদুর্বিপাক;

দুর্গত এলাকা ঘোষণা (Declaration of Distressed Area)**:** দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২-এর ধারা ২২-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি, স্বীয় বিবেচনায় বা ক্ষেত্রমতো, উপধারা ৩-এর অধীন সুপারিশ প্রাপ্তির পর, যদি এ মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, দেশের কোনো অঞ্চলে দুর্যোগের কোনো ঘটনা ঘটেছে, যা মোকাবিলায় অতিরিক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং অধিকতর ক্ষয়ক্ষতি ও বিপর্যয় রোধে বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করা জরুরি ও আবশ্যক, তাহলে সরকারি গেজেট বিজ্ঞপ্তি জারির মাধ্যমে, সংশ্লিষ্ট অঞ্চলকে 'দুর্গত এলাকা' হিসেবে ঘোষণা করতে পারবেন।

দুর্গত এলাকা (Distressed Area**):** জেলা, সিটি কর্পোরেশন, উপজেলা, পৌরসভা, ইউনিয়ন অথবা বাংলাদেশের যেকোনো অংশ এই আইনের দ্বারা দুর্গত এলাকা বলে ঘোষিত।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা (Disaster Management): দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস এবং দুর্যোগ-পরবর্তী জরুরি সাড়াদানের নিমিত্ত পদ্ধতিগত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও কার্যক্রম, যার মাধ্যমে দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ বা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়, যেমন:

- দুর্যোগের বিপদাপন্নতা, পরিধি, মাত্রা ও সময় নিরূপণ;
- ব্যবস্থাপনাসহ সকল প্রকার পরিকল্পনা গ্রহণ, সমন্বয়সাধন ও বাস্তবায়ন;
- আগাম সতর্কতা, হুঁশিয়ারি, বিপদ বা মহাবিপদ সংকেত প্রদান ও প্রচারের ব্যবস্থা এবং জানমাল নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর;

- দুর্যোগকালীন এবং পরবর্তী সন্ধান ও উদ্ধার অভিযান পরিচালনা, জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির হিসাব ও চাহিদা নিরূপণ, মানবিক সহায়তা-কার্যক্রমের অধীন মানবিক সহায়তা-সামগ্রী বিতরণ, পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন এবং অত্যাবশ্যক সেবা, পুনরুদ্ধার ও উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ;
- আনুষঙ্গিক অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা।

দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (Disaster Risk Management – DRM): নীতিমালা ও কৌশল বাস্তবায়নের প্রশাসনিক সিদ্ধান্তগুলো, সংগঠন, প্রায়োগিক দক্ষতা ও সক্ষমতা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষতিকর প্রভাব কমাতে সমাজ ও জনগোষ্ঠীর খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতা এবং পরিবেশগত ও প্রযুক্তিগত সমস্যাসম্পর্কিত পদ্ধতিগত প্রক্রিয়ার ব্যবহার। এতে সব ধরনের কর্মকাণ্ড, যেমন: দুর্যোগের ক্ষতিকর প্রভাব এড়িয়ে যাওয়া বা প্রশমনের জন্য কাঠামোগত এবং অ-কাঠামোগত কৌশলগুলো অন্তর্ভুক্ত থাকে।

দুর্যোগ-পরবর্তী পর্যায় (Post Disaster Stage)**:** জরুরি অবস্থার পরবর্তী পর্যায়, যখন দুর্যোগকবলিত জনগোষ্ঠীকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এ ছাড়া, অবকাঠামো, সেবা এবং অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে যথোপযুক্ত পদক্ষেপ যা দীর্ঘমেয়াদি চাহিদা এবং উন্নয়ন পরিকল্পনার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। পুনরুদ্ধার তৎপরতা পুনর্বাসন এবং পুনর্গঠন উভয় কার্যক্রমকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং পিছিয়ে পড়া ও ঝুঁকিতে থাকা মানুষের জন্য চলমান মানবিক সহায়তা-কার্যক্রমকেও অন্তর্ভুক্ত করে।

দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস (Disaster Risk Reduction – DRR): দুর্যোগঝুঁকি শনাক্তকরণ, নিরূপণ এবং কমানোর একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ ব্যবস্থা, যার লক্ষ্য দুর্যোগ-সংশ্লিষ্ট আর্থসামাজিক বিপদাপন্নতা কমানো। এই পদ্ধতিতে পরিবেশগত এবং অন্যান্য বিপদাপন্নতা, যেগুলো দুর্যোগের মাত্রা বাড়ায়, তাও মোকাবিলা করা হয়।

দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসের ক্ষেত্রে জাতিসংঘের সংস্থাগুলোর মধ্যে UNDRR-এর সংজ্ঞাটি সবচেয়ে সাধারণ উদ্ধৃত সংজ্ঞা। সংজ্ঞাটি হলো: টেকসই উন্নয়নের বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে আপদের ব্যাপক প্রভাব এড়ানো (Prevention) বা কমানোর (Mitigation and Preparedness) মাধ্যমে সমাজের সামগ্রিক বিপদাপন্নতা ও দুর্যোগের ঝুঁকি কমানোই হলো দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস।

ঝুঁকিহ্রাস কর্মকাণ্ডের প্রক্রিয়া:

- সম্ভাব্য ঝুঁকির বিষয়ে ব্যাপক গণসচেতনতা এবং আপদ, ঝুঁকি, সক্ষমতা ও বিপদাপন্নতা বিশ্লেষণ;
- শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, গবেষণা এবং তথ্যপ্রবাহ বাড়ানোর মাধ্যমে জ্ঞান ও দক্ষতার বিকাশসাধন;
- তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবেশ ও ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা, গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা সংরক্ষণ, সহযোগিতা ও নেটওয়ার্কিং;
- আগাম সতর্কীকরণ সংকেত ব্যবস্থা প্রবর্তন, যার মধ্যে সংকেত প্রচার ও প্রস্তুতিমূলক কর্মকাণ্ড এবং কমিউনিটির সাড়াদানের সক্ষমতা বাড়ানোর বিষয় অন্তর্ভুক্ত।

দ্রুত পুনরুদ্ধার (Early Recovery)**:** এমন এক ধরনের পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া, যা দুর্যোগ-পরবর্তী সাড়াদান বা মানবিক সহায়তা উভয়েরই উদ্দেশ্যে মানবিক নিরাপত্তাজনিত স্থিতিশীলতা আনয়ন করা। সমস্যার মূলে অন্তর্নিহিত ঝুঁকিগুলো নিরূপণ ও তা দূর করতে একটি আত্মনির্ভরশীল ও জাতীয় অংশীদারিত্বভিত্তিক প্রক্রিয়া প্রণয়ন করা।

দুর্যোগ পরিস্থিতি ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র (Disaster Incident Management Centre)**:** এমন একটি স্থান, যেখান থেকে দুর্যোগ ঘটনা ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত সংবিধিবদ্ধ সাড়াদান সংস্থাসমূহের কাজ নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয়সাধন করা হয়।

দুর্যোগ পরিস্থিতি ব্যবস্থাপনা দল (Disaster Incident Management Team)**:** ইনসিডেন্ট ব্যবস্থাপকের নেতৃত্বে একটি দল, যা পরিস্থিতির সার্বিক নিয়ন্ত্রণের জন্য দায়িত্ব পালন করে।

দুর্যোগ পরিস্থিতি পরিকল্পনা (Disaster Incident Plan)**:** কোনো দুর্যোগ পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য দুর্যোগ পরিস্থিতি ব্যবস্থাপনা দলের সঙ্গে দুর্যোগ পরিস্থিতি ব্যবস্থাপকের যৌথ উদ্যোগে গৃহীত কর্মপরিকল্পনাগুলো। এ পরিকল্পনা মৌখিক বা লিখিতভাবে জারি করা যেতে পারে।

দুর্যোগ-বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি (Standing Orders on Disaster – SOD)**:** দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রণীত দুর্যোগ-বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি।

দুর্যোগ-সহনশীলতা (Disaster Resilience)**:** দুর্যোগঝুঁকি প্রশমন, অভিযোজন ও পুনর্গঠনে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও ব্যবস্থার এমন সক্ষমতা, যা দীর্ঘস্থায়ী বিপদাপন্নতা হ্রাস করে এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে সহায়ক হিসেবে কাজ করে।

দুর্যোগকালীন (During Disaster)**:** দুর্যোগ সংঘটনের সময়কাল। ধীরগতিতে সম্পন্ন দুর্যোগের (খরা, লবণাক্ততা, মৌসুমি বন্যা) ক্ষেত্রে দুর্যোগ সময় দীর্ঘ হয় এবং আকস্মিক দুর্যোগের (আকস্মিক বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প, অগ্নিকাণ্ড, শিল্পকারখানার দুর্ঘটনা, ভূমিধস ইত্যাদি) ক্ষেত্রে এ সময়টি সংক্ষিপ্ত হয়।

নিরাপদ স্থানান্তর (Evacuation): যারা জীবনের ঝুঁকিতে আছে তাদের আশ্রয়কেন্দ্রে নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। জনগণকে নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে আসার প্রক্রিয়াই হলো স্থানান্তর বা সরিয়ে নেওয়া। যখন বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত মাত্রার ঘূর্ণিঝড়ের সতর্ক বার্তা প্রচার করা হয়, তখন উপকূলীয় ও দ্বীপাঞ্চলের জনগণকে নিরাপদ জায়গায় স্থানান্তর করা গুরুত্বপূর্ণ। তদ্রুপ ব্যাপক বন্যার সময় জনগণকে বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে আসাও নিরাপদ স্থানান্তর হিসেবে গণ্য হয়।

নেতৃত্বদানকারী সংস্থা (Lead Agency)**:** একটি নির্দিষ্ট আপদকালে দক্ষতা ও প্রয়োজনীয় রিসোর্সের অধিকারী হওয়ার কারণে যে এজেন্সির ওপর প্রাথমিক দায়িত্ব অর্পিত হয়।

পূর্বাভাসভিত্তিক সাড়াদান (Forecast based Financing/Action – FbF/A): আবহাওয়ার পূর্বাভাস ব্যবহার করে সম্ভাব্য দুর্যোগকবলিত এলাকার মানুষকে আগাম সাড়াদান কার্যক্রম গ্রহণে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান যা দুর্যোগের ঝুঁকিহ্রাস, ক্ষতি কমানো ও প্রস্তুতি গ্রহণের মাধ্যমে বিপদাপন্ন মানুষের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

পুনরুদ্ধার (Recovery): ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের ভৌত অবকাঠামো ও তাদের মানসিক, শারীরিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা আগের চেয়ে ভালো অবস্থায় (Build Back Better) ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টায় সহায়তা দানের জন্য প্রয়োজনীয় উপায় তৈরিতে গৃহীত পদক্ষেপ।

পুনর্গঠন (Rebuilding): দুর্যোগকবলিত জনগোষ্ঠীর সুযোগ-সুবিধা ও সেবার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও প্রতিষ্ঠানগুলোকে আগের চেয়ে ভালো অবস্থায় (Build Back Better) ফিরিয়ে আনার পদক্ষেপগুলো।

পুনর্বাসন (Rehabilitation): দুর্যোগ ঘটার পর ক্ষতিগ্রস্ত জনগণকে পুনরায় স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টায় গৃহীত কার্যক্রম, যেমন:

- দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো পূর্বাবস্থায় বা অধিকতর ভালো অবস্থায় ফিরিয়ে আনা;
- ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর মানসিক, অর্থনৈতিক ও ভৌত কল্যাণ সাধনসহ তাদের সাংগঠনিক সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আক্রান্ত এলাকার স্বাভাবিক জীবন, জীবিকা ও কর্মপরিবেশ ফিরিয়ে আনা;

- ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে, প্রয়োজনে অন্যত্র স্থানান্তর করা;
- ক্ষতিগ্রস্ত গবাদি পশু, মৎস্য, ইত্যাদির সুচিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট খামার পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা;
- পুকুর, নদীনালা, খালবিল ও জলাধারে মৃত মানুষ, গবাদি পশু, মৎস্য, ইত্যাদি অপসারণের ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বিষাক্ত পানি শোধনের ব্যবস্থা গ্রহণসহ মানুষ ও জীবজন্তুর জন্য বিশুদ্ধ ও নিরাপদ পানির ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার বিষাক্ততা অপসারণের লক্ষ্যে ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কারের ব্যবস্থাসহ তা থেকে উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

প্রস্তুতি (Preparedness)**:** সম্ভাব্য আপদের প্রভাব মোকাবিলায় জনগোষ্ঠীর মধ্যে সচেতনতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঝুঁকি-পরিস্থিতি সম্পর্কে তাদের জ্ঞান ও ধারণার উন্নয়ন ঘটাতে এবং সম্ভাব্য দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস, দুর্যোগ-পরবর্তী সন্ধান, উদ্ধার ও মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম পরিচালনার জন্য গৃহীত পদক্ষেপ।

প্রতিরোধ (Prevention)**:** সাধারণ প্রতিরোধ হচ্ছে কোনো একটি পরিস্থিতিকে বা ঘটনাকে ঠেকিয়ে রাখা বা ঘটতে না দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ। দুর্যোগ প্রতিরোধ বলতে বোঝায় কার্যকরভাবে সম্ভাব্য কোনো দুর্যোগকে প্রতিহত করা বা ঘটতে না দেওয়া অথবা ঐ দুর্যোগের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে জনগণকে মুক্ত রাখা। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় নদীভাঙন ঠেকাতে সরকার কর্তৃক শহর রক্ষা বাঁধ নির্মাণ করা, যার ফলে নদীর স্রোতকে অন্যদিক প্রবাহিত করে নদীভাঙন প্রতিরোধ করা হয়। আপদের আঘাত হানা বন্ধ করার প্রক্রিয়াই প্রতিরোধ।

প্রশমন (Mitigation)**:** সম্ভাব্য আপদ সৃষ্ট ঝুঁকি দূরীকরণের বা লক্ষণীয়ভাবে হ্রাসকরণের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া।

বিপদাপন্নতা (Vulnerability)**:** কোনো জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক, ভৌগোলিক ও পরিবেশগত বিদ্যমান এমন অবস্থা যা প্রাকৃতিক বা মনুষ্যসৃষ্ট আপদের প্রভাবে বা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে জনগোষ্ঠীর খাপ খাইয়ে নেওয়ার প্রত্যাশিত ক্ষমতাকে ভঙ্গুর, দুর্বল, অদক্ষ ও সীমাবদ্ধ করে।

আগের চেয়ে ভালো অবস্থায় ফিরিয়ে আনা (Build Back Better)**:** ২০০৪ সালের ইন্ডিয়ান ওশান সুনামির পর দুর্যোগ-পরবর্তী পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন কার্যক্রম গ্রহণে Build Back Better পদ্ধতি জনপ্রিয় হয়। এ ধারণার ফলে দুর্যোগ-পরবর্তী পুনর্গঠন ও পুনরুদ্ধার পর্যায়ে নতুন ধারণা, প্রযুক্তি উন্নয়নের মাধ্যমে দুর্যোগপূর্ব অবস্থায় বা আগের চেয়ে উন্নততর অবস্থায় ফিরে যাওয়ার সুযোগ তৈরি করেছে। Sendai Framework for Disaster Risk Reduction-এ Build Back Better বিষয়টি চতুর্থ অগ্রাধিকার কার্যক্রমে সন্নিবেশিত হয়েছে। UNDRR–এর সংজ্ঞানুযায়ী Build Back Better হলো দুর্যোগ-পরবর্তী পুনরুদ্ধার, পুনর্বাসন এবং পুনর্গঠন পর্যায়ে দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস অন্তর্ভুক্ত করে ভৌত অবকাঠামো ও সামাজিক ব্যবস্থা, জীবিকায়ন, অর্থনৈতিক কার্যক্রম ও পরিবেশের উন্নয়নের মাধ্যমে কমিউনিটি ও ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্স তৈরি করার কৌশল।

বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য (Toxic Chemical)**:** এমন কোনো রাসায়নিক দ্রব্য, যা জীবন প্রক্রিয়ার ওপর রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে মানুষ বা প্রাণীর মৃত্যু ঘটানো, সাময়িক অক্ষমতা বা স্থায়ী ক্ষতির কারণ হতে পারে। উৎস ও প্রস্তুতপ্রণালি নির্বিশেষে তা যেকোনো স্থানে উৎপাদিত হোক না কেন, এ ধরনের সকল রাসায়নিক দ্রব্য।

মন্ত্রী (Minister)**:** মন্ত্রী বলতে কোনো মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী বা উপমন্ত্রীকে বোঝাবে।

মুজিব কিল্লা: কিল্লা মানে মাটির উঁচু ঢিবি। ১৯৭০ সালে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ের পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে দেশের বিভিন্ন স্থানে ঘূর্ণিঝড়/জলোচ্ছ্বাস/বন্যা থেকে জানমাল, বিশেষ

করে প্রাণিসম্পদ রক্ষার্থে মাটির কিল্লা (বন্যা স্তর থেকে উঁচু মাটির ঢিবি) নির্মাণ করা হয়, যা সর্বস্তরের মানুষের কাছে 'মুজিব কিল্লা' নামে পরিচিত। ইতঃপূর্বে নির্মিত ও নির্মিতব্য এরূপ কিল্লাগুলো 'মুজিব কিল্লা' নামে অভিহিত হবে।

মুজিব কিল্লা উন্নয়ন/নির্মাণের উদ্দেশ্য:

- দুর্যোগকবলিত জনসাধারণ ও তাদের পরিবারের জীবনরক্ষাকারী এবং মূল্যবান সামগ্রীর নিরাপদ সংরক্ষণ;
- দুর্যোগে আক্রান্ত গৃহপালিত প্রাণিদের নিরাপদ আশ্রয় নিশ্চিতকরণ;
- স্বাভাবিক সময়ে বহুমুখী ব্যবহারের লক্ষ্যে খেলার মাঠ, হাটবাজার, কমিউনিটি সেন্টার, বৈশাখী মেলাসহ বিভিন্ন মেলা, রাজনৈতিক সভা বা অন্যান্য কর্মসূচি, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, যেমন: জানাজা, ঈদের জামাত ইত্যাদি কাজে ব্যবহার;
- বাণিজ্যিক কার্যক্রম, যেমন: সাপ্তাহিক/দৈনিক হাট বা বাজার ইত্যাদি কাজে ব্যবহার;
- গ্রাম ও ইউনিয়ন কমিউনিটির বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানাদি, বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের কমিউনিটি উন্নয়নের লক্ষ্যে বৈঠক অনুষ্ঠান;
- বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের আওতায় অনুষ্ঠিতব্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের স্থান হিসেবে ব্যবহার;
- দুর্যোগপূর্ব/দুর্যোগকালীন/দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে অস্থায়ী সেবাকেন্দ্র/শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যবহার।

রাসায়নিক অস্ত্র (Chemical Weapons)**:** বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য ও এর উপাদানসমূহের মাধ্যমে মৃত্যু বা অন্য কোনো ক্ষতির কারণ ঘটানোর জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুতকৃত যুদ্ধোপকরণ ও কৌশল, যা প্রয়োগের ফলে বিষাক্ত উপাদান নির্গত (Released) হতে পারে এবং উল্লিখিত যুদ্ধোপকরণ বা কৌশল প্রয়োগের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত বিশেষভাবে প্রস্তুতকৃত কোনো সরঞ্জাম।

লিয়াজোঁ অফিসার (Liason Officer)**:** কোনো সংগঠনের প্রতিনিধি, যিনি নিজ সংগঠনের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করতে সক্ষম হবেন। সংস্থার রিসোর্সের ব্যাপারে তার প্রতিশ্রুতি প্রদানের কর্তৃত্ব থাকবে।

সচিব (Secretary): সচিব বলতে কোনো মন্ত্রণালয়/বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত সিনিয়র সচিব, সচিব বা ভারপ্রাপ্ত সচিবকে বোঝাবে।

সন্ধান ও উদ্ধার (Search and Rescue – SAR): দুর্যোগে আটকে পড়া ও হারিয়ে যাওয়া মানুষের সন্ধান ও উদ্ধার করা প্রয়োজন। যেমন: ভূমিকম্পের পর অনেক মানুষ ধসে পড়া ভবনের নিচে আটকে পড়ে বা প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের সময় হারিয়ে যাওয়া জনগণ নিরাপদ আশ্রয়ে আসতে সক্ষম হয় না, তখন তাদেরকে সন্ধান ও উদ্ধার করার প্রয়োজন পড়ে।

সামাজিক অন্তর্ভুক্তি (Social Inclusion)**:** দুর্যোগে বিভিন্ন প্রান্তিক, পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠী, স্বল্প আয়ের পরিবার সবচেয়ে বেশি বিপদাপন্নতার মধ্যে থাকে। প্রায়শই বিপর্যয় হ্রাস ও জরুরি সাড়াদান-সংক্রান্ত কর্মসূচির বিভিন্ন পর্যায়ে তাদের চাহিদা ও প্রয়োজন এবং তাদের মতামত ও অংশগ্রহণ অন্তর্ভুক্ত হয় না। সামাজিক অন্তর্ভুক্তি একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন কার্যক্রমে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর অংশগ্রহণের ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি করা হয়। সামাজিক অন্তর্ভুক্তির মধ্যে দিয়ে ব্যক্তি, গোষ্ঠী, সমাজ, প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন পর্যায়ে গৃহীত পদক্ষেপ এবং মূলধারার কার্যক্রমসমূহে অংশগ্রহণসহ মৌলিক অধিকারগুলো অনুশীলনপূর্বক সমাজে অবদান রাখতে সক্ষম হয়।

সমন্বয় (Coordination**):** দুর্যোগে দ্রুত ও ফলপ্রসূ সাড়াদান নিশ্চিত করতে সংস্থা ও সম্পদগুলোকে একত্রিত করা। আপদের কারণে সৃষ্ট চাহিদা অনুসারে সম্পদের (প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তিগত) পদ্ধতিগত অধিগ্রহণ ও প্রয়োগের সঙ্গে এটা প্রাথমিকভাবে জড়িত। কর্তৃপক্ষের কাজের নির্দেশনা হিসেবে এটি সংস্থার সঙ্গে Vertically এবং কর্তৃপক্ষের কাজের নিয়ন্ত্রণ হিসেবে সমগ্র সংস্থার সঙ্গে Horizontally কাজ করে।

সক্ষমতা (Capacity**):** বিপদাপন্নতা মোকাবিলার জন্য যেসব ইতিবাচক বিষয় থাকে, যা সাড়া প্রদানে সামর্থ্য বৃদ্ধি করে তাকে সক্ষমতা বলে। অর্থাৎ, সক্ষমতা হলো একাধিক বিষয়াদি, যেমন: প্রাকৃতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, পরিবেশ ইত্যাদির সমন্বয় থেকে সৃষ্ট সামগ্রিক অবস্থা বা প্রক্রিয়া, যা মানুষ বা কোনো সংস্থা/প্রতিষ্ঠানকে তার বিদ্যমান সম্পদের মাধ্যমে দুর্যোগের প্রতিকূল অবস্থার সর্বোচ্চ মোকাবিলা করতে এবং নেতিবাচক ফলাফল হ্রাস করতে সহায়তা করে।

হুঁশিয়ারি পর্যায় (Warning Stage)**:** আসন্ন দুর্যোগ সম্পর্কে হুঁশিয়ারি সংকেত প্রচার এবং হুমকি দূরীভূত হওয়ার পর হুঁশিয়ারি সংকেত তুলে নেওয়া পর্যন্ত সময়কাল। দুর্যোগ আঘাতের আগের সতর্কীকরণ বা দুর্যোগ মোকাবিলার কৌশল এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।

সতর্কীকরণ পর্যায় (Cautionary Stage): আসন্ন দুর্যোগ সম্পর্কে সতর্ক বার্তা প্রচার এবং শঙ্কা দূরীভূত হওয়ার পর সতর্ক বার্তা তুলে নেওয়ার পর্যায়। দুর্যোগের আঘাতের অব্যবহিত আগের বা দুর্যোগ মোকাবিলার কৌশল এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।

সাড়াদান (Response**):** দুর্যোগের প্রাক্কালে, দুর্যোগকালে এবং দুর্যোগের অব্যবহিত পরে জীবন ও সম্পদ রক্ষায়, ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর মৌলিক চাহিদা মেটাতে বা অত্যাবশ্যকীয় সেবা প্রদানে গৃহীত কার্যক্রম।

স্বাভাবিক পর্যায় (Normal Stage)**:** যখন কোনো তাৎক্ষণিক আপদের আশঙ্কা নেই। তবে, স্বাভাবিক সময়েও বিরাজমান আপদ যেকোনো সময় আঘাত হানতে পারে এ কথা বিবেচনায় রেখে দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত।

সংস্থার নিয়ন্ত্রণকক্ষ (Agency Control Room): যেখান থেকে কোনো দুর্যোগ পরিস্থিতিতে কোনো একটি প্রতিষ্ঠানের সম্পদগুলো নিয়ন্ত্রণ, সমন্বয় ও বণ্টন করা হয়।

সংস্থার মাঠ কর্মকর্তা (Agency Field Officer): মাঠ পর্যায়ে কোনো একটি এজেন্সির কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নিয়োজিত কর্মকর্তা।

সমাজভিত্তিক দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (Community Based Disaster Risk Management)**:** এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে ঝুঁকিপূর্ণ ও বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠী নিজেরাই দুর্যোগের ঝুঁকিগুলো চিহ্নিত ও বিশ্লেষণ করে সঠিক পদক্ষেপ নিতে পারে, যার ফলে একদিকে যেমন: তাদের দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস পায়, তেমনি দুর্যোগ মোকাবিলায় তাদের সামর্থ্য বৃদ্ধি পায়।

সিবিআরএনই (CBRNE**):** কেমিক্যাল, বায়োলজিক্যাল, রেডিওলজিক্যাল, নিউক্লিয়ার এবং এক্সপ্লোসিভ-সংক্রান্ত বিষয়।

সেবা (Service)**:** দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য গঠিত কোনো সংস্থা, প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রদেয় আশ্রয়, খাদ্য, বিশুদ্ধ পানীয় জল, পরিধেয় বস্ত্র, চিকিৎসা, বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহ, টেলিযোগাযোগ, পয়োনিষ্কাশন, জ্বালানি ও পরিবহন-সংশ্লিষ্ট সেবা, অগ্নিনির্বাপণ, নিরাপত্তা, সন্ধান ও উদ্ধার তৎপরতা এবং পুলিশ কর্তৃক প্রদেয় সেবাসহ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য সেবা।

২.৪ দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা

দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় উত্তম চর্চা/মডেল অনুসরণে প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা প্রণয়ন ও হালনাগাদ করতে হবে। এ নির্দেশিকাগুলো দুর্যোগ-বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলির অঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হবে। এসব নির্দেশিকায় সংশ্লিষ্টদের প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করতে হবে। নিম্নে নির্দেশিকাসমূহের একটি তালিকা প্রদত্ত হলো:

১) জনগোষ্ঠীভিত্তিক ঝুঁকি নিরূপণ (সিআরএ) নির্দেশিকা;
২) দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ নির্দেশিকা;
৩) ডিজাস্টার ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট (ডিআইএ) নির্দেশিকা;
৪) জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল এবং জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল নির্দেশিকা;
৫) আপদকালীন পরিকল্পনা প্রণয়ন নির্দেশিকা;
৬) মানবিক সহায়তার ন্যূনতম মানবিষয়ক নির্দেশিকা;
৭) দুর্যোগ তথ্য ও যোগাযোগ-ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা;
৮) দুর্যোগভিত্তিক আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা;
৯) পরিকল্পনা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা;
১০) দুর্যোগকালে আন্তর্জাতিক জরুরি সহযোগিতা ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা;
১১) মাল্টি এজেন্সি (বহুপাক্ষিক) দুর্যোগ ইন্সিডেন্ট ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা;
১২) দুর্যোগ-পরবর্তী মৃতদেহ ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা;
১৩) ধ্বংসাবশেষ ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা;
১৪) জাতীয় দুর্যোগ স্বেচ্ছাসেবক প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ নির্দেশিকা;
১৫) ভূমিকম্পঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় স্ট্যান্ডার্ড অপারেশনাল প্রসিডিউর (এসওপি);
১৬) ন্যাশনাল নিউক্লিয়ার অ্যান্ড রেডিওলজিক্যাল ইমার্জেন্সি রেসপন্স প্ল্যান;
১৭) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ পুল গঠনসংক্রান্ত নির্দেশিকা;
১৮) দুর্যোগকালীন হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা।

অধ্যায় ৩: জাতীয় পর্যায়ে দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সমন্বয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ওপর দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মূল দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে। দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনা-বিষয়ক যাবতীয় আইন, নীতি/বিধিমালা প্রণয়ন এবং পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণে এ মন্ত্রণালয় মুখ্য ভূমিকা পালন করবে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরসহ এর অন্যান্য সহযোগী সংস্থার সহযোগিতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর ও সংস্থার সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস, সাড়াদান, মানবিক সহায়তা প্রদান, পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এ মন্ত্রণালয় জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল, আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি ও জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপসহ অন্যান্য জাতীয় ও স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির কাছে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করবে এবং দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় সিদ্ধান্ত নিতে তাদের সহযোগিতা করবে। এ ছাড়া এসব কার্যক্রমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নিয়োজিত সকল সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা ও উন্নয়ন সহযোগীদের কার্যক্রমও সমন্বয় করবে।

৩.১ জাতীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলো

দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় নীতি এবং কৌশলগত কার্যক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন সংস্থার কার্যকর অংশগ্রহণ ও বিভিন্ন সেক্টরের সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। এ কারণে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কার্যকর অংশগ্রহণ ও আন্তঃপ্রতিষ্ঠানের সমন্বয় অপরিহার্য। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে দুর্যোগ-বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলিতে জাতীয় পর্যায়ের নিম্নবর্ণিত কমিটিগুলো গঠন করা হয়েছে:

৩.১.১ জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল (NDMC)

বাংলাদেশে দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসে ও জরুরি সাড়াদান ব্যবস্থাপনায় নীতি নির্দেশনার জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২-এর ধারা ৪, ৫ ও ৬-এ কাউন্সিলের গঠন, সভা এবং দায়িত্ব ও কার্যাবলি বর্ণিত আছে। উক্ত ধারাসমূহের আলোকে কাউন্সিলের গঠন, সভা ও কার্যাবলি নিম্নরূপ:

১	প্রধানমন্ত্রী	সভাপতি
২	মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩	মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪	মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫	মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬	মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭	মন্ত্রী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৮	মন্ত্রী, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৯	মন্ত্রী, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	সদস্য
১০	মন্ত্রী, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়	সদস্য
১১	মন্ত্রী, রেলপথ মন্ত্রণালয়	সদস্য

১২	মন্ত্রী, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৩	মন্ত্রী, খাদ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৪	মন্ত্রী, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৫	জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি	সদস্য
১৬	সেনাবাহিনী প্রধান	সদস্য
১৭	নৌবাহিনী প্রধান	সদস্য
১৮	বিমান বাহিনী প্রধান	সদস্য
১৯	প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব	সদস্য
২০	প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ	সদস্য
২১	সচিব, অর্থ বিভাগ	সদস্য
২২	সচিব, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
২৩	সচিব, সেতু বিভাগ	সদস্য
২৪	সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
২৫	সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ	সদস্য
২৬	সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	সদস্য
২৭	সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ	সদস্য
২৮	সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ	সদস্য
২৯	সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ	সদস্য
৩০	সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩১	সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	সদস্য
৩২	সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ	সদস্য
৩৩	সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩৪	সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	সদস্য
৩৫	সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩৬	সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩৭	সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩৮	সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩৯	সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪০	সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪১	সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪২	সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪৩	সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪৪	মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ	সদস্য
৪৫	মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর	সদস্য
৪৬	মহাপরিচালক, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ	সদস্য
৪৭	মহাপরিচালক, র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন	সদস্য
৪৮	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী	সদস্য
৪৯	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড	সদস্য
৫০	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর	সদস্য

৫১	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান (স্পারসো)	সদস্য
৫২	মন্ত্রিপরিষদ সচিব	সদস্য-সচিব

* মন্ত্রণালয় বা বিভাগের দায়িত্বে মন্ত্রী না থাকলে উক্ত মন্ত্রণালয় বা বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত প্রতিমন্ত্রী বা উপমন্ত্রী কাউন্সিলের সদস্য হবেন।
* কাউন্সিল প্রয়োজনে অন্য যেকোনো ব্যক্তিকে কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করতে পারবে।
* সরকার প্রয়োজনে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা কাউন্সিলের সদস্যসংখ্যা হ্রাস বা বৃদ্ধি করতে পারবে।

কাউন্সিলের সভা

- কাউন্সিলের সভা সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে ও সময়ে অনুষ্ঠিত হবে;
- প্রতি বছর কাউন্সিলের কমপক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে;
- অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে কাউন্সিলের সভার কোরাম হবে;
- উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে কাউন্সিলের সভার সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভাপতির একটি নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকবে।

কাউন্সিলের দায়িত্ব ও কার্যাবলি

(১) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে নীতিমালা ও পরিকল্পনা-সংক্রান্ত কৌশলগত দিক-নির্দেশনা প্রদান;

(২) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা-বিষয়ক আইন, নীতিমালা ও পরিকল্পনার বাস্তবায়ন পদ্ধতি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান;

(৩) বিদ্যমান দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস ও জরুরি সাড়াদান কার্যক্রম পদ্ধতি পর্যালোচনা এবং মূল্যায়নপূর্বক এর সংশোধন, পরিমার্জন বা পরিবর্তনের জন্য কৌশলগত দিক-নির্দেশনা প্রদান;

(৪) দুর্যোগ প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম মূল্যায়ন এবং এতদ্‌বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, কমিটি ও ব্যক্তিবর্গকে কৌশলগত পরামর্শ প্রদান;

(৫) দুর্যোগ-পরবর্তী সাড়াদান ও পুনরুদ্ধার কার্যক্রম এবং এর পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া উন্নয়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, কমিটি ও ব্যক্তিবর্গকে কৌশলগত নির্দেশনা প্রদান;

(৬) দুর্যোগ মোকাবিলা বা পুনর্বাসন বিষয়ে গৃহীত সরকারি প্রকল্প বা কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;

(৭) দুর্যোগসংক্রান্ত সকল বিষয়, কার্যাদি, নির্দেশনা, কর্মসূচি, আইন, বিধি, নীতিমালা, ইত্যাদি সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেমিনার, কর্মশালা ইত্যাদি আয়োজনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও ব্যক্তিবর্গকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা বা পরামর্শ প্রদান;

(৮) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২-এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে আনুষঙ্গিক অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ।

৩.১.২ আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি (IMDMCC)

দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস ও জরুরি সাড়াদান ব্যবস্থাপনা-সম্পর্কিত নীতি নির্ধারণ, পরিকল্পনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে নির্দেশনা প্রদানের উদ্দেশ্যে আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির গঠন, সভা এবং দায়িত্ব ও কার্যাবলি নিম্নলিখিতভাবে পুনর্গঠিত হবে:

১	মন্ত্রী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সভাপতি
২	মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সহ-সভাপতি
৩	প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব	সদস্য
৪	প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ	সদস্য
৫	সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬	সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭	সচিব, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৮	সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
৯	সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	সদস্য
১০	সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ	সদস্য
১১	সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ	সদস্য
১২	সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	সদস্য
১৩	সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	সদস্য
১৪	সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	সদস্য
১৫	সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ	সদস্য
১৬	সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৭	সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৮	সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৯	সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়	সদস্য
২০	সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য
২১	সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	সদস্য
২২	সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
২৩	সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	সদস্য
২৪	সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ	সদস্য
২৫	সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
২৬	সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	সদস্য
২৭	সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
২৮	সচিব, মহিলা ও শিশু-বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
২৯	সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩০	সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩১	সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩২	সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	সদস্য
৩৩	সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	সদস্য
৩৪	সচিব, সেতু বিভাগ	সদস্য
৩৫	সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ	সদস্য
৩৬	সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ	সদস্য
৩৭	সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩৮	সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩৯	সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪০	সদস্য, অর্থসামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য

৪১	মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর	সদস্য
৪২	সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির সভা

(১) কমিটি বছরে অন্তত দুই বার সভায় মিলিত হবে তবে জরুরি প্রয়োজনে যেকোনো সময় সভা আয়োজন করা যাবে;

(২) অন্যূন এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হবে;

(৩) কমিটি প্রয়োজন ও যথাযথ মনে করলে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারব;

(৪) দুর্যোগের সম্ভাবনা, ধরন ও মাত্রা বিবেচনায় নিয়ে কমিটি প্রয়োজনে যেকোনো প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি/বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিকে সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে পারবে।

আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি

(ক) ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

(১) জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের পরামর্শ অনুসারে কার্যক্রম গ্রহণ;

(২) জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের কাছে আইন, বিধি, নীতিমালা, আদেশাবলি ও জাতীয় পর্যায়ের পরিকল্পনাগুলো অনুমোদনের সুপারিশ প্রদান;

(৩) প্রাথমিক সাড়াদানকারী সংস্থাগুলো কর্তৃক গৃহীত আপদকালীন পরিকল্পনা পর্যালোচনা, সংশোধন ও চূড়ান্তকরণ;

(৪) দুর্যোগ-বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলিতে নির্দেশিত বিষয়াবলি বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ;

(৫) সিটি কর্পোরেশন, বিভাগীয় ও জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক প্রণীত পরিকল্পনাগুলো চূড়ান্তকরণ;

(৬) দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস, সাড়াদান প্রস্তুতি, জরুরি সাড়াদান, পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন-বিষয়ক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাঠামোর পুনর্গঠনে সুপারিশ প্রদান;

(৭) দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস-বিষয়ক জাতীয় পরিকল্পনা ও আঞ্চলিক/স্থানীয় কর্মসূচি চূড়ান্তকরণ;

(৮) দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসকে সকল পর্যায়ে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্তকরণে কার্যক্রম গ্রহণ;

(৯) দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস কর্মসূচি পরিবীক্ষণ ও প্রাপ্ত তথ্য জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলকে অবহিতকরণ;

(১০) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বিদ্যমান জরুরি প্রস্তুতি ও গণসচেতনতা-বিষয়ক কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান;

(১১) বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বজ্রপাত, ভূমিধস, অগ্নিকাণ্ড, ভূমিকম্প, রাসায়নিক ও পারমাণবিক দুর্ঘটনা প্রভৃতির পরিপ্রেক্ষিতে সরকার কর্তৃক গঠিত কমিটির সুপারিশ পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ;

(১২) দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস ও জরুরি সাড়াদান-সংক্রান্ত শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ;

(১৩) দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত সকল আইন, বিধিবিধানের যথাযথ প্রয়োগে স্থানীয় পর্যায়ের কমিটিগুলোকে পরামর্শ প্রদান।

(খ) জরুরি সাড়াদান, পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন

(১) জরুরি সাড়াদান প্রস্তুতিতে গৃহীত কার্যক্রম মূল্যায়ন;

(২) জরুরি সাড়াদান ও পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা চূড়ান্তকরণ;

(৩) সন্ধান, উদ্ধার, নিরাপদ স্থানান্তর ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের নিয়মিত মহড়ার আয়োজন ও অনুশীলনে সহযোগিতা প্রদান;

(৪) জরুরি সাড়াদান, মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসন-কার্যক্রমে সরকারের সকল পর্যায়ে সমন্বয় নিশ্চিতকরণ;

(৫) বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠন কর্তৃক অনুসৃত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির মধ্যে সমন্বয়সাধন;

(৬) সন্ধান ও উদ্ধারকারী দল গঠনে সহায়তা প্রদান;

(৭) দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে পরামর্শ প্রদান;

(৮) বড় দুর্যোগের সময় প্রয়োজনে দুর্যোগকবলিত এলাকায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের অস্থায়ী দপ্তর স্থাপনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে সুপারিশ প্রদান;

(৯) বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দুর্যোগকবলিত এলাকায় মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসন-কার্যক্রমে বরাদ্দ বৃদ্ধির জন্য অর্থ বিভাগে সুপারিশ প্রদান;

(১০) জরুরি সাড়াদান কার্যক্রমে দুর্যোগকবলিত মানুষ ও প্রাথমিক সাড়াদানকারীদের জন্য মনঃসামাজিক সহায়তা জোরদারকরণ;

(১১) জরুরি সাড়াদানের প্রস্তুতিতে জেন্ডার ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় দক্ষতা বৃদ্ধিসহ সমন্বয়ের উদ্যোগ গ্রহণ।

৩.১.৩ জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা কমিটি

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বিষয়ে সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদানে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা কমিটির গঠন, সভা এবং দায়িত্ব ও কার্যাবলি:

১	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি	সভাপতি
২	মাননীয় স্পিকার কর্তৃক মনোনীত সংসদ সদস্য (ঘূর্ণিঝড় ও ভূমিধসপ্রবণ এলাকা থেকে ১ জন এবং প্রত্যেক বিভাগ থেকে ১ জন করে সংসদ সদস্য)	সদস্য
৩	চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
৪	সিনিয়র সচিব/সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল	সদস্য
৬	প্রধান জাতীয় কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস	সদস্য
৭	মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর	সদস্য
৮	মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	সদস্য
৯	চেয়ারম্যান, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	সদস্য
১০	চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	সদস্য

১১	মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর	সদস্য
১২	মহাপরিচালক, এনজিও-বিষয়ক ব্যুরো	সদস্য
১৩	মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর	সদস্য
১৪	মহাপরিচালক, মহিলা-বিষয়ক অধিদপ্তর	সদস্য
১৫	মহাপরিচালক, নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট, ফরিদপুর	সদস্য
১৬	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
১৭	মহাপরিচালক, ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর	সদস্য
১৮	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর	সদস্য
১৯	মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সদস্য
২০	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর	সদস্য
২১	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	সদস্য
২২	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর	সদস্য
২৩	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন	সদস্য
২৪	অতিরিক্ত সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম-বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
২৫	প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বিস্ফোরক পরিদপ্তর	সদস্য
২৬	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন	সদস্য
২৭	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	সদস্য
২৮	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি	সদস্য
২৯	প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর	সদস্য
৩০	প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর	সদস্য
৩১	প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	সদস্য
৩২	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড	সদস্য
৩৩	প্রধান বন সংরক্ষক, বাংলাদেশ বন অধিদপ্তর	সদস্য
৩৪	মহাপরিচালক (অপারেশন ও পরিকল্পনা), সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ	সদস্য
৩৫	পরিচালক, হাউজিং বিল্ডিং অ্যান্ড রিসার্স ইনস্টিটিউট	সদস্য
৩৬	পরিচালক, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর	সদস্য
৩৭	পানিসম্পদ বিশেষজ্ঞ (সরকার কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
৩৮	জলবায়ু বিশেষজ্ঞ (সরকার কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
৩৯	ভূমিকম্প বিশেষজ্ঞ (সরকার কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
৪০	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ (সরকার কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
৪১	সভাপতি, এফবিসিসিআই	সদস্য
৪২	সভাপতি, রিহ্যাব	সদস্য
৪৩	সভাপতি, বিজিএমইএ	সদস্য
৪৪	সভাপতি, বিকেএমইএ	সদস্য
৪৫	জেন্ডার ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি-বিষয়ক বিশেষজ্ঞ	সদস্য
৪৬	দেশীয়/আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধি (সরকার কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
৪৭	অতিরিক্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা কমিটির সভা

(১) বছরে অন্তত দুই বার সভা অনুষ্ঠিত হবে। তবে জরুরি প্রয়োজনে যেকোনো সময়ে সভা অনুষ্ঠান করা যাবে।

(২) অন্যূন এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হবে;

(৩) কমিটি প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ কোনো ব্যক্তিকে এর সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করতে পারবে অথবা সভায় অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানাতে পারবে।

জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি

(১) দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস, জরুরি সাড়াদান ও মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম বিষয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়কে পরামর্শ প্রদান;

(২) দুর্যোগঝুঁকির সার্বিক অবস্থা বিবেচনায় জনগণকে সম্পৃক্ত করে প্রয়োজনে উপকমিটি গঠনের সুপারিশ প্রদান;

(৩) দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে ফোরাম গঠনের পরামর্শ প্রদান;

(৪) প্রয়োজনে বিশেষ প্রকল্পের জন্য তহবিল গঠন/বৃদ্ধি এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বিশেষ কৌশল প্রতিষ্ঠার সুপারিশ প্রদান;

(৫) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো সংস্থা/ব্যক্তির দ্বারা চিহ্নিত সমস্যাদি সমাধানে পরামর্শ প্রদান;

(৬) দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি পূরণ তথা আগের চেয়ে ভালো অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পুনরুদ্ধার, পুনর্গঠন ও পুনর্বাসন-পরিকল্পনার প্রস্তাব প্রদান;

(৭) দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস ও সাড়াদান কার্যক্রমকে মূলধারায় সম্পৃক্তকরণে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রদান;

(৮) জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি সেক্টোরাল অভিযোজন কার্যক্রম গ্রহণের প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান;

(৯) দুর্যোগ মোকাবিলায় গৃহীত কর্মসূচি মূল্যায়ন এবং জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল/আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটিতে এসংক্রান্ত প্রতিবেদন সুপারিশসহ প্রেরণ।

৩.১.৪ ভূমিকম্প প্রস্তুতি ও সচেতনতা বৃদ্ধি কমিটি

ভূমিকম্পঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য ভূমিকম্প প্রস্তুতি ও সচেতনতা বৃদ্ধি কমিটির গঠন, সভা এবং দায়িত্ব ও কার্যাবলি নিম্নরূপ:

১	মন্ত্রী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সভাপতি
২	সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সহ-সভাপতি
৩	সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪	সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫	সচিব, অর্থ বিভাগ	সদস্য
৬	সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	সদস্য

৭	সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	সদস্য
৮	সচিব, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ বিভাগ	সদস্য
৯	সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
১০	সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য
১১	সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
১২	সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৩	সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	সদস্য
১৪	সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ	সদস্য
১৫	সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ	সদস্য
১৬	সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৭	সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	সদস্য
১৮	সচিব, সেতু বিভাগ	সদস্য
১৯	সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
২০	সচিব, মহিলা ও শিশু-বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
২১	সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ	সদস্য
২২	সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ	সদস্য
২৩	সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ	সদস্য
২৪	সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	সদস্য
২৫	সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ	সদস্য
২৬	প্রতিনিধি, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য
২৭	মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর	সদস্য
২৮	মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	সদস্য
২৯	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর	সদস্য
৩০	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর	সদস্য
৩১	মহাপরিচালক, এনজিও-বিষয়ক ব্যুরো	সদস্য
৩২	মহাপরিচালক, মহিলা-বিষয়ক অধিদপ্তর	সদস্য
৩৩	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন	সদস্য
৩৪	চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	সদস্য
৩৫	বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা	সদস্য
৩৬	বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম	সদস্য
৩৭	বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী	সদস্য
৩৮	বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা	সদস্য
৩৯	বিভাগীয় কমিশনার, বরিশাল	সদস্য
৪০	বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট	সদস্য
৪১	বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর	সদস্য
৪২	বিভাগীয় কমিশনার, ময়মনসিংহ	সদস্য
৪৩	যুগ্মসচিব (মাঠ প্রশাসন), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য
৪৪	যুগ্মসচিব (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪৫	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	সদস্য
৪৬	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন	সদস্য

৪৭	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়োনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)	সদস্য
৪৮	প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর	সদস্য
৪৯	প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	সদস্য
৫০	প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর	সদস্য
৫১	প্রধান প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর	সদস্য
৫২	প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (DESCO)	সদস্য
৫৩	প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (DPDC)	সদস্য
৫৪	পরিচালক, হাউজিং অ্যান্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট (HBRI)	সদস্য
৫৫	চেয়ারম্যান, দুর্যোগ বিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৫৬	চেয়ারম্যান, ভূতত্ত্ব বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৫৭	চেয়ারম্যান, রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি	সদস্য
৫৮	জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরামের প্রতিনিধি	সদস্য
৫৯	প্রতিনিধি, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকা	সদস্য
৬০	প্রতিনিধি, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর	সদস্য
৬১	প্রতিনিধি, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৬২	প্রতিনিধি, ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৬৩	প্রতিনিধি, নগর ও আঞ্চলিক পরিকল্পনা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৬৪	প্রতিনিধি, সিভিল ও পরিবেশ প্রকৌশল বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৬৫	জাতীয় কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস	সদস্য
৬৬	প্রতিনিধি, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ	সদস্য
৬৭	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ পুলিশ	সদস্য
৬৮	প্রতিনিধি, র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন	সদস্য
৬৯	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড	সদস্য
৭০	পরিচালক, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর	সদস্য
৭১	উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি (সরকার কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
৭২	ইউএনআরসি কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি	সদস্য
৭৩	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত, জাতীয় পর্যায়ে কার্যক্রম রয়েছে, এরূপ বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) ৩ (তিন) জন প্রতিনিধি	সদস্য
৭৪	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কার্যক্রম রয়েছে, এরূপ আন্তর্জাতিক বেসরকারি আইএনজিওর ২ (দুই) জন প্রতিনিধি	সদস্য
৭৫	অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

ভূমিকম্প-সচেতনতা বৃদ্ধি কমিটির সভা

(১) বছরে অন্তত দুই বার সভা অনুষ্ঠিত হবে, তবে প্রয়োজন হলে কমিটি যেকোনো সময় সভা আহ্বান করতে পারবে;

(২) অন্যূন এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হবে;

(৩) কমিটি প্রয়োজনে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট যেকোনো ব্যক্তিকে এর সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করতে পারবে অথবা এর সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে পারবে।

ভূমিকম্প-সচেতনতা বৃদ্ধি কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি

(১) ভূমিকম্প প্রস্তুতি ও সচেতনতামূলক কর্মসূচি পর্যালোচনা করা এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর জন্য করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ প্রদান;

(২) ভূমিকম্পের প্রস্তুতি, সন্ধান ও উদ্ধার, পুনর্গঠনে সক্ষমতা বৃদ্ধির কৌশল নির্ধারণে পরামর্শ প্রদান;

(৩) ভূমিকম্পের ঝুঁকিহ্রাস এবং সন্ধান ও উদ্ধারকাজে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি/বিশেষায়িত যানবাহন/উপকরণের তালিকা পর্যালোচনাপূর্বক সুপারিশ প্রদান;

(৪) প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি সাড়াদানকারী ব্যক্তি/সংস্থার সক্ষমতা উন্নয়নে পরামর্শ প্রদান;

(৫) ভূমিকম্প-উত্তর পুনর্গঠন ও পুনর্বাসন-কার্যক্রমের জন্য করণীয় বিষয়ে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন;

(৬) বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড অনুসরণ করে বাড়িঘর ও স্থাপনা নির্মাণে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম গ্রহণ;

(৭) জরুরি সেবা দানকারী স্থাপনা ও সরবরাহ সিস্টেমগুলো দুর্যোগ-সহনশীলকরণে পরামর্শ প্রদান;

(৮) আপদকালীন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও মহড়া আয়োজনের জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান;

(৯) ভূমিকম্পঝুঁকি হ্রাস, প্রস্তুতি ও সাড়াদানে প্রয়োজন অনুযায়ী একাধিক উপকমিটি গঠনের সুপারিশ প্রদান;

(১০) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে 'ভূমিকম্পের সময়ে করণীয়' বিষয়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সুপারিশ প্রদান;

(১১) বাসাবাড়ি, কর্মক্ষেত্র, ব্যবসায়কেন্দ্র ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিয়মিত ভূমিকম্প মহড়াসহ প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম গ্রহণে সুপারিশ প্রদান;

(১২) জরুরি মুহূর্তে যোগাযোগের জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, অফিস আদালত, ব্যবসায়কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির মোবাইল ফোন ও ইমেইল আইডিসহ তথ্যভান্ডার প্রণয়ন, হালনাগাদকরণ ও প্রচারে সুপারিশ প্রদান;

(১৩) ভূমিকম্প বিষয়ে বিদেশি অভিজ্ঞতা সংগ্রহ ও কাজে লাগানো;

(১৪) ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড বাধ্যতামূলক অনুসরণ;

(১৫) বিভিন্ন মন্ত্রণায়ের প্রতিনিধির সমন্বয়ে নিয়মিত ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা;

(১৬) বহুতল ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে জরুরি নির্গমণ ব্যবস্থা শতভাগ নিশ্চিতকরণ;

(১৭) প্রতি তিন মাস অন্তর বা নির্দিষ্ট সময় ব্যবধানে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, অফিস আদালতে দুর্ঘটনা মোকাবিলার জন্য মহড়ার আয়োজন।

৩.১.৫ রাসায়নিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও সচেতনতা বৃদ্ধি কমিটি

রাসায়নিক দ্রব্য দ্বারা ঘটিত দুর্যোগ, দুর্ঘটনায় সাড়াদান, উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা ও রাসায়নিক দুর্যোগের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা বিষয়ে নীতি নির্ধারণ ও সুপারিশ প্রদানের জন্য রাসায়নিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও সচেতনতা বৃদ্ধি কমিটি নামে একটি জাতীয় কমিটি গঠিত হবে। এ কমিটির গঠন, সভা এবং দায়িত্ব ও কার্যাবলি নিম্নরূপ:

১	সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	সভাপতি
২	মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	সদস্য
৩	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন	সদস্য
৪	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (BCSIR)	সদস্য
৫	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড	সদস্য
৬	মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর	সদস্য
৭	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর	সদস্য
৮	মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর	সদস্য
৯	প্রতিনিধি, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য
১০	প্রতিনিধি, রাসায়নিক অস্ত্র কনভেনশন (BNACWC), সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ	সদস্য
১১	প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বিস্ফোরক পরিদপ্তর	সদস্য
১২	প্রতিনিধি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৩	প্রতিনিধি, তথ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৪	প্রতিনিধি, সুরক্ষা সেবা বিভাগ	সদস্য
১৫	প্রতিনিধি, জননিরাপত্তা বিভাগ	সদস্য
১৬	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (BUET)	সদস্য
১৭	প্রতিনিধি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
১৮	প্রতিনিধি, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ	সদস্য
১৯	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ পুলিশ	সদস্য
২০	প্রতিনিধি, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স ইন্ডাস্ট্রিজ (FBCCI)	সদস্য
২১	প্রতিনিধি, র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (RAB)	সদস্য
২২	প্রতিনিধি, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	সদস্য
২৩	প্রতিনিধি, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	সদস্য
২৪	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন	সদস্য
২৫	প্রতিনিধি, পেট্রোবাংলা	সদস্য
২৬	রাসায়নিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ ২ জন	সদস্য
২৭	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (BCIC)	সদস্য-সচিব

রাসায়নিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও সচেতনতা বৃদ্ধি কমিটির সভা

(১) বছরে অন্তত দুই বার সভা অনুষ্ঠিত হবে, তবে প্রয়োজন হলে কমিটি যেকোনো সময় সভা আহ্বান করতে পারবে;

(২) অন্যূন এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হবে;

(৩) কমিটি রাসায়নিক দুর্যোগের ঝুঁকিহ্রাস, প্রস্তুতি ও সাড়াদানে প্রয়োজন অনুযায়ী একাধিক উপকমিটি গঠনের সুপারিশ করতে পারবে। প্রয়োজনবোধে এ উপকমিটিতে বিশেষজ্ঞ/রসায়নবিদগণকে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে।

রাসায়নিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও সচেতনতা কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি

(১) রাসায়নিক দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রস্তুতি ও সচেতনতামূলক কর্মসূচি পর্যালোচনা করা এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর জন্য করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ প্রদান;

(২) রাসায়নিক দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রস্তুতি, সাড়াদান, ডিকন্টামিনেশন, সন্ধান, উদ্ধার, পুনর্গঠন ও পুনর্বাসনের সক্ষমতা বৃদ্ধির কৌশল নির্ধারণে পরামর্শ প্রদান;

(৩) রাসায়নিক দুর্যোগের ঝুঁকিহ্রাস, সাড়াদান, সন্ধান ও উদ্ধারকাজে প্রয়োজনীয় উপকরণের তালিকা পর্যালোচনা করা এবং তালিকা হালনাগাদের সুপারিশ প্রদান;

(৪) রাসায়নিক দুর্যোগ-পরবর্তী ডিকন্টামিনেশন, পরিবেশ দূষণমুক্তকরণ, পুনর্গঠন ও কার্যক্রমের জন্য করণীয় বিষয়ে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন;

(৫) রাসায়নিক দুর্যোগকবলিত হয়েছে, এমন দেশসমূহের সঙ্গে প্রস্তুতি ও সাড়াদান বিষয়ে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য সংলাপ ও কর্মশালা আয়োজন করে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় রাসায়নিক দুর্যোগ মোকাবিলায় করণীয় বিষয়ে সুপারিশ প্রদান;

(৬) জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন নীতিমালা অনুসরণ করে শিল্পকারখানা ও স্থাপনা নির্মাণে পরামর্শ প্রদান;

(৭) জরুরি সেবা দানকারী স্থাপনা ও সরবরাহ সিস্টেমগুলো দুর্যোগ-সহনশীলকরণে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান;

(৮) আপদকালীন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও মহড়া আয়োজনের জন্য কারিগরিসহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য পরামর্শ প্রদান;

(৯) বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য আমদানি, পরিবহন, মজুত, উৎপাদন, বিপণন, ডিসপোজাল, ব্যবহার প্রতিটি ধাপে বিদ্যমান আইনের অনুসরণ, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের দিক-নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে সুপারিশ প্রদান;

(১০) রাসায়নিক অস্ত্রসংক্রান্ত দুর্যোগ/বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারে সংঘটিত/সংঘটিতব্য দুর্যোগকবলিত বস্তুর সুরক্ষা ও ব্যক্তির চিকিৎসা-ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান;

(১১) যেকোনো রাসায়নিক কারখানা স্থাপনের ক্ষেত্রে এনভায়রনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট (EIA) ও ডিজাস্টার ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট (DIA) নিশ্চিতকরণের সুপারিশ প্রদান।

৩.১.৬ দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসে জাতীয় প্ল্যাটফরম (NPDRR)

দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসে জাতীয় প্ল্যাটফরম (NPDRR)-এর গঠন, সভা এবং দায়িত্ব ও কার্যাবলি নিম্নরূপ:

১	সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সভাপতি
২	সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩	সচিব, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪	সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫	সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬	সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ	সদস্য
৭	সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ	সদস্য
৮	সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ	সদস্য
৯	সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	সদস্য
১০	সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ	সদস্য
১১	সচিব, মহিলা ও শিশু-বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
১২	সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৩	সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৪	সদস্য, (ভৌত অবকাঠামো বিভাগ), পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য
১৫	সদস্য (কৃষি, পানিসম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ),পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য
১৬	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন	সদস্য
১৭	মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	সদস্য
১৮	মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর	সদস্য
১৯	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ বেতার	সদস্য
২০	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ টেলিভিশন	সদস্য
২১	মহাপরিচালক, এনজিও-বিষয়ক ব্যুরো	সদস্য
২২	মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	সদস্য
২৩	মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	সদস্য
২৪	মহাপরিচালক, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর	সদস্য
২৫	মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর	সদস্য
২৬	মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর	সদস্য
২৭	মহাপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	সদস্য
২৮	মহাপরিচালক, মহিলা-বিষয়ক অধিদপ্তর	সদস্য
২৯	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর	সদস্য
৩০	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	সদস্য
৩১	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
৩২	মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর	সদস্য
৩৩	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর	সদস্য
৩৪	প্রধান তথ্য কর্মকর্তা, তথ্য অধিদপ্তর	সদস্য
৩৫	প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর	সদস্য
৩৬	প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	সদস্য
৩৭	প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর	সদস্য
৩৮	প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	সদস্য
৩৯	বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা	সদস্য
৪০	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন	সদস্য

৪১	যুগ্মসচিব (মাঠ প্রশাসন), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য
৪২	যুগ্মসচিব (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪৩	উপাচার্যের প্রতিনিধি, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৪৪	চেয়ারম্যান, দুর্যোগ বিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৪৫	পরিচালক, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর	সদস্য
৪৬	পরিচালক (প্রশাসন), ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি	সদস্য
৪৭	প্রতিনিধি, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ	সদস্য
৪৮	প্রতিনিধি, ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং (IWM)	সদস্য
৪৯	মানসিক স্বাস্থ্য ও মনঃসামাজিক বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ১ জন (সরকার কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
৫০	প্রতিনিধি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫১	প্রতিনিধি, সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল অ্যান্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস (CEGIS)	সদস্য
৫২	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (BARI)	সদস্য
৫৩	ভূমিকম্প বিশেষজ্ঞ ২ জন (সরকার কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
৫৪	পানিসম্পদ বিশেষজ্ঞ ২ জন (সরকার কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
৫৫	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ ২ জন (সরকার কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
৫৬	জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী	সদস্য
৫৭	সরকার কর্তৃক মনোনীত UN/HCTT থেকে ৪ জন প্রতিনিধি	সদস্য
৫৮	জাতীয়/আন্তর্জাতিক এনজিওর ৩ জন প্রতিনিধি (সরকার কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
৫৯	মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর	সদস্য-সচিব

দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসে জাতীয় প্ল্যাটফরমের সভা

(১) বছরে অন্তত দুই বার সভা অনুষ্ঠিত হবে, তবে প্রয়োজন হলে কমিটি যেকোনো সময় সভা আহ্বান করতে পারবে;

(২) অন্যূন এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হবে;

(৩) কমিটি প্রয়োজনে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট যেকোনো ব্যক্তিকে এর সদস্য হিসেবে কো-অপ্টকরতে পারবে অথবা কমিটির সভায় অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানাতে পারবে।

দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসে জাতীয় প্ল্যাটফরমের দায়িত্ব ও কার্যাবলি

(১) দুর্যোগঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা প্রশমনের জন্য আন্তঃসম্পর্কিত সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মধ্যে সমন্বয়সাধন;

(২) দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসে অগ্রাধিকার নির্ণয়, প্রয়োজনীয় সম্পদ বরাদ্দের সুপারিশ, কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন এবং সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক, এসডিজি, ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও অন্যান্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস কর্মসূচি বাস্তবায়ন পর্যালোচনা;

(৩) জাতীয় পর্যায়ে দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস কার্যক্রম প্রণয়নে আলোচনার ক্ষেত্র তৈরি করে ঐকমত্যে পৌঁছতে অনুঘটক হিসেবে সহায়তা প্রদান;

(৪) সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী উন্নয়ন সহযোগী, আন্তর্জাতিক উন্নয়ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থাকে দুর্যোগকবলিত অঞ্চলে তাদের সম্পদ বরাদ্দসহ মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম পরিচালনায় সহযোগিতা প্রদান;

(৫) এশিয়ান মিনিস্ট্রিয়াল কনফারেন্স ফর ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন (AMCDRR) ও গ্লোবাল প্ল্যাটফরম ফর ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন (GPDRR) সম্মেলনে বাংলাদেশের দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনার অগ্রগতি এবং নীতিকাঠামো তৈরিতে দেশের প্রস্তাবনা তুলে ধরতে সরকারকে কারিগরি সহযোগিতা প্রদান;

(৬) বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক আয়োজিত দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস-বিষয়ক আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজনে কারিগরি ও সাংগঠনিক সহযোগিতা প্রদান;

(৭) বড় ধরনের দুর্যোগ, যেমন: ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড় এবং ভূমিধসের মতো দুর্যোগ মোকাবিলায় সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের সঙ্গে অভিজ্ঞতা বিনিময়ে সংলাপ/কর্মশালার আয়োজনে সহযোগিতা প্রদান;

(৮) জুনোটিক রোগবালাই, যেমন: প্লেগ, বার্ড-ফ্লু, সোয়াইন-ফ্লু, ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া, সার্স, ইবোলাকে দুর্যোগ গণ্য করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

৩.১.৭ জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ (NDRCG)

বাংলাদেশে দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসে ও জরুরি সাড়াদান ব্যবস্থাপনায় নীতি নির্দেশনার জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২-এর ধারা ১৪, ১৫ ও ১৬-তে জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপের গঠন, সভা এবং দায়িত্ব ও কার্যাবলি বর্ণিত আছে। উক্ত ধারাসমূহের আলোকে গ্রুপের গঠন, সভা এবং দায়িত্ব ও কার্যাবলি নিম্নরূপ:

১	মন্ত্রী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সভাপতি
২	মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩	প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ	সদস্য
৪	সচিব, অর্থ বিভাগ	সদস্য
৫	সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ	সদস্য
৬	সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ	সদস্য
৭	সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
৮	সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	সদস্য
৯	সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ	সদস্য
১০	সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	সদস্য
১১	সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	সদস্য
১২	সচিব, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৩	সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	সদস্য
১৪	সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ	সদস্য
১৫	সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৬	সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন বিভাগ	সদস্য
১৭	সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

- জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ প্রয়োজনে যেকোনো বিশেষজ্ঞকে উক্ত গ্রুপের সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করতে পারবে।

জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপের সভা

(১) প্রয়োজন অনুসারে গ্রুপ সভায় মিলিত হবে;

(২) অন্যূন এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হবে;

(৩) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় গ্রুপকে সাচিবিক সহযোগিতা প্রদান করবে।

জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান গ্রুপের দায়িত্ব ও কার্যাবলি

(১) ভূমিকম্পসহ অন্যান্য বড় ধরনের দুর্যোগ পরিস্থিতি মূল্যায়ন এবং দুর্যোগ সাড়াদান ও দ্রুত পুনরুদ্ধার কার্যক্রম, পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া জোরদারকরণ;

(২) দুর্যোগে সাড়াদানের জন্য সহায়ক সম্পদ প্রেরণ;

(৩) সতর্ক/হুঁশিয়ারি সংকেতসমূহের যথাযথ প্রচার নিশ্চিতকরণ;

(৪) সাড়াদান ও দ্রুত পুনরুদ্ধার কার্যক্রম সমন্বয়সাধন;

(৫) দুর্যোগ-পরবর্তী উদ্ধার ও সন্ধান কার্যক্রম তদারকি;

(৬) দুর্যোগ-পরবর্তী মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম সমন্বয়সাধন;

(৭) টেলিযোগাযোগ বিচ্ছিন্ন এলাকায় দ্রুত অতিরিক্ত যন্ত্রপাতি/দ্রব্যাদি পাঠানো নিশ্চিতকরণ;

(৮) মানবিক সহায়তা-সামগ্রী, তহবিল ও যানবাহন/যন্ত্রপাতির চাহিদার অগ্রাধিকার নিরূপণ করে মোতায়েনের (Deployment) বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান;

(৯) প্রয়োজনে বিকল্প টেলিযোগাযোগ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে সশস্ত্র বাহিনীর অয়্যারলেস সিগন্যাল সিস্টেম ব্যবহার, পাশাপাশি পুলিশ ও র‍্যাবের ওয়্যারলেসের সহায়তা গ্রহণ;

(১০) দুর্যোগকবলিত এলাকায় অতিরিক্ত জনবল ও সম্পদ প্রেরণ;

(১১) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যোগাযোগের জন্য ও অত্যাবশ্যক সেবা প্রদানের জন্য সুনির্দিষ্ট দায়িত্বসহ সশস্ত্র বাহিনী প্রেরণের বিষয় সমন্বয়সাধন;

(১২) দুর্যোগকালে জরুরি অবস্থায় তথ্যপ্রবাহ সচল রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(১৩) কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা এবং কাউন্সিলকে দুর্যোগ অবস্থা সম্পর্কে অবহিতকরণ;

(১৪) দুর্যোগ সাড়াদানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য নির্দেশনা প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ;

(১৫) মাল্টি এজেন্সি ডিজাস্টার ইনসিডেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নির্দেশিকা প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ;

(১৬) দুর্যোগের প্রস্তুতি ও ঝুঁকিহ্রাস পদক্ষেপের বিষয়ে সুপারিশ প্রদান;

(১৭) সম্পদ, সেবা, জরুরি আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত ভবন, যানবাহন বা অন্যান্য সুবিধা হুকুমদখল বা রিকুইজিশনের বিষয়ে পরামর্শ প্রদান;

(১৮) আন্তঃদেশীয় জুনোটিক রোগ, যেমন: বার্ড-ফ্লু, সোয়াইন-ফ্লু, ডেঙ্গু, চিকুনগুণিয়া, সার্স, ইবোলাকে দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনার আওতায় আনয়ন;

(১৯) প্রলয়ংকরি দুর্যোগ ঘটে গেলে বা ঘটার আশঙ্কা দেখা দিলে সশস্ত্র বাহিনীর সহযোগিতা গ্রহণে সরকারের কাছে সুপারিশ প্রেরণ;

(২০) দুর্যোগকালীন বা দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে জরুরি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বা সম্পদের জোগান বা সরবরাহের লক্ষ্যে ক্রয়সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির কাছ থেকে একসঙ্গে এক বা একাধিক বছরের জন্য আগাম ক্রয়ের সম্মতি গ্রহণের নিমিত্ত সুপারিশ প্রদান;

(২১) ধ্বংসাবশেষ/বর্জ্য অপসারণ, মৃতদেহ ব্যবস্থাপনা, মানবিক সহায়তা ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্য এবং আশ্রয়কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।

৩.১.৮ ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির পলিসি কমিটি

ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির পলিসি কমিটির গঠন, সভা এবং দায়িত্ব ও কার্যাবলি নিম্নরূপ:

১	মন্ত্রী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়,	সভাপতি
২	সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সহ-সভাপতি
৩	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি	সদস্য
৪	সচিব, অর্থ বিভাগ	সদস্য
৫	সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬	সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭	সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
৮	সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	সদস্য
৯	সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ	সদস্য
১০	সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
১১	সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ	সদস্য
১২	সদস্য, কৃষি, পানিসম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য
১৩	মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর	সদস্য
১৪	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট	সদস্য
১৫	প্রতিনিধি, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নিচে নয়)	সদস্য
১৬	প্রতিনিধি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নিচে নয়)	সদস্য
১৭	পরিচালক (প্রশাসন), ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি	সদস্য
১৮	যুগ্মসচিব (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির পলিসি কমিটির সভা

(১) বছরে অন্তত দুই বার সভা অনুষ্ঠিত হবে; জরুরি প্রয়োজনে এ কমিটি বিশেষ সভা আহ্বান করতে পারবে;

(২) অন্যূন এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হবে;

(৩) কমিটি প্রয়োজনে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তিকে এর সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করতে পারবে অথবা কমিটির সভায় অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানাতে পারবে;

(৪) প্রয়োজনে উপকমিটি গঠন করা যাবে।

ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির পলিসি কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি

(১) ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির কার্যক্রম পরিচালনার কৌশলগত নীতি নির্ধারণ;

(২) ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির পরিচালনার নীতি ও পরিকল্পনা মূল্যায়ন করে 'সিপিপি' বাস্তবায়ন বোর্ডকে কৌশলগত দিক-নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান;

(৩) ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির কার্যক্রম মূল্যায়নপূর্বক বাস্তবায়নের কৌশলগত দিক-নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান;

(৪) বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সিপিপির কর্ম এলাকা সম্প্রসারণসহ সম্পদ ও সরঞ্জামাদির চাহিদার ভিত্তিতে সিপিপি বাস্তবায়ন বোর্ডের অনুকূলে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ প্রদানের সুপারিশ প্রদান;

(৫) ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির নীতি, পরিকল্পনা ও কার্যক্রম সর্বোচ্চ পর্যায়ের নীতিনির্ধারকদের অবহিতকরণের মাধ্যমে এ কর্মসূচি ত্বরান্বিতকরণ।

৩.১.৯ ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি বাস্তবায়ন বোর্ড

ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি বাস্তবায়ন বোর্ডের গঠন, সভা এবং দায়িত্ব ও কার্যাবলি নিম্নরূপ:

১	সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সভাপতি
২	মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর	সদস্য
৩	প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	সদস্য
৪	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন	সদস্য
৫	যুগ্মসচিব (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬	যুগ্মসচিব (ত্রাণ), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭	প্রতিনিধি, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য
৮	প্রতিনিধি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	সদস্য
৯	প্রতিনিধি, সুরক্ষা সেবা বিভাগ	সদস্য
১০	প্রতিনিধি, জননিরাপত্তা বিভাগ	সদস্য
১১	প্রতিনিধি, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
১২	প্রতিনিধি, তথ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৩	প্রতিনিধি, অর্থ বিভাগ	সদস্য
১৪	প্রতিনিধি, স্থানীয় সরকার বিভাগ	সদস্য
১৫	প্রতিনিধি, মহিলা ও শিশু-বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৬	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান (SPARRSO)	সদস্য
১৭	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট	সদস্য
১৮	পরিচালক, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর	সদস্য
১৯	মহাসচিব, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি (BDRCS)	সদস্য
২০	উপসচিব (NDRCC), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
২১	পরিচালক (অপারেশন), ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি	সদস্য

	প্রতিনিধি, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ	সদস্য
২২	প্রতিনিধি, ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব রেড ক্রস অ্যান্ড রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিস (IFRC)	সদস্য
২৩	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ স্কাউটস	সদস্য
২৪	পরিচালক (প্রশাসন), ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি	সদস্য-সচিব

ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি বাস্তবায়ন বোর্ডের সভা

(১) বছরে অন্তত দুই বার সভা অনুষ্ঠিত হবে, তবে ঘূর্ণিঝড়ের ৪ নম্বর সতর্ক সংকেত পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন অনুসারে সভা আহ্বান করবে;

(২) অন্যূন এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হবে;

(৩) কমিটি প্রয়োজনে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট যেকোনো ব্যক্তিকে সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করতে পারবে অথবা সভায় অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানাতে পারবে।

ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি বাস্তবায়ন বোর্ডের দায়িত্ব ও কার্যাবলি

(১) ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির জনবল-কাঠামো ও বিষয়বস্তু নির্ধারণসহ প্রয়োজনীয় বরাদ্দের জন্য সুপারিশ প্রদান;

(২) বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর কর্তৃক ঘূর্ণিঝড়ের সতর্কীকরণ বার্তা ও হুঁশিয়ারি সংকেত প্রদানের পর ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি কর্তৃক পতাকা উত্তোলন করা হচ্ছে কি না, তা নিশ্চিতকরণ;

(৩) ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির কর্মপরিকল্পনা পর্যালোচনা ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন তত্ত্বাবধান;

(৪) ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি পলিসি কমিটি কর্তৃক বোর্ডের কাছে ছাড়ের জন্য পেশকৃত কর্মসূচির সকল সম্পদ যথাযথভাবে পরিচালনা;

(৫) ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির সকল ব্যয় অনুমোদন;

(৬) উপকূলীয় অঞ্চলের অন্যান্য কর্মসূচির সঙ্গে সংগতি রেখে অগ্রাধিকার নির্ধারণ;

(৭) ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য কার্যক্রম সম্পাদনে সহযোগিতা প্রদান;

(৮) ঘূর্ণিঝড় সতর্ক সংকেত বিষয়ে সাধারণ জনগণের বোধগম্যতা যাচাই এবং সে অনুযায়ী পরিবর্তনের সুপারিশ প্রদান।

৩.১.১০ বিশেষ আবহাওয়া বুলেটিন/দুর্যোগ সতর্ক বার্তা দ্রুত প্রচার ও কৌশল নির্ধারণ কমিটি

বিশেষ আবহাওয়া বুলেটিন/দুর্যোগ সতর্ক বার্তা দ্রুত প্রচার ও কৌশল নির্ধারণ কমিটির গঠন, সভা এবং দায়িত্ব ও কার্যাবলি নিম্নরূপ:

১	মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর	সভাপতি

২	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ টেলিভিশন	সদস্য
৩	মহাপরিচালক, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর	সদস্য
৪	মহাপরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর	সদস্য
৫	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ বেতার	সদস্য
৬	পরিচালক, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর	সদস্য
৭	উপসচিব (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৮	নির্বাহী প্রকৌশলী, বন্যার পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র (FFWC), বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
৯	পরিচালক (প্রশাসন/অপারেশনস), ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি	সদস্য
১০	স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরোর প্রতিনিধি	সদস্য
১১	সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, জাতীয় প্রেস ক্লাব	সদস্য
১২	খরা পূর্বাভাস কেন্দ্র, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সদস্য
১৩	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর	সদস্য
১৪	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (GSB)	সদস্য
১৫	প্রতিনিধি, পার্বত্য চট্টগ্রাম-বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৬	প্রতিনিধি যৌথ নদী কমিশন	সদস্য
১৭	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশন (BTRC)	সদস্য
১৮	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
১৯	প্রতিনিধি, ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং (আইডব্লিওএম)/পানিসম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (WARPO)	সদস্য
২০	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন কেন্দ্র (SPARRSO)	সদস্য
২১	প্রতিনিধি, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ	সদস্য
২২	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ মোবাইল অপারেটরস অ্যাসোসিয়েশন	সদস্য
২৩	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ কমিউনিটি রেডিও অ্যাসোসিয়েশন	সদস্য
২৪	প্রতিনিধি, ফ্রিকোয়েন্সি মডুলেশন (FM) রেডিও	সদস্য
২৫	প্রতিনিধি, বেসরকারি টেলিভিশন অ্যাসোসিয়েশন	সদস্য
২৬	পরিচালক (MIM), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর	সদস্য-সচিব

বিশেষ আবহাওয়া বুলেটিন/দুর্যোগ সতর্ক বার্তা দ্রুত প্রচার ও কৌশল নির্ধারণ কমিটির সভা

(১) বিশেষ আবহাওয়া বুলেটিন দ্রুত প্রচার ও কৌশল নির্ধারণ কমিটি প্রয়োজন অনুযায়ী যেকোনো সময় সভা আহ্বান করবে;

(২) অন্যূন এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হবে;

(৩) কমিটি প্রয়োজনে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট যেকোনো ব্যক্তিকে এর সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করতে পারবে অথবা কমিটির সভায় অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানাতে পারবে;

(৪) কমিটির কার্যক্রমে সহায়তার জন্য প্রয়োজনে এক বা একাধিক উপকমিটি গঠন করতে পারবে এবং বিশেষজ্ঞের মতামত গ্রহণ করতে পারবে।

আবহাওয়া বুলেটিন/দুর্যোগ সতর্ক বার্তা দ্রুত প্রচার ও কৌশল নির্ধারণ কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি

(১) দুর্যোগসংক্রান্ত সতর্ক বার্তা প্রচারের উপায়, পদ্ধতি ও কৌশল নির্ধারণ। বন্যা, আকস্মিক বন্যা, ভূমিধস, অতিবৃষ্টি, বজ্রপাত, শৈত্যপ্রবাহ ইত্যাদির পূর্বাভাস ও সতর্ক বার্তা প্রণয়ন ও প্রচার নিশ্চিতকরণ;

(২) আবহাওয়া বুলেটিন ও সংকেত জনসাধারণের কাছে সময়মতো পৌঁছাতে এর প্রচারসহ অন্যান্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট সুপারিশমালা প্রদান;

(৩) সতর্ক বার্তাসহ দুর্যোগসংক্রান্ত বিষয়ে গণসচেতনতা বৃদ্ধিতে প্রচারকার্যক্রম জোরদারকরণে কার্যকর পন্থা উদ্ভাবন ও এ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়ন;

(৪) জনসাধারণের মধ্যে আবহাওয়া বার্তা ও দুর্যোগ সতর্ক সংকেত দ্রুত প্রচারের উপায়গুলো নির্ধারণ;

(৫) টেলিযোগাযোগ-ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত বা বিকল হলে বিকল্প ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়োজনে সেনাবাহিনী ও বাংলাদেশ পুলিশের অয়্যারলেস সিগন্যাল ব্যবহারে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ;

(৬) প্রয়োজনীয় অন্যান্য কার্যাবলি সম্পাদন।

৩.১.১১ ফোকাল পয়েন্ট অপারেশনাল কো-অর্ডিনেশন গ্রুপ (FPOCG)-সম্পর্কিত কমিটি

ফোকাল পয়েন্ট অপারেশনাল কো-অর্ডিনেশন গ্রুপ-সম্পর্কিত কমিটির গঠন, সভা এবং দায়িত্ব ও কার্যাবলি নিম্নরূপ:

১	মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর	সভাপতি
২	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট	সদস্য
৩	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর	সদস্য
৪	পরিচালক (প্রশাসন), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর	সদস্য
৫	পরিচালক, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর	সদস্য
৬	পরিচালক (প্রশাসন), ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি	সদস্য
৭	প্রতিনিধি, এনজিও-বিষয়ক ব্যুরো	সদস্য
৮	প্রতিনিধি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	সদস্য
৯	প্রতিনিধি, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	সদস্য
১০	প্রতিনিধি, মৎস্য অধিদপ্তর	সদস্য
১১	প্রতিনিধি, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সদস্য
১২	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ বেতার	সদস্য
১৩	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ টেলিভিশন	সদস্য
১৪	প্রতিনিধি, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর	সদস্য
১৫	প্রতিনিধি, জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট	সদস্য
১৬	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট	সদস্য
১৭	প্রতিনিধি, খাদ্য অধিদপ্তর	সদস্য
১৮	প্রতিনিধি, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তর	সদস্য
১৯	প্রতিনিধি, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর	সদস্য
২০	প্রতিনিধি, পরিবেশ অধিদপ্তর	সদস্য

২১	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
২২	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ ডাক বিভাগ	সদস্য
২৩	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী	সদস্য
২৪	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর	সদস্য
২৫	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	সদস্য
২৬	প্রতিনিধি, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর	সদস্য
২৭	প্রতিনিধি, মহিলা-বিষয়ক অধিদপ্তর	সদস্য
২৮	প্রতিনিধি, সমবায় অধিদপ্তর	সদস্য
২৯	প্রতিনিধি, বন অধিদপ্তর	সদস্য
৩০	প্রতিনিধি, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	সদস্য
৩১	প্রতিনিধি, গণপূর্ত অধিদপ্তর	সদস্য
৩২	প্রতিনিধি, বিএনএসিডব্লিউসি	সদস্য
৩৩	প্রতিনিধি, পিডিবি	সদস্য
৩৪	প্রতিনিধি, ডেসকো/ডেসা	সদস্য
৩৫	প্রতিনিধি, তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লি.	সদস্য
৩৬	প্রতিনিধি, বিটিসিএল	সদস্য
৩৭	প্রতিনিধি, স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল অধিদপ্তর	সদস্য
৩৮	প্রতিনিধি, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	সদস্য
৩৯	প্রতিনিধি, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ	সদস্য
৪০	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ পুলিশ	সদস্য
৪১	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড	সদস্য
৪২	প্রতিনিধি, র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন	সদস্য
৪৩	প্রতিনিধি, পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য
৪৪	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান (SPARRSO)	সদস্য
৪৫	প্রতিনিধি, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	সদস্য
৪৬	প্রতিনিধি, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন	সদস্য
৪৭	জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, ঢাকা	সদস্য
৪৮	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি	সদস্য
৪৯	প্রতিনিধি, জাতিসংঘ সংস্থা ৫টি	সদস্য
৫০	জাতীয় পর্যায়ের এনজিও প্রতিনিধি (২ জন) (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
৫১	আন্তর্জাতিক পর্যায়ের এনজিও প্রতিনিধি (২ জন) (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
৫২	পরিচালক (পরিকল্পনা), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর	সদস্য-সচিব

কমিটির সভা

(১) কমিটি স্বাভাবিক সময়ে প্রতি তিন মাসে এক বার এবং দুর্যোগকালে প্রয়োজনে প্রতি সপ্তাহে একাধিক বার সভা আয়োজন করবে;

(২) অন্যূন এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হবে;

(৩) প্রয়োজনবোধে কমিটি সংশ্লিষ্ট বিভাগ এবং সংস্থা থেকে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি

(১) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিসমূহের জাতীয় ও মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রমের সঠিক সমন্বয় এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য যথাযথ সুপারিশ প্রদান;

(২) দুর্যোগ প্রস্তুতি, দুর্যোগ-পরবর্তী সাড়াদান কর্মসূচিগুলোর বাস্তবায়ন পর্যালোচনান্তে অভিজ্ঞতা ও শিক্ষণের আলোকে ভবিষ্যৎ করণীয় বিষয়ে সুপারিশ প্রদান;

(৩) দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস ও সাড়াদান কার্যক্রম জোরদারকরণে মোবাইল নম্বর ও ইমেইল যোগাযোগসহ ফোকাল পয়েন্টগণের হালনাগাদ তালিকা সংরক্ষণ;

(৪) দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং তার সমাধানে সুপারিশ প্রণয়ন।

৩.১.১২ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত এনজিওসমূহের সমন্বয় কমিটি

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত এনজিওগুলোর সমন্বয় কমিটির গঠন, সভা এবং দায়িত্ব ও কার্যাবলি নিম্নরূপ:

১	সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সভাপতি
২	অতিরিক্ত সচিব (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩	মহাপরিচালক, এনজিও-বিষয়ক ব্যুরো	সদস্য
৪	মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর	সদস্য
৫	মহাপরিচালক, মহিলা-বিষয়ক অধিদপ্তর	সদস্য
৬	মহাপরিচালক, সমাজকল্যাণ অধিদপ্তর	সদস্য
৭	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন	সদস্য
৮	মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর	সদস্য
৯	মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর	সদস্য
১০	মহাপরিচালক, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর	সদস্য
১১	মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	সদস্য
১২	মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সদস্য
১৩	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	সদস্য
১৪	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর	সদস্য
১৫	প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর	সদস্য
১৬	প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	সদস্য
১৭	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান (SPARRSO)	সদস্য
১৮	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো	সদস্য
১৯	শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার	সদস্য
২০	জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী (UNRC)	সদস্য

২১	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর	সদস্য
২২	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (PKSF)	সদস্য
২৩	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
২৪	পরিচালক, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর	সদস্য
২৫	পরিচালক (প্রশাসন), ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি	সদস্য
২৬	সংস্থাপ্রধান, আন্তর্জাতিক এনজিও ১০টি (সরকার কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
২৭	নির্বাহী পরিচালক, স্থানীয় এনজিও ২০টি (তন্মধ্যে জেন্ডার, নারী অধিকার ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে কাজ করে এমন কমপক্ষে ৩টি প্রতিষ্ঠান) (সরকার কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
২৮	মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর	সদস্য-সচিব

কমিটির সভা

(১) স্বাভাবিক সময়ে কমিটি প্রতি তিন মাসে এক বার এবং দুর্যোগকালে প্রয়োজন অনুযায়ী সভায় মিলিত হবে;

(২) অন্যূন এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হবে;

(৩) কমিটি প্রয়োজনীয় ও যথাযথ মনে করলে সংশ্লিষ্ট বিভাগ, সংস্থা, এনজিও প্রতিনিধিকে সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করতে অথবা এর সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে পারবে।

কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি

(১) সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলোর মধ্যে দুর্যোগ-পূর্বপ্রস্তুতি, সাড়াদান, মানবিক সহায়তা, পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন-সংক্রান্ত কার্যক্রমের সমন্বয় নিশ্চিতকরণ;

(২) দুর্যোগসংক্রান্ত তথ্য বিনিময়, সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও যথাযথ প্রচার নিশ্চিতকরণ;

(৩) দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যাবলি সমন্বয়ের সমস্যাগুলো চিহ্নিতকরণ এবং এগুলো সমাধানে যথাযথ সুপারিশ প্রণয়নসহ বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ;

(৪) দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থা-সংক্রান্তপ্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরিতে ডিজাস্টার ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট পদ্ধতি অনুসরণ এবং প্রকল্প প্রস্তাবনায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও মানবিক সহায়তা মন্ত্রণালয়ের মতামত এবং সুপারিশ বাস্তবায়ন;

(৫) দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস পরিকল্পনা প্রণয়নে কমিউনিটি রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট (CRA) পদ্ধতি অনুসরণ ও এর সম্প্রসারণে স্থানীয় পর্যায়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলোকে সহযোগিতা প্রদান;

(৬) দুর্যোগ-পরবর্তী মানবিক সহায়তা, উদ্ধার ও পুনর্বাসনসহ মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম-সংক্রান্ত প্রকল্প প্রস্তাবনা জরুরি অনুমোদনে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;

(৭) দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনা-বিষয়ক প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;

(৮) জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল ও আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি কর্তৃক নির্দেশিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন।

৩.১.১৩ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ ও গণসচেতনতা টাস্কফোর্স

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ ও গণসচেতনতা টাস্কফোর্স গঠন, সভা এবং দায়িত্ব ও কার্যাবলি নিম্নরূপ:

১	মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর	সভাপতি
২	পরিচালক, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর	সদস্য
৩	প্রতিনিধি, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সদস্য
৪	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ বেতার	সদস্য
৫	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ টেলিভিশন	সদস্য
৬	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, কুমিল্লা	সদস্য
৭	প্রতিনিধি, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি	সদস্য
৮	প্রতিনিধি, এনজিও-বিষয়ক ব্যুরো	সদস্য
৯	প্রতিনিধি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	সদস্য
১০	প্রতিনিধি, পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (RDA), বগুড়া	সদস্য
১১	প্রতিনিধি, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর	সদস্য
১২	প্রতিনিধি, মৎস্য অধিদপ্তর	সদস্য
১৩	প্রতিনিধি, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	সদস্য
১৪	প্রতিনিধি, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	সদস্য
১৫	প্রতিনিধি, মহিলা-বিষয়ক অধিদপ্তর	সদস্য
১৬	প্রতিনিধি, যুব অধিদপ্তর	সদস্য
১৭	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (BRDB)	সদস্য
১৮	প্রতিনিধি, এফএসসিডি	সদস্য
১৯	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড	সদস্য
২০	প্রতিনিধি, সমাজসেবা অধিদপ্তর	সদস্য
২১	প্রতিনিধি, তথ্য অধিদপ্তর	সদস্য
২২	প্রতিনিধি, জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (NILG)	সদস্য
২৩	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর (BNCC)	সদস্য
২৪	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	সদস্য
২৫	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট	সদস্য
২৬	প্রতিনিধি, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য
২৭	প্রতিনিধি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	সদস্য
২৮	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (BPATC)	সদস্য
২৯	প্রতিনিধি, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ	সদস্য
৩০	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ পুলিশ	সদস্য
৩১	প্রতিনিধি, র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন	সদস্য
৩২	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান (SPARRSO)	সদস্য
৩৩	পরিচালক, ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (CPP)	সদস্য
৩৪	প্রতিনিধি, বিসিএস প্রশাসন একাডেমি	সদস্য
৩৫	প্রতিনিধি, ন্যাশনাল প্ল্যানিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট একাডেমি	সদস্য

৩৬	প্রতিনিধি, পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (RDA), বগুড়া	সদস্য
৩৭	প্রতিনিধি, আরডিটিএ (সিলেট)	সদস্য
৩৮	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ স্কাউটস	সদস্য
৩৯	প্রতিনিধি, দুর্যোগ বিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৪০	প্রতিনিধি, ইনস্টিটিউট অব ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ভালনারেবিলিটি স্টাডিজ (IDMVS), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৪১	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ গার্লস স্কাউটস	সদস্য
৪২	প্রতিনিধি, সমবায় অধিদপ্তর	সদস্য
৪৩	প্রতিনিধি, জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (UNDP)	সদস্য
৪৪	প্রতিনিধি, বিশ্ব খাদ্য সংস্থা (WFP)	সদস্য
৪৫	প্রতিনিধি, ইউনিসেফ	সদস্য
৪৬	প্রতিনিধি, কেয়ার বাংলাদেশ	সদস্য
৪৭	প্রতিনিধি, ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব রেডক্রস অ্যান্ড রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিস (IFRC)	সদস্য
৪৮	প্রতিনিধি, আন্তর্জাতিক এনজিও থেকে ৩টি প্রতিষ্ঠান (সরকার কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
৪৯	প্রতিনিধি, দেশীয় এনজিও থেকে ৫টি প্রতিষ্ঠান (তন্মধ্যে জেন্ডার, নারী অধিকার ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে কাজ করে, এমন কমপক্ষে ২টি প্রতিষ্ঠান) (সরকার কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
৫০	প্রতিনিধি, জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল	সদস্য
৫১	পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও গবেষণা), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর	সদস্য-সচিব

টাস্কফোর্সের সভা

(১) কমিটি স্বাভাবিক সময়ে প্রতি তিন মাসে এক বার এবং দুর্যোগকালে প্রয়োজনে একাধিকবার সভায় মিলিত হবে;

(২) অন্যূন এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হবে;

(৩) প্রয়োজনবোধে কমিটি সংশ্লিষ্ট বিভাগ এবং সংস্থা থেকে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

টাস্কফোর্সের দায়িত্ব ও কার্যাবলি

(১) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও মডিউল প্রস্তুতে পরামর্শ প্রদান;

(২) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত গণসচেতনতা ও যোগাযোগমূলক কার্যক্রমে সহযোগিতা প্রদান;

(৩) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত গণসচেতনতা বৃদ্ধির নিমিত্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সমন্বয়সাধন;

(৪) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ/মাস্টার ট্রেইনার ও বিশেষজ্ঞ পুল গঠন ও তালিকা হালনাগাদকরণে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরকে সহায়তা প্রদান;

(৫) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;

(৬) জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল ও আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি কর্তৃক নির্দেশিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন।

৩.১.১৪ অগ্নিকান্ড ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি

অগ্নিদুর্ঘটনার ঝুঁকি, ব্যাপকতা এবং ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসের লক্ষ্যে অগ্নিকান্ড ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন, সভা এবং দায়িত্ব ও কার্যাবলি নিম্নরূপ:

১	সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ	সভাপতি
২	মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর	সদস্য
৩	চেয়ারম্যান, রাজউক	সদস্য
৪	প্রতিনিধি, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য
৫	প্রতিনিধি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬	প্রতিনিধি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭	প্রতিনিধি, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	সদস্য
৮	প্রতিনিধি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	সদস্য
৯	প্রতিনিধি, স্থানীয় সরকার বিভাগ	সদস্য
১০	প্রতিনিধি, সুরক্ষা সেবা বিভাগ	সদস্য
১১	প্রতিনিধি, জননিরাপত্তা বিভাগ	সদস্য
১২	প্রতিনিধি, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	সদস্য
১৩	প্রতিনিধি, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ	সদস্য
১৪	প্রতিনিধি, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৫	প্রতিনিধি, শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৬	প্রতিনিধি, এফবিসিসিআই	সদস্য
১৭	প্রতিনিধি, বিজিএমইএ/বিকেএমইএ	সদস্য
১৮	প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বিস্ফোরক পরিদপ্তর	সদস্য
১৯	মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর	সদস্য
২০	প্রতিনিধি, বিদ্যুৎ বিভাগ	সদস্য
২১	প্রতিনিধি, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	সদস্য
২২	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ পুলিশ	সদস্য
২৩	প্রতিনিধি, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	সদস্য
২৪	প্রতিনিধি, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন	সদস্য
২৫	অগ্নিদুর্ঘটনা ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ ২ জন	সদস্য
২৬	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর	সদস্য-সচিব

অগ্নিকাণ্ড-ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা

(১) বছরে অন্তত দুই বার সভা অনুষ্ঠিত হবে, তবে প্রয়োজন হলে কমিটি যেকোনো সময় সভা আহ্বান করতে পারবে;

(২) অন্যূন এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হবে;

(৩) কমিটি অগ্নি প্রতিরোধে প্রয়োজন অনুযায়ী একাধিক উপকমিটি গঠনের সুপারিশ করতে পারবে; প্রয়োজনবোধে এ উপকমিটিতে বিশেষজ্ঞকে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে।

অগ্নিকাণ্ড ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি

(১) অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধ ও দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রস্তুতি ও সচেতনতামূলক কর্মসূচি পর্যালোচনা এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর জন্য করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ প্রদান;

(২) অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধ, ঝুঁকিহ্রাস, প্রস্তুতি, সাড়াদান, সন্ধান, উদ্ধার, পুনর্গঠন ও পুনর্বাসনের সক্ষমতা বৃদ্ধির কৌশল নির্ধারণে পরামর্শ প্রদান;

(৩) সংলাপ ও কর্মশালা আয়োজন করে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধ ও দুর্যোগ মোকাবিলায় করণীয় বিষয়ে সুপারিশ প্রদান;

(৪) জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন নীতিমালা অনুসরণ করে শিল্পকারখানা ও স্থাপনা নির্মাণে পরামর্শ প্রদান;

(৫) জরুরি সেবা দানকারী স্থাপনা ও সরবরাহ সিস্টেমগুলো অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধে করণীয় বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান;

(৬) আপদকালীন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও মহড়া আয়োজনের জন্য কারিগরিসহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য পরামর্শ প্রদান;

(৭) যেকোনো শিল্পকারখানা স্থাপনের ক্ষেত্রে Environmental Impact Assessment (EIA) ও Disaster Impact Assessment (DIA) নিশ্চিতকরণের সুপারিশ প্রদান।

৩.১.১৫ দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ কমিটি

দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ কমিটির গঠন, সভা এবং দায়িত্ব ও কার্যাবলি নিম্নরূপ:

কমিটির গঠন

১	মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর	সভাপতি
২	প্রতিনিধি, খাদ্য অধিদপ্তর	সদস্য
৩	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ পরিবেশ অধিদপ্তর	সদস্য
৪	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স	সদস্য
৫	প্রতিনিধি, জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান (IPHN)	সদস্য
৬	প্রতিনিধি, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	সদস্য
৭	প্রতিনিধি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর (DGHS)	সদস্য
৮	প্রতিনিধি, মহিলা ও শিশু-বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
৯	পরিচালক (অপারেশনস), ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি	সদস্য
১০	প্রতিনিধি, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর	সদস্য
১১	প্রতিনিধি, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর	সদস্য
১২	প্রতিনিধি, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সদস্য
১৩	প্রতিনিধি, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	সদস্য
১৪	প্রতিনিধি, মৎস্য অধিদপ্তর	সদস্য
১৫	প্রতিনিধি, পরিসংখ্যান অধিদপ্তর	সদস্য

১৬	প্রতিনিধি ৩ জন, জাতীয় পর্যায়ের এনজিও প্রতিনিধি (কমিটি কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
১৭	প্রতিনিধি ৩ জন, আন্তর্জাতিক পর্যায়ের এনজিও প্রতিনিধি (কমিটি কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
১৮	প্রতিনিধি ৩ জন, জাতিসংঘ সংস্থা	
১৯	পরিচালক (ত্রাণ), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর	সদস্য-সচিব

কমিটির সভা

(১) কমিটি স্বাভাবিক সময়ে প্রতি তিন মাসে এক বার ও দুর্যোগকালে প্রয়োজন অনুযায়ী সভা আয়োজন করবে;

(২) অন্যূন এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হবে;

(৩) দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে দুর্যোগের মাত্রার ওপর ভিত্তি করে দ্রুততম সময়ে ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ সমন্বয় করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে;

(৪) প্রয়োজনবোধে এই কমিটি সংশ্লিষ্ট বিভাগ এবং সংস্থা থেকে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি

(১) দুর্যোগের সকল ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ সমন্বয় কার্যক্রম পরিচালনা;

(২) দুর্যোগের মাত্রা ও ব্যাপ্তির ওপর ভিত্তি করে সমন্বিত ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ পরিচালনা বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ;

(৩) সময়ে সময়ে SOS এবং D-Form (পরিশিষ্ট ৫ ও ৬) পর্যালোচনাপূর্বক হালনাগাদ করা;

(৪) দুর্যোগ-পরবর্তী পরিস্থিতিতে দ্রুততম সময়ে SOS এবং D-Form অনুসরণে ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ নিশ্চিতকরণ;

(৫) সকল পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট কমিটিগুলোকে প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা প্রদান;

(৬) ভবিষ্যতে ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণে নতুন নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়কে সুপারিশ প্রদান;

(৭) দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসে স্থানীয় ও নগর পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন কার্যক্রম সমন্বয়ে সহযোগিতা;

(৮) ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় কর্মশালা, সেমিনার ও প্রশিক্ষণের আয়োজন।

৩.১.১৬ দুর্যোগ পূর্বাভাসভিত্তিক সাড়াদান (FbF/A) টাস্কফোর্স

দুর্যোগ পূর্বাভাসভিত্তিক সাড়াদান টাস্কফোর্সের গঠন, সভা এবং দায়িত্ব ও কার্যাবলি নিম্নরূপ:

কমিটির গঠন

১	অতিরিক্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সভাপতি
২	মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর	সদস্য
৩	যুগ্মসচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪	মহাসচিব, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি	সদস্য
৫	পরিচালক (প্রশাসন), ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (CPP)	সদস্য
৬	পরিচালক, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর	সদস্য
৭	প্রতিনিধি, অর্থ বিভাগ	সদস্য
৮	প্রতিনিধি, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	সদস্য
৯	প্রতিনিধি, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	সদস্য
১০	প্রতিনিধি, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১১	প্রতিনিধি, স্থানীয় সরকার বিভাগ	সদস্য
১২	প্রতিনিধি, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৩	প্রতিনিধি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৪	প্রতিনিধি, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৫	প্রতিনিধি, মহিলা ও শিশু-বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৬	প্রতিনিধি, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন	সদস্য
১৭	নির্বাহী প্রকৌশলী, বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র	সদস্য
১৮	প্রতিনিধি, দেশীয়/আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা ৮ জন	সদস্য
১৯	প্রতিনিধি, জাতিসংঘ সংস্থা ৩ জন	সদস্য
২০	পরিচালক (ত্রাণ), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর	সদস্য-সচিব

টাস্কফোর্সের সভা

(১) টাস্কফোর্স প্রতি তিন মাসে এক বার এবং দুর্যোগকালে প্রয়োজনে একাধিকবার সভা আয়োজন করবে;

(২) অন্যূন এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হবে;

(৩) প্রয়োজনবোধে কমিটি সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

দুর্যোগ পূর্বাভাসভিত্তিক সাড়াদান সমন্বয় কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি

(১) দুর্যোগের পূর্বাভাসভিত্তিক আগাম সাড়াদান-বিষয়ক কৌশল প্রণয়নের ক্ষেত্রে দুর্যোগের মাত্রা, ট্রিগার/থ্রেসহোল্ড, ও প্রভাব নিরূপণে দিক-নির্দেশনা প্রদান ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সঙ্গে সমন্বয়সাধন;

(২) সম্ভাব্য সকল দুর্যোগের পূর্বাভাসভিত্তিক সাড়াদান (Forecast based Financing/Action) কৌশল নির্ধারণ এবং বাস্তবায়নে দিক-নির্দেশনা প্রদান;

(৩) পূর্বাভাসভিত্তিক আগাম সাড়াদান-বিষয়ক কর্মকাণ্ডে অর্থ ছাড় দেওয়ার পদ্ধতি নিরূপণ ও ছাড়করণে সুপারিশ প্রদান;

(৪) পূর্বাভাসভিত্তিক আগাম সাড়াদানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার দায়দায়িত্ব-সংবলিত প্রোটোকল বা নির্দেশিকা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ।

অধ্যায় ৪: স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সমন্বয়

৪.১ স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলো

দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যকর করতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কার্যকর অংশগ্রহণ ও আন্তঃপ্রতিষ্ঠানের সমন্বয় অপরিহার্য। যেকোনো দুর্যোগে স্থানীয় জনগোষ্ঠী সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। স্থানীয় পর্যায়ের দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সফলতা বহুলাংশে স্থানীয় সংস্থা/সংগঠনের উদ্যোগ ও সমন্বয়ের ওপর নির্ভর করে। স্থানীয় পর্যায়ের সমন্বয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রধান নিয়ামক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও সকলের সমন্বিত অংশগ্রহণ দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করতে কার্যকর ভূমিকা রাখে। এ লক্ষ্যে স্থানীয় পর্যায়ে সিটি কর্পোরেশন, বিভাগ, জেলা, উপজেলা, পৌরসভা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়েছে। এসব কমিটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় দুর্যোগ প্রতিরোধ, ঝুঁকিহ্রাস, প্রস্তুতি, সাড়াদান ও মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও সমন্বয় করে থাকে। নিম্নে স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন কমিটির গঠন, দায়িত্ব ও কার্যাবলি বর্ণনা করা হলো:

৪.১.১ সিটি কর্পোরেশন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি (CCDMC)

সিটি কর্পোরেশন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন নিম্নরূপ:

১.	মেয়র	সভাপতি
২.	চেয়ারম্যান, রাজউক/কেডিএ/সিডিএ/এসডিএ/আরডিএ	সদস্য
৩.	সিটি পর্যায়ের চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের সভাপতি	সদস্য
৪.	সিটি কর্পোরেশনে অবস্থিত সংশ্লিষ্ট জেলাপ্রশাসক	সদস্য
৫.	সংশ্লিষ্ট মহানগরের পুলিশ কমিশনার	সদস্য
৬.	ওয়ার্ড কাউন্সিলর (সকল)	সদস্য
৭.	প্রধান প্রকৌশলী, সিটি কর্পোরেশন	সদস্য
৮.	প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, সিটি কর্পোরেশন (যদি থাকে)	সদস্য
৯.	জেনারেল ম্যানেজার (পরিবহন), সিটি কর্পোরেশন	সদস্য
১০	প্রধান নগর পরিকল্পনাবিদ (যদি থাকে)	সদস্য
১১.	প্রধান পয়োনিষ্কাশন কর্মকর্তা, সিটি কর্পোরেশন (যদি থাকে)	সদস্য
১২.	প্রতিনিধি, গণপূর্ত অধিদপ্তর	সদস্য
১৩.	প্রতিনিধি, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	সদস্য
১৪.	প্রতিনিধি, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	সদস্য
১৫.	প্রতিনিধি, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর	সদস্য
১৬.	প্রতিনিধি, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর	সদস্য
১৭.	প্রতিনিধি, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর	সদস্য
১৮.	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তর	সদস্য
১৯.	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর	সদস্য
২০.	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর	সদস্য

২১.	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশনস কোম্পানি লি. (BTCL)	সদস্য
২২.	প্রতিনিধি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর	সদস্য
২৩.	প্রতিনিধি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	সদস্য
২৪.	প্রতিনিধি, গ্যাস (তিতাস/বাখরাবাদ/সিলেট ইত্যাদি) ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লি.	সদস্য
২৫.	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড/ডেসা/ডেসকো	সদস্য
২৬.	সুশীল সমাজের প্রতিনিধি (কমিটির সভাপতি কর্তৃক মনোনীত সামাজিক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, সাংবাদিক, ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব) ৫ জন	সদস্য
২৭.	প্রতিনিধি, স্বেচ্ছা রক্তদান প্রতিষ্ঠান (সন্ধানী/বন্ধন/কোয়ান্টাম ইত্যাদি)	সদস্য
২৮.	নারী প্রতিনিধি (মহিলা-বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
২৯.	প্রতিনিধি, সিটি কর্পোরেশন এলাকায় কর্মরত জাতীয় ও স্থানীয় এনজিও ৩ জন (কমিটির সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
৩০.	প্রতিনিধি, বিএনসিসি	সদস্য
৩১.	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ স্কাউটস	সদস্য
৩২.	প্রতিনিধি, গার্লস ইন স্কাউটস	সদস্য
৩৩.	প্রতিনিধি, ওয়াসা (যদি থাকে)	সদস্য
৩৪.	প্রতিনিধি, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়ন সংস্থা	সদস্য
৩৫.	প্রতিনিধি, আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম	সদস্য
৩৬.	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি	সদস্য
৩৭.	সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা	সদস্য
৩৮.	প্রতিনিধি, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	সদস্য
৩৯.	প্রতিনিধি, তথ্য অধিদপ্তর	সদস্য
৪০.	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সদস্য
৪১	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ	সদস্য
৪২.	প্রতিনিধি, বিসিআইসি	সদস্য
৪৩.	প্রতিনিধি, ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) (যদি থাকে)	সদস্য
৪৪.	প্রতিনিধি, পানি উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
৪৫.	প্রতিনিধি, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ	সদস্য
৪৬.	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ রেলওয়ে	সদস্য
৪৭.	প্রতিনিধি, মানসিক স্বাস্থ্য ও মনঃসামাজিক বিষয়ে কর্মরত সংস্থা (সরকারি-বেসরকারি)	সদস্য
৪৮.	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সিটি কর্পোরেশন	সদস্য-সচিব

সিটি কর্পোরেশন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা

(১) সিটি কর্পোরেশন এলাকাধীন সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার সংসদ সদস্যগণ সিটি কর্পোরেশন কমিটির উপদেষ্টা হবেন;

(২) স্থানীয় অবস্থা বা পরিস্থিতি বিবেচনায় সিটি কর্পোরেশন কমিটি উক্ত কমিটিকে সহায়তার জন্য প্রয়োজনে এক বা একাধিক উপকমিটি গঠন করতে পারবে এবং ক্ষেত্রবিশেষে বিশেষজ্ঞের মতামত গ্রহণ করতে পারবে;

(৩) সিটি কর্পোরেশন কমিটি প্রয়োজনীয় ও যথাযথ মনে করলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে পারবে;

(৪) পরিবেশ ও পরিস্থিতি বিবেচনায় সিটি কর্পোরেশন কমিটি নিম্নরূপ সময়ে সভায় মিলিত হবে:
(ক) স্বাভাবিক সময়ে বছরে কমপক্ষে দুই বার;
(খ) দুর্যোগপূর্ব, দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে প্রয়োজন অনুযায়ী;

(৫) স্বাভাবিক এবং দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে এক-তৃতীয়াংশ এবং সতর্ক সংকেত চলাকালে ও দুর্যোগ চলাকালে এক-চতুর্থাংশ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হবে;

(৬) প্রতি বছর জানুয়ারি মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে (পূর্ববর্তী বছরের কমিটির কোনো রদবদল না হলেও) সিটি কর্পোরেশন কমিটির সভাপতি কর্তৃক স্বাক্ষরিত উক্ত কমিটির একটি পূর্ণাঙ্গ হালনাগাদ তালিকা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে প্রেরণ করবে;

(৭) সিটি কর্পোরেশনের নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর সিটি কর্পোরেশন কমিটি পুনর্গঠন করতে হবে এবং অনতিবিলম্বে পুনর্গঠিত কমিটির তালিকা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।

সিটি কর্পোরেশন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি

(ক) ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

(১) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিশেষত ভূমিকম্প, অগ্নিকাণ্ড ইত্যাদি বিষয়ে নিয়মিত সেমিনার, কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন;

(২) জরুরি সাড়াদান কার্যক্রমের জন্য স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন এবং তাদের যথাযথ প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ;

(৩) সিটি কর্পোরেশন এলাকায় আপদ, বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকি নিরূপণ করা এবং তা সংশ্লিষ্টদের অবহিতকরণে ব্যাপকভাবে প্রচারকার্যক্রম পরিচালনা;

(৪) ভূমিকম্পসহ প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট বিভিন্ন দুর্যোগ, যেমন: অগ্নিকাণ্ড, রাসায়নিক দুর্ঘটনা, ভবনধস, নগরবন্যা, জলাবদ্ধতা ইত্যাদি সম্পর্কে আপদকালীন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং এগুলোর মহড়া আয়োজন করা। আপদকালীন পরিকল্পনায় ধ্বংসাবশেষ ব্যবস্থাপনা অন্তর্ভুক্তকরণ;

(৫) দুর্যোগকালে জনসাধারণ উন্মুক্ত কোনো স্থানে আশ্রয়গ্রহণ করতে পারে এরূপ সুনির্দিষ্ট নিরাপদ স্থান চিহ্নিতকরণ;

(৬) দুর্যোগে হতাহতদের উদ্ধার, স্থানান্তর ও দুর্যোগ-পরবর্তী ব্যবস্থাপনায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, ওয়াসা, ডেসা, পিডিবি, গ্যাস কোম্পানি ও বিটিসিএলসহ সকল সেবা প্রদানকারী সংস্থার সমন্বয়ে আপদকালীন পরিকল্পনা প্রস্তুত এবং কার্যকরকরণ;

(৭) জেন্ডার, বয়স, প্রতিবন্ধিতা, সামাজিকতার শ্রেণি, পেশা ও অর্থনৈতিক অবস্থার ভিত্তিতে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী চিহ্নিত করা। প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, নারী ও শিশুদের সক্রিয় অংশগ্রহণে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন;

(৮) বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড অনুসরণ করে প্রয়োজনীয় পরিসরের রাস্তা, অগ্নিঝুঁকি প্রতিরোধ এবং ভূমিকম্পঝুঁকি প্রতিরোধ ব্যবস্থার বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে বহুতল ভবন, হাসপাতাল, ক্লিনিক, কমিউনিটি সেন্টার, শপিংমল, সিনেমা হল, রেস্তোরাঁ ও কারখানা নির্মাণের অনুমোদন প্রদান হয়েছে কি না, তা পরিবীক্ষণ এবং প্রয়োজনে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৯) আহতদের চিকিৎসা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সাময়িক হাসপাতাল স্থাপনের নিমিত্ত সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন কোনো উন্মুক্ত স্থান ঠিক করে রাখা। দুর্যোগকালে ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন জীবন রক্ষাকারী ওষুধ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সিটি কর্পোরেশন কেন্দ্রীয়ভাবে ও ওয়ার্ড পর্যায়ে মজুতকরণ;

(১০) সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহে দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসসংক্রান্ত বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিতকরণ;

(১১) ওয়ার্ডভিত্তিক স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকা প্রস্তুত, হালনাগাদকরণ, সংরক্ষণ ও সংশ্লিষ্ট সংস্থার কাছে এ তালিকা প্রেরণ;

(১২) সিটি কর্পোরেশনের ওয়েবসাইটে স্বেচ্ছাসেবক, ঝুঁকি ও সম্পদ মানচিত্র এবং জীবনরক্ষাকারী সেবার তথ্যভান্ডার তৈরি ও সংরক্ষণ।

(খ) সতর্কীকরণ/হুঁশিয়ারি পর্যায়ে সাড়াদান

(১) সতর্কীকরণ ও নিরাপত্তামূলক বার্তা প্রচার, উদ্ধারকারী দলের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন এবং প্রয়োজনবোধে স্থানান্তর পরিকল্পনা অনুযায়ী ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(২) বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে অতি দ্রুত ও কার্যকরভাবে দুর্যোগ-পূর্বাভাস প্রচারের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান, স্বেচ্ছাসেবক ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে মাঠ পর্যায়ে নিয়োজিতকরণ এবং সার্বিক নিরাপত্তা ও সতর্ক বার্তা প্রচারকার্যক্রম সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ;

(৩) পূর্বনির্ধারিত জরুরি আশ্রয়কেন্দ্রগুলো পরিদর্শন এবং প্রয়োজনীয় সেবা ও নিরাপত্তামূলক কাজের জন্য নিয়োজিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও স্বেচ্ছাসেবকগণের প্রস্তুতি নিশ্চিতকরণ;

(৪) আশ্রয়কেন্দ্রের কাছে নির্ধারিত স্থানে নিরাপদ ও সুপেয় পানি সরবরাহের ব্যবস্থাসহ প্রয়োজনীয়-সংখ্যক স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগারের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ;

(৫) দুর্যোগকালীন যেসব জরুরি কাজ করতে হবে তার চেকলিস্ট প্রস্তুতকরণ এবং প্রয়োজনীয় উপকরণ ও জনবল প্রস্তুত আছে কি না, তা নিশ্চিতকরণ;

(৬) দুর্যোগকালীন সঠিকভাবে দ্রুত উদ্ধারকাজ পরিচালনার জন্য যানবাহন, প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সরঞ্জামাদি সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৭) জনসাধারণকে তাদের মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ ও দ্রব্যাদি নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করতে সহযোগিতা প্রদান;

(৮) জরুরি স্বাস্থ্যসেবা দল প্রস্তুত রাখতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।

(গ) দুর্যোগকালীন সাড়াদান

(১) প্রাথমিক উদ্ধারকারী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয় করে জরুরি উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা;

(২) নিরাপদ পানি ও খাওয়ার স্যালাইন জোগানসহ পানি বিশুদ্ধকরণের মাধ্যমে বিভিন্ন পানিবাহিত রোগবালাই এবং ডায়ারিয়া প্রতিরোধে জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ;

(৩) সরকারি ও বেসরকারি মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম সমন্বয়সাধন;

(৪) দুর্যোগসংক্রান্ত কোনো গুজবে জনগণ যাতে ভীতসন্ত্রস্ত না হয়ে পড়ে, সেজন্য জনসাধারণকে যথাসময়ে সঠিক তথ্য প্রদান নিশ্চিতকরণ;

(৫) দুর্যোগকালে আশ্রয়কেন্দ্র বা অন্যান্য স্থানে বসবাসরত নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;

(৬) আহত ব্যক্তিদের প্রাথমিক চিকিৎসাসহ প্রয়োজনে অস্থায়ী স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা হাসপাতালে স্থানান্তরে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে সহযোগিতা প্রদান;

(৭) মৃত ব্যক্তিদের দ্রুত সৎকার এবং মৃত প্রাণিদেহ মাটিতে পুঁতে ফেলার মাধ্যমে পরিবেশগত বিপর্যয় রোধে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ;

(৮) ধ্বংসাবশেষ অপসারণে সংশ্লিষ্ট সাড়াদানকারী প্রতিষ্ঠানের কাজে সহযোগিতা প্রদান;

(৯) জনগণকে তাদের মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করতে সহযোগিতা প্রদান।

(ঘ) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়ে সাড়াদান

(১) এসওএস ফরমে দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতির তথ্য সংগ্রহ করা এবং তা যথাশীঘ্র সম্ভব টেলিফোন, ফ্যাক্স, ইমেইল বা অয়্যারলেসযোগে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;

(২) ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ এবং মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসন-কার্যক্রমের অগ্রাধিকার নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ ফরমে (D-Form) প্রয়োজনীয় তথ্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে যথাশীঘ্র প্রেরণ;

(৩) মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসনকাজের জন্য স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত কিংবা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় বা অন্য কোনো উৎস থেকে প্রাপ্ত সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুসারে প্রকৃত চাহিদার ভিত্তিতে বণ্টন ও বিতরণ;

(৪) সরকার ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার কাছ থেকে প্রাপ্ত মানবিক ও পুনর্বাসন সহায়তা-সামগ্রীর হিসাব সংরক্ষণ;

(৫) দুর্যোগ শেষ হওয়ার পর জনগণ পুনরায় যাতে নিজ নিজ বসতবাড়িতে ফিরে যেতে পারে, এর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৬) ঘরবাড়ি সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হওয়ায় যেসব পরিবার বসতবাড়িতে ফিরে যেতে পারবে না তাদেরকে পুনর্বাসন না করা পর্যন্ত প্রয়োজনীয় সুবিধাসহ অস্থায়ী বা স্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রে রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৭) দুর্যোগের কারণে সৃষ্ট মানসিক আঘাত (Psycho Trauma) কাটিয়ে উঠতে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক বা স্বেচ্ছাসেবকদের সহযোগিতায় দুর্যোগকবলিত ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় মানসিক পরিষেবা প্রদান;

(৮) দুর্যোগে আহত ব্যক্তিবর্গের প্রাথমিক চিকিৎসা এবং গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা প্রদানে হাসপাতালে প্রেরণসহ সার্বিক সহযোগিতা প্রদান;

(৯) দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য নিরাপত্তা-ব্যবস্থা গ্রহণ;

(১০) মৃতদেহ ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা অনুযায়ী দুর্যোগে মৃত ব্যক্তির পরিচয় নিশ্চিতকরণ, ডেথ সার্টিফিকেট প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ ও অভিভাবকের কাছে লাশ হস্তান্তর করা এবং লাশের দাবিদার না পেলে সৎকারের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(১১) দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ-পরবর্তী কর্মকান্ড থেকে অর্জিত শিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গের অংশগ্রহণে কর্মশালার মাধ্যমে ভবিষ্যতে করণীয় বিষয়ে যথাযথ সুপারিশ প্রদান;

(১২) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের তাৎক্ষণিক নির্দেশনা অনুসরণ।

৪.১.১.১ সিটি কর্পোরেশন ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি

সিটি কর্পোরেশন ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন নিম্নরূপ:

১	ওয়ার্ড কাউন্সিলর	সভাপতি
২	সংরক্ষিত আসনের মহিলা কাউন্সিলর (মেয়র কর্তৃক মনোনীত ১ জন)	সহ-সভাপতি
৩	ওয়ার্ডে অবস্থিত সরকারি জরুরি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান (গ্যাস, পানি, বিদ্যুৎ ও টেলিফোন) থেকে ১ জন করে প্রতিনিধি ৪ জন	সদস্য
৪	স্বাস্থ্য বিভাগের প্রতিনিধি (জেলা সিভিল সার্জন/বিভাগীয় পরিচালক অফিস কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
৫	আনসার ও ভিডিপির প্রতিনিধি (জেলা/বিভাগীয় অফিস কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য

৬	ওয়ার্ড কাউন্সিলর কর্তৃক মনোনীত ১ জন ইমাম ও ১ জন পুরোহিত বা অন্য কোনো ধর্মীয় নেতা ২ জন	সদস্য
৭	নিবন্ধিত সামাজিক/সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিনিধি	সদস্য
৮	শিক্ষক প্রতিনিধি (স্কুল, মাদ্রাসা ও কলেজ) (জেলা/বিভাগ অফিস কর্তৃক মনোনীত) ৩ জন	সদস্য
৯	বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির প্রতিনিধি (জেলা/সিটি ইউনিট কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
১০	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের প্রতিনিধি (জেলা/সিটি ইউনিট কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
১১	স্থানীয় প্রেসক্লাবের প্রতিনিধি/স্থানীয় মিডিয়া ব্যক্তিত্ব	সদস্য
১২	প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে কাজ করে এমন, সংগঠনের প্রতিনিধি	সদস্য
১৩	স্থানীয় প্রতিবন্ধী ব্যক্তি	সদস্য
১৪	মুক্তিযোদ্ধা প্রতিনিধি (স্থানীয় কমান্ডার বা কাউন্সিলর কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
১৫	কাউন্সিলর কর্তৃক মনোনীত নারী সংগঠনের প্রতিনিধি	সদস্য
১৬	জেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত ওয়ার্ড সমাজকর্মী	সদস্য
১৭	পুলিশ প্রতিনিধি (স্থানীয় পুলিশ স্টেশন থেকে মনোনীত)	সদস্য
১৮	কাউন্সিলর কর্তৃক মনোনীত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নগর স্বেচ্ছাসেবক ২ জন	সদস্য
১৯	স্থানীয় বিএনসিসির প্রতিনিধি	সদস্য
২০	স্থানীয় স্কাউটস প্রতিনিধি	সদস্য
২১	আঞ্জুমানে মুফিদুল ইসলামের প্রতিনিধি	সদস্য
২২	কাউন্সিলর কর্তৃক মনোনীত স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি ২ জন	সদস্য
২৩	এনজিও প্রতিনিধি (জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এনজিওর প্রতিনিধি) ২ জন	সদস্য
২৪	পোস্ট অফিসের প্রতিনিধি (যদি থাকে)	সদস্য
২৫	সিটি কর্পোরেশনের প্রকৌশল শাখার প্রতিনিধি	সদস্য
২৬	অভিবাসী প্রতিনিধি (যদি থাকে)	সদস্য
২৭	ওয়ার্ড সচিব, সিটি কর্পোরেশন	সদস্য-সচিব

সিটি কর্পোরেশন ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন ও সভা

(১) ওয়ার্ড কমিটির সভাপতি প্রতি বছর জানুয়ারি মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে ওয়ার্ড কমিটির একটি পূর্ণাঙ্গ হালনাগাদ তালিকা 'সিটি কর্পোরেশন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতির কাছে প্রেরণ করবেন;

(২) কমিটি প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে এর সদস্য হিসেবে কমিটিতে কো-অপ্ট করতে অথবা এর সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে পারবে;

(৩) পরিস্থিতি বিবেচনায় ওয়ার্ড কমিটি উক্ত কমিটিকে সহায়তার জন্য প্রয়োজনে এক বা একাধিক উপকমিটি গঠন করতে পারবে;

(৪) পরিবেশ-পরিস্থিতি বিবেচনায় ওয়ার্ড কমিটি নিম্নরূপ সময়ে এর সভা আহ্বান করবে:
ক) স্বাভাবিক সময়ে প্রতি দুই মাসে কমপক্ষে এক বার;
(খ) দুর্যোগপূর্ব, দুর্যোগকালে এবং দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে প্রয়োজন অনুযায়ী;

(৫) স্বাভাবিক এবং দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে এক-তৃতীয়াংশ এবং সতর্ক সংকেত চলাকালে ও দুর্যোগকালে এক-চতুর্থাংশ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হবে;

(৬) কমিটি প্রয়োজনে কোনো নির্দিষ্ট সভায় স্থানীয় পর্যায়ে লোকজ জ্ঞানসমৃদ্ধ কোনো বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিকে উপস্থিত থেকে অনুরোধ করতে পারবে।

ওয়ার্ড কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি

(ক) দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস

(১) ওয়ার্ড পর্যায়ে ভূমিকম্পসহ অন্যান্য দুর্যোগের ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা নিরূপণ, বিশ্লেষণ এবং দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ;

(২) ভূমিকম্পসহ অন্যান্য দুর্যোগের ঝুঁকি বিশ্লেষণপূর্বক এর মোকাবিলায় আপদকালীন পরিকল্পনা (Contingency Plan) প্রস্তুতকরণ;

(৩) স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে ভূমিকম্প ও অগ্নিকাণ্ডসহ অন্যান্য দুর্যোগ সম্পর্কে সচেতন করার জন্য নিয়মিত মহড়া আয়োজন ও প্রশিক্ষণ প্রদান;

(৪) 'ওয়ার্ডভিত্তিক স্বেচ্ছাসেবক দল' গঠন এবং তাদের ডাটাবেজ তৈরি করে জরুরি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশনের সঙ্গে সম্পৃক্তকরণ;

(৫) সর্বাপেক্ষা বিপদাপন্ন বা ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী শনাক্তকরণ এবং তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণে বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকিহ্রাস এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

(৬) ওয়ার্ড পর্যায়ে দুর্যোগ পূর্বাভাস অতি দ্রুত ও কার্যকরভাবে প্রচারের মাধ্যমে জনগণের জানমাল রক্ষায় কার্যকর ভূমিকা পালন;

(৭) ভূমিকম্প, অগ্নিকাণ্ড ও রাসায়নিক দুর্ঘটনায় জরুরি উদ্ধার ও সাড়াদানে স্থানীয় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ওয়ার্ড পর্যায়ে রাস্তায় চলাচল উপযোগী যানবাহন ও সরঞ্জামাদি সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৮) কোন এলাকার মানুষ কোন স্থানে বা আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নিবে তা নির্দিষ্ট করে রাখা এবং উক্ত কেন্দ্রসমূহের প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান ও নিরাপত্তা বিধানে পরিকল্পনা প্রণয়ন;

(৯) সিটি কর্পোরেশনের সহযোগিতায় আশ্রয়কেন্দ্রে বা অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রে নিরাপদ পানি সরবরাহ এবং শৌচাগারসহ অন্যান্য সহায়তা প্রদানের পরিকল্পনা গ্রহণ;

(১০) দুর্যোগকালীন অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্র বা চিকিৎসাকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহারে খোলা স্থান নির্ধারণ;

(১১) প্রয়োজনীয় জীবনরক্ষাকারী ওষুধ ওয়ার্ড পর্যায়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে মজুত আছে কি না, তা পর্যালোচনা করে কার্যকর পরিকল্পনা প্রণয়ন;

(১২) ধ্বংসস্তূপ অপসারণ-পরিকল্পনা প্রণয়নে সিটি কর্পোরেশনকে সহযোগিতা প্রদান;

(১৩) দুর্যোগের পর আগের চেয়ে ভালো অবস্থায় ফিরিয়ে আনার (Build Back Better) লক্ষ্যে পুনরুদ্ধার কর্মপরিকল্পনা (Recovery Plan) তৈরিতে সিটি কর্পোরেশনকে সহযোগিতা প্রদান;

(১৪) দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে প্রয়োজনীয় সেবা বা অবকাঠামোতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রবেশগম্যতায় সহায়তা প্রদান;

(১৫) ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনাসহ অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে সিটি কর্পোরেশন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে নিয়মিত অবহিতকরণ;

(১৬) ভূমিকম্প বা অন্যান্য নগর-দুর্যোগে জরুরি খাদ্য, মোমবাতি, দিয়াশলাই, রেডিও, টর্চলাইট, মোবাইল ফোন, শাবল, হাতুড়ি, ছুরি, হুইসেল ইত্যাদি নির্দিষ্ট ও নিরাপদ স্থানে রাখতে জনগণকে পরার্মশ প্রদান;

(১৭) মনঃসামাজিক সেবা বিষয়ে স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ।

(খ) সতর্কীকরণ/হুঁশিয়ারি পর্যায়ে সাড়াদান

(১) সতর্কীকরণ ও নিরাপত্তামূলক বার্তা প্রচার ও দুর্যোগের পূর্বাভাস অতি দ্রুত ও কার্যকরভাবে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(২) কর্তৃপক্ষের নির্দেশ ও স্থানান্তর পরিকল্পনা অনুযায়ী নারী, শিশু, প্রবীণ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে সরিয়ে নিতে উদ্ধারকারী দলকে সহায়তা প্রদান;

(৩) পূর্বনির্ধারিত আশ্রয়কেন্দ্রগুলো পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় সেবা ও নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৪) আশ্রয়কেন্দ্রে/অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রে নিরাপদ ও সুপেয় পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থা স্থাপন এবং প্রয়োজনে বিকল্প উৎস নির্দিষ্টকরণ;

(৫) জীবনরক্ষাকারী জরুরি ওষুধ ওয়ার্ড স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে মজুতকরণ;

(৬) দুর্যোগ মোকাবিলায় জরুরি করণীয় বিষয়ে চেকলিস্ট প্রস্তুতকরণ এবং প্রয়োজনীয় উপকরণ ও জনবলের প্রস্তুতি নিশ্চিতকরণ।

(গ) দুর্যোগকালীন সাড়াদান

(১) পূর্বতালিকা অনুযায়ী ওয়ার্ডভিত্তিক স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তায় জরুরি উদ্ধারকার্য পরিচালনা এবং সিটি কমিটির নির্দেশনা অনুসারে সংশ্লিষ্টদের সহযোগিতা প্রদান;

(২) দুর্যোগে গৃহহীন পরিবারের সদস্যদের আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে আসা এবং নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ সকলের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;

(৩) ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর মাঝে জরুরি ভিত্তিতে পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেটসহ প্রয়োজনীয় উপকরণ বিতরণ;

(৪) ওয়ার্ড পর্যায়ে সরকারি ও বেসরকারি মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদান;

(৫) দুর্যোগসংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে জনসাধারণকে যথাসময়ে সঠিক তথ্য প্রদান নিশ্চিতকরণ;

(৭) দুর্যোগকালে নারী, শিশু, প্রবীণ মানুষ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং মানবিক সহায়তা-কার্যক্রমে তাদের অগ্রাধিকার প্রদানসহ অত্যাবশ্যকীয় চাহিদা পূরণ;

(৮) মৃতদেহ ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা অনুযায়ী মৃত ব্যক্তির পরিচয় নিশ্চিতকরণ, ডেথ সার্টিফিকেট প্রদানের ব্যবস্থা, অভিভাবকের কাছে লাশ হস্তান্তর এবং লাশের দাবিদার না পাওয়া গেলে লাশ সৎকারের ব্যবস্থা গ্রহণ।

(ঘ) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়ে সাড়াদান

(১) মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসন-কার্যক্রমের চাহিদা ও অগ্রাধিকার নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতির পরিসংখ্যান ও তথ্য সংগ্রহে (SOS Form, D-Form ব্যবহার করে) সিটি কর্পোরেশন কমিটিকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান;

(২) মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসনে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কিংবা স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত অন্য কোনো উৎস থেকে প্রাপ্ত সহায়তা-সামগ্রী/নগদ টাকা সরকার ও সিটি কর্পোরেশন কমিটির নির্দেশনা অনুসারে বিতরণে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান;

(৩) মানবিক ও পুনর্বাসন সহায়তা-সামগ্রী প্রাপ্তির হিসাব সিটি কর্পোরেশন কমিটি, সরকার ও ক্ষেত্রমতো সংশ্লিষ্ট সহযোগিতা প্রদানকারী সংস্থার কাছে প্রেরণ;

(৪) সাময়িক আশ্রয়হীন বা স্থানান্তরিত জনগণ পুনরায় যাতে তাদের আগের স্থানে ফিরে আসতে পারে তা নিশ্চিতকরণ এবং প্রয়োজনে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সাময়িক ও স্থায়ী পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণে সিটি কমিটির কাছে সুপারিশ প্রদান;

(৫) দুর্যোগের কারণে সৃষ্ট মানসিক আঘাত/ট্রমা কাটিয়ে উঠতে বিশেষজ্ঞ, স্বেচ্ছাসেবক/মানসিক স্বাস্থ্যসেবায় প্রাথমিক সাড়াদানকারী ও সমাজের সচেতন ব্যক্তিদের সহযোগিতায় দুর্যোগকবলিত ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় মানসিক পরিষেবা প্রদান;

(৬) দুর্যোগের ফলে আহত ব্যক্তিদের যথাযথ স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ এবং প্রয়োজনে সিটি কর্পোরেশন কমিটির সহযোগিতা গ্রহণ।

৪.১.২ বিভাগীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি

বিভাগীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন, সভা এবং দায়িত্ব ও কার্যাবলি নিম্নরূপ:

১.	বিভাগীয় কমিশনার	সভাপতি
২.	ডিআইজি, বাংলাদেশ পুলিশ	সদস্য
৩.	প্রতিনিধি, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ	সদস্য
৪.	স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বিভাগীয় পর্যায়ের কর্মকর্তা	সদস্য
৫.	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বিভাগীয় পর্যায়ের কর্মকর্তা	সদস্য
৬.	সংশ্লিষ্ট বিভাগের সকল জেলাপ্রশাসক	সদস্য
৭.	মৎস্য অধিদপ্তরের বিভাগীয় পর্যায়ের কর্মকর্তা	সদস্য
৮.	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের বিভাগীয় পর্যায়ের কর্মকর্তা	সদস্য
৯.	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের বিভাগীয় পর্যায়ের কর্মকর্তা	সদস্য
১০	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের বিভাগীয় পর্যায়ের কর্মকর্তা	সদস্য
১১.	মহিলা-বিষয়ক অধিদপ্তরের বিভাগীয় পর্যায়ের কর্মকর্তা	সদস্য
১২.	খাদ্য অধিদপ্তরের বিভাগীয় পর্যায়ের কর্মকর্তা	সদস্য
১৩.	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের বিভাগীয় পর্যায়ের কর্মকর্তা	সদস্য
১৪.	শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের বিভাগীয় পর্যায়ের কর্মকর্তা	সদস্য
১৫.	পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিভাগীয় পর্যায়ের কর্মকর্তা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সদস্য
১৬.	গণপূর্ত অধিদপ্তরের বিভাগীয় পর্যায়ের কর্মকর্তা	সদস্য
১৭.	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিভাগীয় পর্যায়ের কর্মকর্তা	সদস্য
১৮.	বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের বিভাগীয় পর্যায়ের কর্মকর্তা	সদস্য
১৯.	পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের বিভাগীয় পর্যায়ের কর্মকর্তা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সদস্য
২০.	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বিভাগীয় পর্যায়ের কর্মকর্তা	সদস্য
২১.	সমবায় অধিদপ্তরের বিভাগীয় পর্যায়ের কর্মকর্তা	সদস্য
২২.	সমাজসেবা অধিদপ্তরের বিভাগীয় পর্যায়ের কর্মকর্তা	সদস্য
২৩.	বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর বিভাগীয় পর্যায়ের কর্মকর্তা	সদস্য
২৪.	তথ্য অধিদপ্তরের বিভাগীয় পর্যায়ের কর্মকর্তা	সদস্য
২৫.	প্রতিনিধি, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ	সদস্য
২৬.	প্রতিনিধি, র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন	সদস্য

২৭.	বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের বিভাগীয় পর্যায়ের কর্মকর্তা	সদস্য
২৮.	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন	সদস্য
২৯.	বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের ১ জন কর্মকর্তা।	সদস্য
৩০.	সিটি কর্পোরেশনের প্রতিনিধি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সদস্য
৩১.	বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের বিভাগীয় পর্যায়ের কর্মকর্তা	সদস্য
৩২.	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি	সদস্য
৩৩.	প্রতিনিধি, ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সদস্য
৩৪.	বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত সামাজিকভাবে গণ্যমান্য বা সুশীল সমাজের ১ জন নারী ও ১ জন পুরুষ প্রতিনিধি	সদস্য
৩৫.	বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত স্থানীয়, জাতীয় বা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কার্যক্রম রয়েছে এরূপ বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) তিনজন প্রতিনিধি, যেখানে প্রতিবন্ধিতা-সংশ্লিষ্ট কাজে যুক্ত একটি সংস্থার প্রতিনিধি থাকবে	সদস্য
৩৬.	সভাপতি, বিভাগীয় পর্যায়ের প্রেস ক্লাব	সদস্য
৩৭.	সভাপতি, চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ	সদস্য
৩৮.	বাংলাদেশ বেতারের বিভাগীয় পর্যায়ের কর্মকর্তা	সদস্য
৩৯.	বাংলাদেশ টেলিভিশনের বিভাগীয় পর্যায়ের কর্মকর্তা	সদস্য
৪০.	প্রতিনিধি, ইলেকট্রনিক মিডিয়া	
৪১.	প্রতিনিধি, কমিউনিটি রেডিও	সদস্য
৪২.	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি	সদস্য
৪৩.	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন	সদস্য
৪৪.	প্রতিনিধি, স্কাউটস ও রোভার স্কাউটস	সদস্য
৪৫.	প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে কাজ করে এমন সংগঠনের প্রতিনিধি	সদস্য
৪৬	প্রতিনিধি, মানসিক স্বাস্থ্য ও মনঃসামাজিক বিষয়ে কর্মরত সংস্থা (সরকারি/বেসরকারি)	সদস্য
৪৭	পরিচালক, স্থানীয় সরকার	সদস্য-সচিব

বিভাগীয় কমিটির সভা

(১) কমিটি প্রয়োজন ও যথাযথ মনে করলে সংশ্লিষ্ট যেকোনো ব্যক্তিকে এর সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করতে পারবে;

(২) পরিবেশ ও পরিস্থিতি বিবেচনায় বিভাগীয় কমিটি নিম্নরূপ সময়ে এর সভায় মিলিত হবে:

(ক) স্বাভাবিক সময়ে প্রতি ৩ (তিন) মাসে কমপক্ষে এক বার;

(খ) দুর্যোগপূর্ব, দুর্যোগকালে এবং দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে প্রয়োজন অনুযায়ী;

বিভাগীয় কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি

(ক) ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

(১) জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন ও এর কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদান;

(২) দুর্যোগঝুঁকি অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সহযোগিতা করা এবং বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড (BNBC) অনুসরণে স্থাপনা নির্মাণে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ;

(৩) ভূমিকম্প, অগ্নিকাণ্ড, বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি দুর্যোগের আপদকালীন পরিকল্পনা প্রণয়নে জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে নির্দেশনা প্রদান;

(৪) পূর্বাভাস ও সতর্ক বার্তা প্রচার ও উদ্ধার কার্যক্রমের প্রস্তুতি ফলোআপ;

(৫) দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য বিভাগীয় পর্যায়ে কর্মরত সকল কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় সংস্থাগুলোকে প্রস্তুত রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৬) দুর্যোগঝুঁকিপূর্ণ এলাকা থেকে জনসাধারণকে স্থানান্তর করতে নির্দিষ্ট নিরাপদ কেন্দ্র বা আশ্রয়কেন্দ্র প্রস্তুত রাখার জন্য জেলা প্রশাসনকে সহযোগিতা প্রদান;

(৭) ইন্টারঅ্যাকটিভ ভয়েস রেসপন্স (IVR) সেবার মাধ্যমে সকল মোবাইল ফোন থেকে সার্বক্ষণিক প্রচারিত আবহাওয়া ও দুর্যোগ সতর্ক বার্তা পেতে নির্ধারিত নম্বর ১০৯০ (টোল ফ্রি) ব্যবহারের প্রচারণার উদ্যোগ গ্রহণ;

(৮) মনঃসামাজিক সেবা বিষয়ে স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ।

(খ) সতর্কীকরণ/হুঁশিয়ারি পর্যায়ে সাড়াদান

(১) দুর্যোগ-পূর্বাভাস অতি দ্রুত ও কার্যকরভাবে বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর কাছে প্রচারসহ সার্বিক নিরাপত্তা ও সতর্ক বার্তা প্রচারকার্যক্রম পরিবীক্ষণ;

(২) আশ্রয়কেন্দ্রে নিরাপদ ও সুপেয় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ;

(৩) জরুরি মেডিক্যাল টিম গঠন এবং নিয়োজিতকরণে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান;

(৪) জরুরি সাড়াদানে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের সাড়াদান কাজে প্রস্তুতি পর্যবেক্ষণ;

(৫) প্রবীণ গর্ভবতী মা, শিশু এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য আশ্রয়কেন্দ্রে থাকার পৃথক ব্যবস্থা থাকার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা এবং প্রয়োজনে এর সুব্যবস্থা নিশ্চিতকল্পে নির্দেশনা প্রদান।

(গ) দুর্যোগকালীন সাড়াদান

(১) জেলা পর্যায়ে স্থানান্তর, উদ্ধার, মানবিক সহায়তা ও প্রাথমিক পুনর্বাসনসংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য জরুরি পরিচালনা কেন্দ্র (নিয়ন্ত্রণকক্ষ) স্থাপন ও পরিচালনায় প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান;

(২) দুর্যোগকালে নিয়োজিত উদ্ধার ও মানবিক সহায়তা কর্মীদের নিরাপত্তা প্রদানে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান;

(৩) দুর্যোগকালে নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিরাপদ কেন্দ্র, আশ্রয়কেন্দ্র, বসতবাড়ি বা অন্য কোনো স্থানে অবস্থানরত জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে উদ্যোগ গ্রহণ;

(৪) প্রয়োজনে অস্থায়ী চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপন করে আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসা প্রদানের ব্যবস্থা নিতে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ;

(৫) দুর্যোগকবলিত এলাকায় প্রয়োজনে বেসামরিক কর্মকর্তাদের সাময়িকভাবে নিয়োজিতকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।

(ঘ) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়ে সাড়াদান

(১) স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসন-কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সেক্টরগুলোকে সম্পৃক্তকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ;

(২) সকল সেক্টরের সমন্বিত উদ্যোগে পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়নে 'আগের চেয়ে ভালো অবস্থায় ফিরিয়ে আনা'র নীতি অনুসরণপূর্বক ঝুঁকিহ্রাস কর্মসূচির অগ্রাধিকার নিশ্চিতকরণে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ;

(৩) দুর্যোগের কারণে বাস্তুচ্যুত জনগণ পুনরায় যেন তাদের আগের স্থানে ফিরে যেতে পারে সেজন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক উদ্যোগ গ্রহণ;

(৪) দুর্যোগে আহত ব্যক্তিদের জরুরি চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ;

(৫) আশ্রয়কেন্দ্রে খাদ্য, খাওয়ার পানি সরবরাহ ও চিকিৎসা-ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানে পদক্ষেপ গ্রহণ;

(৬) দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ-পরবর্তী কর্মকান্ড থেকে অর্জিত শিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গের অংশগ্রহণে কর্মশালা আয়োজন করে ভবিষ্যতে করণীয় বিষয়ে যথাযথ সুপারিশ প্রদান;

৪.১.৩ জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি

জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন নিম্নরূপ:

১.	জেলাপ্রশাসক	সভাপতি
২.	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ	সদস্য
৩.	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সিটি কর্পোরেশন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সদস্য
৪.	পুলিশ সুপার	সদস্য
৫.	সিভিল সার্জন	সদস্য
৬.	উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার	সদস্য
৭.	উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সদস্য
৮.	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য
৯.	জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা	সদস্য
১০	জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা	সদস্য
১১.	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	সদস্য
১২.	জেলা মহিলা-বিষয়ক কর্মকর্তা	সদস্য
১৩.	জেলা খাদ্যনিয়ন্ত্রক	সদস্য
১৪.	পরিবেশ অধিদপ্তরের জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা,	সদস্য
১৫.	নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	সদস্য
১৬.	নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর	সদস্য
১৭.	নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
১৮.	নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর	সদস্য
১৯.	নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	সদস্য
২০.	নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর	সদস্য
২১.	নির্বাহী প্রকৌশলী, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড/পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড/ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড/ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড/ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড/পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সদস্য

২২.	উপপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	সদস্য
২৩.	উপপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
২৪.	উপপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর	সদস্য
২৫.	জেলা সমবায় কর্মকর্তা	সদস্য
২৬.	জেলা কমান্ড্যান্ট, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী	সদস্য
২৭.	জেলা তথ্য কর্মকর্তা	সদস্য
২৮.	প্রতিনিধি, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (সীমান্তবর্তী জেলা)	সদস্য
২৯.	প্রতিনিধি, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সদস্য
৩০.	প্রতিনিধি, র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন	সদস্য
৩১.	সহকারী/উপসহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর	সদস্য
৩২.	জেলা প্রতিনিধি, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন	সদস্য
৩৩.	জেলাপ্রশাসক কর্তৃক মনোনীত রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের ১ জন কর্মকর্তা	সদস্য
৩৪.	সংশ্লিষ্ট জেলার আওতায় সকল উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান	সদস্য
৩৫.	জেলা সদরের পৌরসভা মেয়র	সদস্য
৩৬.	সংশ্লিষ্ট জেলার আওতায় সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সদস্য
৩৭.	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সদস্য
৩৮.	জেলা প্রতিনিধি, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি	সদস্য
৩৯.	প্রতিনিধি, ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সদস্য
৪০.	জেলাপ্রশাসক কর্তৃক মনোনীত সামাজিকভাবে গণ্যমান্য বা সুশীল সমাজের ১ জন নারী ও ১ জন পুরুষ প্রতিনিধি	সদস্য
৪১.	জেলাপ্রশাসক কর্তৃক মনোনীত স্থানীয়, জাতীয় বা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কার্যক্রম রয়েছে এরূপ বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) পাঁচজন প্রতিনিধি, যেখানে প্রতিবন্ধিতা-সংশ্লিষ্ট কাজে যুক্ত একটি সংস্থার প্রতিনিধি থাকবে	সদস্য
৪২.	সভাপতি, জেলা প্রেস ক্লাব	সদস্য
৪৩.	সভাপতি, জেলা আইনজীবী সমিতি	সদস্য
৪৪.	সভাপতি, জেলা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ	সদস্য
৪৫.	জেলা সভাপতি, মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতি	সদস্য
৪৬.	জেলা সভাপতি, প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি	সদস্য
৪৭.	জেলাপ্রশাসক কর্তৃক মনোনীত কলেজ বা মাদ্রাসার ১ জন অধ্যক্ষ	সদস্য
৪৮.	ইলেকট্রনিক মিডিয়া, কমিউনিটি রেডিও এবং বেতারের ১ জন করে জেলা প্রতিনিধি	সদস্য
৪৯.	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি	সদস্য
৫০.	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন	সদস্য
৫১.	জেলা কমান্ডার, জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিল	সদস্য
৫২	সাধারণ সম্পাদক, জেলা স্কাউটস ও রোভার স্কাউটস	সদস্য
৫৩	প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে কাজ করে এমন সংগঠনের প্রতিনিধি	সদস্য

৫৪	প্রতিনিধি, মানসিক স্বাস্থ্য ও মনঃসামাজিক বিষয়ে কর্মরত সংস্থা (সরকারি/বেসরকারি)	সদস্য
৫৫	জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা	সদস্য-সচিব

জেলা কমিটির সভা

(১) সংশ্লিষ্ট জেলাধীন সংসদ সদস্যগণ জেলা কমিটির উপদেষ্টা হবেন;

(২) স্থানীয় অবস্থা বা পরিস্থিতি বিবেচনায় জেলা কমিটি উক্ত কমিটিকে সহায়তার প্রয়োজনে এক বা একাধিক উপকমিটি গঠন করতে পারবে;

(৩) জেলা কমিটি প্রয়োজনীয় ও যথাযথ মনে করলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে এর সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করতে পারবে;

(৪) পরিবেশ ও পরিস্থিতি বিবেচনায় জেলা কমিটি নিম্নরূপ সময়ে এর সভায় মিলিত হবে:
(ক) স্বাভাবিক সময়ে প্রতি ৩ (তিন) মাসে এক বার;
(খ) দুর্যোগপূর্ব, দুর্যোগকালে এবং দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে প্রয়োজন অনুযায়ী;

(৫) স্বাভাবিক এবং দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে এক-চতুর্থাংশ এবং সতর্ক সংকেত চলাকালে ও দুর্যোগকালে এক-পঞ্চমাংশ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হবে;

(৬) পূর্ববর্তী বছরের কমিটির কোনো রদবদল না হলেও জেলাপ্রশাসক প্রতি বছর ফেব্রুয়ারি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে তার স্বাক্ষরিত জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির একটি পূর্ণাঙ্গ হালনাগাদ তালিকা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে প্রেরণ করবে।

জেলা কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি

(ক) ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

(১) উপজেলা কমিটি ও পৌরসভা কমিটির (গ্রেড 'এ' পৌরসভা) গঠন ও কার্যকারিতা নিশ্চিতকরণ এবং উক্ত কমিটিগুলো যাতে তথ্য, উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান কাজে লাগাতে সংশ্লিষ্ট এলাকার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও জনসাধারণকে সহযোগিতা করতে পারে তা নিশ্চিতকরণ;

(২) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরকে অবহিত রেখে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন;

(৩) দুর্যোগঝুঁকি অন্তর্ভুক্তিকরণ, উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদান এবং সরকারি ও বেসরকারি স্থাপনা নির্মাণে বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ;

(৪) উপজেলা কমিটি ও পৌরসভা কমিটির কাছ থেকে প্রাপ্ত, বিপদাপন্নতা, ঝুঁকি ও ঝুঁকিহ্রাস-সংক্রান্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে জেলা পর্যায়ে অনুরূপ সংকলিত প্রতিবেদন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে প্রেরণ;

(৫) ভূমিকম্প, অগ্নিকাণ্ড, বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি দুর্যোগের আপদকালীন পরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ, নিয়মিত হালনাগাদকরণ, মহড়া আয়োজনে সহায়তা প্রদানসহ এর বাস্তবায়ন;

(৬) উপজেলা কমিটি ও পৌরসভা কমিটি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর তালিকা এবং অবস্থান মানচিত্র সমন্বিত করে তা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে প্রেরণ;

(৭) জেলার আওতাধীন উপজেলা কমিটি ও পৌরসভা কমিটি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনাকে সমন্বিত করে জেলা পর্যায়ে সার্বিক ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা এবং তা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে প্রেরণ;

(৮) জেলা পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট সকল উন্নয়ন ও সেবা প্রদানকারী সংস্থাসমূহের কার্যক্রম সমন্বয়ের মাধ্যমে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;

(৯) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরকে জেলা পর্যায়ের ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনাসহ অন্যান্য কর্মসূচির অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিতকরণ;

(১০) দুর্যোগসংক্রান্ত পূর্বাভাস ও সতর্ক বার্তা জনসাধারণের বোধগম্য করতে এবং সচেতনতা বাড়াতে কার্যকর প্রচারকার্যক্রম পরিচালনা;

(১১) দক্ষতার সঙ্গে দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য জেলায় কর্মরত সকল কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় সংস্থাগুলোকে প্রস্তুতকরণ;

(১২) বিভিন্ন প্রকার দুর্যোগ, যেমন: ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদির পূর্বাভাস অতি দ্রুত ও কার্যকরভাবে প্রচারের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ;

(১৩) ভূমিধস, নদীভাঙন ইত্যাদি দুর্যোগ সংঘটিত হওয়ার আশঙ্কার পরিপ্রেক্ষিতে জনসাধারণকে সতর্ককরণ;

(১৪) জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

(১৫) জেলা পর্যায়ের সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে ইউনিয়ন, পৌরসভা ও উপজেলা কমিটিসমূহের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদান;

(১৬) জেলা পর্যায়ে অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্র তৈরিতে জায়গা নির্ধারণসহ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের উপকরণ এবং প্রয়োজনীয় মানবিক সহায়তাসামগ্রী মজুত রাখার জন্য নিরাপদ স্থানে গুদামঘর স্থাপন;

(১৭) দুর্যোগকবলিত এলাকা থেকে জনসাধারণকে স্থানান্তর করতে নির্দিষ্ট নিরাপদ স্থানে বা আশ্রয়কেন্দ্র প্রস্তুত রাখার বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান ও সমন্বয়সাধন;

(১৮) জেলা সদরে অবস্থিত আশ্রয়কেন্দ্রে নিরাপদ পানি সরবরাহ, নিরাপত্তা ও অন্যান্য সেবা নিশ্চিতকরণ;

(১৯) ইউনিয়ন কমিটি, পৌরসভা কমিটি ও উপজেলা কমিটিকে সক্রিয় করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং আপদকালীন পরিকল্পনা অনুযায়ী উদ্ধার ও জরুরি মানবিক সহায়তাসহ অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনায় সংশ্লিষ্ট কমিটিকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান;

(২০) উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ ও পৌরসভার সহযোগিতায় সতর্ক বার্তা বা পূর্বাভাস প্রচার, স্থানান্তর, সন্ধান ও উদ্ধার কার্যক্রম বিষয়ে ৬ (ছয়) মাসে কমপক্ষে ১ (এক) বার মহড়া আয়োজন;

(২১) ইন্টারঅ্যাকটিভ ভয়েস রেসপন্স (IVR) সিস্টেমের মাধ্যমে সকল মোবাইল ফোন থেকে সার্বক্ষণিক প্রচারিত আবহাওয়া ও দুর্যোগ সতর্ক বার্তা পেতে নির্ধারিত নম্বর ১০৯০ (টোল ফ্রি) ব্যবহারের প্রচারণা চালাতে উপজেলা, পৌরসভা, ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে নির্দেশনা প্রদান;

(২২) জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল গঠন ও পরিচালনা;

(২৩) মনঃসামাজিক সেবা বিষয়ে স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ।

(খ) সতর্কীকরণ/হুঁশিয়ারি পর্যায়ে সাড়াদান

(১) পূর্বাভাস ও সতর্ক বার্তা প্রচার, উদ্ধার কার্যক্রমের সমুদয় প্রস্তুতি যাচাই ও উদ্ধারকারী দলকে প্রস্তুতকরণ এবং স্থানান্তর পরিকল্পনা অনুসারে বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীকে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর;

(২) দুর্যোগ-পূর্বাভাস কার্যকরভাবে অতি দ্রুত বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচার নিশ্চিতকরণ এবং সার্বিক নিরাপত্তা ও সতর্ক বার্তা প্রচারকার্যক্রম পরিবীক্ষণ;

(৩) পূর্বনির্ধারিত জরুরি আশ্রয়কেন্দ্রগুলো পরিদর্শন করা এবং প্রয়োজনীয় সেবা ও নিরাপত্তামূলক কাজের জন্য নিয়োজিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও স্বেচ্ছাসেবকগণের প্রস্তুতি নিশ্চিতকরণ;

(৪) আশ্রয়কেন্দ্রে নিরাপদ ও সুপেয় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ এবং প্রয়োজনে বিকল্প উৎসের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৫) স্থানীয় পর্যায়ে পানি বিশুদ্ধকরণ পদ্ধতির ওপর মহড়ার আয়োজন এবং পানি বিশুদ্ধকরণ পদ্ধতি ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ। পাশাপাশি প্রয়োজনীয়-সংখ্যক পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট মজুতের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৬) জরুরি মেডিক্যাল টিম গঠন এবং সংক্ষিপ্ত নোটিশের পরিপ্রেক্ষিতে সাড়াদান কাজে নিয়োজিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

(৭) প্রয়োজনীয় জীবনরক্ষাকারী ওষুধ পর্যাপ্ত পরিমাণে মজুত নিশ্চিতকরণ;

(৮) জরুরি সাড়াদানে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের সময়সূচি নির্ধারণসহ কার্যক্রমের চেকলিস্ট প্রস্তুতকরণ;

(৯) আশ্রয়কেন্দ্রে প্রয়োজনীয়-সংখ্যক স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগারের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ;

(১০) প্রবীণ, গর্ভবতী মহিলা, শিশু এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য আশ্রয়কেন্দ্রে থাকার পৃথক ব্যবস্থা আছে কি না, তা পর্যবেক্ষণ এবং প্রয়োজনে এর সুব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।

(গ) দুর্যোগকালীন সাড়াদান

(১) স্থানান্তর, উদ্ধার, মানবিক সহায়তা ও প্রাথমিক পুনর্বাসনসংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য জরুরি পরিচালনা কেন্দ্র (নিয়ন্ত্রণকক্ষ) স্থাপন ও পরিচালনা;

(২) স্থানীয়ভাবে প্রাপ্য সুবিধা ব্যবহার করে জরুরি উদ্ধার কার্যক্রম সমন্বয় ও পরিচালনা এবং অধিক দুর্যোগকবলিত উপজেলা ও পৌরসভায় উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য উদ্ধারকারী দল প্রেরণ;

(৩) ইউনিয়ন, পৌরসভা, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে সরকারি ও বেসরকারি মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম সমন্বয়সাধন এবং বরাদ্দকৃত মানবিক সহায়তা-সামগ্রীর চাহিদা মোতাবেক বিতরণ তদারকি;

(৪) দুর্যোগকালে নিয়োজিত উদ্ধার ও মানবিক সহায়তা কর্মীদের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;

(৫) দুর্যোগকালে নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্র, বসতবাড়ি বা অন্য কোনো স্থানে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ;

(৬) মৃত ব্যক্তিদের শনাক্তকরণ ও দ্রুত সৎকার এবং মৃত প্রাণিদেহ মাটিতে পুঁতে ফেলার মাধ্যমে পরিবেশগত বিপর্যয় রোধে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ তদারকি;

(৭) মৃত ব্যক্তির পরিবারের কাছে এবং আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসার্থে বরাদ্দকৃত অর্থ প্রদান;

(৮) প্রয়োজনে অস্থায়ী চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপন করে আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসা প্রদানের ব্যবস্থা তদারকি;

(৯) জনসাধারণকে তাদের মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ ও দ্রব্যাদি, যেমন: গবাদি পশু, হাঁস-মুরগি, জরুরি খাদ্য, ফসলের বীজ, রেডিও, টর্চলাইট, মোবাইল ফোন ইত্যাদি নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর কার্যক্রম তদারকি।

(ঘ) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়ে সাড়াদান

(১) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর বা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুসারে উপজেলা কমিটির মাধ্যমে ডি-ফরমে দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতির তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই এবং মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসন-কার্যক্রমে চাহিদা ও অগ্রাধিকার নিরূপণ;

(২) স্থানীয় চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসন-কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সেক্টরগুলোকে সম্পৃক্তকরণ এবং এ পরিকল্পনা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;

(৩) সকল সেক্টরের সমন্বিত উদ্যোগে পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়নে আগের চেয়ে ভালো অবস্থায় ফিরিয়ে আনার নীতি অনুসরণপূর্বক ঝুঁকিহ্রাস কর্মসূচির অগ্রাধিকার নিশ্চিতকরণ;

(৪) পুনর্বাসনকাজের জন্য প্রাপ্ত সম্পদ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের নির্দেশনা অনুসারে প্রকৃত চাহিদার ভিত্তিতে উপজেলা ও পৌরসভাকে বরাদ্দ প্রদান এবং বিতরণ কার্যক্রম তদারকি;

(৫) মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসন-কার্যক্রমের অধীনে প্রাপ্ত ও বিতরণকৃত দ্রব্যসামগ্রীর হিসাব সংরক্ষণ ও অগ্রগতি প্রতিবেদন তৈরি এবং তা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপন ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে মানবিক সহায়তা প্রদানকারী উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার কাছে প্রেরণ;

(৬) দুর্যোগের কারণে বাস্তুচ্যুত জনগণ পুনরায় যেন তাদের আগের স্থানে ফিরে যেতে পারে এ বিষয়ে সহযোগিতা প্রদান;

(৭) দুর্যোগের কারণে সৃষ্ট মানসিক আঘাত কাটিয়ে উঠতে বিশেষজ্ঞ, প্রশিক্ষিত কর্মকর্তা ও স্বেচ্ছাসেবকদের সহযোগিতায় দুর্যোগকবলিত জনগণকে প্রয়োজনীয় মানসিক পরিষেবা প্রদানে সহযোগিতা প্রদান;

(৮) দুর্যোগে আহত ব্যক্তিগণকে জরুরি চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ এবং এর বাস্তবায়ন তদারকি;

(৯) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সহায়তায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের পুনর্বাসনে কৃষি উপকরণ প্রদানসহ মৌসুম বিবেচনায় বিকল্প ফসল উৎপাদনের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান তদারকি এবং দীর্ঘমেয়াদি পুনর্বাসন-কার্যক্রমের আওতায় দুর্যোগ সহনীয় ফসল আবাদের প্রচলন ও সম্প্রসারণে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ;

(১০) প্রাণিসম্পদ ও মৎস্য অধিদপ্তরের সহায়তায় ক্ষতিগ্রস্ত খামারিদের জন্য স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পুনর্বাসন-কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন তদারকি;

(১১) জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে সার্বিক ও সুষ্ঠুভাবে দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ;

(১২) দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ-পরবর্তী কর্মকান্ড থেকে অর্জিত শিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গের অংশগ্রহণে কর্মশালা আয়োজন করে ভবিষ্যতে করণীয় বিষয়ে যথাযথ সুপারিশ প্রদান;

(১৩) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের তাৎক্ষণিক নির্দেশনা অনুসরণ।

৪.১.৪ উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি

এ কমিটির গঠন নিম্নরূপ:

১	চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদ	সভাপতি
২	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সহ-সভাপতি
৩	পৌরসভা মেয়র (যদি থাকে)	সদস্য
৪	ভাইস-চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ	সদস্য
৫	উপজেলাধীন ইউনিয়ন পরিষদসমূহের চেয়ারম্যানগণ	সদস্য
৬	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	সদস্য
৭	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	সদস্য
৮	উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা	সদস্য
৯	উপজেলা হেলথ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর	সদস্য
১০	উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা	সদস্য
১১	সিনিয়র/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য
১২	উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা	সদস্য

১৩	সিনিয়র উপজেলা প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর	সদস্য
১৪	উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	সদস্য
১৫	উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা	সদস্য
১৬	উপজেলা খাদ্যনিয়ন্ত্রক	সদস্য
১৭	সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	সদস্য
১৮	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	সদস্য
১৯	উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা	সদস্য
২০	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	সদস্য
২১	উপজেলা মহিলা-বিষয়ক কর্মকর্তা	সদস্য
২২	উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা	সদস্য
২৩	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা	সদস্য
২৪	প্রতিনিধি, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	সদস্য
২৫	স্টেশন অফিসার, উপজেলা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন (যদি থাকে)	সদস্য
২৬	প্রতিনিধি, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সদস্য
২৭	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (যদি থাকে)	সদস্য
২৮	ইউনিয়ন পরিষদ এবং পৌরসভার সংরক্ষিত মহিলা সদস্যগণের মধ্য থেকে উপজেলা পরিষদের জন্য নির্বাচিত সদস্য	সদস্য
২৯	উপজেলা সভাপতি, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড বা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি	সদস্য
৩০	প্রতিনিধি, ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (যদি থাকে)	সদস্য
৩১	উপজেলা প্রতিনিধি, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি (যদি থাকে)	সদস্য
৩২	স্থানীয়, জাতীয় বা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কার্যক্রম রয়েছে এরূপ বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) ৩ জন প্রতিনিধি যেখানে জেন্ডার ও প্রতিবন্ধিতা-সংশ্লিষ্ট কাজে যুক্ত একটি সংস্থার প্রতিনিধি (কমিটি কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
৩৩	সভাপতি কর্তৃক মনোনীত স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি বা সিভিল সোসাইটির ১ জন প্রতিনিধি	সদস্য
৩৪	সভাপতি, উপজেলা প্রেসক্লাব (যদি থাকে)	সদস্য
৩৫	সভাপতি, উপজেলা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ	সদস্য
৩৬	সভাপতি কর্তৃক মনোনীত কলেজ বা মাদ্রাসার ১ জন অধ্যক্ষ	সদস্য
৩৭	উপজেলা কমান্ডার, উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিল	সদস্য
৩৮	প্রতিনিধি, মানসিক স্বাস্থ্য ও মনঃসামাজিক বিষয়ে কর্মরত সংস্থা (সরকারি/বেসরকারি)	সদস্য
৩৯	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	সদস্য-সচিব

উপজেলা কমিটির উপদেষ্টা এবং উপকমিটির সভা

(১) স্থানীয় সংসদ সদস্য উপজেলা কমিটির উপদেষ্টা হবেন;

(২) স্থানীয় অবস্থা বা পরিস্থিতি বিবেচনায় উপজেলা কমিটি উক্ত কমিটিকে সহায়তার জন্য প্রয়োজনে এক বা একাধিক উপকমিটি গঠন করতে পারবে এবং বিশেষজ্ঞের মতামত গ্রহণ করতে পারবে;

(৩) উপজেলা কমিটি প্রয়োজনীয় ও যথাযথ মনে করলে যেকোনো সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে এর সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করতে অথবা এর সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে পারবে;

(৪) পরিবেশ ও পরিস্থিতি বিবেচনায় উপজেলা কমিটি নিম্নরূপ সময়ে এর সভায় মিলিত হবে:

(ক) স্বাভাবিক সময়ে প্রতি ২ (দুই) মাসে কমপক্ষে এক বার;

(খ) দুর্যোগপূর্ব, দুর্যোগকালে এবং দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে প্রয়োজন অনুযায়ী;

(৫) স্বাভাবিক এবং দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে এক-তৃতীয়াংশ এবং সতর্ক সংকেত চলাকালে ও দুর্যোগকালে এক-চতুর্থাংশ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হবে;

(৬) পূর্ববর্তী বছরের কমিটির কোনো রদবদল না হলেও উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রতি বছর জানুয়ারি মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে কমিটির সভাপতি কর্তৃক স্বাক্ষরিত উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির একটি পূর্ণাঙ্গ হালনাগাদ তালিকা এবং পৌরসভা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি থেকে প্রাপ্ত কমিটিসমূহের তালিকা জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির কাছে প্রেরণ করবে।

উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি

(ক) ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

(১) ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন ও কার্যকর করতে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান;

(২) ইউনিয়ন কমিটিকে স্থানীয় পর্যায়ে সতর্কীকরণ ব্যবস্থা, ঝুঁকিহ্রাস কর্মসূচি, উদ্ধার ও পুনরুদ্ধার এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কৌশল প্রণয়নে সহযোগিতা প্রদান;

(৩) দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস এবং উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে ডিজাস্টার ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট (ডিআইএ) নির্দেশনা অনুসরণ করতে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ;

(৪) ইউনিয়ন, উপজেলা পর্যায়ে দুর্যোগঝুঁকি অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ;

(৫) জেলা কমিটিকে অবহিত করে উপজেলা পর্যায়ে নিয়মিত দুর্যোগ-বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা আয়োজন করা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে অনুরূপ প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা আয়োজনে সংশ্লিষ্ট কমিটিগুলোকে সহায়তা প্রদান;

(৬) ইউনিয়ন কমিটিকে বিপদাপন্নতা এবং ঝুঁকি নিরূপণে সহযোগিতা প্রদান এবং ইউনিয়ন কমিটিগুলো কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ঝুঁকিহ্রাস পরিকল্পনা সমন্বিত করে জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে প্রেরণ;

(৭) সংশ্লিষ্ট সকল সেক্টরের অংশগ্রহণে উপজেলা ঝুঁকি-মানচিত্র প্রণয়ন এবং উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়নে এ মানচিত্র ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;

(৮) ইউনিয়ন কমিটিকে জেন্ডার, বয়স, প্রতিবন্ধিতা, সামাজিক অবস্থান, পেশা ও অর্থনৈতিক অবস্থার বিবেচনায় ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী শনাক্তকরণে সর্বতোভাবে সহযোগিতা প্রদান;

(৯) ইউনিয়ন কমিটি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর তালিকা এবং অবস্থান মানচিত্র সমন্বিত ও সংকলিত করে জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির কাছে প্রেরণ;

(১০) ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুতকরণে ইউনিয়ন কমিটিকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান;

(১১) উপজেলার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/সংস্থার সঙ্গে ত্রৈমাসিক সভা আয়োজনের মাধ্যমে স্থানীয় ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা;

(১২) উপজেলা পর্যায়ের ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি এবং অন্যান্য কার্যাবলি সম্পর্কে জেলা কমিটিকে অবহিতকরণ;

(১৩) উপজেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে জানমালের ক্ষয়ক্ষতি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমিয়ে আনা;

(১৪) দুর্যোগের পূর্বাভাস অতি দ্রুত ও কার্যকরভাবে প্রচার;

(১৫) ভূমিধস, নদীভাঙন ইত্যাদি দুর্যোগ সংঘটিত হওয়ার আশঙ্কার পরিপ্রেক্ষিতে জনসাধারণকে সতর্কীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(১৬) দুর্যোগ-সহনশীল স্থাপনা তৈরিতে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের ও জনসাধারণের সচেতনতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান;

(১৭) দুর্যোগ-সহনশীল কৃষি ও অন্যান্য জীবিকায়ন ব্যবস্থা গ্রহণে জনগণকে সহযোগিতা ও উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে ইউনিয়ন কমিটি, স্থানীয় প্রতিষ্ঠান, স্বেচ্ছাসেবক এবং জনসাধারণের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান;

(১৮) ইউনিয়ন কমিটি ও পৌরসভা কমিটির সহায়তায় জরুরি পরিস্থিতিতে জনসাধারণকে নিরাপদ কেন্দ্রে বা আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় প্রদানসহ প্রয়োজনীয় সেবা ও নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ;

(১৯) আশ্রয়কেন্দ্রে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও অন্যান্য সেবা নিশ্চিতকরণে সহায়তা প্রদান;

(২০) মুজিব কিল্লা নির্মাণে ইউনিয়ন কমিটিকে সহযোগিতা প্রদান, যা দুর্যোগকালে নিরাপদে গবাদি পশুর আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে;

(২১ জীবনরক্ষাকারী জরুরি ওষুধ ইউনিয়ন ও পৌরসভা পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্যকেন্দ্রে মজুত রাখতে ইউনিয়ন কমিটি ও পৌরসভা কমিটিকে সহযোগিতা প্রদান;

(২২) উদ্ধার, প্রাথমিক মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম পরিচালনা এবং ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক যোগাযোগ পুনঃস্থাপন এবং অধিক ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে পুনর্বাসনে স্থানীয় ব্যবস্থা-সংবলিত পরিকল্পনা প্রণয়ন;

(২৩) ইউনিয়ন কমিটির কার্যক্রম এবং এর কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিয়মিত পরিবীক্ষণ এবং উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি প্রতিবেদন জেলা কমিটির কাছে প্রেরণ;

(২৪) সতর্ক বার্তা বা পূর্বাভাস প্রচার, স্থানান্তর, উদ্ধার ও প্রাথমিক মানবিক সহায়তা-কাজ পরিচালনার বিষয়ে মহড়া আয়োজন এবং প্রয়োজনে জেলা কমিটির সহযোগিতা গ্রহণ;

(২৫) দুর্যোগে নিহত ব্যক্তির মৃতদেহ শনাক্তকরণ, সৎকারের উদ্দেশ্যে সমাজভিত্তিক উঁচু স্থান তৈরি করা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী কেন্দ্রীয় করবস্থান ও শ্মশান তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ;

(২৬) উৎপাদনশীল খামারগুলো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের জন্য দুর্যোগ মোকাবিলায় যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণে সহায়তা প্রদান;

(২৭) উদ্ধার/স্থানান্তরের স্থান ও আশ্রয়কেন্দ্রের ডাটাবেজ তৈরি, সংরক্ষণ ও তা সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের অবহিতকরণ;

(২৮) জরুরি উদ্ধার সরঞ্জামাদি ও সাড়াদান সামগ্রী মজুতের জন্য অবকাঠামো তৈরি এবং আপদকালীন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন তহবিল গঠন বা সহায়তা পেতে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ;

(২৯) তাৎক্ষণিক ঝুঁকি মোকাবিলার জন্য উদ্ধার সরঞ্জাম ও সাড়াদান সামগ্রী সংরক্ষণ। প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা কর্তৃক ত্রৈমাসিক উক্ত সরঞ্জামাদির হিসাব এবং সুষ্ঠু সংরক্ষণের বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাছে প্রতিবেদন উপস্থাপন। পরবর্তীকালে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিতে উদ্ধার সরঞ্জামাদি ও সাড়াদান সামগ্রীর মজুত সম্পর্কে আলোচনা;

(৩০) মনঃসামাজিক সেবা বিষয়ে স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ।

(খ) সতর্কীকরণ/হুঁশিয়ারি পর্যায়ে সাড়াদান

(১) সতর্কীকরণ ও নিরাপত্তামূলক বার্তা প্রচার, উদ্ধারকারী দল ও তাদের শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি পর্যবেক্ষণ এবং পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে স্থানান্তর;

(২) দুর্যোগ-পূর্বাভাস ও সতর্ক বার্তা অতি দ্রুত ও কার্যকরভাবে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর কাছে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং তাদের সার্বিক নিরাপত্তা পর্যবেক্ষণ;

(৩) জরুরি আশ্রয়কেন্দ্রগুলো পরিদর্শন এবং প্রয়োজনীয় সেবা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;

(৪) আশ্রয়কেন্দ্র নিরাপদ ও সুপেয় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ;

(৫) পানি বিশুদ্ধকরণ সুবিধা নিশ্চিতকরণ এবং প্রয়োজনীয়-সংখ্যক পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট মজুতের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৬) আশ্রয়কেন্দ্রে প্রয়োজনীয়-সংখ্যক স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগারের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ;

(৭) দুর্যোগকালে জীবনরক্ষাকারী প্রয়োজনীয় ওষুধ ইউনিয়ন পর্যায়ে মজুত রাখার পদক্ষেপ গ্রহণ;

(৮) সম্ভাব্য দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি বিবেচনায় মেডিক্যাল টিম প্রস্তুত রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৯) দুর্যোগকালে যেসব জরুরি কাজ করতে হবে তার চেকলিস্ট প্রস্তুত করা এবং প্রয়োজনীয় উপকরণ ও জনবল প্রস্তুত আছে কি না, তা নিশ্চিতকরণ;

(১০) দুর্যোগকালে মালামাল ও গবাদি পশু নিরাপদে রাখার বিষয়ে জনগণকে আশ্বস্তকরণ, যাতে তারা আশ্রয়কেন্দ্রে গমন করে।

(গ) দুর্যোগকালীন সাড়াদান

(১) উপজেলা পর্যায়ে স্থানান্তর, সন্ধান, উদ্ধার ও মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য জরুরি পরিচালনা কেন্দ্র/নিয়ন্ত্রণকক্ষ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা;

(২) পূর্বতালিকা অনুযায়ী স্থানীয়ভাবে প্রাপ্য সুবিধা ব্যবহার করে জরুরি উদ্ধার কার্য পরিচালনা;

(৩) উপজেলা পর্যায়ে সরকারি ও বেসরকারি মানবিক সহায়তা ও পুনরুদ্ধার কার্যক্রম সমন্বয়সাধন এবং মানবিক সহায়তা বিতরণে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ;

(৪) দুর্যোগকালে মানবিক সহায়তা কর্মীদের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;

(৫) দুর্যোগকালে নারী, শিশু, প্রবীণ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;

(৬) মৃতদেহ শনাক্তকরণ, দ্রুত সৎকার এবং মৃত প্রাণিদেহ মাটিতে পুঁতে ফেলার মাধ্যমে পরিবেশগত বিপর্যয় রোধে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ;

(৭) জনগণের মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ ও দ্রব্যাদি যেমন: গবাদি পশু, হাঁস-মুরগি, জরুরি খাদ্য ইত্যাদি নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করতে সহযোগিতা প্রদান।

(ঘ) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়ে সাড়াদান

(১) এসওএস ফরমে দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতির তথ্য সংগ্রহ এবং যত দ্রুত সম্ভব টেলিফোন, ফ্যাক্স, ইমেইল বা অয়্যারলেসযোগে জেলা কমিটি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে প্রেরণ;

(২) পরিশিষ্টতে উল্লিখিত ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ ফরম (D-Form) অনুসরণপূর্বক প্রয়োজনীয় তথ্য জেলা কমিটি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে প্রেরণ;

(৩) ভবিষ্যৎ ঝুঁকিহ্রাসের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ বিবেচনায় 'আগের চেয়ে ভালো আবস্থায় ফিরিয়ে আনার' নীতি অনুসরণ করে পুনর্বাসন-কার্যক্রমের পরিকল্পনা গ্রহণ;

(৪) মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসনকাজে স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত কিংবা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর বা অন্য কোনো উৎস থেকে প্রাপ্ত সম্পদ জেলা কমিটির নির্দেশনা অনুসারে বিতরণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

(৫) মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসনসংক্রান্ত সহায়তা-সামগ্রী বিতরণ, হিসাব সংরক্ষণ এবং অগ্রগতি প্রতিবেদন জেলা কমিটি ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার কাছে প্রেরণ;

(৬) দুর্যোগের ফলে বাস্তুচ্যুত জনগণ যাতে পুনরায় তাদের আগের স্থানে ফিরে যেতে পারে তা নিশ্চিতকরণ এবং প্রয়োজনে তাদের যথাযথ পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৭) দুর্যোগের ফলে সৃষ্ট মানসিক আঘাত কাটিয়ে উঠতে বিশেষজ্ঞ, প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক ও সমাজের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতায় দুর্যোগকবলিত ব্যক্তিবর্গকে প্রয়োজনীয় মানসিক পরিষেবা প্রদান;

(৮) দুর্যোগে আহত ব্যক্তিদের প্রাথমিক চিকিৎসাসহ প্রয়োজনে হাসপাতালে নেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৯) উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তরে মানবিক সহায়তা, পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন কার্যক্রম সমন্বয়সাধন;

(১০) বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ও উপকূলীয় বাঁধ মেরামতের জন্য পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক স্থানীয় পর্যায়ে তহবিল গঠন বা বরাদ্দ প্রদানে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ;

(১১) দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ-পরবর্তী কর্মকাণ্ড থেকে অর্জিত শিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গের অংশগ্রহণে কর্মশালা আয়োজন করে ভবিষ্যতে করণীয় বিষয়ে যথাযথ সুপারিশ প্রদান;

(১২) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের তাৎক্ষণিক নির্দেশনা অনুসরণ।

৪.১.৫ পৌরসভা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি

পৌরসভা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন নিম্নরূপ:

১	মেয়র	সভাপতি
২	প্যানেল মেয়র	সহ-সভাপতি
৩	কাউন্সিলর (সকল)	সদস্য
৪	প্রতিনিধি, জেলা প্রশাসন	সদস্য
৫	মেডিক্যাল অফিসার বা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর, পৌরসভা	সদস্য
৬	নির্বাহী প্রকৌশলী/সহকারী প্রকৌশলী, পৌরসভা	সদস্য
৭	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (PIO)	সদস্য
৮	সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	সদস্য
৯	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি (যদি থাকে)	সদস্য
১০	স্টেশন অফিসার, উপজেলা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল স্টেশন (যদি থাকে)	সদস্য
১১	উপজেলা কমান্ডার বা উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিল, কর্তৃক মনোনীত ১ জন প্রতিনিধি	সদস্য
১২	মেয়র কর্তৃক মনোনীত স্থানীয়, জাতীয় বা আন্তর্জাতিক এনজিওর তিনজন প্রতিনিধি যেখানে জেন্ডার, নারী ও প্রতিবন্ধিতা-সংশ্লিষ্ট কাজে যুক্ত একটি সংস্থার প্রতিনিধি বা ব্যক্তি থাকবে	সদস্য
১৩	গ্যাস সরবরাহ/বিতরণ কোম্পানির প্রতিনিধি (সংশ্লিষ্ট এলাকা গ্যাস সঞ্চালন নেটওয়ার্কের আওতাধীন হলে)	সদস্য
১৪	বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের প্রতিনিধি	সদস্য
১৫.	প্রতিনিধি, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সদস্য
১৬.	প্রতিনিধি, নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	সদস্য
১৭.	সভাপতির প্রতিনিধি, জেলা বা উপজেলা প্রেসক্লাব (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সদস্য

১৮.	প্রতিনিধি, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা বা সিভিল সার্জন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সদস্য
১৯.	পৌরসভা কমিটির সভাপতি কর্তৃক মনোনীত সুশীল সমাজের ১ জন প্রতিনিধি	সদস্য
২০.	প্রতিনিধি, ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (যদি থাকে)	সদস্য
২১.	পৌরসভা কমিটির সভাপতি কর্তৃক মনোনীত কোনো কলেজ, মাদ্রাসা বা স্কুলের ১ জন অধ্যক্ষ বা প্রধান শিক্ষক	সদস্য
২২.	প্রতিনিধি, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	সদস্য
২৩.	প্রতিনিধি, উপজেলা বা জেলা চেম্বার অব কমার্স/স্থানীয় ব্যবসায়ী নেতা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সদস্য
২৪.	প্রতিনিধি, উপজেলা বা জেলা মহিলা-বিষয়ক কর্মকর্তা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সদস্য
২৫.	প্রতিনিধি, নির্বাহী প্রকৌশলী, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সদস্য
২৬.	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
২৭.	প্রতিনিধি, উপজেলা বা জেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সদস্য
২৮.	প্রতিনিধি, জেলা বা উপজেলা পরিষদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সদস্য
২৯.	প্রতিনিধি, প্রতিবন্ধী ফোরাম বা সমিতি (যদি থাকে)	সদস্য
৩০.	প্রতিনিধি, উপপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর	সদস্য
৩১.	পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বা সচিব	সদস্য-সচিব

পৌরসভা কমিটির সভা

(১) স্থানীয় সংসদ সদস্য পৌরসভা কমিটির উপদেষ্টা হবেন;

(২) পৌরসভা কমিটি উক্ত কমিটিকে সহায়তার জন্য প্রয়োজনে এক বা একাধিক উপকমিটি গঠন করতে পারবে;

(৩) পৌরসভা কমিটি প্রয়োজনীয় ও যথাযথ মনে করলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে এর সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করতে পারবে;

(৪) পরিবেশ ও পরিস্থিতি বিবেচনায় পৌরসভা কমিটি নিম্নরূপ সময়ে এর সভা আহ্বান করবে;
   (ক) স্বাভাবিক সময়ে প্রতি ৩ (তিন) মাসে কমপক্ষে এক বার;
   (খ) দুর্যোগপূর্ব, দুর্যোগকালে এবং দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে প্রয়োজন অনুযায়ী;

(৫) স্বাভাবিক এবং দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে এক-তৃতীয়াংশ এবং সতর্ক সংকেত চলাকালে ও দুর্যোগকালে এক-চতুর্থাংশ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হবে;

(৬) পূর্ববর্তী বছরের কমিটির কোনো রদবদল না হলেও পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বা সচিব প্রতি বছর জানুয়ারি মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে কমিটির সভাপতি কর্তৃক স্বাক্ষরিত কমিটির পূর্ণাঙ্গ হালনাগাদ তালিকা উপজেলা কমিটি বা ক্ষেত্র বিশেষে জেলা কমিটির কাছে প্রেরণ করবে।

পৌরসভা কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি

(ক) ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

(১) পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে দুর্যোগ-পূর্বপ্রস্তুতি, ঝুঁকিহ্রাস বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ;

(২) দুর্যোগ-বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা আয়োজন;

(৩) জেন্ডার, বয়স, প্রতিবন্ধিতা, সামাজিক অবস্থা, পেশা ও অর্থনৈতিক অবস্থার ভিত্তিতে বিপদাপন্ন বা ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী শনাক্তকরণ;

(৪) পৌরসভা পর্যায়ে আপদ, বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকি নিরূপণ করা এবং ভূমিকম্পসহ অন্যান্য আপদের ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন;

(৫) আপদকালীন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং এর সিমুলেশন আয়োজন;

(৬) দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস বা উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরি ও বাস্তবায়নে ডিজাস্টার ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট (ডিআইএ) নির্দেশনা অনুসরণ;

(৭) সংশ্লিষ্ট সকল সেক্টরের অংশগ্রহণে প্রণীত দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী এ কার্যক্রম জোরদারকরণে যথাযথ নির্দেশনা প্রদান;

(৮) দুর্যোগের পূর্বাভাস অতি দ্রুত ও কার্যকরভাবে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৯) ভূমিধস ও নদীভাঙন ইত্যাদি দুর্যোগ সংঘটিত হওয়ার আশঙ্কার পরিপ্রেক্ষিতে জনসাধারণকে সতর্কীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(১০) ভূমিকম্প পূর্বপ্রস্তুতি ও সাড়াদান কাজে সচেতনতা বৃদ্ধিসহ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিয়মিত মহড়া আয়োজনে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ;

(১১) ভূমিকম্পঝুঁকিপূর্ণ ভবন বা স্থাপনা চিহ্নিত করা, প্রয়োজনে রেট্রোফিটিংয়ের পদক্ষেপ গ্রহণ অথবা অধিক ঝুঁকিপূর্ণ ভবন অপসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(১২) ভূমিকম্প ও অগ্নিকাণ্ডের ঝুঁকি মোকাবিলায় পৌরসভার বিভিন্ন রাস্তা ও সড়ক প্রচলিত উদ্ধারযান চলাচলের উপযোগী কি না, তা যাচাই করা প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট উদ্ধারকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমন্বয় করে রাস্তায় চলাচল উপযোগী যানবাহন তৈরি করা;

(১৩) মোবাইল নম্বরসহ সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার যানবাহন, উদ্ধার ও সাড়াদান কাজে ব্যবহার-উপযোগী সরঞ্জামাদির তালিকা তৈরি, সংরক্ষণ ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে এই তালিকা প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(১৪) দুর্যোগ-সহনশীল ঘরবাড়ি ও অন্যান্য স্থাপনা তৈরিতে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডার ও জনসাধারণের সচেতনতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ এর বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

(১৫) উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সহায়তায় জরুরি মুহূর্তে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা থেকে জনগণকে নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে নেওয়াসহ প্রয়োজনীয় সেবা ও নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ;

(১৬) আশ্রয়কেন্দ্রে/অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও অন্যান্য সেবা নিশ্চিতকরণ;

(১৭) উদ্ধার, প্রাথমিক মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম পরিচালনা এবং ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক যোগাযোগ পুনঃস্থাপন এবং বেশি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহের পুনর্বাসনে স্থানীয় ব্যবস্থা-সংবলিত প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন;

(১৮) সতর্ক বার্তা বা পূর্বাভাস প্রচার, স্থানান্তর, উদ্ধার ও মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম পরিচালনা বিষয়ে মহড়া আয়োজন।

(খ) সতর্কীকরণ/হুঁশিয়ারি পর্যায়ে সাড়াদান

(১) সতর্কীকরণ ও নিরাপত্তামূলক বার্তা প্রচার, উদ্ধারকারী দল প্রস্তুত রাখাসহ পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর;

(২) দুর্যোগ-পূর্বাভাস অতি দ্রুত ও কার্যকরভাবে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৩) আশ্রয়কেন্দ্র/অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্র স্থাপনের স্থান পরিদর্শন এবং প্রয়োজনীয় সেবা ও নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ;

(৪) আশ্রয়কেন্দ্রে বা অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রে নিরাপদ ও সুপেয় পানি সরবরাহ-ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ;

(৫) প্রয়োজনীয়-সংখ্যক পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট মজুতের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৬) আশ্রয়কেন্দ্রে প্রয়োজনীয়-সংখ্যক স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগারের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ; বিশেষ করে নারী, শিশু, প্রবীণ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য পৃথক শৌচাগারের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৭) পৌরসভা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে বা ডিসপেনসারিতে জীবনরক্ষাকারী জরুরি ওষুধ মজুতকরণ;

(৮) সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি বিবেচনায় মেডিক্যাল টিম প্রস্তুত রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৯) ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান ও শিল্পকারখানার জন্য দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রস্তুতি গ্রহণে সহায়তা প্রদান।

(গ) দুর্যোগকালীন সাড়াদান

(১) পূর্বতালিকা অনুযায়ী স্থানীয়ভাবে প্রাপ্য সুবিধা ব্যবহার করে জরুরি উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা;

(২) জনগণের মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ/দ্রব্যাদি নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরে সহযোগিতা প্রদান;

(৩) নিরাপদ পানি সরবরাহ এবং বিভিন্ন পানিবাহিত রোগবালাই প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

(৪) সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার মানবিক সহায়তা ও পুনরুদ্ধার কার্যক্রম সমন্বয়সাধন এবং মানবিক সহায়তা বিতরণে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ;

(৫) উদ্ধার ও মানবিক সহায়তাকর্মীদের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;

(৬) আশ্রয়কেন্দ্র এবং দুর্যোগকবলিত এলাকায় নারী, শিশু, প্রবীণ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;

(৭) দুর্যোগে আহত ব্যক্তিদের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, প্রয়োজনে হাসপাতালে স্থানান্তর ও অন্যান্য জরুরি স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ;

(৮) দুর্যোগে মৃত ব্যক্তির পরিচয়, ডেথ সার্টিফিকেট প্রদান ও অভিভাবকের কাছে লাশ হস্তান্তর,

(৯) মৃত ব্যক্তির দ্রুত সৎকার এবং মৃত প্রাণিদেহ মাটিতে পুঁতে ফেলার মাধ্যমে পরিবেশগত বিপর্যয় রোধে পদক্ষেপ গ্রহণ।

(ঘ) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়ে সাড়াদান

(১) পরিশিষ্টে প্রদত্ত SOS Form-এ দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতির তথ্য সংগ্রহ এবং যত দ্রুত সম্ভব টেলিফোন, ফ্যাক্স, ইমেইল বা অয়্যারলেসযোগে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;

(২) ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ এবং মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসন-কার্যক্রমের অগ্রাধিকার নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে পরিশিষ্টে প্রদত্ত ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ ফরমে প্রয়োজনীয় তথ্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;

(৩) পানি, স্যানিটেশন, বিদ্যুৎ ও গ্যাসসহ অন্যান্য জরুরি সেবা পুনরুদ্ধার বা পুনর্গঠনের জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার সমন্বয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ;

(৪) আগের চেয়ে ভালো অবস্থায় ফিরিয়ে আনার নীতি অনুসরণ করে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পুনর্বাসন-কার্যক্রমের পরিকল্পনা গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট সংস্থার সমন্বয়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ;

(৫) মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসনকাজে অধিদপ্তর বা অন্য কোনো উৎস থেকে প্রাপ্ত সম্পদ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের নির্দেশনা অনুসারে বিতরণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

(৬) মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসনসংক্রান্ত সহায়তা-সামগ্রী বিতরণ, তদারকি, হিসাব সংরক্ষণ এবং অগ্রগতি প্রতিবেদন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার কাছে প্রেরণ;

(৭) বাস্তুচ্যুত জনগণকে আগের স্থানে ফিরে যেতে বা প্রয়োজনে পুনর্বাসনের সহায়তা দান;

(৮) সম্পূর্ণ ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হওয়া পরিবারসমূহের পুনর্বাসন না হওয়া পর্যন্ত আশ্রয়কেন্দ্রে রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৯) দুর্যোগের কারণে সৃষ্ট মানসিক আঘাত/ট্রমা কাটিয়ে উঠতে বিশেষজ্ঞ, স্বেচ্ছাসেবক ও সমাজের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতায় প্রয়োজনীয় মানসিক পরিষেবা প্রদান;

(১০) দুর্যোগে আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদানসহ প্রয়োজনে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে জরুরি স্বাস্থ্যসেবার কার্যক্রমে সম্পৃক্তকরণ;

(১১) উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তরে মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন কার্যক্রম সমন্বয়সাধন;

(১২) দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ-পরবর্তী কর্মকাণ্ড থেকে অর্জিত শিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গের অংশগ্রহণে কর্মশালা আয়োজন করে ভবিষ্যতে করণীয় বিষয়ে যথাযথ সুপারিশ প্রদান;

(১৩) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের তাৎক্ষণিক নির্দেশনা অনুসরণ।

৪.১.৫.১ পৌরসভা ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি

১	সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের নির্বাচিত কাউন্সিলর	সভাপতি
২	সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের নির্বাচিত মহিলা কাউন্সিলর	উপদেষ্টা
৩	কমিটি কর্তৃক মনোনীত শিক্ষক প্রতিনিধি	সদস্য
৪	ওয়ার্ড পর্যায়ে কর্মরত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী ২ জন	সদস্য
৫	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি (যদি থাকে)	সদস্য
৬	কমিটি কর্তৃক মনোনীত এনজিও প্রতিনিধি (যাদের স্থানীয় পর্যায়ে কার্যক্রম রয়েছে)	সদস্য
৭	ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি, (ইমাম/পুরোহিত) ২ জন	সদস্য
৮	বিশেষ ধরনের চাহিদা রয়েছে, এমন জনগোষ্ঠীর (প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতিনিধি) ১ জন প্রতিনিধি	সদস্য
৯	গণমাধ্যম প্রতিনিধি (যদি থাকে)	সদস্য
১০	স্থানীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি	সদস্য
১১	ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি (যদি থাকে)	সদস্য
১২	ওয়ার্ড কমিটি কর্তৃক মনোনীত ১ জন প্রতিনিধি	সদস্য-সচিব

পৌরসভা ওয়ার্ড কমিটির সভা

(১) ওয়ার্ড কমিটি প্রয়োজন মনে করলে কোনো ব্যক্তিকে এর সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করতে পারবে;

(২) পরিবেশ ও পরিস্থিতি বিবেচনায় ওয়ার্ড কমিটি নিম্নরূপ সময়ে এর সভায় মিলিত হবে:

(ক) স্বাভাবিক সময়ে প্রতি ২ মাসে এক বার;

(খ) দুর্যোগপূর্ব, দুর্যোগকালে এবং দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে প্রয়োজন অনুযায়ী;

(৩) স্বাভাবিক বা দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে এক-তৃতীয়াংশ এবং সতর্ক সংকেত চলাকালে ও দুর্যোগকালে এক-চতুর্থাংশ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হবে;

পৌরসভা ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি

(ক) ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

(১) পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে দুর্যোগের প্রস্তুতি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

(২) স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসের পদক্ষেপ সম্পর্কে অবহিতকরণ এবং উক্ত পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়নে সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সহায়তা প্রদান;

(৩) ভূমিকম্প, বন্যা, ভূমিধস, ঘূর্ণিঝড়সহ অন্যান্য দুর্যোগের জন্য পূর্বপ্রস্তুতি, ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা ও আপদকালীন কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুতিতে পৌরসভা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সহায়তা প্রদান;

(৪) জেন্ডার, বয়স, প্রতিবন্ধিতা, ভৌগোলিক অবস্থান, সামাজিক অবস্থা, পেশা ও অর্থনৈতিক অবস্থার ভিত্তিতে সর্বাপেক্ষা বিপদাপন্ন বা ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী শনাক্তকরণ;

(৫) স্বেচ্ছাসেবক নির্বাচন ও তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৬) দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা, বাঁধসহ অন্যান্য অবকাঠামো মেরামত বা পুনর্গঠন কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সম্পদের চাহিদা নিরূপণে সহায়তা প্রদান ও যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;

(৭) স্বেচ্ছাসেবক দলসহ বিভিন্ন সংস্থার সমন্বয়ে বন্যা, ঘূর্ণিঝড়সহ অন্যান্য দুর্যোগের আগাম পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ বার্তা প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৮) ভূমিধস ও বজ্রপাতের মতো দুর্যোগ বিষয়ে জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং এসব দুর্যোগ সংঘটিত হওয়ার আশঙ্কার পরিপ্রেক্ষিতে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে সতর্কীকরণের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে উপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

(৯) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সহায়তায় বন্যা, খরা, লবণাক্ততা ইত্যাদি দুর্যোগ-সহনশীল ফসল উৎপাদন প্রযুক্তি সম্প্রসারণ সহযোগিতা প্রদান এবং এ বিষয়ে কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণ;

(১০) আকস্মিক বা আগাম বন্যা, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি দুর্যোগে ব্যাপক ফসলহানি বিবেচনায় দ্রুত কৃষি পুনর্বাসন, বিকল্প কর্মসংস্থান ও বাজারসহ সাপ্লাই চেইন সচল রাখার আগাম পরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদান;

(১১) দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে শিক্ষাকার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য পরিকল্পিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন;

(১২) আশ্রয়কেন্দ্রের বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ-ব্যবস্থা সচল আছে কি না, তা যাচাই করা, প্রয়োজনে পৌরসভার সহযোগিতায় বিকল্প উৎস থেকে বিদ্যুৎ, নিরাপদ পানি সরবরাহ ও শৌচাগারসহ অন্যান্য সেবা নিশ্চিতকরণ;

(১৩) প্রয়োজনীয়-সংখ্যক পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট কমিউনিটিতে সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(১৪) উদ্ধার/স্থানান্তরের স্থান ও আশ্রয়কেন্দ্রের ডাটাবেজ তৈরিতে সহায়তা ও সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের তথ্য প্রদান।

(খ) সতর্কীকরণ/হুঁশিয়ারি পর্যায়ে সাড়াদান

(১) সতর্কীকরণ ও নিরাপত্তামূলক বার্তা প্রচার, উদ্ধারকারী দলের সহায়তায় ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে আনয়ন;

(২) দুর্যোগ-পূর্বাভাস অতি দ্রুত ও কার্যকরভাবে জনগোষ্ঠীর কাছে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৩) আশ্রয়কেন্দ্রগুলো পরিদর্শনপূর্বক প্রয়োজনীয় সেবা ও নিরাপত্তামূলক কাজে নিয়োজিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও স্বেচ্ছাসেবকগণের সহযোগিতায় এর প্রস্তুতি নিশ্চিতকরণ;

(৪) আশ্রয়কেন্দ্রে নিরাপদ ও সুপেয় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করা এবং প্রয়োজনে বিকল্প উৎস থেকে নিরাপদ ও সুপেয় পানি সংগ্রহের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ;

(৫) জনসাধারণের মধ্যে নিরাপদ পানি সরবরাহের নিমিত্ত প্রয়োজনীয়-সংখ্যক পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট প্রাপ্তির ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৬) নারী, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ব্যবহার-উপযোগিতা ও নিরাপত্তা বিবেচনায় নিয়ে আশ্রয়কেন্দ্রে প্রয়োজনীয়-সংখ্যক স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগারের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে সহায়তা প্রদান;

(৭) দুর্যোগ মোকাবিলায় জরুরি করণীয় বিষয়ে চেকলিস্ট প্রস্তুতকরণ এবং প্রয়োজনীয় উপকরণের প্রাপ্যতা ও জনবলের প্রস্তুতি নিশ্চিতকরণ;

(৮) উৎপাদনশীল খামার, ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের দুর্যোগ মোকাবিলার প্রস্তুতি গ্রহণে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান।

(গ) দুর্যোগকালীন সাড়াদান

(১) স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তায় জরুরি উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনায় অংশগ্রহণ এবং প্রয়োজনে উদ্ধারকারী দলকে সহযোগিতা প্রদান;

(২) আশ্রয়কেন্দ্রে নারী ও শিশুদের আলাদা কক্ষে রাখা এবং নিরাপদ পানি ও খাবার সরবরাহে আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সহযোগিতা প্রদান এবং জেন্ডার বেজড ভায়োলেন্স প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

(৩) দুর্যোগসংক্রান্ত বিভিন্ন গুজবে জনগণ যাতে ভীতসন্ত্রস্ত না হয়ে পড়ে সেজন্য সঠিক তথ্য প্রদান নিশ্চিতকরণ;

(৪) দুর্যোগকালে নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;

(৫) দুর্যোগে আহত ব্যক্তিদের প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান, প্রয়োজনে হাসপাতালে প্রেরণ ও প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ;

(৬) জনগণকে মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ ও দ্রব্যাদি, যেমন: গবাদি পশু, হাঁস-মুরগি, জরুরি খাদ্য, রেডিও, মোবাইল ফোন ইত্যাদি নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরে সহযোগিতা প্রদান।

(ঘ) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়ে সাড়াদান

(১) মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসনসংক্রান্ত সহায়তা-সামগ্রী বিতরণ, তদারকি, হিসাব সংরক্ষণ এবং অগ্রগতি প্রতিবেদন পৌরসভা কমিটির কাছে প্রেরণ;

(২) দুর্যোগের কারণে বাস্তুচ্যুত জনগণকে তাদের আগের স্থানে ফিরে আসতে সহায়তা প্রদান এবং প্রয়োজনে তাদের যথাযথ পুনর্বাসনের জন্য পৌরসভা কমিটির কাছে সুপারিশ করা এবং এর বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ;

(৩) দুর্যোগে আহত ব্যক্তিগণকে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ এবং প্রয়োজনে পৌরসভা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সহযোগিতা গ্রহণ;

(৪) দুর্যোগের কারণে সৃষ্ট মানসিক আঘাত/ট্রমা কাটিয়ে উঠতে বিশেষজ্ঞ, স্বেচ্ছাসেবক/মানসিক স্বাস্থ্যসেবায় প্রাথমিক সাড়াদানকারীর সহায়তায় মানসিক পরিষেবা প্রদানে সহায়তা প্রদান।

৪.১.৬ ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি

এ কমিটির গঠন নিম্নরূপ:

১	চেয়ারম্যান এবং সংরক্ষিত নারী আসনের সদস্য বাই-রোটেশনের ভিত্তিতে	সভাপতি
২	নির্বাচিত সদস্য (সকল)	সদস্য
৩	চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত শিক্ষক প্রতিনিধি ৩ জন	সদস্য
৪	ইউনিয়ন পর্যায়ের সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানের ১ জন করে প্রতিনিধি	সদস্য

৫	বিপদাপন্ন নারীদের প্রতিনিধি (সংরক্ষিত নারী ওয়ার্ড সদস্য কর্তৃক মনোনীত) ৩ জন	সদস্য
৬	ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির (যদি থাকে) প্রতিনিধি অথবা স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক প্রতিনিধি	সদস্য
৭	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি (যদি থাকে)	সদস্য
৮	চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত এনজিও প্রতিনিধি ২ জন	সদস্য
৯	কৃষক প্রতিনিধি ১ জন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সদস্য
১০	চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত ১ জন মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সদস্য
১১	চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি বা সমাজ সেবক প্রতিনিধি ১ জন	সদস্য
১২	উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত মুক্তিযোদ্ধা প্রতিনিধি ১ জন	সদস্য
১৩	ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি ২ জন	সদস্য
১৪	বিশেষ ধরনের চাহিদা রয়েছে, এমন জনগোষ্ঠীর (প্রতিবন্ধী সংগঠনের) প্রতিনিধি ১ জন	সদস্য
১৫	স্থানীয় স্কাউটস প্রতিনিধি হিসেবে (লিডার বা রোভার বা গার্লস স্কাউটসের প্রতিনিধি) ২ জন	সদস্য
১৬	স্থানীয় সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিনিধি ১ জন	সদস্য
১৭	গণমাধ্যম থেকে প্রতিনিধি ১ জন	সদস্য
১৮	যুব/ক্রীড়া সংগঠন থেকে প্রতিনিধি ১ জন	সদস্য
১৯	ভূমিহীন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি ১ জন	সদস্য
২০	স্থানীয় ব্যবসায়ী সংগঠনের প্রতিনিধি ১ জন	সদস্য
২১	ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি ১ জন	সদস্য
২২	প্রতিনিধি, লোকজ জ্ঞানসমৃদ্ধ স্থানীয় দুর্যোগ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি ৩ জন	সদস্য
২৩	আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রতিনিধি	সদস্য
২৪	স্থানীয় পর্যায়ের অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী ১ জন	সদস্য
২৫	সচিব, ইউনিয়ন পরিষদ	সদস্য-সচিব

(ভূমিধসপ্রবণ পার্বত্য এলাকার ইউনিয়ন পরিষদসমূহে নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী থেকে ১ জন হেডম্যান ও ১ জন কারবারীকে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে)**

ইউনিয়ন কমিটির সভা

(১) ইউনিয়ন কমিটি প্রয়োজন মনে করলে কোনো ব্যক্তিকে এর সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করতে পারবে;

(২) পরিবেশ ও পরিস্থিতি বিবেচনায় ইউনিয়ন কমিটি নিম্নরূপ সময়ে এর সভায় মিলিত হবে:

(ক) স্বাভাবিক সময়ে প্রতি মাসে এক বার;

(খ) দুর্যোগপূর্ব, দুর্যোগকালে এবং দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে প্রয়োজন অনুযায়ী;

(৩) স্বাভাবিক বা দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে এক-তৃতীয়াংশ এবং সতর্ক সংকেত চলাকালে ও দুর্যোগকালে এক-চতুর্থাংশ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হবে;

(৪) আগের কমিটির পরিবর্তন না হলেও প্রতি বছর জানুয়ারির ১৫ তারিখের মধ্যে সভাপতি কর্তৃক স্বাক্ষরিত কমিটির একটি পূর্ণাঙ্গ হালনাগাদ তালিকা উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির কাছে পেশ করতে হবে।

ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি

(ক) ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

(১) পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে জেন্ডার ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তির আলোকে দুর্যোগের প্রস্তুতি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

(২) স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে জেন্ডার ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তির আলোকে দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসের পদক্ষেপ সম্পর্কে অবহিতকরণ এবং উক্ত পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়নে সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সহায়তা প্রদান;

(৩) উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সহায়তায় নিয়মিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা-বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন;

(৪) কমিউনিটি রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট (CRA) পদ্ধতির মাধ্যমে ইউনিয়ন পর্যায়ে ওয়ার্ডভিত্তিক আপদ, বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকি নিরূপণ এবং ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা ও আপদকালীন কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ এবং এর বাস্তবায়নে সম্পদ জোগানসহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

(৫) জেন্ডার, বয়স, শারীরিক সামর্থ্য (প্রতিবন্ধিতা), ভৌগোলিক অবস্থান, সামাজিক অবস্থা, পেশা ও অর্থনৈতিক অবস্থার ভিত্তিতে সর্বাপেক্ষা বিপদাপন্ন বা ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী শনাক্তকরণ;

(৬) ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণে বিপদাপন্নতা হ্রাস ও তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ;

(৭) স্বেচ্ছাসেবক নির্বাচন ও তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৮) সংশ্লিষ্ট সেবাদানকারী ও সহযোগী প্রতিষ্ঠান/সংস্থা, স্বেচ্ছাসেবক এবং ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধির সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সমন্বয়ের মাধ্যমে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি পর্যালোচনা করে এর অগ্রগতি উপজেলা কমিটিকে অবহিতকরণ;

(৯) দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস ও উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ডিজাস্টার ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট (DIA) নির্দেশিকা অনুসরণ;

(১০) উপজেলা পরিষদের সহায়তায় ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক/পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় দুর্যোগঝুঁকি অন্তর্ভুক্তকরণ ও প্রয়োজনীয় সম্পদ জোগান নিশ্চিতকরণ;

(১১) দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা, বাঁধসহ অন্যান্য অবকাঠামো মেরামত বা পুনর্গঠন কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সম্পদের জোগান নিশ্চিতকরণ;

(১২) সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান, ইউনিয়ন পরিষদ, স্বেচ্ছাসেবক দলসহ বিভিন্ন সংস্থার সমন্বয়ে বন্যা, ঘূর্ণিঝড়সহ অন্যান্য দুর্যোগের আগাম পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(১৩) ভূমিধস ও বজ্রপাতের মতো দুর্যোগ বিষয়ে জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ এবং এসব দুর্যোগ সংঘটিত হওয়ার আশঙ্কার পরিপ্রেক্ষিতে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে সতর্কীকরণের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে উপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ;

(১৪) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সহায়তায় বন্যা, খরা, লবণাক্ততা ইত্যাদি দুর্যোগ-সহনশীল ফসল উৎপাদন প্রযুক্তি সম্প্রসারণ সহযোগিতা প্রদান এবং এ বিষয়ে কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণ;

(১৫) আকস্মিক বা আগাম বন্যা, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি দুর্যোগে ব্যাপক ফসলহানি বিবেচনায় দ্রুত কৃষি পুনর্বাসন, বিকল্প কর্মসংস্থান ও বাজারসহ সাপ্লাই চেইন সচল রাখার আগাম পরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়নে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ;

(১৬) দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে শিক্ষাকার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য যথাযথ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ;

(১৭) মোবাইল নম্বরসহ সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার যানবাহন ও অন্যান্য উদ্ধার ও সাড়াদানে ব্যবহার-উপযোগী সরঞ্জামাদির তালিকা তৈরি, সংরক্ষণ ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে এ তালিকা প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(১৮) দুর্যোগ-সহনশীল ঘরবাড়ি ও অন্যান্য স্থাপনা তৈরিতে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডার ও জনসাধারণের সচেতনতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান;

(১৯) উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সহায়তায় জরুরি মুহূর্তে কোনো এলাকার মানুষ কোনো আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয়গ্রহণ করবে তা ঠিক করা এবং তাদের জন্য প্রয়োজনীয় সেবা ও নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ;

(২০) আশ্রয়কেন্দ্রের বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ-ব্যবস্থা সচল আছে কি না, তা যাচাই করা, প্রয়োজনে উপজেলা পরিষদের সহযোগিতায় বিকল্প উৎস থেকে বিদ্যুৎ, নিরাপদ পানি সরবরাহ ও শৌচাগারসহ অন্যান্য সেবা নিশ্চিতকরণ;

(২১) প্রয়োজনীয়-সংখ্যক পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট সরবরাহ করতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ;

(২২) দুর্যোগে গবাদি পশুর/জনসাধারণের আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে মুজিব কিল্লা স্থাপনে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সহযোগিতা প্রদান;

(২৩) জীবনরক্ষাকারী জরুরি ওষুধ ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে মজুত নিশ্চিতকরণ;

(২৪) উদ্ধার, প্রাথমিক মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম পরিচালনা এবং সড়ক ও টেলিযোগাযোগ পুনঃস্থাপন এবং বেশি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ;

(২৫) উপজেলা বা জেলা কর্তৃপক্ষের সহায়তায় সতর্ক বার্তা বা পূর্বাভাস প্রচার, স্থানান্তর, উদ্ধার ও প্রাথমিক মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম পরিচালনা-বিষয়ক মহড়ার আয়োজন;

(২৬) উদ্ধার/স্থানান্তরের স্থান ও আশ্রয়কেন্দ্রের ডাটাবেজ তৈরি ও সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের অবহিতকরণ;

(২৭) বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ও উপকূলীয় বাঁধ মেরামতের জন্য পানি উন্নয়ন বোর্ডের সঙ্গে কার্যকর যোগাযোগ স্থাপন এবং জরুরি তহবিল গঠন ও ছাড়করণে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম গ্রহণ;

(২৮) উপজেলা ও জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সহায়তায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন পরিকল্পনা বা প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে কমিউনিটি রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট (CRA)-এর মাধ্যমে প্রণীত দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্তকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ;

(২৯) পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসের সফলতা ব্যাপকভাবে প্রচার;

(৩০) সকল ইউনিয়ন পরিষদে উদ্ধার সরঞ্জামাদি ও সাড়াদান সামগ্রী সংরক্ষণ করা এবং প্রতি তিন মাস অন্তর উদ্ধার-যন্ত্রপাতি সচল আছে কি না, তা যাচাইকরণ।

(খ) সতর্কীকরণ/হুঁশিয়ারি পর্যায়ে সাড়াদান

(১) সতর্কীকরণ ও নিরাপত্তামূলক বার্তা প্রচার, উদ্ধারকারী দলের সহায়তায় ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে আনয়ন;

(২) দুর্যোগ-পূর্বাভাস অতি দ্রুত ও কার্যকরভাবে বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সার্বিক নিরাপত্তা ও সতর্ক বার্তা প্রচারকার্যক্রম পরিবীক্ষণ;

(৩) আশ্রয়কেন্দ্রগুলো পরিদর্শন এবং প্রয়োজনীয় সেবা ও নিরাপত্তামূলক কাজে নিয়োজিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও স্বেচ্ছাসেবকগণের প্রস্তুতি নিশ্চিতকরণ;

(৪) আশ্রয়কেন্দ্রে নিরাপদ ও সুপেয় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ এবং প্রয়োজনে বিকল্প উৎস থেকে নিরাপদ ও সুপেয় পানি সংগ্রহের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ;

(৫) জনসাধারণের মধ্যে নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণ এবং প্রয়োজনীয়-সংখ্যক পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট মজুতের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৬) নারী, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ব্যবহার-উপযোগিতা ও নিরাপত্তা বিবেচনায় নিয়ে আশ্রয়কেন্দ্রে প্রয়োজনীয়-সংখ্যক স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগারের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ;

(৭) জীবনরক্ষাকারী জরুরি ওষুধ ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে মজুত বিষয়ে পরিবীক্ষণ করা এবং প্রয়োজনে মজুত বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

(৮) সম্ভাব্য দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি বিবেচনায় মেডিক্যাল টিম প্রস্তুত রাখতে উদ্যোগ গ্রহণ;

(৯) দুর্যোগ মোকাবিলায় জরুরি করণীয় বিষয়ে চেকলিস্ট প্রস্তুত করা এবং প্রয়োজনীয় উপকরণ ও জনবলের প্রস্তুতি নিশ্চিতকরণ;

(১০) উৎপাদনশীল খামার, ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের দুর্যোগ মোকাবিলার প্রস্তুতি গ্রহণে প্রয়োজনীয় সহোযোগিতা প্রদান।

(গ) দুর্যোগকালীন সাড়াদান

(১) স্থানান্তর, উদ্ধার ও মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য ইউনিয়ন পরিষদে জরুরি নিয়ন্ত্রণকক্ষ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা;

(২) পূর্বতালিকা অনুযায়ী স্থানীয়ভাবে প্রাপ্য সুবিধা ব্যবহার করে স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তায় জরুরি উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা এবং প্রয়োজনে উদ্ধারকারী দলকে সহযোগিতা প্রদান;

(৩) আশ্রয়কেন্দ্রে নারী ও শিশুদের একত্রে আলাদা কক্ষে রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ এবং তাদের নিরাপত্তাসহ নিরাপদ পানি ও খাবার সরবরাহে আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সহযোগিতা প্রদান এবং জেন্ডার-বেজড ভায়োলেন্স প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

(৪) ইউনিয়ন পর্যায়ে সরকারি ও বেসরকারি মানবিক সহায়তা ও পুনরুদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা ও সমন্বয়সাধন এবং মানবিক সহায়তা বিতরণে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ;

(৫) দুর্যোগসংক্রান্ত বিভিন্ন গুজবে জনগণ যাতে ভীতসন্ত্রস্ত না হয়ে পড়ে সেজন্য জনসাধারণকে সঠিক তথ্য প্রদান নিশ্চিতকরণ;

(৬) দুর্যোগকালে মানবিক সহায়তা ও উদ্ধারকর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;

(৭) দুর্যোগকালে নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;

(৮) দুর্যোগে আহত ব্যক্তিদের প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান, প্রয়োজনে হাসপাতালে প্রেরণ ও প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ;

(৯) মৃতদেহ শনাক্তকরণ, ডেথ সার্টিফিকেট প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ ও অভিভাবকের কাছে লাশ হস্তান্তর করা, লাশের দাবিদার না পাওয়া গেলে নীতিমালা অনুযায়ী মৃতদেহ সৎকারের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং মৃত প্রাণিদেহ মাটিতে পুঁতে ফেলার মাধ্যমে পরিবেশগত বিপর্যয় রোধে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ;

(১০) দুর্যোগে মৃত ব্যক্তির পরিবার, আহত ব্যক্তিদের জন্য মানবিক সহায়তা হিসেবে বরাদ্দকৃত অর্থ দ্রুত বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(১১) জনগণকে মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ ও দ্রব্যাদি, যেমন: গবাদি পশু, হাঁস-মুরগি, জরুরি খাদ্য, রেডিও, মোবাইল ফোন ইত্যাদি নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরে সহযোগিতা প্রদান;

(১২) বিভিন্ন পানিবাহিত রোগবালাই প্রতিরোধে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় উপকরণ বিতরণ।

(ঘ) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়ে সাড়াদান

(১) এসওএস ফরমে দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতির তথ্য সংগ্রহ করে অতি দ্রুত উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির কাছে প্রেরণ;

(২) ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরুপণ এবং মানবিক সহায়তা, দ্রুত পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন-কার্যক্রমের অগ্রাধিকার নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ ফরমে প্রয়োজনীয় তথ্য উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির কাছে প্রেরণ;

(৩) মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসনের জন্য স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত কিংবা অধিদপ্তর বা অন্য কোনো উৎস থেকে প্রাপ্ত সামগ্রী/নগদ অর্থ উপজেলা কমিটির নির্দেশনা অনুসারে বিতরণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

(৪) দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের চাহিদার ভিত্তিতে ভিজিএফ কর্মসূচির আওতা ও সময়সীমা বৃদ্ধি করাসহ প্রয়োজনীয় মানবিক সহায়তাসামগ্রী বরাদ্দের জন্য উপজেলা কমিটিকে সুপারিশ প্রদান এবং বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৫) ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসৃজন কর্মসূচির আওতা ও সময়সীমা বৃদ্ধির জন্য উপজেলা কমিটিকে সুপারিশ প্রদান এবং বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে এর যথাযথ বাস্তবায়ন;

(৬) মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসনসংক্রান্ত সহায়তা-সামগ্রী বিতরণ, তদারকি, হিসাব সংরক্ষণ এবং অগ্রগতি প্রতিবেদন উপজেলা কমিটি ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার কাছে প্রেরণ;

(৭) দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণপূর্বক আগের চেয়ে ভালো অবস্থায় ফিরিয়ে আনার (Build Back Better) নীতির ভিত্তিতে উপজেলা কমিটির সহায়তায় স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পুনরুদ্ধার (Recovery), পুনর্বাসন (Rehabilitation) ও পুনর্গঠন (Reconstruction) কার্যক্রমের পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ;

(৮) দুর্যোগের কারণে বাস্তুচ্যুত জনগণকে তাদের আগের স্থানে ফিরে আসতে সহায়তা প্রদান এবং প্রয়োজনে তাদের যথাযথ পুনর্বাসনের জন্য উপজেলা কমিটিকে সুপারিশ প্রদান এবং এর বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ;

(৯) দুর্যোগে আহত ব্যক্তিগণ যাতে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী সংস্থার কাছ থেকে যথাসময়ে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা পেতে পারে তা নিশ্চিতকরণ এবং প্রয়োজনে উপজেলা ও জেলা কমিটির সহযোগিতা গ্রহণ;

(১০) দুর্যোগের কারণে সৃষ্ট মানসিক আঘাত/ট্রমা কাটিয়ে উঠতে বিশেষজ্ঞ, স্বেচ্ছাসেবক/মানসিক স্বাস্থ্যসেবায় প্রাথমিক সাড়াদানকারী ও সমাজের সচেতন ব্যক্তিদের সহযোগিতায় দুর্যোগকবলিত ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় মানসিক পরিষেবা প্রদান;

(১১) দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ-পরবর্তী কর্মকাণ্ড থেকে অর্জিত শিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গের অংশগ্রহণে কর্মশালা আয়োজন করে ভবিষ্যতে করণীয় বিষয়ে সুপারিশ প্রদান;

(১২) উপরিউক্ত কার্যাবলি ছাড়াও সরকার ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের তাৎক্ষণিক নির্দেশনা অনুসরণ।

৪.১.৬.১ ইউনিয়ন পরিষদ ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি

১	ইউনিয়ন পরিষদের সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের নির্বাচিত সদস্য	সভাপতি
২	ইউনিয়ন পরিষদের সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের নির্বাচিত মহিলা সদস্য	উপদেষ্টা
৩	কমিটি কর্তৃক মনোনীত শিক্ষক প্রতিনিধি	সদস্য
৪	ওয়ার্ড পর্যায়ে কর্মরত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী ২ জন	সদস্য
৫	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি (যদি থাকে)	সদস্য
৬	কমিটি কর্তৃক মনোনীত এনজিও প্রতিনিধি (যাদের স্থানীয় পর্যায়ে কার্যক্রম রয়েছে)	সদস্য
৭	ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি, (ইমাম/পুরোহিত) ২ জন	সদস্য

৮	বিশেষ ধরনের চাহিদা রয়েছে, এমন জনগোষ্ঠীর (প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতিনিধি) প্রতিনিধি ১ জন	সদস্য
৯	গণমাধ্যম প্রতিনিধি (যদি থাকে)	সদস্য
১০	স্থানীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি	সদস্য
১১	ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি (যদি থাকে) ১ জন	সদস্য
১২	ওয়ার্ড কমিটি কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি	সদস্য-সচিব

ইউনিয়ন পরিষদ ওয়ার্ড কমিটির সভা

(১) ওয়ার্ড কমিটি প্রয়োজন মনে করলে কোনো ব্যক্তিকে এর সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করতে পারবে;

(২) পরিবেশ ও পরিস্থিতি বিবেচনায় ওয়ার্ড কমিটি নিম্নরূপ সময়ে এর সভায় মিলিত হবে:

(ক) স্বাভাবিক সময়ে প্রতি ২ মাসে এক বার;

(খ) দুর্যোগপূর্ব, দুর্যোগকালে এবং দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে প্রয়োজন অনুযায়ী;

(৩) স্বাভাবিক বা দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে এক-তৃতীয়াংশ এবং সতর্ক সংকেত চলাকালে ও দুর্যোগকালে এক-চতুর্থাংশ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হবে;

ইউনিয়ন পরিষদ ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি

(ক) ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

(১) পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে দুর্যোগের প্রস্তুতি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

(২) স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসের পদক্ষেপ সম্পর্কে অবহিত করা উক্ত পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়নে সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সহায়তা প্রদান;

(৩) ভূমিকম্প, বন্যা, ভূমিধস, ঘূর্ণিঝড়সহ অন্যান্য দুর্যোগের জন্য পূর্বপ্রস্তুতি, ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা ও আপদকালীন কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুতিতে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সহায়তা প্রদান;

(৪) জেন্ডার, বয়স, প্রতিবন্ধিতা, ভৌগোলিক অবস্থান, সামাজিক অবস্থা, পেশা ও অর্থনৈতিক অবস্থার ভিত্তিতে সর্বাপেক্ষা বিপদাপন্ন বা ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী শনাক্তকরণ;

(৫) স্বেচ্ছাসেবক নির্বাচন ও তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৬) দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা, বাঁধসহ অন্যান্য অবকাঠামো মেরামত বা পুনর্গঠন কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সম্পদের চাহিদা নিরূপণে সহায়তা প্রদান ও যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;

(৭) স্বেচ্ছাসেবক দলসহ বিভিন্ন সংস্থার সমন্বয়ে বন্যা, ঘূর্ণিঝড়সহ অন্যান্য দুর্যোগের আগাম পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ বার্তা প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৮) ভূমিধস ও বজ্রপাতের মতো দুর্যোগ বিষয়ে জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ এবং এসব দুর্যোগ সংঘটিত হওয়ার আশঙ্কার পরিপ্রেক্ষিতে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে সতর্কীকরণের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে উপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

(৯) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সহায়তায় বন্যা, খরা, লবণাক্ততা ইত্যাদি দুর্যোগ-সহনশীল ফসল উৎপাদন প্রযুক্তি সম্প্রসারণ সহযোগিতা প্রদান এবং এ বিষয়ে কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণ;

(১০) আকস্মিক বা আগাম বন্যা, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি দুর্যোগে ব্যাপক ফসলহানি বিবেচনায় দ্রুত কৃষি পুনর্বাসন, বিকল্প কর্মসংস্থান ও বাজারসহ সাপ্লাই চেইন সচল রাখার আগাম পরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদান;

(১১) দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে শিক্ষাকার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য পরিকল্পিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন;

(১২) আশ্রয়কেন্দ্রের বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ-ব্যবস্থা সচল আছে কি না, তা যাচাই, প্রয়োজনে ইউনিয়ন পরিষদের সহযোগিতায় বিকল্প উৎস থেকে বিদ্যুৎ, নিরাপদ পানি সরবরাহ ও শৌচাগারসহ অন্যান্য সেবা নিশ্চিতকরণ;

(১৩) প্রয়োজনীয়-সংখ্যক পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট কমিউনিটিতে সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(১৪) উদ্ধার/স্থানান্তরের স্থান ও আশ্রয়কেন্দ্রের ডাটাবেজ তৈরিতে সহায়তা ও সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের তথ্য প্রদান।

(খ) সতর্কীকরণ/হুঁশিয়ারি পর্যায়ে সাড়াদান

(১) সতর্কীকরণ ও নিরাপত্তামূলক বার্তা প্রচার, উদ্ধারকারী দলের সহায়তায় ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে আনয়ন;

(২) দুর্যোগ-পূর্বাভাস অতি দ্রুত ও কার্যকরভাবে জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৩) আশ্রয়কেন্দ্র পরিদর্শনপূর্বক প্রয়োজনীয় সেবা ও নিরাপত্তামূলক কাজে নিয়োজিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও স্বেচ্ছাসেবকদের সহযোগিতায় এর প্রস্তুতি নিশ্চিতকরণ;

(৪) আশ্রয়কেন্দ্রে নিরাপদ ও সুপেয় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ এবং প্রয়োজনে বিকল্প উৎস থেকে নিরাপদ ও সুপেয় পানি সংগ্রহের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ;

(৫) জনসাধারণের মধ্যে নিরাপদ পানি সরবরাহের নিমিত্ত প্রয়োজনীয়-সংখ্যক পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট প্রাপ্তির ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৬) নারী, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ব্যবহার-উপযোগিতা ও নিরাপত্তা বিবেচনায় নিয়ে আশ্রয়কেন্দ্রে প্রয়োজনীয়-সংখ্যক স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগারের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে সহায়তা প্রদান;

(৭) দুর্যোগ মোকাবিলায় জরুরি করণীয় বিষয়ে চেকলিস্ট প্রস্তুতকরণ এবং প্রয়োজনীয় উপকরণের প্রাপ্যতা ও জনবলের প্রস্তুতি নিশ্চিতকরণ;

(৮) উৎপাদনশীল খামার, ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের দুর্যোগ মোকাবিলার প্রস্তুতি গ্রহণে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান।

(গ) দুর্যোগকালীন সাড়াদান

(১) স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তায় জরুরি উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনায় অংশগ্রহণ এবং প্রয়োজনে উদ্ধারকারী দলকে সহযোগিতা প্রদান;

(২) আশ্রয়কেন্দ্রে নারী ও শিশুদের আলাদা কক্ষে রাখা এবং নিরাপদ পানি ও খাবার সরবরাহে আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সহযোগিতা প্রদান এবং জেন্ডার-বেজড ভায়োলেন্স প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

(৩) দুর্যোগসংক্রান্ত বিভিন্ন গুজবে জনগণ যাতে ভীতসন্ত্রস্ত না হয়ে পড়ে সেজন্য জনসাধারণকে সঠিক তথ্য প্রদান নিশ্চিতকরণ;

(৪) দুর্যোগকালে নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;

(৫) দুর্যোগে আহত ব্যক্তিদের প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান, প্রয়োজনে হাসপাতালে প্রেরণ ও প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ;

(৬) জনগণকে মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ ও দ্রব্যাদি, যেমন: গবাদি পশু, হাঁস-মুরগি, জরুরি খাদ্য, রেডিও, মোবাইল ফোন ইত্যাদি নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরে সহযোগিতা প্রদান।

(ঘ) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়ে সাড়াদান

(১) মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসনসংক্রান্ত সহায়তা-সামগ্রী বিতরণ, তদারকি, হিসাব সংরক্ষণ এবং অগ্রগতি প্রতিবেদন ইউনিয়ন কমিটির কাছে প্রেরণ;

(২) দুর্যোগের কারণে বাস্তুচ্যুত জনগণকে তাদের আগের স্থানে ফিরে আসতে সহায়তা প্রদান এবং প্রয়োজনে তাদের যথাযথ পুনর্বাসনের জন্য ইউনিয়ন কমিটিকে সুপারিশ প্রদান এবং এর বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ;

(৩) দুর্যোগে আহত ব্যক্তিগণকে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ এবং প্রয়োজনে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সহযোগিতা গ্রহণ;

(৪) দুর্যোগের কারণে সৃষ্ট মানসিক আঘাত/ট্রমা কাটিয়ে উঠতে বিশেষজ্ঞ, স্বেচ্ছাসেবক/মানসিক স্বাস্থ্যসেবায় প্রাথমিক সাড়াদানকারীর সহায়তায় মানসিক পরিষেবা প্রদানে সহায়তা প্রদান।

৪.২ স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগে সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় এনজিও, জাতিসংঘের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সুশীল সমাজ, স্বেচ্ছাসেবক, ব্যক্তিখাত ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস ব্যবস্থাপনায় সরকার সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। স্থানীয় পর্যায়ে জেলা, সিটি কর্পোরেশন, সিটি কর্পোরেশন ওয়ার্ড, পৌরসভা, উপজেলা, ইউনিয়ন, ইউনিয়ন পরিষদ ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলো দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দুর্যোগে দ্রুত কার্যকর দুর্যোগ সাড়াদান ব্যবস্থার স্বার্থে সরকারের সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন সাড়াদান গ্রুপ গঠন করা হয়েছে।

৪.২.১ সিটি কর্পোরেশন দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ

এ সাড়াদান গ্রুপের গঠন নিম্নরূপ:

১	মেয়র	সভাপতি
২	বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত ১ জন প্রতিনিধি (বিভাগীয় শহরের সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে)	সদস্য
৩	চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, সিলেট উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনীত ১ জন প্রতিনিধি (ক্ষেত্র মতো)	সদস্য
৪	সংশ্লিষ্ট জেলার জেলাপ্রশাসক কর্তৃক মনোনীত ১ জন প্রতিনিধি	সদস্য
৫	সংশ্লিষ্ট মহানগরের পুলিশ কমিশনার বা ক্ষেত্রমতো, পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট কর্তৃক মনোনীত ১ জন প্রতিনিধি	সদস্য
৬	সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ কর্তৃক মনোনীত ১ জন প্রতিনিধি	সদস্য
৭	সংশ্লিষ্ট জেলার সিভিল সার্জন কর্তৃক মনোনীত ১ জন প্রতিনিধি	সদস্য
৮	প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক মনোনীত ১ জন প্রতিনিধি	সদস্য
৯	নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল কর্তৃক মনোনীত ১ জন প্রতিনিধি	সদস্য
১০	নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল কর্তৃক মনোনীত ১ জন প্রতিনিধি	সদস্য
১১	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কর্তৃক মনোনীত ১ জন প্রতিনিধি	সদস্য
১২	সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা	সদস্য
১৩	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি	সদস্য

১৪	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন	সদস্য-সচিব

সিটি কর্পোরেশন দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপের কার্যক্রমে সহায়তা

সিটি কর্পোরেশন সমন্বয়গ্রুপের কার্যক্রমে সহায়তা এবং অধিকতর সমন্বিতভাবে সিটি কর্পোরেশন এলাকার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য প্রয়োজনে নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তা বা ব্যক্তিবর্গকে এর সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাবেন:

(১) নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর;
(২) নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর;
(৩) নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড;
(৪) বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি লিমিটেডের প্রতিনিধি;
(৫) জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা;
(৬) জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা;
(৭) গ্যাস সরবরাহ বা বিতরণ কোম্পানির প্রতিনিধি।

সিটি কর্পোরেশন সমন্বয় গ্রুপের সভা

(১) সিটি কর্পোরেশন সমন্বয় গ্রুপ দুর্যোগপূর্ব মুহূর্তে ও দুর্যোগ চলাকালে প্রয়োজন মোতাবেক এর সভা আয়োজন করবে;
(২) সিটি কর্পোরেশন সমন্বয় গ্রুপ প্রয়োজনীয় ও যথাযথ মনে করলে, সংশ্লিষ্ট সংস্থা বা ব্যক্তিকে এর সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করতে পারবে;
(৩) সিটি কর্পোরেশন এলাকার দুর্যোগ সাড়াদান কার্যক্রম অধিকতর সুসংগঠিত ও কার্যকরভাবে পরিচালনা ও সমন্বয়ের জন্য সিটি কর্পোরেশন সমন্বয় গ্রুপ প্রয়োজনে অন্য যেকোনো কমিটির সদস্য, কোনো কর্মকর্তা, বিশেষজ্ঞ বা ব্যক্তিকে এ সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে পারবে।

সিটি কর্পোরেশন দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপের দায়িত্ব ও কার্যাবলি

(১) স্থানীয় পর্যায়ে জরুরি দুর্যোগ কার্যক্রম পরিচালনা কেন্দ্রের সঙ্গে সমন্বয় প্রতিষ্ঠা;
(২) দুর্যোগ পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিতকরণ ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনার জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষাকরণ;
(৩) লজিস্টিকসমূহের (মানব, অবকাঠামো, যানবাহন ও অর্থনৈতিক) ডাইরেক্টরি প্রস্তুতকরণ;
(৪) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের সঙ্গে সাড়াদান ও মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম সমন্বয়সাধন;
(৫) জেন্ডার ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তির আলোকে দুর্যোগ পরিস্থিতি মূল্যায়ন করে দুর্যোগ সাড়াদান ও দ্রুত পুনরুদ্ধার কার্যক্রম সমন্বয় ও পরিচালনা;
(৬) দুর্যোগ সাড়াদানে জরুরি সাড়াদান দল, লজিস্টিক ও সম্পদ প্রস্তুত ও ব্যবহারযোগ্য রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ;
(৭) সাড়াদান কার্যক্রম পরিচালনার জন্য তালিকাকৃত সেবা, সম্পদ, লজিস্টিকস, জরুরি আশ্রয়স্থল হিসেবে চিহ্নিত ভবন বা স্থান, যানবাহন বা অন্যান্য সুবিধা হুকুমদখলের প্রয়োজন হলে জেলাপ্রশাসক বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে পদক্ষেপ গ্রহণ;
(৮) সাড়াদান ও প্রাক্-পুনরুদ্ধার কার্যক্রম সমন্বয়সাধন;

(৯) নগরভিত্তিক সন্ধান ও উদ্ধার টাস্কফোর্সের কার্যক্রম তদারকি;

(১০) পুনরুদ্ধার পর্যায়ের মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম সমন্বয়সাধন;

(১১) দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত টেলিযোগাযোগ-ব্যবস্থা মেরামত ও সচল করতে অতিরিক্ত যন্ত্রপাতি ও মালামালের দ্রুত সরবরাহ নিশ্চিতকরণ এবং প্রয়োজনে বিকল্প টেলিযোগাযোগ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ;

(১২) মানবিক সহায়তাসামগ্রী, তহবিল ও পরিবহন-সংক্রান্ত অগ্রাধিকার নির্ধারণ ও বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ;

(১৩) যোগাযোগ-ব্যবস্থা ও অত্যাবশ্যক সেবা প্রদান-বিষয়ক দায়দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের সম্পৃক্তকরণসহ অতিরিক্ত জনবল ও সম্পদ নিয়োজিতকরণে প্রয়োজনীয় সমন্বয়সাধন;

(১৪) জরুরি পরিস্থিতিতে তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিতকরণ;

(১৫) সাড়াদান প্রস্তুতি গ্রহণে যথাযথভাবে সতর্ক বার্তা প্রচার নিশ্চিতকরণ;

(১৬) সাড়াদান কার্যক্রমের শিক্ষণের আলোকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলোকে দুর্যোগপ্রস্তুতি, ঝুঁকিহ্রাস, পুনর্গঠন বা পুনর্বাসনের পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ প্রদান।

৪.২.১.১ সিটি কর্পোরেশন ওয়ার্ড দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ

এ সাড়াদান গ্রুপের গঠন নিম্নরূপ:

১	সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কাউন্সিলর	সভাপতি
২	সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের নির্বাচিত মহিলা কাউন্সিলর	সহ-সভাপতি
৩	ওয়ার্ডে অবস্থিত সরকারি জরুরি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান (গ্যাস, পানি, বিদ্যুৎ ও টেলিফোন) থেকে ১ জন করে মোট ৪ জন প্রতিনিধি	সদস্য
৪	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি (যদি থাকে)	সদস্য
৫	প্রতিনিধি, ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (যদি থাকে)	সদস্য
৬	গ্রুপ কর্তৃক মনোনীত এনজিও প্রতিনিধি ২ জন	সদস্য
৭	ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি (ইমাম/পুরোহিত) ২ জন	সদস্য
৮	বিশেষ ধরনের চাহিদা রয়েছে, এমন জনগোষ্ঠীর (প্রতিবন্ধী সংগঠনের) প্রতিনিধি	সদস্য
৯	স্কাউটস প্রতিনিধি (লিডার/রোভার স্কাউট/গার্লস স্কাউটস) ২ জন	সদস্য
১০	গণমাধ্যম প্রতিনিধি	সদস্য
১১	স্থানীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি	সদস্য
১২	নগর স্বেচ্ছাসেবক ২ জন (পুরুষ ১ জন, নারী ১ জন)	সদস্য
১৩	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স (যদি থাকে)	সদস্য
১৪	স্থানীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক প্রতিনিধি	সদস্য
১৫	সচিব, সিটি কর্পোরেশন ওয়ার্ড (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অথবা ওয়ার্ড গ্রুপ কর্তৃক মনোনীত ১ জন প্রতিনিধি	সদস্য-সচিব

সিটি কর্পোরেশন ওয়ার্ড সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপের সভা

(১) দুর্যোগপূর্ব মুহূর্তে ও দুর্যোগ চলাকালে প্রয়োজন মোতাবেক এর সভা আয়োজন করবে;

(২) প্রয়োজনীয় ও যথাযথ মনে করলে, সংশ্লিষ্ট সংস্থা বা ব্যক্তিকে এর সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করতে পারবে;

(৩) সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড এলাকার দুর্যোগ সাড়াদান কার্যক্রম অধিকতর সুসংগঠিত ও কার্যকরভাবে পরিচালনা ও সমন্বয়ের জন্য প্রয়োজনে অন্য যেকোনো কমিটির সদস্য, কোনো কর্মকর্তা, বিশেষজ্ঞ বা ব্যক্তিকে এ সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে পারবে।

সিটি কর্পোরেশন ওয়ার্ড দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপের দায়িত্ব ও কার্যাবলি

(১) দুর্যোগ পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিতকরণ ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনার জন্য সিটি কর্পোরেশনের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষাকরণ;

(৩) প্রশিক্ষিত জনবল ও লজিস্টিকের (অবকাঠামো, যানবাহন ও অর্থনৈতিক) ডাইরেক্টরি প্রস্তুতকরণ;

(৪) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের সঙ্গে সাড়াদান ও মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম সমন্বয়সাধন;

(৫) জেন্ডার ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তির আলোকে দুর্যোগ পরিস্থিতি মূল্যায়ন করে দুর্যোগ সাড়াদান ও দ্রুত পুনরুদ্ধার কার্যক্রম সমন্বয় ও পরিচালনা;

(৬) দুর্যোগ সাড়াদানে জরুরি সাড়াদান দল, লজিস্টিক ও সম্পদ প্রস্তুত ও ব্যবহারযোগ্য রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৭) সাড়াদান কার্যক্রম পরিচালনার জন্য তালিকাকৃত সেবা, সম্পদ, লজিস্টিকস, জরুরি আশ্রয়স্থল হিসেবে চিহ্নিত ভবন বা স্থান, যানবাহন বা অন্যান্য সুবিধা হুকুমদখলের প্রয়োজন হলে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সিটি কর্পোরেশনে চাহিদা প্রেরণ;

(৮) সাড়াদান ও প্রাক্-পুনরুদ্ধার কার্যক্রম সমন্বয়ে সিটি কর্পোরেশনকে সহায়তা প্রদান;

(৯) জরুরি সময়ে তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিতকরণ;

(১০) সাড়াদান প্রস্তুতি গ্রহণে সতর্ক বার্তার যথাযথ প্রচার নিশ্চিতকরণ।

৪.২.২ জেলা দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ

এ গ্রুপের গঠন নিম্নরূপ:

১	জেলাপ্রশাসক	সভাপতি
২	পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট	সদস্য
৩	সিভিল সার্জন	সদস্য
৪	নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
৫	নির্বাহী প্রকৌশলী, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
৬	জেলা খাদ্যনিয়ন্ত্রক	সদস্য
৭	সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ কর্তৃক মনোনীত ১ জন প্রতিনিধি	সদস্য
৮	মেয়র, সংশ্লিষ্ট পৌরসভা	সদস্য
৯	উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সদস্য
১০	জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা	সদস্য
১১	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	সদস্য
১২	প্রতিনিধি, ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মকর্তা (যদি থাকে)	সদস্য
১৩	রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি	সদস্য
১৪	জেলাপ্রশাসক কর্তৃক মনোনীত স্থানীয় বা জাতীয় পর্যায়ে কার্যক্রম রয়েছে, এইরূপ বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) ১ জন প্রতিনিধি	সদস্য

১৫	বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের জেলা পর্যায়ের ১ জন কর্মকর্তা	সদস্য
১৬	জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা	সদস্য-সচিব

জেলা দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপের সভা

(১) জেলা সমন্বয় গ্রুপ দুর্যোগপূর্ব মুহূর্তে ও দুর্যোগ চলাকালে প্রয়োজন মোতাবেক এর সভা আয়োজন করবে;

(২) জেলা সমন্বয় গ্রুপ প্রয়োজনীয় ও যথাযথ মনে করলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে এর সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করতে পারবে;

(৩) জেলাধীন দুর্যোগ সাড়াদান কার্যক্রমকে অধিকতর সুসংগঠিত ও কার্যকরভাবে পরিচালনা ও সমন্বয়ের জন্য জেলা সমন্বয় গ্রুপ প্রয়োজনে অন্য যেকোনো কমিটির সদস্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, বিশেষজ্ঞ বা ব্যক্তিকে এর সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে পারবে।

জেলা দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপের দায়িত্ব ও কার্যাবলি

(১) স্থানীয় পর্যায়ে জরুরি দুর্যোগ কার্যক্রম পরিচালনা কেন্দ্রের সঙ্গে সমন্বয় প্রতিষ্ঠা;

(২) দুর্যোগ পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিতকরণ ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনার জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষাকরণ;

(৩) লজিস্টিকসমূহের (মানব, অবকাঠামো, যানবাহন ও অর্থনৈতিক) ডাইরেক্টরি প্রস্তুতকরণ;

(৪) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের সঙ্গে সাড়াদান ও মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম সমন্বয়সাধন;

(৫) দুর্যোগ পরিস্থিতি মূল্যায়ন করে দুর্যোগ সাড়াদান ও প্রাক্-পুনরুদ্ধার কার্যক্রম সমন্বয় ও পরিচালনা;

(৬) দুর্যোগ সাড়াদানে জরুরি সাড়াদান দল, লজিস্টিক ও সম্পদ প্রস্তুত ও ব্যবহারযোগ্য রাখার ব্যবস্থাকরণ;

(৭) সাড়াদান কার্যক্রম পরিচালনার জন্য তালিকাকৃত সেবা, সম্পদ, লজিস্টিকস, জরুরি আশ্রয়স্থল হিসেবে চিহ্নিত ভবন বা স্থান, যানবাহন/হেলিকপ্টার বা অন্যান্য সুবিধা হুকুমদখলের প্রয়োজন হলে জেলাপ্রশাসক বা প্রযোজ্যক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে পদক্ষেপ গ্রহণ;

(৮) সাড়াদান ও প্রাক্-পুনরুদ্ধার কার্যক্রম সমন্বয়সাধন;

(৯) পুনরুদ্ধার পর্যায়ের মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম সমন্বয়সাধন;

(১০) দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত টেলিযোগাযোগ-ব্যবস্থা মেরামত ও সচল করতে অতিরিক্ত যন্ত্রপাতি ও মালামালের দ্রুত সরবরাহ নিশ্চিতকরণ এবং প্রয়োজনে বিকল্প টেলিযোগাযোগ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ;

(১১) মানবিক সহায়তাসামগ্রী, তহবিল ও পরিবহন-সংক্রান্ত অগ্রাধিকার নির্ধারণ ও বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ;

(১২) যোগাযোগ-ব্যবস্থা ও অত্যাবশ্যক সেবা প্রদান-বিষয়ক দায়দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের সম্পৃক্তকরণসহ অতিরিক্ত জনবল ও সম্পদ নিয়োজিতকরণে প্রয়োজনীয় সমন্বয়সাধন;

(১৩) জরুরি সময়ে তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিতকরণ;

(১৪) সাড়াদান প্রস্তুতি গ্রহণে যথাযথভাবে সতর্ক বার্তা প্রচার নিশ্চিতকরণ;

(১৫) সাড়াদান কার্যক্রমের শিক্ষণের আলোকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলোকে দুর্যোগপ্রস্তুতি, ঝুঁকিহ্রাস, পুনর্গঠন বা পুনর্বাসনের পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ প্রদান।

৪.২.৩ উপজেলা দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ

এ গ্রুপের গঠন নিম্নরূপ:

১	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সভাপতি
২	পৌরসভার মেয়র কর্তৃক মনোনীত ১ জন কাউন্সিলর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সদস্য
৩	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা	সদস্য
৪	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	সদস্য
৫	উপজেলা প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর	সদস্য
৬	উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা	সদস্য
৭	উপসহকারী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	সদস্য
৮	বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশনের উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা	সদস্য
৯	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার	সদস্য
১০	উপজেলা খাদ্যনিয়ন্ত্রক	সদস্য
১১	সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	সদস্য
১২	পানি উন্নয়ন বোর্ডের ১ জন প্রতিনিধি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সদস্য
১৩	বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির উপজেলা প্রতিনিধি (যদি থাকে)	সদস্য
১৪	প্রতিনিধি, ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (যদি থাকে)	সদস্য
১৫	উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত স্থানীয় বা জাতীয় পর্যায়ে কার্যক্রম রয়েছে এরূপ বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) ১ জন প্রতিনিধি	সদস্য
১৬	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	সদস্য-সচিব

উপজেলা সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপের সভা

(১) উপজেলা সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ দুর্যোগপূর্ব মুহূর্তে ও দুর্যোগ চলাকালে প্রয়োজন মোতাবেক এর সভা আয়োজন করবে;

(২) গ্রুপ প্রয়োজনীয় ও যথাযথ মনে করলে সংশ্লিষ্ট সংস্থা বা ব্যক্তিকে এর সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করতে পারবে;

(৩) দুর্যোগ সাড়াদান কার্যক্রমকে অধিকতর সংগঠিত ও কার্যকরভাবে পরিচালনা ও সমন্বয়ের জন্য উপজেলা সমন্বয় গ্রুপ প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট কমিটির সদস্য, যেকোনো কর্মকর্তা, বিশেষজ্ঞ বা ব্যক্তিকে এর সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে পারবে।

উপজেলা দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপের দায়িত্ব ও কার্যাবলি

(১) স্থানীয় পর্যায়ে জরুরি দুর্যোগ কার্যক্রম পরিচালনা কেন্দ্রের সঙ্গে সমন্বয় প্রতিষ্ঠা;

(২) দুর্যোগ পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিতকরণ ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনার জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষাকরণ;

(৩) প্রশিক্ষিত মানব-সম্পদ ও লজিস্টিকের (অবকাঠামো, যানবাহন ও অর্থনৈতিক) তালিকা-সংবলিত ডাইরেক্টরি প্রস্তুতকরণ;

(৪) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের সঙ্গে সাড়াদান ও মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম সমন্বয়সাধন;

(৫) দুর্যোগ পরিস্থিতি মূল্যায়ন করে দুর্যোগ সাড়াদান ও প্রাক্-পুনরুদ্ধার কার্যক্রম সমন্বয় ও পরিচালনা;

(৬) দুর্যোগ সাড়াদানে জরুরি সাড়াদান দল, লজিস্টিক ও প্রয়োজনীয় সম্পদ প্রস্তুত ও ব্যবহারযোগ্য রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৭) সাড়াদান কার্যক্রম পরিচালনার জন্য তালিকাকৃত সেবা, সম্পদ, লজিস্টিকস, জরুরি আশ্রয়স্থল হিসেবে চিহ্নিত ভবন বা স্থান, যানবাহন বা অন্যান্য সুবিধা হুকুমদখলের প্রয়োজন হলে জেলাপ্রশাসক বা প্রযোজ্যক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে পদক্ষেপ গ্রহণ;

(৮) সাড়াদান ও প্রাক্-পুনরুদ্ধার কার্যক্রম সমন্বয়সাধন;

(৯) সন্ধান ও উদ্ধার কার্যক্রম তদারকি;

(১০) পুনরুদ্ধার পর্যায়ের মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম সমন্বয়সাধন;

(১১) দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত টেলিযোগাযোগ-ব্যবস্থা মেরামত ও সচল করতে অতিরিক্ত যন্ত্রপাতি ও মালামালের দ্রুত সরবরাহ নিশ্চিতকরণ এবং প্রয়োজনে বিকল্প টেলিযোগাযোগ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ;

(১২) মানবিক সহায়তাসামগ্রী, তহবিল ও পরিবহন-সংক্রান্ত অগ্রাধিকার নির্ধারণ ও বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ;

(১৩) যোগাযোগ-ব্যবস্থা ও অত্যাবশ্যক সেবা প্রদান-বিষয়ক দায়দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের সম্পৃক্তকরণসহ অতিরিক্ত জনবল ও সম্পদ নিয়োজিতকরণে প্রয়োজনীয় সমন্বয়সাধন;

(১৪) জরুরি সময়ে তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিতকরণ;

(১৫) সাড়াদান প্রস্তুতি গ্রহণে যথাযথভাবে সতর্ক বার্তা প্রচার নিশ্চিতকরণ;

(১৬) সাড়াদান কার্যক্রমের শিক্ষণের আলোকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলোকে দুর্যোগপ্রস্তুতি, ঝুঁকিহ্রাস, পুনর্গঠন বা পুনর্বাসনের পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ প্রদান।

৪.২.৪ পৌরসভা দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ

এ গ্রুপের গঠন নিম্নরূপ:

১	পৌরসভার মেয়র	সভাপতি
২	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত ১ জন প্রতিনিধি	সদস্য
৩	উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত ১ জন প্রতিনিধি	সদস্য
৪	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	সদস্য
৫	সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত ১ জন প্রতিনিধি	সদস্য
৬	বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা	সদস্য
৭	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ১ জন প্রতিনিধি	সদস্য
৮	উপজেলা প্রতিনিধি, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি (যদি থাকে)	সদস্য
৯	প্রতিনিধি, ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (যদি থাকে)	সদস্য
১০	পৌরসভার মেয়র কর্তৃক মনোনীত স্থানীয় বা জাতীয় পর্যায়ে কার্যক্রম	সদস্য

	রয়েছে, এরূপ বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) ১ জন প্রতিনিধি	
১১	স্বেচ্ছাসেবক সংগঠনের (বাংলাদেশ স্কাউটস, বিএনসিসি, বিডিআরসিএস) প্রতিনিধি	সদস্য
১২	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বা সচিব, পৌরসভা	সদস্য-সচিব

পৌরসভা সমন্বয় গ্রুপের সভা

(১) পৌরসভা সমন্বয় গ্রুপ দুর্যোগপূর্ব মুহূর্তে ও দুর্যোগ চলাকালে প্রয়োজন মোতাবেক এর সভা আয়োজন করবে;

(২) পৌরসভা সমন্বয় গ্রুপ প্রয়োজনীয় ও যথাযথ মনে করলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে এর সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করতে পারবে;

(৩) পৌরসভাধীন দুর্যোগ সাড়াদান কার্যক্রমকে অধিকতর সুসংগঠিত ও কার্যকরভাবে পরিচালনা ও সমন্বয়ের জন্য পৌরসভা সমন্বয় গ্রুপ প্রয়োজনে অন্য যেকোনো কমিটির সদস্য, যেকোনো কর্মকর্তা, বিশেষজ্ঞ বা ব্যক্তিকে এর সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে পারবে।

পৌরসভা দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপের দায়িত্ব ও কার্যাবলি

(১) স্থানীয় পর্যায়ে জরুরি দুর্যোগ কার্যক্রম পরিচালনা কেন্দ্রের সঙ্গে সমন্বয় প্রতিষ্ঠা;

(২) দুর্যোগ পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিতকরণ ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনার জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষাকরণ;

(৩) প্রশিক্ষিত মানব-সম্পদ ও লজিস্টিকের (অবকাঠামো, যানবাহন ও অর্থনৈতিক) তালিকা-সংবলিত ডাইরেক্টরি প্রস্তুতকরণ;

(৪) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের সঙ্গে সাড়াদান ও মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম সমন্বয়সাধন;

(৫) জেন্ডার ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তির আলোকে' দুর্যোগ পরিস্থিতি মূল্যায়ন করে দুর্যোগ সাড়াদান ও দ্রুত পুনরুদ্ধার কার্যক্রম সমন্বয় ও পরিচালনা;

(৬) দুর্যোগ সাড়াদানে জরুরি সাড়াদান দল, লজিস্টিক ও প্রয়োজনীয় সম্পদ প্রস্তুত ও ব্যবহারযোগ্য রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৭) সাড়াদান কার্যক্রম পরিচালনার জন্য তালিকাকৃত সেবা, সম্পদ, লজিস্টিকস, জরুরি আশ্রয়স্থল হিসেবে চিহ্নিত ভবন বা স্থান, যানবাহন বা অন্যান্য সুবিধা হুকুমদখলের প্রয়োজন হলে জেলাপ্রশাসক বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে পদক্ষেপ গ্রহণ;

(৮) সাড়াদান ও প্রাক্-পুনরুদ্ধার কার্যক্রম সমন্বয়সাধন;

(৯) নগরভিত্তিক সন্ধান ও উদ্ধার টাস্কফোর্সের কার্যক্রম তদারকি;

(১০) পুনরুদ্ধার পর্যায়ের মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম সমন্বয়সাধন;

(১১) দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত টেলিযোগাযোগ-ব্যবস্থা মেরামত ও সচল করতে অতিরিক্ত যন্ত্রপাতি ও মালামালের দ্রুত সরবরাহ নিশ্চিতকরণ এবং প্রয়োজনে বিকল্প টেলিযোগাযোগ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ;

(১২) মানবিক সহায়তাসামগ্রী, তহবিল ও পরিবহন-সংক্রান্ত অগ্রাধিকার নির্ধারণ ও বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ;

(১৩) যোগাযোগ-ব্যবস্থা ও অত্যাবশ্যক সেবা প্রদান-বিষয়ক দায়দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের সম্পৃক্তকরণসহ অতিরিক্ত জনবল ও সম্পদ নিয়োজিতকরণে প্রয়োজনীয় সমন্বয়সাধন;

(১৪) জরুরি সময়ে তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিতকরণ;

(১৫) সাড়াদান প্রস্তুতি গ্রহণে যথাযথভাবে সতর্ক বার্তা প্রচার নিশ্চিতকরণ;

(১৬) সাড়াদান কার্যক্রমের শিক্ষণের আলোকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলোকে দুর্যোগপ্রস্তুতি, ঝুঁকিহ্রাস, পুনর্গঠন বা পুনর্বাসনের পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ প্রদান।

৪.২.৪.১ পৌরসভা ওয়ার্ড দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ

এ সাড়াদান গ্রুপের গঠন নিম্নরূপ:

১	পৌরসভার সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কাউন্সিলর	সভাপতি
২	সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের নির্বাচিত মহিলা কাউন্সিলর	সহ-সভাপতি
৩	ওয়ার্ডে অবস্থিত সরকারি জরুরি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান (গ্যাস, পানি, বিদ্যুৎ ও টেলিফোন) থেকে ১ জন করে প্রতিনিধি ৪ জন (যদি থাকে)	সদস্য
৪	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি (যদি থাকে)	সদস্য
৫	প্রতিনিধি, ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (যদি থাকে)	সদস্য
৬	গ্রুপ কর্তৃক মনোনীত এনজিও প্রতিনিধি ২ জন	সদস্য
৭	ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি (ইমাম/পুরোহিত) ২ জন	সদস্য
৮	বিশেষ ধরনের চাহিদা রয়েছে, এমন জনগোষ্ঠীর (প্রতিবন্ধী সংগঠনের) প্রতিনিধি	সদস্য
৯	স্কাউটস প্রতিনিধি (লিডার/রোভার স্কাউট/গার্লস স্কাউটস) ২ জন	সদস্য
১০	গণমাধ্যম প্রতিনিধি	সদস্য
১১	স্থানীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি	সদস্য
১২	নগর স্বেচ্ছাসেবক ২ জন (পুরুষ ১ জন, নারী ১ জন)	সদস্য
১৩	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর (যদি থাকে)	সদস্য
১৪	স্থানীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক প্রতিনিধি	সদস্য
১৫	ওয়ার্ড গ্রুপ কর্তৃক মনোনীত ১ জন প্রতিনিধি	সদস্য-সচিব

পৌরসভা ওয়ার্ড সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপের সভা

(১) দুর্যোগপূর্ব মুহূর্তে ও দুর্যোগ চলাকালে প্রয়োজন মোতাবেক এর সভা আয়োজন করবে;

(২) প্রয়োজনীয় ও যথাযথ মনে করলে, সংশ্লিষ্ট সংস্থা বা ব্যক্তিকে এর সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করতে পারবে;

(৩) সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড এলাকার দুর্যোগ সাড়াদান কার্যক্রম অধিকতর সুসংগঠিত ও কার্যকরভাবে পরিচালনা ও সমন্বয়ের জন্য প্রয়োজনে অন্য যেকোনো কমিটির সদস্য, কোনো কর্মকর্তা, বিশেষজ্ঞ বা ব্যক্তিকে এ সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে পারবে।

পৌরসভা ওয়ার্ড দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপের দায়িত্ব ও কার্যাবলি

(১) দুর্যোগ পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিতকরণ ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনার জন্য পৌরসভার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষাকরণ;

(২) প্রশিক্ষিত জনবল ও লজিস্টিকের (অবকাঠামো, যানবাহন ও অর্থনৈতিক) ডাইরেক্টরি প্রস্তুতকরণ;

(৩) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের সঙ্গে সাড়াদান ও মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম সমন্বয়সাধন;

(৪) জেন্ডার ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তির আলোকে দুর্যোগ পরিস্থিতি মূল্যায়ন করে দুর্যোগ সাড়াদান ও দ্রুত পুনরুদ্ধার কার্যক্রম সমন্বয় ও পরিচালনা;

(৫) দুর্যোগ সাড়াদানে জরুরি সাড়াদান দল, লজিস্টিক ও প্রয়োজনীয় সম্পদ প্রস্তুত ও ব্যবহারযোগ্য রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৬) সাড়াদান কার্যক্রম পরিচালনার জন্য তালিকাকৃত সেবা, সম্পদ, লজিস্টিকস, জরুরি আশ্রয়স্থল হিসেবে চিহ্নিত ভবন বা স্থান, যানবাহন বা অন্যান্য সুবিধা হুকুমদখলের প্রয়োজন হলে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য পৌরসভায় চাহিদা প্রেরণ;

(৭) সাড়াদান ও প্রাক্-পুনরুদ্ধার কার্যক্রম সমন্বয়ে পৌরসভাকে সহায়তা প্রদান;

(৮) জরুরি সময়ে তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিতকরণ;

(৯) সাড়াদান প্রস্তুতি গ্রহণে যথাযথভাবে সতর্ক বার্তা প্রচার নিশ্চিতকরণ।

৪.২.৫ ইউনিয়ন দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ

সমন্বয় গ্রুপের গঠন নিম্নরূপ:

১	ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত চেয়ারম্যান	সভাপতি
২	গ্রুপ কর্তৃক মনোনীত শিক্ষক প্রতিনিধি	সদস্য
৩	ইউনিয়ন পর্যায়ে কর্মরত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী ২ জন	সদস্য
৪	প্রতিনিধি, ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) (যদি থাকে)	সদস্য
৫	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি (যদি থাকে)	সদস্য
৬	গ্রুপ কর্তৃক মনোনীত এনজিও প্রতিনিধি (যাদের স্থানীয় পর্যায়ে কার্যক্রম রয়েছে)	সদস্য
৭	ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি (ইমাম/পুরোহিত) ২জন	সদস্য
৮	বিশেষ ধরনের চাহিদা রয়েছে, এমন জনগোষ্ঠীর (প্রতিবন্ধী সংগঠনের) ১ জন প্রতিনিধি	সদস্য
৯	স্বেচ্ছাসেবক সংগঠনের প্রতিনিধি (রোভারস্কাউটস/গার্লস স্কাউটস/বিডিআরসিএস ইত্যাদি) ২ জন	সদস্য
১০	গণমাধ্যম প্রতিনিধি	সদস্য
১১	স্থানীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি	সদস্য
১২	ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি (যদি থাকে)	সদস্য
১৩	বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপির প্রতিনিধি ১ জন	সদস্য
১৪	ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত নারী সদস্য ১ জন	সদস্য
১৫	ইউনিয়ন পরিষদ সচিব	সদস্য-সচিব

ইউনিয়ন দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপের সভা

(১) ইউনিয়ন দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ দুর্যোগপূর্ব মুহূর্তে ও দুর্যোগ চলাকালে প্রয়োজন মোতাবেক এর সভা আয়োজন করবে;

(২) ইউনিয়ন দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ প্রয়োজনীয় ও যথাযথ মনে করলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে এর সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করতে পারবে;

(৩) ইউনিয়ন দুর্যোগ সাড়াদান কার্যক্রমকে অধিকতর সুসংগঠিত ও কার্যকরভাবে পরিচালনা ও সমন্বয়ের জন্য ইউনিয়ন দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ প্রয়োজনে অন্য যেকোনো কমিটির সদস্য, যেকোনো কর্মকর্তা, বা ব্যক্তিকে এর সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে পারবে।

ইউনিয়ন দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপের দায়িত্ব ও কার্যাবলি

(১) সতর্কীকরণ ও নিরাপত্তামূলক বার্তা প্রচার এবং স্থানান্তর পরিকল্পনা অনুযায়ী ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে যেতে উদ্ধারকারী দলকে সহায়তা প্রদান;

(২) আশ্রয়কেন্দ্রে নিরাপদ ও সুপেয় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করে ইউনিয়ন কমিটিকে অবহিতকরণ এবং দুর্যোগকালে বিকল্প উৎস থেকে জনগণকে নিরাপদ ও সুপেয় পানি পেতে সহায়তা প্রদান;

(৩) দুর্যোগে জরুরি করণীয় বিষয়ে চেকলিস্ট প্রস্তুত করা এবং প্রয়োজনীয় উপকরণ ও জনবল প্রস্তুত রাখতে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষাকরণ;

(৪) পূর্বতালিকা অনুযায়ী স্থানীয়ভাবে প্রাপ্য সুবিধা ব্যবহার করে স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তায় জরুরি উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা এবং প্রয়োজনে অন্যান্য উদ্ধারকারী দলকে সহযোগিতা প্রদান;

(৫) আশ্রয়কেন্দ্রে নারী ও শিশুদের একত্রে আলাদা কক্ষে রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ এবং তাদের নিরাপত্তাসহ নিরাপদ পানি ও খাবার সরবরাহে আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সহযোগিতা প্রদান;

(৬) জনগণকে তাদের মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ ও দ্রব্যাদি, যেমন: গবাদি পশু, হাঁস-মুরগি, জরুরি খাদ্য, জ্বালানি সামগ্রী, রেডিও, টর্চলাইট, মোবাইল ফোন ইত্যাদি আশ্রয়কেন্দ্রে বা নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরে সহযোগিতা প্রদান;

(৭) দুর্যোগ সাড়াদানে নিয়োজিত মানবিক সহায়তা ও উদ্ধারকর্মীদের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;

(৮) দুর্যোগে নিহত ব্যক্তির পরিচয় নিশ্চিতকরণ ও অভিভাবকের কাছে লাশ হস্তান্তর এবং লাশের দাবিদার না পাওয়া গেলে লাশ দাফন বা সৎকার করতে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সহায়তা প্রদান;

(৯) দুর্যোগের কারণে সৃষ্ট মানসিক আঘাত/ট্রমা কাটিয়ে উঠতে বিশেষজ্ঞ, মানসিক স্বাস্থ্যসেবায় প্রাথমিক সাড়াদানকারী/স্বেচ্ছাসেবক ও সমাজের সচেতন ব্যক্তিদের সহযোগিতায় দুর্যোগকবলিত ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় মানসিক পরিষেবা প্রদানে সহায়তা প্রদান;

(১০) গবাদি পশু, হাঁস-মুরগি মুজিব কিল্লাতে স্থানান্তরে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ এবং সহায়তা প্রদান। মুজিব কিল্লাতে স্থানান্তরিত গবাদি পশুর প্রয়োজনীয় নিরাপত্তার বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন।

৪.২.৫.১ ইউনিয়ন পরিষদ ওয়ার্ড দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ

১	সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের সদস্য	সভাপতি
২	গ্রুপ কর্তৃক মনোনীত শিক্ষক প্রতিনিধি	সদস্য
৩	ওয়ার্ড পর্যায়ে কর্মরত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী ২ জন	সদস্য
৪	প্রতিনিধি, ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) (যদি থাকে)	সদস্য
৫	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি (যদি থাকে)	সদস্য
৬	গ্রুপ কর্তৃক মনোনীত এনজিও প্রতিনিধি (যাদের স্থানীয় পর্যায়ে কার্যক্রম রয়েছে)	সদস্য
৭	ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি, (ইমাম/পুরোহিত) ২ জন	সদস্য

৮	বিশেষ ধরনের চাহিদা রয়েছে, এমন জনগোষ্ঠীর (প্রতিবন্ধী সংগঠনের) ১ জন প্রতিনিধি	সদস্য
৯	স্কাউটস প্রতিনিধি (লিডার/রোভারস্কাউট/গার্লস স্কাউটস) ২ জন	সদস্য
১০	গণমাধ্যম প্রতিনিধি	সদস্য
১১	স্থানীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি	সদস্য
১২	ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি (যদি থাকে)	সদস্য
১৩	বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপির প্রতিনিধি ১ জন	সদস্য
১৪	ইউনিয়ন পরিষদের সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের নির্বাচিত নারী সদস্য	সদস্য
১৫	ওয়ার্ড গ্রুপ কর্তৃক মনোনীত ১ জন প্রতিনিধি	সদস্য-সচিব

ইউনিয়ন পরিষদ ওয়ার্ড দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপের সভা

(১) ইউনিয়ন পরিষদ ওয়ার্ড দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ দুর্যোগপূর্ব মুহূর্তে ও দুর্যোগ চলাকালে প্রয়োজন মোতাবেক এর সভা আয়োজন করবে;

(২) ইউনিয়ন পরিষদ ওয়ার্ড দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ প্রয়োজনীয় ও যথাযথ মনে করলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে এর সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করতে পারবে;

(৩) ইউনিয়ন পরিষদ ওয়ার্ড দুর্যোগ সাড়াদান কার্যক্রমকে অধিকতর সুসংগঠিত ও কার্যকরভাবে পরিচালনা ও সমন্বয়ের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ ওয়ার্ড দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ প্রয়োজনে অন্য যেকোনো কমিটির সদস্য, যেকোনো কর্মকর্তা, বিশেষজ্ঞ বা ব্যক্তিকে এর সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে পারবে।

ইউনিয়ন পরিষদ ওয়ার্ড দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপের দায়িত্ব ও কার্যাবলি

(১) সতর্কীকরণ ও নিরাপত্তামূলক বার্তা প্রচার এবং স্থানান্তর পরিকল্পনা অনুযায়ী ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে যেতে উদ্ধারকারী দলকে সহায়তা প্রদান;

(২) আশ্রয়কেন্দ্রে নিরাপদ ও সুপেয় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করে ইউনিয়ন কমিটিকে অবহিতকরণ এবং প্রয়োজনে বিকল্প উৎস থেকে দুর্যোগকালে মানুষকে নিরাপদ ও সুপেয় পানি সরবরাহে সহায়তা প্রদান;

(৩) দুর্যোগকালে যেসব জরুরি কাজ করণীয় তার চেকলিস্ট প্রস্তুতকরণ এবং প্রয়োজনীয় উপকরণ ও জনবল প্রস্তুত আছে কি না, তা নিশ্চিত হতে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষাকরণ;

(৪) পূর্বতালিকা অনুযায়ী স্থানীয়ভাবে প্রাপ্য সুবিধা ব্যবহার করে স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তায় জরুরি উদ্ধার কার্য পরিচালনা এবং প্রয়োজনে অন্যান্য উদ্ধারকারী দলকে সহযোগিতা প্রদান;

(৫) আশ্রয়কেন্দ্রে নারী ও শিশুদের একত্রে আলাদা কক্ষে রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ এবং তাদের নিরাপত্তাসহ নিরাপদ পানি ও খাবার সরবরাহে আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সহযোগিতা প্রদান;

(৬) জনগণকে তাদের মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ ও দ্রব্যাদি, যেমন: গবাদি পশু, হাঁস-মুরগি, জরুরি খাদ্য, জ্বালানি সামগ্রী, রেডিও, টর্চলাইট, মোবাইল ফোন ইত্যাদি আশ্রয়কেন্দ্রে বা নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করতে সহযোগিতা প্রদান;

(৭) দুর্যোগকালে নিয়োজিত মানবিক সহায়তা ও উদ্ধারকর্মীদের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;

(৮) দুর্যোগকালীন সময়ে মৃত ব্যক্তির পরিচয় নিশ্চিতকরণ ও অভিভাবকের কাছে লাশ হস্তান্তর এবং লাশের দাবিদার না পাওয়া গেলে লাশ দাফন বা সৎকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সহায়তা প্রদান;

(৯) দুর্যোগের কারণে সৃষ্ট মানসিক আঘাত/ট্রমা কাটিয়ে উঠতে বিশেষজ্ঞ, মানসিক স্বাস্থ্যসেবায় প্রাথমিক সাড়াদানকারী/স্বেচ্ছাসেবক ও সমাজের সচেতন ব্যক্তিদের সহযোগিতায় দুর্যোগকবলিত ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় মানসিক পরিষেবা প্রদান।

৪.৩ স্থানীয় পর্যায়ে মাল্টি এজেন্সি ইনসিডেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (Multi-agency Incident Management System)

জাতীয় পর্যায়ের মাল্টি এজেন্সি ইনসিডেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের সঙ্গে সংগতি রেখে স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ পরিস্থিতির সমুদয় নিয়ন্ত্রণ গ্রহণে একজন স্থানীয় ডিজাস্টার ইনসিডেন্ট ম্যানেজার নির্বাচন করতে হবে। স্থানীয় পর্যায়ে বলতে ওয়ার্ড, ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা, পৌরসভা অথবা সিটি কর্পোরেশনের দুর্যোগকবলিত এলাকা বোঝানো হয়েছে। একইভাবে ডিজাস্টার ইনসিডেন্ট ম্যানেজার দুর্যোগ পরিস্থিতি ব্যবস্থাপনায় সহযোগিতা করতে বিভিন্ন পর্যায়ের স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে স্থানীয় পর্যায়ে ডিজাস্টার ইনসিডেন্ট ম্যানেজমেন্ট টিম গঠন করতে পারবেন। ইনসিডেন্ট ম্যানেজমেন্টের কাঠামো ও কর্মপরিধি বিষয়ে এসংক্রান্ত নির্দেশিকার সহযোগিতা গ্রহণ করতে হবে। এ আদেশাবলির অধ্যায় ২-এর ২.৪ অনুচ্ছেদে দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত নির্দেশিকাসমূহের তালিকায় এটি প্রণয়নের উল্লেখ রয়েছে। উক্ত নির্দেশনায় ইনসিডেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, ডিজাস্টার ইনসিডেন্ট ম্যানেজার নির্বাচন, দায়িত্ব এবং জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে সমন্বয়ের বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখ থাকবে।

অধ্যায় ৫: দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, সংস্থার ভূমিকা ও দায়িত্ব

৫.১ সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন কর্পোরেশনের অনুসরণীয় সাধারণ দায়িত্ব ও কর্তব্য:

দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, সংস্থার নির্দিষ্ট দায়িত্ব ও কর্তব্য পৃথকভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। সে অনুযায়ী, স্ব-স্ব মন্ত্রণালয় তাদের নীতিমালা ও বিধিতে দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস এবং দুর্যোগে কার্যকর সাড়াদানের বিষয় অন্তর্ভুক্ত করাসহ এসংক্রান্ত নির্দেশিকা তৈরি করবে। প্রতিটি মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর ও অনান্য সংস্থা নিম্নলিখিত সাধারণ দায়িত্বাবলি পালন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস

ক) উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তন-সংক্রান্ত বিষয়গুলো যথাযথভাবে অন্তর্ভুক্ত করা;

খ) ঝুঁকিহ্রাস ও উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে Disaster Impact Assessment (DIA) পদ্ধতি অনুসরণ করবে;

গ) জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত নীতি ও কার্যক্রম সমন্বিত করা;

ঘ) স্ব-স্ব মন্ত্রণালয়ের আইন, নীতিমালা ও বিধিতে দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস, সাড়াদান, পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন বিষয় অন্তর্ভুক্তকরণ এবং প্রয়োজনে এসংক্রান্ত নির্দেশিকা তৈরি করা;

ঙ) বিভিন্ন আপদ ও সংশ্লিষ্ট সেক্টরে এর প্রভাব এবং মোকাবিলা বিষয়ে গবেষণার জন্য স্ব-স্ব মন্ত্রণালয়ের কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

চ) দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস ও জরুরি সাড়াদান কার্যক্রমের পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের নিমিত্ত গঠিত জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন কমিটিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ;

ছ) বিভিন্ন আপদ ও ঝুঁকি বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চিহ্নিত ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতার ভিত্তিতে দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সম্পদ বরাদ্দ প্রদান;

জ) মন্ত্রণালয় ও অধীন দপ্তরগুলোর জন্য আপদকালীন পরিকল্পনা প্রস্তুত করা;

ঝ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উদ্ধার, সাড়াদান ও পুনর্বাসন-কার্যক্রমের যথাযথ ব্যবস্থাপনার জন্য ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার বা নিয়ন্ত্রণকক্ষ প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা;

ঞ) দ্রুত সাড়াদান, উদ্ধার ও মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্ত সক্ষমতা বিশ্লেষণ এবং ঘাটতির আলোকে এর উন্নয়নে প্রশিক্ষণসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

ট) সাড়াদান, মানবিক সহায়তা ও উদ্ধার কার্যক্রমে আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় ব্যবস্থা জোরদারকরণ এবং মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট অন্য অংশীজনের সঙ্গে তথ্য আদানপ্রদান ব্যবস্থার উন্নয়ন করা;

ঠ) সাড়াদান, মানবিক সহায়তা, উদ্ধার ও পুনর্গঠন কার্যক্রমের অভিজ্ঞতা ও শিক্ষণের আলোকে আপদকালীন পরিকল্পনা নিয়মিত পর্যালোচনা এবং হালনাগাদ করা;

ড) স্ব-স্ব মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তরে দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে একজন কর্মকর্তাকে ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে মনোনয়ন প্রদান;

ঢ) মন্ত্রণালয় ও এর সংস্থাগুলোর নীতিমালা, কর্মসূচি ও পরিকল্পনার মধ্যে দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস, সাড়াদান, পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্তিকরণ নিশ্চিতকরণ;

ণ) ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০-এ বর্ণিত ছয়টি ডিজাস্টার হটস্পট বিবেচনায় নিয়ে মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও ঝুঁকি অবহিতিমূলক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন;

ত) বিদ্যমান অবকাঠামোর দুর্যোগ-সহনশীলতা বৃদ্ধি করতে ঝুঁকিহ্রাস কৌশল গ্রহণ এবং সেবা ও পদ্ধতিসমূহের সম্ভাব্য ক্ষতিহ্রাসের উদ্যোগ গ্রহণ;

থ) খাতভিত্তিক ঝুঁকি নিরূপণপূর্বক ঝুঁকিহ্রাস ও আপদকালীন পরিকল্পনা তৈরি;

দ) বিভিন্ন ধরনের দুর্যোগের ওপর নিয়মিত মহড়ার পরিকল্পনা প্রণয়ন ও আয়োজন;

ধ) সামাজিক অন্তর্ভুক্তিমূলক (নারী, শিশু, প্রবীণ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ইত্যাদি) দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস ও জরুরি সাড়াদান পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

ন) নির্মাণকাজে বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড (বিএনবিসি) যথাযথভাবে অনুসরণ।

জরুরি সাড়াদান

ক) মানবিক সহায়তা, উদ্ধার ও পুনর্গঠন কার্যক্রম পরিচালনায় আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ;

খ) সকল পর্যায়ের কমিটিগুলোর সভায় সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়ন করা;

গ) জাতীয় জরুরি-দুর্যোগ পরিচালন কেন্দ্রের (NEOC) সঙ্গে সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংস্থা, অধিদপ্তরের যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা;

ঘ) মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরগুলোর মাধ্যমে দুর্যোগ সতর্ক বার্তা প্রচার নিশ্চিতকরণ;

ঙ) সাড়াদান, মানবিক সহায়তা, উদ্ধার ও পুনর্গঠন কার্যক্রম বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়ের প্রয়োজনীয় সম্পদ প্রস্তুত রাখা;

চ) সাড়াদান, উদ্ধার ও মানবিক সহায়তা-কার্যক্রমে সহায়তার জন্য স্থানীয় পর্যায়ের কর্মীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ;

ছ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে স্থাপিত জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় কেন্দ্রে (NDRCC) নিয়মিত তথ্য ও প্রতিবেদন প্রেরণ;

জ) পরিস্থিতি প্রতিবেদন (Situation Report) প্রস্তুত করা ও তা যথাযথ প্রচারের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ;

ঝ) ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো পুনর্নির্মাণ ও মেরামতের খরচ নির্ধারণসহ সার্বিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ করে প্রতিবেদন তৈরি এবং তা যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে প্রেরণ;

ঞ) প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে দুর্যোগ-উত্তর সকল সেবা পুনঃপ্রতিষ্ঠাকরণ ও চালু রাখা;

ট) দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণপূর্বক চাহিদা মোতাবেক মানবিক সহায়তা, উদ্ধার ও পুনর্বাসন-কার্যক্রম গ্রহণ;

ঠ) পুনর্গঠন কার্যক্রমের মাধ্যমে আগের চেয়ে ভালো অবস্থায় ফিরিয়ে আনা (Build Back Better) পদ্ধতি অনুসরণ করা;

ড) মানবিক সহায়তা, উদ্ধার ও পুনর্বাসন-কার্যক্রমে সহযোগিতার জন্য দুর্যোগকবলিত হয়নি, এমন এলাকা থেকে দুর্যোগকবলিত অঞ্চলে জনবল স্থানান্তরসহ প্রয়োজনীয় সম্পদ সরবরাহ করা।

৫.২ মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন কর্পোরেশনের অনুসরণীয় সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব ও কর্তব্য:

৫.২.১ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস ও জরুরি সাড়াদানে নিম্নোক্ত দায়িত্ব পালন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস

ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা-বিষয়ক আইন, নীতিমালা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন, হালনাগাদকরণ ও বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সবাইকে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান;

খ) দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস ও জরুরি সাড়াদান কার্যক্রম পর্যালোচনা এবং মূল্যায়নপূর্বক এর উন্নয়ন, পরিমার্জন বা পরিবর্তনের জন্য কৌশলগত দিক-নির্দেশনা প্রদান;

গ) পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসহ বিভিন্ন খাতভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস, সাড়াদান ও পুনর্বাসন বিষয় অন্তর্ভুক্তকরণে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগকে নির্দেশনা বা পরামর্শ প্রদান;

ঘ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত গৃহীত প্রকল্প বা কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং উন্নয়নে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান;

ঙ) সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়, সরকারি দপ্তরসমূহের জন্য অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালনের নিমিত্ত দুর্যোগ-বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি অনুসরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান;

চ) দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা অনুসারে খাতভিত্তিক কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সম্পদ বরাদ্দে বাজেট সরবরাহকারী কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান;

ছ) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও এর অধীন দপ্তরসমূহের মাধ্যমে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল (NDMC), আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি (IMDMCC), ভূমিকম্প প্রস্তুতি ও সচেতনতা কমিটি (EPAC) এবং জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা কমিটির (NDMAC) সুপারিশমালা বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদান;

জ) জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের কার্যক্রম সমন্বয়সাধন;

ঝ) সাড়াদান, উদ্ধার, মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসন-কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সম্পদের জোগান নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়কে নির্দেশনা প্রদান;

ঞ) সাড়াদান, মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসনসংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি, ভূমিকম্প প্রস্তুতি ও সচেতনতা কমিটি এবং জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা কমিটি কর্তৃক আয়োজিত সভায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণ এবং চলমান সিদ্ধান্ত ও কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করা।

জরুরি সাড়াদান

ক) NEOC ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন NDRCC-এর সঙ্গে কার্যকরী যোগাযোগ গড়ে তোলা;

খ) সংশ্লিষ্ট দপ্তর কর্তৃক প্রচারিত সতর্ক বার্তা যথাযথ ও কার্যকর হচ্ছে কি না, তা পর্যবেক্ষণ করা;

গ) সাড়াদান, উদ্ধার ও মানবিক সহায়তা-কার্যক্রমের আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও নির্দেশনা প্রদান;

ঘ) সকল বড় দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপকতা বিবেচনায় নিয়ে প্রস্তুতি, সাড়াদান ও পুনর্বাসন-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান।

৫.২.১.১ এনজিও-বিষয়ক ব্যুরো

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসকে এনজিও অ্যাফেয়ার্স ব্যুরোর FD-6 ফরম্যাটে অন্তর্ভুক্ত করতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;
খ) এনজিওগুলোকে দুর্যোগ-সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রচারণা অন্তর্ভুক্ত করতে নির্দেশনা প্রদান;
গ) শহর অঞ্চলে কর্মরত এনজিওগুলোকে ভূমিকম্প আপদকালীন পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে নির্দেশনা প্রদান;
ঘ) দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসসংক্রান্ত প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা ও সুপারিশ অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে এনজিওগুলোকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান।

জরুরি সাড়াদান

(১) সাড়াদান প্রস্তুতি পর্যায়

ক) মানবিক সহায়তা কর্মসূচি রয়েছে, এমন এনজিওর ডাটাবেজ তৈরি, রক্ষণাবেক্ষণসহ সকল তথ্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;
খ) সংশ্লিষ্ট এনজিওগুলোকে দুর্যোগ সাড়াদানে প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান।

(২) সতর্কীকরণ/হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) সতর্ক বার্তা সম্পর্কে সাধারণ জনগণের মধ্যে প্রচারণা চালাতে এনজিওগুলোকে নির্দেশনা প্রদান।

(৩) দুর্যোগ পর্যায়

ক) প্রয়োজন অনুসারে জেলা ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সহযোগিতা করতে সব এনজিওকে নির্দেশনা প্রদান;
খ) মানবিক সহায়তার জন্য এনজিওগুলোর কাছে আন্তর্জাতিক সংস্থা/গোষ্ঠী কর্তৃক প্রেরিত দ্রব্যসামগ্রী বিমান/নৌবন্দর থেকে দ্রুত ছাড়করণে সহায়তা প্রদান;
গ) স্থানীয় প্রশাসনকে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে সহযোগিতা করতে এনজিওগুলোকে নির্দেশনা প্রদান;

- দুর্যোগকবলিত জনগোষ্ঠীকে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর;
- ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ;
- চিকিৎসাসেবা প্রদান;
- মানবিক সহায়তা-সামগ্রী পরিবহন ও সরবরাহ;
- বিশেষ নির্দেশনার ভিত্তিতে দুর্যোগকবলিত অঞ্চলে ক্ষুদ্রঋণের কিস্তি আদায় সাময়িকভাবে স্থগিত করা;
- স্থানীয় প্রশাসনের চাহিদা মোতাবেক প্রয়োজন অনুযায়ী অন্যান্য যেকোনো বিষয়।

(৪) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়

ক) সরকারি, আন্তর্জাতিক, জাতীয় ও স্থানীয় এনজিওসহ অন্য সংস্থার দ্রুত উদ্ধার ও পুনর্বাসন-কার্যক্রম মূলধারায় অন্তর্ভুক্তকরণে যথাযথ নির্দেশনা প্রদান;

খ) দুর্যোগ-পরবর্তী উদ্ধার ও পুনর্বাসন প্রকল্প প্রস্তাবনা এফডি-৭ (Foreign Donation-7) অনুযায়ী জরুরি অনুমোদন প্রদানে সহায়তা প্রদান;

গ) দ্রুত উদ্ধার ও পুনর্বাসন-কার্যক্রমে এনজিওগুলোকে আইনগত সহায়তা প্রদান;

ঘ) ভৌগোলিক এলাকাভিত্তিক বিভিন্ন সংস্থার সার্বিক কার্যক্রমের তথ্যভান্ডার তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণ করা।

৫.২.২ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় প্রণীত এবং আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির সুপারিশকৃত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত নীতি ও আইনি কর্মকাঠামো অনুমোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ;

খ) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের নীতি, পরিকল্পনা ও কর্মসূচিতে দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস, সাড়াদান ও পুনর্বাসন বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্তকরণে নির্দেশনা প্রদান;

গ) রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেটে দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ অনুমোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঘ) জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিসমূহের সভা নিয়মিতভাবে আয়োজনের জন্য যথাযথ নির্দেশনা প্রদান;

ঙ) আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির সভায় যথাযথ প্রতিনিধি প্রেরণ এবং স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও অধিদপ্তরগুলোকে যথাযথ নির্দেশনা প্রদান;

চ) জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলকে সাচিবিক সহযোগিতা প্রদান।

জরুরি সাড়াদান

ক) দুর্যোগে সাড়াদান, মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসন-কার্যক্রম বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং মাঠ প্রশাসনকে নির্দেশনা প্রদানসহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ;

খ) প্রয়োজনে দুর্যোগকবলিত হয়নি, এমন এলাকা থেকে দুর্যোগকবলিত এলাকায় কর্মকর্তা প্রেরণে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে কর্মকর্তা প্রেরণের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে উদ্যোগ গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান;

গ) জরুরি সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে দুর্যোগকবলিত এলাকায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের অস্থায়ী কার্যালয় স্থাপনে নির্দেশনা প্রদান।

৫.২.৩ সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ

এ বিভাগ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নিম্নলিখিত কার্যক্রম/পদক্ষেপ গ্রহণ করবে:

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) খাতভিত্তিক ঝুঁকি নিরূপণের মাধ্যমে প্রস্তুতি ও ঝুঁকিহ্রাস কৌশল প্রণয়ন;

খ) সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের জন্য ভূমিকম্প ও ভূমিধস বিষয়ে আপদকালীন পরিকল্পনা তৈরি;

গ) ভূমিকম্পসহ অন্যান্য দুর্যোগ বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা আয়োজন;

ঘ) ভূমিকম্প প্রস্তুতি ও জরুরি সাড়াদান মহড়ার আয়োজন করা;

ঙ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সমন্বয় করে ডিজাস্টার রেসপন্স এক্সারসাইজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ (DREE) আয়োজন করা;

চ) ভূমিকম্পঝুঁকিপূর্ণ, বিপদাপন্ন এলাকা জোনিং করা ও সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ এবং সাড়াদান কার্যক্রম পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারণ করা;

ছ) দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত তথ্য আদানপ্রদান ও জরুরি যোগাযোগ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা;

জ) সন্ধান ও উদ্ধারের (Search and Rescue) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি জোগান, মজুত, সংরক্ষণ ও কার্যকর রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ।

ঝ) দুর্যোগপ্রস্তুতি ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেটের সংস্থান রাখা।

জরুরি সাড়াদান

(১) সাড়াদান প্রস্তুতি পর্যায়

ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপের সঙ্গে কার্যকর যোগাযোগ ও সমন্বয় করা;

খ) দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চলের ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা বিবেচনায় নিরাপত্তা, স্থানান্তর ও উদ্ধার কার্যক্রমে সহযোগিতার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণসহ সশস্ত্র বাহিনীর যথাযথ প্রস্তুতি নিশ্চিতকরণ;

গ) সশস্ত্র বাহিনী বিভাগে গঠিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা টাস্কফোর্সের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঘ) জরুরি সন্ধান, উদ্ধার, স্থানান্তর ও মানবিক সহায়তা-কার্যক্রমে নিয়োজিত করতে সশস্ত্র বাহিনীর গ্রুপ গঠন করা;

ঙ) দুর্যোগে জরুরি সাড়াদান কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বাজেট প্রণয়ন এবং এর বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় বরাদ্দের ব্যবস্থা গ্রহণ;

চ) চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বেসামরিক কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতার জন্য সশস্ত্র বাহিনীকে নিয়োজিত করতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় পরিকল্পনা গ্রহণ;

ছ) জরুরি সাড়াদান, উদ্ধার ও মানবিক সহায়তা বিষয়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন;

জ) স্থাপনা, উপকরণ, মানুষ ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;

ঝ) আপদকালীন পরিকল্পনা প্রণয়ন;

ঞ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ফোকাল পয়েন্ট মনোনীত করা এবং সংশ্লিষ্ট সবাইকে অবগত করা।

(২) সতর্কীকরণ/হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) নিয়ন্ত্রণকক্ষ পরিচালনাসহ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পর্যবেক্ষণ ও সমন্বয় সেল সার্বক্ষণিক চালু রাখা;

খ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে জাতীয় জরুরি-দুর্যোগ পরিচালন কেন্দ্রের (NEOC) সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা;

গ) চাহিদা অনুসারে উদ্ধার, স্থানান্তর ও মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম পরিচালনা করতে সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনীর সংশ্লিষ্ট ইউনিটকে প্রস্তুত রাখা।

(৩) দুর্যোগ পর্যায়

ক) সরকারের চাহিদা অনুসারে বেসামরিক কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা করতে সাড়াদান, মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসন-কার্যক্রমে সশস্ত্র বাহিনীকে নিয়োজিত করা;

খ) উদ্ধার, মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসনকার্যক্রম-বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ এবং তা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সমন্বয় সেল, NEOC, আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের NDRCC-তে প্রেরণ;

গ) চাহিদা অনুসারে বেসামরিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত উদ্ধার ও মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম বাস্তবায়ন;

ঘ) ইনসিডেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের আওতায় বেসামরিক প্রশাসন ও কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয় রাখা;

ঙ) সশস্ত্র বাহিনী কর্তৃক পরিচালিত মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসন-কার্যক্রম-বিষয়ক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা এবং তা জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।

(৪) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়

ক) দুর্যোগকবলিত অঞ্চলে জরিপ ও পুনর্বাসনের চাহিদা নিরূপণে সহায়তা প্রদান;

খ) প্রয়োজনে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদান;

গ) পরিবেশ উন্নয়ন ও ধ্বংসস্তূপ অপসারণে স্থানীয় প্রশাসনকে সহযোগিতা প্রদান;

ঘ) বিশুদ্ধ খাওয়ার পানির সরবরাহ-ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে ও যোগাযোগ-ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন বা পুনর্গঠনে স্থানীয় প্রশাসনকে সহযোগিতা প্রদান;

ঙ) প্রয়োজনে ফিল্ড হাসপাতাল স্থাপন করা;

চ) অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা প্রদান।

৫.২.৩.১ বাংলাদেশ সেনাবাহিনী
দুর্যোগের বিভিন্ন পর্যায়ে সেনাবাহিনী নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) Chemical, Biological, Radiological and Nuclear explosive (CBRNe)-সংক্রান্ত দুর্যোগসহ অন্যান্য দুর্যোগের ঝুঁকি নিরূপণপূর্বক বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জন্য ঝুঁকিহ্রাস ও সাড়াদান প্রস্তুতি পরিকল্পনা তৈরি;

খ) পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান নিশ্চিতকরণ;

গ) দুর্যোগঝুঁকিভিত্তিক যোগাযোগ-ব্যবস্থা গড়ে তোলা;

ঘ) সেনাবাহিনীর সদস্যদের জন্য দেশে-বিদেশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা-বিষয়ক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজনা করা;

ঙ) ভূমিকম্প, CBRNe-সংক্রান্ত দুর্যোগসহ অন্যান্য দুর্যোগের আপদকালীন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সংস্থার আপদকালীন পরিকল্পনা নিয়মিত হালনাগাদ করা;

চ) সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে কার্যকরী পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা গড়ে তোলা;

ছ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় প্রশাসন, BNACWC এবং ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর সমন্বয়ে রাসায়নিকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাগুলো চিহ্নিত করা;

জ) বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য বা রাসায়নিক অস্ত্রসংক্রান্ত দুর্যোগ, দুর্ঘটনা মোকাবিলায় প্রস্তুতি ও সাড়াদান বিষয়ে নিয়মিত সভার আয়োজন ও প্রস্তুতি পর্যবেক্ষণ;

ঝ) দুর্যোগ সাড়াদানে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি এবং দেশে-বিদেশে দুর্যোগ-সংক্রান্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ রাখা।

জরুরি সাড়াদান

(১) সাড়াদান প্রস্তুতি পর্যায়

ক) জরুরি সাড়াদান কার্যক্রমের জন্য হালকা যানবাহন, ট্রাক, উদ্ধার জলযানের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ;

খ) নিম্নলিখিত বিষয়ে জরুরি সাড়াদান পরিকল্পনা গ্রহণ:

- সতর্কীকরণ ও বিপদ সংকেত প্রচার;
- যোগাযোগ-ব্যবস্থা স্থাপন;
- সাড়াদান প্রস্তুতি নিরূপণ ও অনুশীলন;
- ব্যক্তি, উপকরণ ও স্থাপনার নিরাপত্তা;
- সাড়াদান ও মানবিক সহায়তা-কার্যক্রমে সহযোগিতা করতে প্রয়োজনীয় সম্পদ চিহ্নিতকরণ;
- বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর উপযুক্ত সদস্যবৃন্দের সমন্বয়ে উপদল ফোর্স গঠন করে রিজার্ভে রাখা (নিরাপত্তা, উদ্ধার অভিযান, চিকিৎসাসেবা আনুষঙ্গিক সহায়তা প্রদান)।

গ) উপকরণ, স্থাপনা, জনসাধারণের নিরাপত্তার জন্য নিজস্ব কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও নিয়মিত হালনাগাদকরণ;

ঘ) দুর্যোগকালে বেসামরিক প্রশাসনের চাহিদায় সাড়া দিতে অপারেশনাল পরিকল্পনা প্রণয়ন;

ঙ) প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং স্টাফ কলেজগুলোতে সেনাবাহিনী জোয়ান ও কর্মকর্তাদের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথা: ভূমিকম্প ও অগ্নিনির্বাপণ মহড়া বিষয়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা;

চ) দুর্যোগপ্রস্তুতি ও সাড়াদান-বিষয়ক মহড়ার আয়োজন করা;

ছ) স্থানীয় প্রশাসন, BNACWC এবং ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সঙ্গে সমন্বয়ে রাসায়নিক অস্ত্র ও শিল্পকারখানার ব্যবহৃত বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্যঘটিত দুর্যোগ, দুর্ঘটনা মোকাবিলায় যথাযথ প্রশিক্ষণ গ্রহণ, মহড়া আয়োজন ও সরঞ্জামাদি সংগ্রহ করা;

জ) জরুরি সাড়াদান কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় যানবাহন ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা, প্রশিক্ষণে ব্যবহার করা এবং যথোপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঝ) সেনাবাহিনীর সদস্যদের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত দেশে-বিদেশে উচ্চতর শিক্ষা/প্রশিক্ষণ/কনফারেন্সের জন্য বাজেট বরাদ্দ রাখা।

(২) সতর্কীকরণ/হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) দুর্যোগকালীন সদর দপ্তর ও সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় সদর দপ্তরগুলোর নিয়ন্ত্রণকক্ষ চালু করা এবং এগুলোর টেলিফোন নম্বর পরিচালক মিলিটারি অপারেশন, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সমন্বয় সেলের দায়িত্বরত কর্মকর্তা ও নিয়ন্ত্রণকক্ষ, NEOC এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের NDRCC, নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনীর নিয়ন্ত্রণকক্ষসমূহে প্রেরণ;

খ) সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি সতর্কীকরণ আদেশ জারি করা, সেনাবাহিনীকে দ্রুত নিয়োজিত করতে আদেশ জারি করা এবং আসন্ন দুর্যোগে ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব প্রদান করা;

গ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ ইউনিট হিসেবে কাজ করার জন্য টাস্কফোর্স গঠন করা, এ ইউনিটগুলো একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ পদাতিক সৈনবাহিনী, প্রকৌশলী, চিকিৎসক ও নার্সিং সহযোগীদের নিয়ে গঠিত হবে;

ঘ) রিজার্ভ টাস্কফোর্স প্রস্তুত রাখা এবং প্রয়োজনা অনুযায়ী মোতায়েন করা;

ঙ) টাস্কফোর্স কমান্ডার স্থানান্তর, উদ্ধার, মানবিক সহায়তা, স্বাস্থ্যসেবা ও পুনর্বাসন-কার্যক্রমের জন্য সিভিল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয়;

চ) বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য বা রাসায়নিক অস্ত্র দ্বারা সংঘটিত রাসায়নিক দুর্যোগ, দুর্ঘটনায় সাড়াদানের জন্য স্থানীয় প্রশাসন এবং BNACWC-এর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে দুর্যোগ মোকাবিলা কার্যক্রম সমন্বয়সাধন;

ছ) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সমন্বয় সেলে বিদ্যমান পরিস্থিতি ও কার্যক্রমের ওপর প্রতিবেদন প্রেরণ।

(৩) দুর্যোগ পর্যায়

ক) সেনাবাহিনী ও সংশ্লিষ্ট ফরমেশন (বিভাগীয়) সদর দপ্তরসমূহের দুর্যোগ নিয়ন্ত্রণকক্ষ ২৪/৭ ভিত্তিতে সার্বক্ষণিক খোলা রাখা;

খ) দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চল থেকে পূর্বপ্রস্তুতিসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রম সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ এবং এগুলো প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সমন্বয় সেল, NEOC, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের NDRCC-তে প্রেরণ;

গ) স্থানীয় প্রশাসন, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এবং BNACWC-এর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত ইউনিট রাসায়নিক দুর্ঘটনায় উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা করা;

ঘ) রাসায়নিক অস্ত্র বা বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য দ্বারা সংঘটিত রাসায়নিক দুর্যোগ/দুর্ঘটনায় আহতদের চিকিৎসার জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সামরিক/বেসামরিক চিকিৎসদের সমন্বয়ে বিশেষ ইউনিট গঠন করা;

ঙ) জীবাণুমুক্তকরণ, বিষাক্ত রাসায়নিক মুক্তকরণ, মৃতদেহ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ও অন্যান্য সংস্থাকে সহায়তা প্রদান;

চ) চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে টাস্কফোর্স নিয়োগ করা;

ছ) স্থানীয় প্রশাসনকে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদান:

- জরুরি স্থানান্তর;
- ধ্বংসপ্রাপ্ত অবকাঠামোগুলোতে সন্ধান ও উদ্ধার কার্যক্রম চালানো;
- মৃতদেহ উদ্ধার ও ধ্বংসস্তূপ অপসারণ;

- প্রয়োজনে ফিল্ড হাসপাতাল স্থাপনসহ চিকিৎসাসেবা প্রদান;
- রোগের সংক্রমণ প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ;
- অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা;
- ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণে সহায়তা করা। প্রয়োজনে সেনা ও বিমান বাহিনীর হেলিকপ্টার, বিমানসহ অন্যান্য যানবাহন ব্যবহার করা।

জ) জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলকে সর্বশেষ অবস্থা জানানোর উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সমন্বয় সেল, NEOC ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের NDRCC-তে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রেরণ;

ঝ) দুর্যোগকবলিত অঞ্চলসমূহে মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম গ্রহণ এবং উদ্ধার কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় প্রশাসনকে সহযোগিতা প্রদান;

ঞ) দুর্যোগকবলিত অঞ্চলের মানুষের উপকারার্থে মানবিক দিক থেকে অপরিহার্য বিবেচনায় বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ।

(৪) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়

ক) দুর্যোগকবলিত এলাকায় জরিপকাজ পরিচালনা করা এবং মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসনের চাহিদা নিরূপণ করা;

খ) পরিবেশ উন্নয়নে ও ধ্বংসস্তূপ অপসারণে স্থানীয় প্রশাসনকে সহযোগিতা প্রদান;

গ) দুর্যোগকবলিত এলাকায় আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসার জন্য চিকিৎসাসেবা প্রদানকারীদল এবং মহামারি প্রতিরোধে নিয়োজিত সংস্থাগুলোকে সহযোগিতা প্রদান;

ঘ) বিশুদ্ধ খাওয়ার পানির ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে স্থানীয় প্রশাসনকে সহযোগিতা প্রদান;

ঙ) অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা প্রদান;

চ) প্রয়োজন হলে বেসামরিক প্রশাসন কর্তৃক গৃহীত পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন কার্যক্রমে অংশ নেওয়া;

ছ) মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসনকাজের অগ্রগতি জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলকে অবহিতকরণের জন্য বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সমন্বয় সেল, NEOC এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের NDRCC-তে প্রেরণ।

৫.২.৩.২ বাংলাদেশ নৌবাহিনী

বাংলাদেশ নৌবাহিনী নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) খাতভিত্তিক CBRNe-সংক্রান্ত দুর্যোগসহ ঝুঁকি নিরূপণপূর্বক বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জন্য ঝুঁকিহ্রাস, প্রস্তুতিমূলক ও কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন;

খ) পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান নিশ্চিতকরণ;

গ) বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা-বিষয়ক সচেতনতামূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঘ) ভূমিকম্প, CBRNe-সংক্রান্ত দুর্যোগসহ অন্যান্য দুর্যোগ-সম্পর্কিত প্রস্তুতি ওপর নৌবাহিনীর সদস্যদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঙ) ভূমিকম্প-সম্পর্কিত প্রস্তুতির ওপর নৌবাহিনীর সদস্যদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

চ) সেক্টরাল আপদকালীন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও হালনাগাদ করা (ঘূর্ণিঝড়ের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া যেতে পারে), দুর্যোগপ্রস্তুতির অবস্থা পর্যালোচনা করতে বার্ষিক মহড়ার আয়োজন করা;

ছ) দুর্যোগঝুঁকি যোগাযোগ-ব্যবস্থা গড়ে তোলা;

জ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় প্রশাসন, BNACWC এবং ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সমন্বয়ে রাসায়নিকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাগুলো চিহ্নিত করা;

ঝ) বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য বা রাসায়নিক অস্ত্রসংক্রান্ত দুর্যোগ, দুর্ঘটনা মোকাবিলায় প্রস্তুতি ও সাড়াদান বিষয়ে নিয়মিত সভার আয়োজন ও প্রস্তুতি পর্যবেক্ষণ করা;

ঞ) দুর্যোগ সাড়াদানে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি এবং দেশে-বিদেশে দুর্যোগ-সংক্রান্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ রাখা।

জরুরি সাড়াদান

(১) সাড়াদান প্রস্তুতি পর্যায়

ক) খুলনা, চট্টগ্রাম, পায়রা বন্দর ও সদর দপ্তরে নৌবাহিনীর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ফোকাল পয়েন্ট মনোনীত করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা;

খ) জরুরি সাড়াদান, উদ্ধার ও মানবিক সহায়তার ওপর নৌবাহিনী সদস্যদের জন্য প্রশিক্ষণ ও মহড়ার আয়োজন করা;

গ) নিম্নলিখিত বিষয়ে জরুরি সাড়াদান পরিকল্পনা গ্রহণ:

- সতর্ক বার্তা ও হুঁশিয়ারি সংকেত;
- যোগাযোগ পদ্ধতি;
- সাড়াদান প্রস্তুতি ও অনুশীলন করা;
- স্থাপনা, জাহাজ, উপকরণ ও বাহিনীর সদস্যদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;
- বেসামরিক প্রশাসনের প্রয়োজনে সাড়া দেওয়া;
- উদ্ধার ও মানবিক সহায়তা-কার্যক্রমে সহযোগিতা করতে প্রয়োজনীয় সম্পদ চিহ্নিত করা;
- উপযুক্ত উদ্ধার জলযান চিহ্নিত করা;

ঘ) স্বল্প সময়ের নোটিশে দীর্ঘমেয়াদি মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা;

ঙ) নৌবাহিনী সদর দপ্তরের কার্যনির্বাহী দায়িত্বপ্রাপ্ত শাখা কর্তৃক সতর্ক বার্তা গ্রহণ ও প্রয়োজনীয় আগাম ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর/দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে কার্যকর যোগাযোগ রক্ষা করা;

চ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় প্রশাসন, BNACWC, বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এবং বিস্ফোরক পরিদপ্তরের সমন্বয়ে রাসায়নিক অস্ত্র ও শিল্পকারখানার ব্যবহৃত বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য ঘটিত দুর্যোগ/দুর্ঘটনা মোকাবিলায় যথাযথ প্রশিক্ষণ গ্রহণ, মহড়া আয়োজন ও সরঞ্জামাদি সংগ্রহ করা;

ছ) মানবিক সহায়তা ও উদ্ধার কার্যক্রমে ব্যবহারযোগ্য জলযানের তালিকা তৈরি;

জ) দুর্যোগের কবল থেকে জাহাজ, যন্ত্রপাতি, উপকরণ, দ্রব্যসামগ্রী ও নৌবাহিনীর সদস্যদের রক্ষা করতে পরিকল্পনা প্রণয়ন।

(২) সতর্কীকরণ/হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) ইউনিটে সতর্ক বার্তা জারি করা;

খ) সী লেভেল ডাটা মনিটরিং ইউনিটের মাধ্যমে ইন্ডিয়ান ওশেন সুনামি আর্লি ওয়ার্নিং সিস্টেম (IOTWS) এবং বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকে নিয়মিত তথ্য সংগ্রহ ও বিনিময় করা এবং জরুরি মুহূর্তে তদানুযায়ী কাজ করা;

গ) নৌবাহিনীর সদর দপ্তরে নিয়ন্ত্রণকক্ষ খোলা এবং নৌ পরিচালনা পরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সমন্বয় সেলের কর্তব্যরত কর্মকর্তা, NEOC, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের NDRCC এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও বিমান বাহিনীর নিয়ন্ত্রণকক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা;

ঘ) দুর্যোগকবলিত হতে পারে, এমন জাহাজ, স্থাপনাগুলো, নৌবাহিনীর সদস্যদের নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঙ) বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য বা রাসায়নিক অস্ত্র দ্বারা সংঘটিত রাসায়নিক দুর্যোগ, দুর্ঘটনায় সাড়াদানের জন্য স্থানীয় প্রশাসন এবং BNACWC-এর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে দুর্যোগ মোকাবিলা কার্যক্রম সমন্বয়সাধন।

(৩) দুর্যোগ পর্যায়

ক) বেসামরিক প্রশাসনকে সহযোগিতার জন্য উদ্ধার জাহাজ প্রেরণ;

খ) স্থানীয় প্রশাসনকে নিম্নলিখিত বিষয়ে সহযোগিতা প্রদান:
- ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ;
- মেডিক্যাল সেবা প্রদান;
- যাতায়াত ও মানবিক সহায়তা-সামগ্রী বিতরণ;
- যোগাযোগ-ব্যবস্থা পুনর্গঠন ও উপকূলে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম পরিচালনা করা;

গ) নৌবাহিনীর সদর দপ্তর, চট্টগ্রাম, খুলনা ও পায়রা বন্দরের নিয়ন্ত্রণকক্ষে প্রয়োজনীয় লোকবলের ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঘ) স্বল্প সময়ের নির্দেশে ঘূর্ণিঝড় ও বন্যায় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য জাহাজ ও স্টেশনকে তৈরি রাখা;

ঙ) স্থানীয় প্রশাসন, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এবং BNACWC-এর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত ইউনিট কর্তৃক রাসায়নিক দুর্ঘটনায় উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা করা;

চ) রাসায়নিক অস্ত্র বা বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য দ্বারা সংঘটিত রাসায়নিক দুর্যোগ/দুর্ঘটনায় হতাহত ব্যক্তির চিকিৎসার জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সামরিক/বেসামরিক চিকিৎসকদের সমন্বয়ে বিশেষ ইউনিট গঠন করা;

ছ) জীবাণুমুক্তকরণ, মৃতদেহ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি কার্যক্রমে সরাসরি অংশগ্রহণ ও অন্যান্য সংস্থাকে সহায়তা প্রদান;

জ) নৌবাহিনীর সদর দপ্তর কর্তৃক প্রধানমন্ত্রীর সমন্বয় সেল, NEOC এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের NDRCC-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করা;

ঝ) সংশ্লিষ্ট বেসামরিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা ও সমন্বয় রেখে সম্ভাব্য সকল নিরাপত্তা-ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঞ) নৌ সদর দপ্তরের নির্দেশ অনুযায়ী, জাহাজ/স্টেশনসমূহের মাধ্যমে বেসামরিক কর্তৃপক্ষকে সহায়তা প্রদান;

ট) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সমন্বয় সেলের নিয়ন্ত্রণকক্ষ, NEOC এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের NDRCC-তে সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রেরণ।

(৪) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়

ক) দুর্যোগকবলিত অঞ্চলের ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণের মাধ্যমে মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসন-কার্যক্রমের চাহিদা নির্ধারণ করা এবং সশস্ত্র বাহিনী ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পরামর্শ প্রদান;

খ) দুর্যোগকবলিত অঞ্চলে মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসন কর্মসূচি বাস্তবায়নে স্থানীয় প্রশাসনকে সহযোগিতা;

গ) স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে না আসা পর্যন্ত স্থানীয়/বেসামরিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত সকল কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া;

ঘ) মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসন-কার্যক্রমের সব বিষয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন তৈরি করা এবং তা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।

৫.২.৩.৩ বাংলাদেশ বিমান বাহিনী

বাংলাদেশ বিমান বাহিনী স্বাভাবিক কর্মসূচির পাশাপাশি নিম্নোক্ত দায়িত্ব পালন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) খাতভিত্তিক CBRNe-সংক্রান্ত দুর্যোগসহ ঝুঁকি নিরূপণপূর্বক বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ঝুঁকিহ্রাস, প্রস্তুতি ও বাস্তবায়নের পরিকল্পনা প্রণয়ন;

খ) পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান নিশ্চিতকরণ;

গ) খাতভিত্তিক ঝুঁকি যোগাযোগ-ব্যবস্থা গড়ে তোলা;

ঘ) আপদকালীন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং নির্দিষ্ট সময় পরপর হালনাগাদ করা;

ঙ) ভূমিকম্প, CBRNe-সংক্রান্ত দুর্যোগসহ অন্যান্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বিমান বাহিনীর সদস্যদের শিক্ষণ, সচেতনতামূলক ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

চ) BNACWC এবং ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে রাসায়নিকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাগুলো চিহ্নিত করা;

ছ) বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য বা রাসায়নিক অস্ত্রসংক্রান্ত দুর্যোগ, দুর্ঘটনা মোকাবিলায় প্রস্তুতি ও সাড়াদান বিষয়ে নিয়মিত সভার আয়োজন ও প্রস্তুতি পর্যবেক্ষণ করা;

জ) দুর্যোগ সাড়াদানে স্পেশালাইজড হেলিকপ্টারসহ বাহিনীর নিজস্ব হেলিকপ্টার সার্বক্ষণিক প্রস্তুত রাখা এবং এর রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত কার্যক্রম পরিচালনা করা;

ঝ) বার্ষিক মহড়ার (এয়ার লিফ্টিং/এয়ার ড্রপসহ) আয়োজন করা;

ঞ) বাংলাদেশ বিমান বাহিনী স্বাভাবিক কর্মসূচির পাশাপাশি বিমান ঘাঁটির অধীন সেক্টরগুলো রেকিকরত দুর্যোগ ও ভূমিকম্পের সময় উদ্ধারকাজের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদির সরবরাহ নিশ্চিতকরণ;

ট) দুর্যোগ সাড়াদানে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি এবং দেশে-বিদেশে দুর্যোগ-সংক্রান্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ রাখা।

জরুরি সাড়াদান

(১) সাড়াদান প্রস্তুতি পর্যায়

ক) নিজস্ব উড়োজাহাজ, সরঞ্জামাদি এবং স্থাপনাগুলো সুরক্ষিত করার জন্য এবং বেসামরিক কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় সাড়া প্রদানের জন্য আপদকালীন পরিকল্পনা প্রণয়ন;

খ) বন্যাপ্রবণ এলাকা, উপকূলীয় এলাকা, সমুদ্র দ্বীপগুলোর হালনাগাদ এরিয়াল মানচিত্রসহ দুর্যোগ নিয়ন্ত্রণকক্ষ চালুর উদ্যোগ গ্রহণ;

গ) বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর ও অন্যান্য উৎস থেকে আবহাওয়া-সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের জন্য কার্যকর পদ্ধতির ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঘ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় প্রশাসন, BNACWC, বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এবং বিস্ফোরক পরিদপ্তরের সমন্বয়ে রাসায়নিক অস্ত্র ও শিল্পকারখানার ব্যবহৃত বিষাক্ত

রাসায়নিক দ্রব্য ঘটিত দুর্যোগ, দুর্ঘটনা মোকাবিলায় যথাযথ প্রশিক্ষণ গ্রহণ, মহড়া আয়োজন ও সরঞ্জামাদি সংগ্রহ করা;

ঙ) জরুরি সাড়াদান, মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসন বিষয়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা;

চ) জরুরি মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য প্যারাস্যুট তৈরি করা ও প্রস্তুত রাখা;

ছ) প্রয়োজনে এয়ার ড্রপের মাধ্যমে জরুরি মানবিক সহায়তা প্রদানের প্রস্তুতি গ্রহণ;

জ) নিম্নলিখিত বিষয়গুলোতে জরুরি সাড়াদান পরিকল্পনা গ্রহণ:

- সতর্ক বার্তা ও হুঁশিয়ারি সংকেত;
- যোগাযোগ পদ্ধতি;
- সাড়াদান প্রস্তুতি প্রণয়ন, অনুশীলন ও মূল্যায়ন;
- স্থাপনা, উড়োজাহাজ, উপকরণ ও বাহিনীর সদস্যদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;
- সাড়াদান ও মানবিক সহায়তা-কার্যক্রমে সহযোগিতা করতে প্রয়োজনীয় সম্পদ চিহ্নিত করা;
- উপযুক্ত উড়োজাহাজ অবতরণ স্থান ও হেলিপ্যাড চিহ্নিত করা;
- তথ্যানুসন্ধান অভিযান পরিচালনা ও পরিবহনের জন্য উড়োজাহাজ নির্বাচন করা।

(২) সতর্কীকরণ/হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি পূর্ব সতর্কীকরণমূলক নির্দেশনা জারি করা;

খ) পরিবহন বিমান ও হেলিকপ্টার প্রস্তুত রাখা;

গ) ঘূর্ণিঝড়প্রবণ অঞ্চলে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর উড়োজাহাজ ও উপকরণগুলো নিরাপদ স্থানে রাখতে প্রয়োজনীয় সতর্কীকরণমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ;

ঘ) প্রয়োজন সাপেক্ষে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সমন্বয় সেলের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য একজন কর্মকর্তা মনোনীত করা এবং NEOC, NDRCC এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনীর নিয়ন্ত্রণকক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা;

ঙ) স্থানীয় প্রশাসন, বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এবং BNACWC সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত ইউনিটকে রাসায়নিক দুর্ঘটনায় উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রস্তুত রাখা;

চ) রাসায়নিক অস্ত্র বা বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য দ্বারা সংঘটিত রাসায়নিক দুর্যোগ/দুর্ঘটনায় হতাহত ব্যক্তির চিকিৎসার জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সামরিক/বেসামরিক চিকিৎসদের সমন্বয়ে বিশেষ ইউনিট গঠন করা;

ছ) জীবাণুমুক্তকরণ, মৃতদেহ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি কার্যক্রমে সরাসরি অংশগ্রহণ ও অন্যান্য সংস্থাকে সহায়তা প্রদান।

(৩) দুর্যোগ পর্যায়

ক) ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, ভূমিকম্প ও ভূমিধস পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা;

খ) নিজস্ব উৎসের মাধ্যমে সংগৃহীত আবহাওয়া-সংক্রান্ত অতিরিক্ত তথ্য বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের তথ্যের সঙ্গে সংযোজন করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে প্রেরণ;

গ) দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতির হিসাব ও উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পরিবহন বিমান ও হেলিকপ্টার প্রস্তুত রাখা;

ঘ) বড় ধরনের দুর্যোগে দুর্গম এলাকায় বেসামরিক কর্তৃপক্ষের মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম পরিচালনায় প্রয়োজনীয় বিমান পরিবহনের (Airlift) সহায়তা প্রদান;

ঙ) জরুরি সন্ধান, সাড়াদান এবং মানবিক সহায়তা-সামগ্রীর সাময়িক মজুতের জন্য সামরিক, আধাসামরিক, সরকারি, আধাসরকারি অথবা স্থানীয় জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত এবং অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক ব্যবহৃত ও নির্ভরযোগ্য উড্ডয়ন ও অবতরণের স্থানগুলো ব্যবহার করা;

চ) মারাত্মকভাবে আহত ব্যক্তিদের নিকটবর্তী হাসপাতালে স্থানান্তর করা;

ছ) ভূমিকম্পসহ অন্যান্য দুর্যোগের পর উদ্ধার ও স্থানান্তর কাজে অংশগ্রহণ।

(৪) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়

ক) ঘূর্ণিঝড়, বন্যা ও ভূমিকম্প-কবলিত অঞ্চলের ক্ষয়ক্ষতির প্রকৃতি ও পরিমাণ নিরূপণ করতে আকাশপথে জরিপ পরিচালনা করা এবং প্রাপ্ত তথ্য প্রতিবেদন আকারে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল, আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি ও NDRCC-তে প্রেরণ;

খ) জরিপকাজ পরিচালনা ও ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনের জন্য পরিবহন উড়োজাহাজ ও হেলিকপ্টার সরবরাহ করা;

গ) দুর্গত অঞ্চলে মানবিক সহায়তা-সামগ্রী, যেমন: খাদ্য ও পানি বহন করা এবং প্রয়োজনে জনগণের কাছে এয়ারড্রপের মাধ্যমে সরবরাহ করা;

ঘ) দুর্যোগকবলিত অঞ্চলে জরুরি মানবিক সহায়তা-সামগ্রী, ওষুধপত্র ও চিকিৎসক দল পরিবহনের জন্য হেলিকপ্টার দিয়ে বেসামরিক প্রশাসনকে সহযোগিতা প্রদান;

ঙ) অধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও ছবিগুলো সিভিল কর্তৃপক্ষের নেটওয়ার্কের সঙ্গে আদানপ্রদান করতে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর অয়্যারলেস, বেতার, নাইট ভিশন প্রযুক্তি, ইন্টারনেট ও টেলিফোন যোগাযোগ-ব্যবস্থা ব্যবহার করা;

চ) সার্বিক মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম পরিচালনার স্বার্থে সরকারনির্দেশিত অন্যান্য কর্মসূচিতে সহায়তা প্রদান;

ছ) মানবিক সহায়তা-কার্যক্রমের বিস্তারিত প্রতিবেদন সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;

জ) বন্ধু রাষ্ট্রগুলোর মানবিক সহায়তা মিশনগুলোর (বিমান বাহিনী) জন্য একজন লিয়াজোঁ কর্মকর্তা মনোনীত করা।

৫.২.৪ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত কার্যক্রমের ফোকাল পয়েন্ট হচ্ছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। এ মন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ের জন্য সার্বিক দায়িত্বে থাকবে। জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল ও আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটিকে এ মন্ত্রণালয় তথ্য সরবরাহ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহযোগিতা করবে। দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস ও সাড়াদান কার্যক্রমে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট সকলের কার্যক্রম সমন্বয় ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সুনির্দিষ্টভাবে নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) দুর্যোগ-সহনশীল বাংলাদেশ গঠনে নিম্নলিখিত কৌশলগত লক্ষ্য অর্জনের জন্য জাতীয় নীতি, পরিকল্পনা ও আইনি কাঠামো সময়োপযোগীকরণ:

১. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় পেশাদারিত্ব সৃষ্টি;
২. দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসকে মূলধারায় সম্পৃক্তকরণ;
৩. প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম ও পদ্ধতি শক্তিশালী ও সময়োপযোগীকরণ;
৪. দুর্যোগঝুঁকিতে থাকা ব্যক্তি ও জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধি ও ক্ষমতায়ন;
৫. আপদ, ঝুঁকি ও খাতভিত্তিক ঝুঁকিহ্রাস কর্মসূচি প্রণয়ন ও সম্প্রসারণ;
৬. জরুরি সাড়াদান পদ্ধতি শক্তিশালীকরণ;

৭. আন্তঃমন্ত্রণালয়/বিভাগীয় নেটওয়ার্ক উন্নয়ন ও শক্তিশালীকরণ;
৮. জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনা-বিষয়ক বিভিন্ন প্ল্যাটফরমে সক্রিয় অংশগ্রহণ;
৯. দুর্যোগ-সহনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখা;
১০. দুর্যোগপ্রস্তুতি কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ;
১১. কার্যকর উদ্ধার ও পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা (Recovery Plan) প্রণয়ন;
১২. দুর্যোগ মোকাবিলায় সেক্টরভিত্তিক আপদকালীন পরিকল্পনা প্রণয়নে উদ্যোগ গ্রহণ;
১৩. অন্তর্ভুক্তিমূলক (প্রতিবন্ধী, নারী ও শিশু, প্রবীণ) দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনা;
১৪. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চালিকাশক্তিগুলোর সঙ্গে সমন্বয় করে দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ;
১৫. জাতীয় জরুরি-দুর্যোগ পরিচালন কেন্দ্র (NEOC) প্রতিষ্ঠা করা ও পরিচালনায় সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ;

খ) জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা তৈরি, নির্দিষ্ট সময় পরপর পর্যালোচনা ও হালনাগাদকরণ এবং প্রয়োজনে দুর্যোগ-বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি হালনাগাদ করা;
গ) জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার মূলধারায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পৃক্তকরণে নীতি প্রণয়ন ও অনুশীলনে সহায়তার জন্য আপদভিত্তিক নির্দেশিকাবলি ও টেমপ্লেট প্রস্তুত করা;
ঘ) জাতীয় পর্যায়ে এবং স্থানীয় পর্যায়ে অর্থাৎ, সিটি কর্পোরেশন, জেলা, উপজেলা, পৌরসভা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ে আপদ, ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা নিরূপণ, ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কৌশল প্রণয়ন;
ঙ) দুর্যোগপ্রবণ এলাকার আপদ/ঝুঁকি-মানচিত্র প্রণয়ন;
চ) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময় পরপর আপদকালীন পরিকল্পনা পর্যালোচনা করা;
ছ) ঝুঁকিপ্রবণ ও বিপদাপন্ন অঞ্চলে ঝুঁকি মানচিত্রের প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ;
জ) বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোডের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিতকরণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ;
ঝ) জরুরি অবস্থা মোকাবিলায় দুর্যোগভিত্তিক আপদকালীন পরিকল্পনা প্রণয়ন;
ঞ) খাতভিত্তিক ঝুঁকিহ্রাস পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম সমন্বয়সাধন;
ট) অন্তর্ভুক্তিমূলক দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস প্রক্রিয়ায় ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠীর বিশেষ করে নারী, শিশু, প্রবীণ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়নের মাধ্যমে দুর্যোগ-সহনশীল জাতি গঠনে সহায়তা প্রদান;
ঠ) দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে প্রস্তুতি গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ ও সহযোগিতা প্রদান;
ড) দুর্যোগঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠী ও বিপদাপন্নতা মাত্রার ওপর ভিত্তি করে Sex, Age and Disability Disaggregated Data (SADDD) তথ্যভান্ডার তৈরি করা;
ঢ) দুর্যোগসংক্রান্ত সমসাময়িক বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা;
ণ) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কর্মশালা, সেমিনারের আয়োজন করা এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ;
ত) জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল ও জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল গঠন ও পরিচালনা বিধিমালা প্রণয়ন;
থ) দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় উদ্ভাবনীমূলক কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে প্রণোদনা ও উৎসাহ প্রদান;
দ) ভূমিকম্প প্রস্তুতি, সাড়াদান ও পুনর্গঠন বিষয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তথ্য ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের উদ্যোগ গ্রহণ ও কার্যকর ভূমিকম্পঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সিস্টেম প্রতিষ্ঠা;
ধ) একটি নির্দিষ্ট সময়ে সারা দেশে একযোগে স্ব-স্ব অবস্থান থেকে ভূমিকম্প-সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমসহ ব্যাপকভিত্তিক প্রচার কার্যক্রমের ব্যবস্থা গ্রহণ;

ন) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় উত্তম চর্চাগুলো লিপিবদ্ধকরণ, জ্ঞান ব্যবস্থাপনার কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

প) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ প্রদান, লজিস্টিক সহায়তাসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

ফ) সকল উন্নয়ন কর্মসূচিতে দুর্যোগের প্রভাব নিরূপণে (Disaster Impact Assesement) টেমপ্লেট (Template) প্রণয়ন, ব্যবহারিক নির্দেশিকা তৈরি ও বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ;

ব) ভূমিকম্প দুর্যোগ মোকাবিলার সক্ষমতা উন্নয়নে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি ও অন্য স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণ প্রদানসহ লজিস্টিক সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ;

ভ) দুর্যোগ তথ্য ব্যবস্থাপনার কৌশল উন্নয়ন এবং এর ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;

ম) Multi-agency Incident Management System প্রতিষ্ঠা এবং ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা তৈরি;

য) জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, আন্তর্জাতিক পর্যায়ের নীতিকাঠামো পরিবীক্ষণ পদ্ধতির উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ;

র) প্রতিনিয়ত দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার (Disaster Hotspot) জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা চিহ্নিতকরণ এবং ঝুঁকিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর সাময়িক ও দীর্ঘস্থায়ী স্থানান্তর (Internal Displacement) কমাতে কার্যকর কৌশল গ্রহণ;

ল) আশ্রয়কেন্দ্র ও খাদ্যগুদাম নির্মাণ, মেরামত ও প্রয়োজনীয় সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ;

শ) বড় ধরনের দুর্যোগে কার্যকর সাড়াদানে লজিস্টিকস ও মানবিক সহায়তা-সামগ্রী মজুতকরণে বিভিন্ন বিমানবন্দরের নিকটবর্তী স্থানে Humanitarian Staging Area (HAS) স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ;

ষ) বাংলাদেশ স্কাউটস, বিএনসিসিসহ অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবক সংগঠনগুলোর জন্য একক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি এবং দায়িত্ব কর্তব্য অর্পণ করা;

স) দুর্যোগ-বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলিতে বর্ণিত কার্যক্রম বাস্তবায়নের নিমিত্ত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগগুলোকে কারিগরি সহায়তা প্রদান ও অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম গ্রহণ;

হ) দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস ও ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত উদ্ভাবনী পাইলটিং কার্যক্রম গ্রহণ ও উৎসাহিতকরণ।

জরুরি সাড়াদান
দুর্যোগপ্রস্তুতি পর্যায়

ক) প্রতি তিন মাস অন্তর মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব কর্মপরিকল্পনা পর্যালোচনা এবং হালনাগাদকরণ;

খ) দুর্যোগপ্রবণ এলাকার সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ স্থান ও বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠী চিহ্নিত করা এবং প্রাক্-দুর্যোগ (প্রি-ক্রাইসিস) সময়ের তথ্য সংগ্রহ;

গ) নির্দিষ্ট সময় পরপর আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটিতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/সংস্থার নিজস্ব কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন পর্যালোচনা;

ঘ) দুর্যোগপ্রস্তুতি, জরুরি সাড়াদান ও পুনর্বাসন-কার্যক্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থাসমূহের তালিকা হালনাগাদ এবং পর্যালোচনার নির্দেশনা প্রদান;

ঙ) দুর্যোগকালে ব্যবহার্য খাদ্যসহ অন্যান্য মানবিক সহায়তা-সামগ্রী ও যানবাহনের তথ্য সংরক্ষণ করা;

চ) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, সিপিপি, রেড ক্রিসেন্ট, এনজিও প্রভৃতির দুর্যোগপ্রস্তুতি, সাড়াদান ও পুনর্বাসন-কার্যক্রম সমন্বয় মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির সভা আয়োজন এবং প্রয়োজন অনুসারে এগুলোর উন্নয়নে যথাযথ সুপারিশ প্রদান;

ছ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের সঙ্গে জেলা ও উপজেলার সার্বক্ষণিক টেলিযোগাযোগ-ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ;

জ) মানবিক সহায়তা-কার্যক্রমের ন্যূনতম জাতীয় মানদণ্ড নির্ধারণ এবং তদনুযায়ী সাড়াদান কার্যক্রম পরিবীক্ষণের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারি করা;

ঝ) আবহাওয়ার পূর্বাভাস ব্যবহার করে সম্ভাব্য দুর্যোগকবলিত এলাকার মানুষকে আগাম সহায়তা (Forecast Based Financing) প্রদান।

(২) সতর্কীকরণ/হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) মানবিক সহায়তা-সামগ্রী যথাস্থানে পৌঁছানো ও যানবাহন মোতায়েনের নির্দেশ প্রদান;

খ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের নিজস্ব নিয়ন্ত্রণকক্ষ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় কেন্দ্র (NDRCC) সচল রাখতে নির্দেশনা প্রদান;

গ) বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রক্ষা করা এবং সতর্ক বার্তা ও সংকেত সংগ্রহ করতে আদেশ জারি করা;

ঘ) বেতার, টেলিভিশন, ফ্যাক্স, টেলিফোন, ইমেইল, মোবাইল ফোন ও অন্যান্য যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে সতর্ক সংকেত প্রচার নিশ্চিতকরণ;

ঙ) জরুরি পরিচালনা কেন্দ্র ২৪/৭ ভিত্তিতে সার্বক্ষণিক খোলা রাখা;

চ) সিপিপি বাস্তবায়ন বোর্ডের সভা আহ্বান করা এবং এর সিদ্ধান্তগুলো সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানানো;

ছ) জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের সভাপতি (মাননীয় প্রধানমন্ত্রী) এবং আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির সভাপতিকে দুর্যোগ পরিস্থিতি ও গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে অবহিতকরণ;

জ) সংশ্লিষ্ট জেলা, উপজেলা, সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দুর্যোগপ্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠান নিশ্চিতকরণ;

ঝ) দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ, উদ্ধার ও মানবিক সহায়তা-কার্যক্রমে জরুরি প্রয়োজনে হেলিকপ্টার ও পরিবহন বিমান প্রস্তুত রাখতে বিমান বাহিনীকে অনুরোধ করা;

ঞ) উদ্ধার ও মানবিক সহায়তাকাজের জন্য জলযান প্রস্তুত রাখতে নৌবাহিনী, অভ্যন্তরীণ নৌ-চলাচল কর্পোরেশন ও কোস্ট গার্ডকে অনুরোধ করা;

ট) প্রাপ্ত সতর্ক বার্তার আলোকে জানমাল সুরক্ষার লক্ষ্যে জনসাধারণকে নিরাপদ আশ্রয়ে স্থানান্তরের জন্য স্থানীয় প্রশাসনকে নির্দেশনা প্রদান;

ঠ) সেনাবাহিনীকে দ্রুত দুর্গত এলাকায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের মাধ্যমে অনুরোধ করা;

ড) মহাবিপদ সংকেত জারির পর দ্রুত নির্দেশিত ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্ট সকলকে বিশেষ করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলোর সভাপতি (জেলাপ্রশাসক, উপজেলা চেয়ারম্যান/উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা মেয়র ও ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান) ও অন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে নির্দেশনা প্রদান;

ঢ) উদ্ধার ও মানবিক সহায়তাকাজে প্রয়োজনীয় যানবাহন অধিগ্রহণের (Requisition) জন্য জেলা ও উপজেলা কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ প্রদান;

ণ) প্রয়োজন অনুসারে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল ও আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ;

ত) বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর বা বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত সতর্ক বার্তার পরিপ্রেক্ষিতে দুর্যোগকবলিত হতে পারে এমন লোকদের নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরে স্থানীয় প্রশাসনকে নির্দেশনা প্রদান;

থ) বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনে পুনঃপুন সতর্ক সংকেত প্রচার নিশ্চিতকরণ;

দ) জেলা নিয়ন্ত্রণকক্ষ, সিপিপি এবং আবহাওয়া অধিদপ্তরের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ নিশ্চিতকরণ;

ধ) দুর্যোগপ্রবণ এলাকার জন্য প্রয়োজনীয় মানবিক সহায়তা-সামগ্রী মজুত/সরবরাহ নিশ্চিত করতে আগাম ব্যবস্থা গ্রহণ;
ন) মন্ত্রণালয়ে একজন ফোকাল পয়েন্ট মনোনীত করা এবং তার যোগাযোগের ঠিকানা ও টেলিফোন নম্বর সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা;
প) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সমন্বয় সেলের সঙ্গে যোগাযোগ করতে একজন লিয়াজোঁ কর্মকর্তা মনোনীত করা;
ফ) সিপিপি, স্কাউটস, বিএনসিসি ও নগর স্বেচ্ছাসেবকদের উদ্ধার ও মানবিক সহায়তাকাজে অংশগ্রহণে প্রস্তুত রাখতে নির্দেশনা প্রদান।

(৩) দুর্যোগ পর্যায়

ক) দ্রুত উদ্ধারকাজের জন্য নৌবাহিনী ও কোস্ট গার্ডকে জাহাজ এবং বিমান বাহিনীকে উড়োজাহাজ/হেলিকপ্টার প্রস্তুত রাখার ব্যবস্হা গ্রহণ;
খ) দুর্যোগের প্রাথমিক ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ;
গ) প্রয়োজন অনুযায়ী বেসামরিক কর্তৃপক্ষকে উদ্ধার ও মানবিক সহায়তাকাজে সহায়তার জন্য সশস্ত্র বাহিনী বিভাগকে অনুরোধ করা;
ঘ) এনজিও, জাতিসংঘের সংস্থাগুলো ও অন্যান্য মানবিক সহায়তাকারী সংস্থার উদ্ধার ও মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য স্থানীয় প্রশাসনকে নির্দেশনা প্রদান;
ঙ) প্রয়োজনে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল ও আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির সভা আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ;
চ) ক্ষয়ক্ষতির বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা;
ছ) মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসনকাজের জন্য অতিরিক্ত তহবিল ও উপকরণের চাহিদা নির্ধারণ করা;
জ) ন্যূনতম মানদণ্ড অনুযায়ী মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দ্রুত তহবিল ও উপকরণ সংগ্রহ করা।

(৪) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়

ক) গৃহনির্মাণ মঞ্জুরি, টেস্ট রিলিফ এবং অতি দরিদ্রদের জন্য জীবিকায়ন কর্মসূচির ব্যবস্থা গ্রহণ;
খ) দুর্যোগকবলিত এলাকার অবস্থা স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত জরুরি পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসনকাজ অব্যাহত রাখা;
গ) দুর্যোগে গৃহহারা/বাস্তুচ্যুত ও স্থানান্তরিত পরিবারের জন্য প্রথমে সাময়িক ও পরবর্তী সময়ে স্থায়ী পুনর্বাসনের উদ্যোগ গ্রহণ;
ঘ) সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের মাধ্যমে দুর্যোগকবলিত এলাকায় পুনর্গঠন ও পুনর্বাসন-কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা;
ঙ) পুনর্গঠন কার্যক্রমে আগের চেয়ে ভালো অবস্থায় ফিরিয়ে আনার (Build Back Better) নীতি অনুসরণ করতে সংশ্লিষ্ট সকলকে উৎসাহিতকরণ।

৫.২.৪.১ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর নিম্নলিখিত দায়িত্বাবলি পালন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম
ক) জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে অর্থাৎ, সিটি কর্পোরেশন, জেলা, উপজেলা, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ঝুঁকি-বিশ্লেষণ ও ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে কারিগরি সহায়তা প্রদান;

খ) ভূমিকম্প দুর্যোগ মোকাবিলার সক্ষমতা উন্নয়নে সিপিপির স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণ প্রদানসহ লজিস্টিক সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ;

গ) প্রতিনিয়ত দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা চিহ্নিতকরণ এবং ঝুঁকিহ্রাসে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ;

ঘ) মন্ত্রণালয়ের পরামর্শ অনুযায়ী মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম, জেন্ডার ও দুর্যোগ, মনঃসামাজিক সেবা প্রভৃতি বিষয়ে নির্দেশিকা প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণে উদ্যোগ গ্রহণ;

ঙ) সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের সঙ্গে লিয়াজোঁ করা;

চ) জরুরি সাড়াদানে বিমানবন্দর সার্বক্ষণিক প্রস্তুত রাখতে মহড়া আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ;

ছ) নতুন আপদসমূহের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার কৌশল ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা ও এতৎসংক্রান্ত প্রকল্প বাস্তবায়ন করা;

জ) ভূমিকম্প বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকিহ্রাস এবং সুনির্দিষ্ট আপদকালীন পরিকল্পনা প্রণয়নের নির্দেশিকা তৈরি ও এর যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ এবং অন্যদের আপদকালীন পরিকল্পনা তৈরিতে সহায়তা প্রদান;

ঝ) বিভিন্ন সরকারি সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, এনজিও এবং স্বেচ্ছাসেবক সংস্থাগুলোর সঙ্গে কার্যকর যোগাযোগ করা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সকল বিষয়ে উক্ত সংস্থাগুলোর সহযোগিতা ও সমন্বয় নিশ্চিতকরণ;

ঞ) ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, ভূমিকম্প, বজ্রপাত, ভূমিধস, খরা, নদীভাঙন ও অন্যান্য দুর্যোগপ্রবণ এলাকার আপদ ও ঝুঁকি মানচিত্রে চিহ্নিত করা এবং এসব এলাকায় মানচিত্রের প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ;

ট) দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসকে মূলধারায় সম্পৃক্তকরণের নীতিমালা ও নির্দেশিকা তৈরি বা হালনাগাদকরণে মন্ত্রণালয়কে পরামর্শ প্রদান;

ঠ) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা-বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজন;

ড) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা-বিষয়ক কর্মশালা, সেমিনার ও সংলাপের আয়োজন করা;

ঢ) দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে প্রস্তুতিগ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ ও সহযোগিতা প্রদান;

ণ) দুর্যোগে জরুরি সাড়াদানে প্রয়োজনীয় সন্ধান ও উদ্ধার উপকরণ এবং যানবাহন/জলযান ও হেলিকপ্টারের তালিকা তৈরি এবং প্রয়োজনে ক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ;

ত) সন্ধান ও উদ্ধার-সামগ্রী যথাযথ সাড়াদানকারী সংস্থার কাছে হস্তান্তর করা;

থ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় উত্তম চর্চাগুলো লিপিবদ্ধকরণ, জ্ঞান ব্যবস্থাপনার কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

দ) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থার সমন্বয়ে ভূমিকম্প প্রস্তুতি নিয়মিত অনুশীলন করা; সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক সাড়াদান সংস্থা/দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সঙ্গে ভূমিকম্প, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়সহ অন্যান্য আপদের ওপর মহড়ার আয়োজন ও পূর্বপ্রস্তুতি পর্যালোচনা করা;

ধ) দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস, দুর্যোগকবলিত মানুষের বিকল্প জীবিকায়ন, জেন্ডার ও প্রতিবন্ধিতা বিষয় এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা;

ন) নতুন আপদসমূহের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার কৌশল ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করা;

প) বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর কার্যক্রমে সহযোগিতা, সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ করা;

ফ) ঝুঁকি-মানচিত্র বিশ্লেষণ করা এবং দুর্যোগ-সহনশীল গৃহনির্মাণসহ অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণের সুপারিশ সংবলিত নির্দেশিকা তৈরি করা;

ব) ঝুঁকি-মানচিত্র ও দারিদ্র্য মানচিত্র পর্যালোচনার ভিত্তিতে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা;

ভ) দেশব্যাপী সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি, গ্রামীণ রাস্তাঘাট নির্মাণ, ব্রিজকালভার্ট নির্মাণ, বহুমুখী আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, আপদভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, অডিও-ভিজুয়াল ম্যাটেরিয়াল প্রস্তুত ও প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ;

ম) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য দুর্যোগপ্রস্তুতি, ঝুঁকিহ্রাস সাড়াদান, পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন বিষয়ে প্রশিক্ষণ আয়োজন করা;

য) উপর্যুক্ত বিষয় ছাড়াও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর মন্ত্রণালয়কে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সহযোগিতা করবে:

- বাংলাদেশের সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য জাতীয় নীতি, পরিকল্পনা ও আইনি কাঠামো তৈরি অর্থাৎ, দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস, সাড়াদান প্রস্তুতি, মানবিক সহায়তা, পুনর্বাসন ও পুর্নগঠনের বিষয়ে আইন, বিধি ও নির্দেশনা তৈরির প্রস্তাব করা;
- জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কর্মপরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়ন;
- জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনা অন্তর্ভুক্তি ও মূলধারায় সম্পৃক্তকরণে সুনির্দিষ্ট নির্দেশিকা ও টেমপ্লেট প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ;
- কমিউনিটি পর্যায়ে দুর্যোগঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা নিরূপণে নির্দেশনা ও কার্যপ্রণালি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- জাতীয়, জেলা, উপজেলা, সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে আপদ, ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা নিরূপণ সমন্বয়;
- অধিক ঝুঁকিতে থাকা এলাকা চিহ্নিতকরণ এবং দুর্যোগকবলিত হতে পারে, এমন জনসাধারণের তথ্যভান্ডার প্রস্তুত করা;
- ভূমিকম্প প্রস্তুতি ও সাড়াদান বিষয়ে স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণের আয়োজন করা;
- দুর্যোগে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ তৈরি ও প্রচার করা;
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট এনজিও, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের কর্মসূচি ম্যাপিং করা এবং সমন্বয়ের মাধ্যমে দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস কার্যক্রম জোরদারকরণ;
- দুর্যোগে নারী, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও শিশুদের নিরাপত্তা এবং মনঃসামাজিক সুরক্ষা বিষয়টি সকল পর্যায়ে প্রচারণা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা-বিষয়ক সকল ধরনের প্রশিক্ষণ কোর্সে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ;
- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শিশুদের দুর্যোগকালে আত্মরক্ষা বিষয়ে সচেতন করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে উদ্যোগ গ্রহণ।

জরুরি সাড়াদান

(১) সাড়াদান প্রস্তুতি পর্যায়

ক) দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসে জনসাধারণ, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং বিভিন্ন পেশাজীবীদের সচেতনতা বৃদ্ধিতে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ;

খ) জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা কমিটিকে সহায়তা প্রদান;

গ) দুর্যোগ-বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি, জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন/বিধি/নীতিমালা/নির্দেশিকা ইত্যাদি মুদ্রণ ও বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঘ) স্থানীয়, প্রধান কার্যালয় ও জাতীয় পর্যায়ে ইলেকট্রনিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো যেমন: ইমেইল, ফ্যাক্স, আইভিআর ইত্যাদি কার্যকর রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঙ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্যকেন্দ্রের মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহের সঙ্গে দুর্যোগসংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত আদানপ্রদান;

চ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের কাছে পুস্তিকা, লিফলেট, পোস্টার, মানচিত্র, অডিও ভিজুয়্যাল, প্রামাণ্যচিত্র ও অন্যান্য প্রচারসামগ্রী সরবরাহ করা;

ছ) সম্ভাব্য দুর্যোগের ঝুঁকি, প্রস্তুতি, দুর্যোগ প্রতিরোধ ও ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রমের জন্য গৃহীত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে বাধাগুলো চিহ্নিতকরণ ও মোকাবিলায় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা;

জ) ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র, বাঁধ, মুজিব কিল্লা, উন্মুক্ত স্থান, উঁচু প্ল্যাটফরম, অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ/নির্বাচনের জন্য স্থান, বাড়ি, স্থাপনা ইত্যাদির অবস্থান ও বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের তথ্যসহ তালিকা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা;

ঝ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্ল্যাটফরম/সংস্থার ও বিভিন্ন এনজিওর সঙ্গে কার্যকর সমন্বয়সাধন;

ঞ) দুর্যোগ পূর্বাভাস ও সতর্ক সংকেত বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রচার নিশ্চিতকরণ;

ট) দুর্যোগ বিষয়ে বেতার ও টেলিভিশনে নিয়মিত গণসচেতনতামূলক অনুষ্ঠান প্রচারের পদক্ষেপ গ্রহণ;

ঠ) দুর্যোগ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও অন্যান্য সংস্থার মাধ্যমে জাতীয়, বিভাগীয়, জেলা, উপজেলা, সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে সভা/সেমিনার/কর্মশালার আয়োজন করা;

ড) স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা-বিষয়ক অধ্যায় অন্তর্ভুক্তকরণে/হালনাগাদকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঢ) দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় প্রয়োজনীয় মানবিক সহায়তা-সামগ্রী মজুত, সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;

ণ) উদ্ধার, সন্ধান ও দুর্যোগ সাড়াদানের কাজে ব্যবহার-উপযোগী বিভিন্ন যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা;

ত) আশ্রয়কেন্দ্র, মুজিব কিল্লা এবং উঁচু স্থানে সংযোগ রাস্তা নির্মাণ, মেরামত করা;

থ) বৃক্ষ রোপণ (বজ্রপাত ঝুঁকি কমাতে তালগাছ রোপণ, উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী);

দ) গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা/কাবিটা) কর্মসূচি ইত্যাদির আওতায় প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে প্রাপ্ত সম্পদের ব্যবহার;

ধ) দুর্যোগ-পূর্ববর্তী সময়ে স্থানীয় পর্যায়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলোকে সভা আয়োজন করে দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রস্তুতি গ্রহণে যথাযথ নির্দেশনা প্রদান;

ন) দুর্যোগে নারী ও শিশুদের নিরাপত্তা ও মনঃসামাজিক সুরক্ষা এবং দুর্যোগকবলিত এলাকায় যাতে তারা নিপীড়ন ও পাচারের ঝুঁকিতে না পড়ে সে বিষয়ে আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা পরিচালনার সঙ্গে জড়িতদের যথাযথ নির্দেশনা প্রদান;

প) দুর্যোগপ্রবণ এলাকার সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ স্থান ও বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠী চিহ্নিত করা।

(২) সতর্কীকরণ/হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) আসন্ন দুর্যোগের সতর্ক সংকেত ও পূর্বাভাস সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/ফোকাল পয়েন্ট, দপ্তর/বিভাগ/সংস্থা এবং গণমাধ্যমের কাছে প্রেরণ নিশ্চিতকরণ;

খ) বিভিন্ন সংস্থা, জনপ্রতিনিধি ও স্থানীয় পর্যায়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় জরুরি সাড়াদান কার্যক্রম গ্রহণে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়কে সহযোগিতা প্রদান;

গ) নতুন প্রবর্তিত পূর্ব-সতর্কীকরণ ব্যবস্থা বিষয়ে জনসচেতনতা বাড়াতে দেশব্যাপী প্রচারাভিযান নিশ্চিতকরণ। ইন্টারঅ্যাকটিভ ভয়েস রেসপন্স (IVR)-এর মাধ্যমে মোবাইল ফোনে সার্বক্ষণিক আবহাওয়া ও সতর্ক বার্তা পেতে ১০৯০ নম্বরের বহুল প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঘ) চার নম্বর সতর্ক সংকেত জারি করার পর কমিউনিটি পর্যায়ে তা প্রচার নিশ্চিতকরণ;

ঙ) সুনামি ও জলোচ্ছাসের ওপর স্থানীয় সতর্কীকরণ ব্যবস্থা প্রবর্তন;

চ) জাতিসংঘ, বিশ্বব্যাংক, অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থা, বিদেশি মিশন ও সংস্থাগুলোকে দুর্যোগকালে নিয়মিত বুলেটিনের মাধ্যমে তথ্য প্রদান;

চ) ক্ষয়ক্ষতির হিসাব ও ত্রাণের চাহিদা নির্ধারণে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা প্রদান;

জ) NEOC ও NDRCC-এর সঙ্গে যোগাযোগ রাখা;

ঝ) অধিদপ্তরের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সতর্ক থাকতে নির্দেশনা প্রদান;
ঞ) সম্ভাব্য দুর্যোগকবলিত এলাকায় জরুরি সাড়াদান ও মানবিক সহায়তা প্রস্তুতি বিষয়ে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা;
ট) সম্ভাব্য দুর্যোগ মোকাবিলায় প্যাকেটজাত খাদ্য, গৃহনির্মাণ-সামগ্রী, তাঁবু, কম্বল ইত্যাদির মজুত নিশ্চিতকরণ।

(৩) দুর্যোগ পর্যায়

ক) DMIC/জরুরি পরিচালন কেন্দ্র ২৪/৭ ভিত্তিতে সার্বক্ষণিক চালু রাখা এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থার নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের/কক্ষের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখা;
খ) দুর্যোগে প্রাথমিক ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণের যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ, ক্ষয়ক্ষতির বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ,
গ) ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ সেলের মাধ্যমে অনলাইনে তথ্য আদানপ্রদান ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করা;
ঘ) মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসন-কার্যক্রমে সরকার, এনজিও এবং বিভিন্ন সাড়াদানকারী সংস্থার মধ্যে সমন্বয় নিশ্চিত করতে আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটিকে সহযোগিতা প্রদান;
ঙ) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, তথ্য মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় এবং বিদেশি সংস্থার চাহিদা অনুসারে তথ্য প্রদানে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়কে সহযোগিতা প্রদান;
চ) দুর্যোগকালে বিদেশি দূতাবাস ও জাতিসংঘ সংস্থাসমূহের জন্য দুর্যোগ ক্ষয়ক্ষতির দৈনিক বুলেটিন প্রকাশ করা;
ছ) মানবিক সহায়তা-সামগ্রীসহ অন্যান্য সামগ্রী/যন্ত্রপাতি বিতরণ ও ব্যবহারের অগ্রগতি বিষয়ে মন্ত্রণালয়কে অবহিতকরণ;
জ) দুর্যোগকবলিত জনগোষ্ঠীকে স্থানান্তর ও উদ্ধারকাজের জন্য যানবাহন/জলযান সংগ্রহ/মোতায়েনে স্থানীয় প্রশাসনকে নির্দেশনা প্রদান;
ঝ) বিশেষ মানবিক সহায়তা-সামগ্রীর জন্য মন্ত্রণালয়কে তাৎক্ষণিক অবহিত করা এবং দুর্যোগকবলিত এলাকায় মানবিক সহায়তা-সামগ্রী দ্রুত পৌঁছানো নিশ্চিতকরণ;
ঞ) স্থানান্তর ও উদ্ধারকার্যে স্থানীয় প্রশাসনকে সাহায্য করার জন্য মাঠ পর্যায়ে কর্মকর্তাদের নির্দেশনা প্রদান এবং প্রয়োজনে অতিরিক্ত কর্মকর্তা সংযুক্ত করা;
ট) দুর্যোগকবলিত এলাকায় মানবিক সহায়তা-সামগ্রী পরিবহনের জন্য যানবাহন/জলযান সংগ্রহ ও মোতায়েন করা;
ঠ) মানবিক সহায়তা-সামগ্রীর চাহিদা নির্ধারণ করে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা;
ড) মানবিক সহায়তা সামগ্রী বিতরণে স্থানীয় প্রশাসনকে সাহায্য করা, বরাদ্দকৃত মানবিক সহায়তা-সামগ্রী ব্যবহারের সঠিক হিসেব সংরক্ষণ করা;
ঢ) উদ্ধার, মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসন-কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ, সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ, শর্তহীন অর্থসাহায্য (GR) এবং মানবিক সহায়তা-কার্যক্রমের জন্য দ্রুত উপকরণ সংগ্রহ করা;
ণ) মৃতদেহ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা অনুযায়ী মৃতদেহ সৎকারে কার্যক্রম পরিবীক্ষণ;
ত) ধ্বংসাবশেষ অপসারণের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করা।

(৪) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়

ক) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পরিকল্পনা প্রণয়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ এবং এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট অপরাপর সংস্থা বা কর্তৃপক্ষকে তথ্য/উপাত্ত প্রদান;

খ) পুনর্বাসন-পরিকল্পনায় ভবিষ্যৎ দুর্যোগের ঝুঁকি প্রতিরোধ ও ঝুঁকিহ্রাসের পদক্ষেপ সম্পৃক্তকরণ নিশ্চিতকরণ;

গ) প্রয়োজনে যৌথ চাহিদা নিরূপণ পদ্ধতিতে বিভিন্ন মানবিক সহায়তা-সামগ্রী ও পুনর্গঠনের চাহিদা নিরূপণে সমন্বয়সাধন এবং প্রয়োজনীয় বরাদ্দের জন্য সুপারিশ করা;

ঘ) গৃহনির্মাণ মঞ্জুরি, টেস্ট রিলিফ (TR), 'অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসৃজন কর্মসূচি' বাস্তবায়ন করা;

ঙ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনাক্রমে 'অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসৃজন কর্মসূচি' সম্প্রসারণ করা ও এর বাস্তবায়ন করা;

চ) অতি প্রয়োজনীয় পুনর্বাসনকাজ চালিয়ে যাওয়া, দুর্যোগ-সহনশীল বাসস্থান নির্মাণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

ছ) পুনর্গঠন কাজে আগের চেয়ে ভালো আবস্থায় ফিরিয়ে আনার (BBB) নীতি অনুসরণ করা;

জ) সার্বিক দুর্যোগ মোকাবিলা কার্যক্রম থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতা/শিক্ষা সংকলিত করে প্রতিবেদন তৈরি ও প্রকাশ করা এবং এর আলোকে প্রশিক্ষণ মডিউল ও নীতিমালা প্রণয়ন বা হালনাগাদকরণ;

ঝ) মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসন-কার্যক্রমের খরচের যাবতীয় হিসাব দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;

ঞ) বিশেষ বিশেষ সময়ের প্রয়োজনে বিদেশে মানবিক সহায়তা-সামগ্রী প্রেরণের জন্য মন্ত্রণালয়কে সহযোগিতা প্রদান;

ট) গৃহহারা ও স্থানান্তরিত পরিবারের জন্য প্রথমে সাময়িক ও পরে স্থায়ী আবাসন ব্যবস্থা তৈরিতে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ;

ঠ) সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের মাধ্যমে দুর্যোগকবলিত এলাকায় পুনর্গঠন ও পুনর্বাসন-কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা।

৫.২.৪.১.১ জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা (DRRO) ও উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার (PIO) দায়িত্ব

জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার (DRRO) দায়িত্ব

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন ও পুনর্গঠনে সহায়তা প্রদান;

খ) দুর্যোগ-পূর্বপ্রস্তুতি, ঝুঁকিহ্রাস, সাড়াদান, মানবিক সহায়তা, পুনর্বাসন, পুনর্নির্মাণ ও পুনর্গঠন এবং সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ে অধিদপ্তর কর্তৃক নির্দেশনা ও কার্যক্রম স্থানীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন;

গ) জনগোষ্ঠীভিত্তিক ঝুঁকি নিরূপণ (CRA) পদ্ধতি অনুসরণ করে স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা নিরূপণে সহায়তা প্রদান এবং ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে সহযোগিতা প্রদান;

ঘ) ইউনিয়ন, পৌরসভা ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক প্রণীত ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদান;

ঙ) বিভিন্ন সরকারি সংস্থা, এনজিও এবং স্বেচ্ছাসেবক সংস্থাগুলোর সঙ্গে কার্যকর যোগাযোগ করা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং ঝুঁকিহ্রাস কর্মসূচিসমূহের সমন্বয়সাধন, সকল বিষয়ে উক্ত সংস্থাগুলোর সহযোগিতা নিশ্চিতকরণ;

চ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরকে অবহিত রেখে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি, স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকদের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন করা;

ছ) জেলা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস কার্যক্রম অন্তর্ভুক্তকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনাকে অগ্রাধিকার প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ;

জ) ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অর্থসংস্থানে উপজেলা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান;

ঝ) দুর্যোগের পূর্বাভাস ও সতর্ক বার্তাগুলো জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সকল কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট সংস্থা, সংগঠন, সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে দ্রুত ও কার্যকরভাবে প্রচারের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

ঞ) দুর্যোগে জরুরি সাড়াদানে প্রয়োজনীয় সন্ধান ও উদ্ধার উপকরণ এবং যানবাহন/জলযানের তালিকা তৈরি করা;

ট) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থার সমন্বয়ে ভূমিকম্প প্রস্তুতি ও সাড়াদান মহড়া অনুশীলনে সহযোগিতা প্রদান;

ঠ) সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক সাড়াদান সংস্থা/দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সঙ্গে বন্যা, ঘূর্ণিঝড়সহ অন্যান্য আপদের ওপর মহড়ার আয়োজন ও পূর্বপ্রস্তুতি পর্যালোচনা করা।

জরুরি সাড়াদান

(১) সাড়াদান প্রস্তুতি পর্যায়

ক) দুর্যোগপ্রস্তুতি এবং সাড়াদানে জনগোষ্ঠী, স্থানীয় সংগঠন ও বিভিন্ন পেশাজীবীদের জন্য তথ্য সরবরাহসহ সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ;

খ) দুর্যোগকালীন পূর্বাভাস ও সতর্ক সংকেত জনগণ যাতে সঠিকভাবে মেনে চলে সে বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রচার নিশ্চিতকরণ;

গ) অধিদপ্তরের আওতাধীন স্থানীয় পর্যায়ে ইলেকট্রনিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো (যেমন: ইমেইল, ফ্যাক্স, VHF, UHF ইত্যাদি) কার্যকর রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঘ) সম্ভাব্য দুর্যোগের প্রস্তুতি, দুর্যোগ প্রতিরোধ ও ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রমের গৃহীত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের বাধাগুলো চিহ্নিতকরণ ও মোকাবিলায় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ জেলা প্রশাসন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরকে অবহিত করা;

ঙ) ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র, বাঁধ, মুজিব কিল্লা, উন্মুক্ত স্থান, উঁচু প্ল্যাটফরম, অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ/নির্বাচনের জন্য স্থান, বাড়ি, স্থাপনা ইত্যাদির অবস্থান ও বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের তথ্যসহ তালিকা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা;

চ) আশ্রয়কেন্দ্র, মুজিব কিল্লা এবং উঁচু স্থানে সংযোগ রাস্তা নির্মাণ ও মেরামত কার্যক্রম এবং ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ তদারকি;

ছ) বৃক্ষ রোপণ (যেমন: বজ্রপাত ঝুঁকি কমাতে তালগাছ রোপণ, উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী ও হাওর এলাকায় বৃক্ষরোপণ) গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা/কাবিটা) কর্মসূচি ইত্যাদির আওতায় প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান;

জ) মানবিক সহায়তা-সামগ্রী ও উদ্ধার যন্ত্রপাতি সংরক্ষণ করা;

ঝ) মানবিক সহায়তা-সামগ্রীর ব্যবহার-উপযোগিতা নিশ্চিতকরণ;

ঞ) দুর্যোগে নারী ও শিশুদের নিরাপত্তা এবং মনঃসামাজিক সুরক্ষা বিষয়টি সকল পর্যায়ে প্রচারণা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা-বিষয়ক সকল ধরনের প্রশিক্ষণ কোর্সে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ।

(২) সতর্কীকরণ/হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) আসন্ন দুর্যোগের সতর্ক সংকেত ও পূর্বাভাস সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, দপ্তর/সংস্থার কাছে প্রেরণ;

খ) জরুরি সাড়াদান কার্যক্রম গ্রহণে জেলা প্রশাসনকে সহযোগিতা প্রদান;

গ) জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে নিয়ন্ত্রণকক্ষ স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঘ) দুর্যোগকবলিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে এমন এলাকার সাড়াদান প্রস্তুতি সম্পর্কে জেলা প্রশাসনকে অবহিত করা;
ঙ) মানবিক সহায়তা-সামগ্রীর চাহিদা জেলা প্রশাসকের কাছে প্রেরণ;
চ) সম্ভাব্য দুর্যোগে যেসব গুদামের ক্ষতি হতে পারে সেখান থেকে জেলা প্রশাসকের অনুমতিক্রমে মালামাল নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া;
ছ) মানবিক সহায়তাকাজে ব্যবহারের নিমিত্ত যানবাহন ও নৌযানের কর্তৃপক্ষ/মালিকদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা;
জ) চিহ্নিত আশ্রয়কেন্দ্রগুলো পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় সেবা, যেমন: পানি ও পয়োনিষ্কাশন ইত্যাদি সুবিধার হালনাগাদ প্রতিবেদন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে প্রেরণ;
ঝ) জেলা পর্যায়ে মানবিক সহায়তা-সামগ্রী মজুতের জন্য দুর্যোগ-সহনশীল গুদামঘর স্থাপন;
ঞ) আশ্রয়কেন্দ্রে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ, পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা, সোলার প্যানেল স্থাপন, বহির্গমন পথ নির্ধারণ, ডিজএবিলিটি অ্যাকসেস, প্রসূতিকক্ষ, ব্রেস্ট ফিডিং সুবিধা নিশ্চিতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ।

(৩) দুর্যোগ পর্যায়

ক) জরুরি নিয়ন্ত্রণকক্ষ ২৪/৭ ভিত্তিতে সার্বক্ষণিক চালু রাখতে এবং সন্ধান ও উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনায় জেলা প্রশাসনকে সহায়তা প্রদান;
খ) জেলার প্রাথমিক ক্ষয়ক্ষতির তথ্য ও চাহিদা অধিদপ্তরে প্রেরণ;
গ) আশ্রয়কেন্দ্র ও দুর্যোগকবলিত এলাকায় মানবিক সহায়তা-সামগ্রী প্রেরণের চূড়ান্ত প্রস্তুতি গ্রহণ;
ঘ) বিশেষ মানবিক সহায়তা-সামগ্রীর জন্য জেলা প্রশাসনকে তাৎক্ষণিক অবহিত করা;
ঙ) অনুমোদন অনুযায়ী মানবিক সহায়তা-সামগ্রী বিতরণ সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ;
চ) মৃত ব্যক্তির পরিবারকে ও আহত ব্যক্তির চিকিৎসায় অনুমোদিত আর্থিক সহায়তা প্রদান;
ছ) অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রে প্রবীণ, শিশু, নারী এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের যথাযথ নিরাপত্তা ও সুরক্ষা-কার্যক্রম ফলোআপ করা ও তা নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ।

(৪) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়

ক) ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদার বিস্তারিত তথ্য অনলাইন সিস্টেমে রাখা এবং এসংক্রান্ত প্রতিবেদন উপজেলা ও জেলা প্রশাসনের কাছে প্রেরণ;
খ) গৃহনির্মাণ মঞ্জুরি, শর্তহীন অর্থসাহায্য (জিআর) এবং অন্যান্য মানবিক সহায়তা-সামগ্রী ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের কাছে দ্রুত পৌঁছানোর ব্যবস্থা গ্রহণ;
গ) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন কার্যক্রমে অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসৃজন কর্মসূচি ও টেস্ট রিলিফ কর্মসূচিতে দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের কর্মসংস্থানের জন্য অন্তর্ভুক্তি এবং এসব প্রকল্প/কর্মসূচির দ্রুত বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান;
ঘ) নিজ বাড়ি থেকে আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নেওয়া প্রতিটি পরিবারের সব সদস্য নিজ নিজ বাড়িতে নিরাপদে ফিরে গিয়ে বসবাস করে নতুনভাবে জীবিকা শুরু করতে পারছে কি না, তা ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য অথবা সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে আলাদা প্রতিবেদন তৈরি করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে প্রেরণ;
ঙ) ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা, ব্রিজ/কালভার্ট ও আশ্রয়কেন্দ্র মেরামত করা;
চ) ধ্বংসাবশেষ অপসারণ ও মৃতদেহ ব্যবস্থাপনা করা;
ছ) মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসন-কার্যক্রমের প্রতিবেদন অধিদপ্তরে প্রেরণ।

প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার (PIO) **দায়িত্ব**

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) উপজেলা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং ওয়ার্ড সাড়াদান গ্রুপ গঠন ও পুনর্গঠনে সহায়তা প্রদান;

খ) দুর্যোগপ্রস্তুতি, ঝুঁকিহ্রাস, সাড়াদান, মানবিক সহায়তা, পুনর্বাসন ও পুর্নগঠন এবং সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ে অধিদপ্তর কর্তৃক নির্দেশনা ও কার্যক্রম স্থানীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন;

গ) জনগোষ্ঠীভিত্তিক ঝুঁকি নিরূপণ (CRA) প্রক্রিয়ায় স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা বিশ্লেষণে সহায়তা প্রদান;

ঘ) ইউনিয়ন, পৌরসভা ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির অংশগ্রহণে ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদান;

ঙ) সরকারি দপ্তর এবং এনজিওগুলোর ঝুঁকিহ্রাস কর্মসূচি সমন্বয়সাধন;

চ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরকে অবহিত রেখে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি, স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকদের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন করা;

ছ) উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে দুর্যোগঝুঁকি অন্তর্ভুক্তিকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

জ) বিভিন্ন সরকারি সংস্থা, এনজিও এবং স্বেচ্ছাসেবক সংস্থাগুলোর সঙ্গে কার্যকর যোগাযোগ করা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সকল বিষয়ে উক্ত সংস্থাগুলোর সহযোগিতা ও সমন্বয় নিশ্চিতকরণ;

ঝ) উন্নয়ন ও প্রকল্প কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে সিআরএ পদ্ধতিতে নিরূপিত ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা তথ্যসহ ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনার অগ্রাধিকার কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা;

ঞ) ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে তহবিল গঠনে উপজেলা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান;

ট) দুর্যোগের পূর্বাভাস ও সতর্ক বার্তাগুলো উপজেলা পর্যায়ের সকল কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট সংস্থা, সংগঠন, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে দ্রুত ও কার্যকরভাবে প্রচারের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

ঠ) উপজেলা, ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও ওয়ার্ড সাড়াদান গ্রুপের নিয়মিত সভা আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ;

ড) ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, ভূমিকম্প, বজ্রপাত, ভূমিধস, খরা, নদীভাঙন ও অন্যান্য দুর্যোগের ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা মানচিত্র প্রচার, প্রদর্শন ও এর ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;

ঢ) দুর্যোগে জরুরি সাড়াদানে প্রয়োজনীয় সন্ধান ও উদ্ধার উপকরণ এবং যানবাহন/জলযানের তালিকা তৈরি করা;

ণ) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থার সমন্বয়ে ভূমিকম্প প্রস্তুতি নিয়মিত অনুশীলনে সহযোগিতা প্রদান;

ত) সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক সাড়াদান সংস্থা/দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সঙ্গে বন্যা, ঘূর্ণিঝড়সহ অন্যান্য আপদের ওপর মহড়ার আয়োজন ও পূর্বপ্রস্তুতি অবস্থা পর্যালোচনা করা;

থ) আশ্রয়কেন্দ্রে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ, পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা, সোলার প্যানেল স্থাপন, বহির্গমন পথ নির্ধারণ, ডিজএবিলিটি অ্যাকসেস, প্রসূতিকক্ষ, ব্রেস্ট ফিডিং সুবিধা নিশ্চিতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ।

জরুরি সাড়াদান

(১) সাড়াদান প্রস্তুতি পর্যায়

ক) দুর্যোগপ্রস্তুতি এবং সাড়াদানে জনগোষ্ঠী, স্থানীয় সংগঠন ও বিভিন্ন পেশাজীবীর জন্য তথ্য সরবরাহসহ সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ;

খ) পূর্বাভাস ও সতর্ক সংকেত বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রচার নিশ্চিতকরণ;

গ) অধিদপ্তরের আওতাধীন স্থানীয় পর্যায়ে ইলেকট্রনিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো (যেমন: ইমেইল, ফ্যাক্স, VHF, UHF ইত্যাদি) কার্যকর রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঘ) সম্ভাব্য দুর্যোগের প্রস্তুতি, দুর্যোগ প্রতিরোধ ও ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রমের গৃহীত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে বাধাগুলো চিহ্নিতকরণ ও মোকাবিলায় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ জেলা প্রশাসন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরকে অবহিত করা;

ঙ) ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র, বাঁধ, মুজিব কিল্লা, উন্মুক্ত স্থান, উঁচু প্ল্যাটফরম, অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ/নির্বাচনের জন্য স্থান, বাড়ি, স্থাপনা ইত্যাদির অবস্থান ও বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের নাম, তথ্যসহ তালিকা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা;

চ) আশ্রয়কেন্দ্র, মুজিব কিল্লা এবং উঁচু স্থানে সংযোগ রাস্তা নির্মাণ ও মেরামত কার্যক্রম এবং ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণকাজ তদারকি;

ছ) বৃক্ষ রোপণ, যেমন: বজ্রপাত ঝুঁকি কমাতে তালগাছ রোপণ, উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী ও হাওর এলাকায় বৃক্ষরোপণ, গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা/কাবিটা) কর্মসূচি ইত্যাদির আওতায় প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

জ) মানবিক সহায়তা-সামগ্রী, সন্ধান ও উদ্ধার যন্ত্রপাতি সংরক্ষণ করা এবং মানবিক সহায়তা-সামগ্রীর ব্যবহার-উপযোগিতা নিশ্চিতকরণ;

ঝ) স্থানীয় পর্যায়ে আপদকালীন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা;

ঞ) দুর্যোগ সাড়াদান কার্যক্রমের/মোকাবিলা পরিকল্পনা প্রণয়ন/হালনাগাদকরণে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থা কমিটির সভা আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ;

ট) স্থানীয় পর্যায়ে ইনসিডেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সমন্বয়সাধন;

ঠ) দুর্যোগে নারী ও শিশুদের নিরাপত্তা এবং মনঃসামাজিক সুরক্ষা বিষয়টি সকল পর্যায়ে প্রচারণা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা-বিষয়ক সকল ধরনের সভা, কর্মশালায় আলোচ্য বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা এবং প্রশিক্ষণ কোর্সে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ।

(২) সতর্কীকরণ/হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) আসন্ন দুর্যোগের সতর্ক সংকেত ও পূর্বাভাস সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, দপ্তর/সংস্থা এবং ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের কাছে প্রেরণ;

খ) উপজেলা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় জরুরি সাড়াদান কার্যক্রম গ্রহণে উপজেলা প্রশাসনকে সহযোগিতা প্রদান;

গ) উপজেলা নির্বাহী অফিসারর কার্যালয়ে নিয়ন্ত্রণকক্ষ স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঘ) দুর্যোগকবলিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, এমন এলাকার সাড়াদান প্রস্তুতি সম্পর্কে জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে অবহিত করা;

ঙ) মানবিক সহায়তা-সামগ্রীর চাহিদা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের মাধ্যমে জেলাপ্রশাসকের কাছে প্রেরণ;

চ) স্বেচ্ছাসেবক দল ও উপজেলা পর্যায়ের সাড়াদানকারী সংস্থার মধ্যে সমন্বয়ে সহযোগিতা প্রদান;

ছ) মানবিক সহায়তাকাজে ব্যবহারের নিমিত্ত যানবাহন ও নৌযানের কর্তৃপক্ষ/মালিকদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা;

জ) চিহ্নিত আশ্রয়কেন্দ্রগুলো পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় সেবা, যেমন: পানি ও পয়োনিষ্কাশন সুবিধা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ এবং জেলা ত্রাণ কর্মকর্তার কাছে প্রতিবেদন প্রেরণ;

ঝ) জেলা, উপজেলা পর্যায়ে উদ্ধার, মানবিক সহায়তা-সামগ্রী মজুতের জন্য দুর্যোগ-সহনশীল গুদামঘর স্থাপন করা।

(৩) দুর্যোগ পর্যায়

ক) জরুরি নিয়ন্ত্রণকক্ষ ২৪/৭ ভিত্তিতে সার্বক্ষণিক চালু রাখতে উপজেলা প্রশাসনকে সহযোগিতা প্রদান;

খ) সন্ধান ও উদ্ধার তৎপরতায় সহযোগিতা প্রদান;

গ) দুর্যোগে প্রাথমিক ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ করা;

ঘ) জানমালের ক্ষয়ক্ষতির প্রাথমিক হিসাব ও মানবিক সহায়তার চাহিদা জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার কাছে প্রেরণ;

ঙ) মানবিক সহায়তা-সামগ্রী বিতরণের উপযুক্ত জায়গা নির্বাচন ও প্রেরণের চূড়ান্ত প্রস্তুতি গ্রহণ;

চ) বিশেষ মানবিক সহায়তা-সামগ্রীর জন্য উপজেলা ও জেলা প্রশাসনকে তাৎক্ষণিক অবহিত করা;

ছ) অনুমোদন অনুযায়ী মানবিক সহায়তা-সামগ্রী বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম তদারকি ও পরিবীক্ষণ;

জ) অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রের প্রবীণ, শিশু, নারী এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের যথাযথভাবে নিরাপত্তা ও সুরক্ষা দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণের বিষয়টি ফলোআপ করা এবং এ বিষয়ে প্রতিবেদন তৈরি করে জেলা ত্রাণ কর্মকর্তা ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাছে প্রেরণ।

(৪) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়

ক) ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদার বিস্তারিত তথ্য অনলাইন সিস্টেমে রাখা এবং এসংক্রান্ত প্রতিবেদন উপজেলা ও জেলা প্রশাসনের কাছে প্রেরণ;

খ) গৃহনির্মাণ মঞ্জুরি, শর্তহীন অর্থসাহায্য (জিআর) এবং অন্যান্য মানবিক সহায়তা-সামগ্রী ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারে দ্রুত পৌঁছানোর ব্যবস্থা গ্রহণ;

গ) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন কার্যক্রমে অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসৃজন কর্মসূচি ও টেস্ট রিলিফ কর্মসূচিতে দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের কর্মসংস্থানের জন্য অন্তর্ভুক্তকরণ এবং এসব প্রকল্প/কর্মসূচির দ্রুত বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান;

ঘ) নিজ বাড়ি থেকে আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নেওয়া প্রতিটি পরিবারের সব সদস্য বাড়িতে নিরাপদে ফিরে গিয়ে নতুনভাবে পুনরুদ্ধার কার্যক্রমের আওতায় জীবিকা শুরু করতে পারছে কি না, তা ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য অথবা সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে আলাদা প্রতিবেদন তৈরি করে জেলা ত্রাণ কর্মকর্তার কাছে প্রেরণ;

ঙ) ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা, ব্রিজ/কালভার্ট ও আশ্রয়কেন্দ্র মেরামত করা;

চ) ধ্বংসাবশেষ অপসারণ ও মৃতদেহ ব্যবস্থাপনা করা;

ছ) মানবিক সহায়তা কর্মকাণ্ডে ব্যয় করা অর্থের হিসাব সংরক্ষণ ও নিরীক্ষণের জন্য প্রস্তুত রাখা;

জ) মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসন-কার্যক্রমের প্রতিবেদন জেলা পর্যায়ে প্রেরণ।

৫.২.৪.২ ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি

ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (প্রধান কার্যালয়, ঢাকা)

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) সিপিপির নীতি, পরিকল্পনা ও কর্মসূচিতে দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা;

খ) দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস-সম্পর্কিত জাতীয় পর্যায়ের কমিটিসমূহের সঙ্গে সমন্বয়সাধন;

গ) সিপিপির কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস বিষয়ে প্রশিক্ষণ আয়োজন করা এবং বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সম্পদ বরাদ্দ করা;

ঘ) ঘূর্ণিঝড় ঝুঁকি বিবেচনায় প্রয়োজনে নতুন নতুন এলাকা ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির আওতায় আনার জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ;

ঙ) সিপিপি স্বেচ্ছাসেবকদের ডাটাবেজ তৈরি করে ওয়েবসাইটে রাখা ও তা প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ;

চ) আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি ও অন্যান্য জাতীয় পর্যায়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত কমিটির সভায় অংশগ্রহণের জন্য একজন ফোকাল পয়েন্ট মনোনীত করা;

ছ) দুর্যোগে নারী, শিশু, প্রবীণ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিরাপত্তা এবং মনঃসামাজিক সুরক্ষার বিষয়টি সকল পর্যায়ে প্রচারণা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা-বিষয়ক সব ধরনের প্রশিক্ষণ কোর্সে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ।

জরুরি সাড়াদান

(১) সাড়াদান প্রস্তুতি পর্যায়

ক) দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় অব্যাহতভাবে প্রস্তুতি কর্মসূচি চালু রাখা এবং ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতির অবস্থা যাচাইয়ের জন্য প্রতি বছর ঘূর্ণিঝড় মৌসুমের আগে মহড়ার আয়োজন করা;

খ) প্রতি বছর এপ্রিল মাসের আগে স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ এবং প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা;

গ) ইউনিট, ইউনিয়ন এবং উপজেলা কমিটিগুলো হালনাগাদ করা;

ঘ) ইউনিয়ন ও উপজেলা কার্যালয় স্থাপন এবং ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ের সভা অনুষ্ঠান নিশ্চিতকরণ;

ঙ) স্বেচ্ছাসেবকদের দলনেতাকে সংকেত প্রচার উপকরণ প্রদান এবং ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;

চ) সিপিপি প্রধান কার্যালয়ের সঙ্গে উপজেলা কার্যালয়ের এবং উপজেলা কার্যালয়ের সঙ্গে ইউনিয়ন কার্যালয়ের অয়্যারলেস যোগাযোগ স্থাপন করা;

ছ) স্থানীয় পর্যায়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলোকে আশ্রয়কেন্দ্র, উঁচু নিরাপদ স্থান/মুজিব কিল্লা নির্বাচনের জন্য সহায়তা প্রদানের নির্দেশনা প্রদান এবং সম্ভাব্য দুর্যোগে স্থানান্তর পরিকল্পনা জনসাধারণকে জানানোর ব্যবস্থা গ্রহণ;

জ) ঘূর্ণিঝড় সতর্ক সংকেত ব্যবস্থা সম্পর্কে জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের সহযোগিতায় আলোচনা সভা, পোস্টার, প্রচারপত্র, চলচ্চিত্র ও নাটক ইত্যাদির মাধ্যমে প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা জনপ্রিয় করে তোলা;

ঝ) বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ নিশ্চিতকরণের জন্য ফ্যাক্স মেশিন চালু রাখাসহ ইমেইল যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা।

২) সতর্কীকরণ/হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) সিপিপি প্রধান কার্যালয়ে এবং আঞ্চলিক অফিসগুলোতে নিয়ন্ত্রণকক্ষ স্থাপন করা এবং জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃপক্ষকে নিয়ন্ত্রণকক্ষ স্থাপনে সহযোগিতা প্রদান;

খ) বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্যকেন্দ্রের (DMIC) সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করা;

গ) বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত বিশেষ আবহাওয়া বুলেটিন উপজেলা ও আঞ্চলিক কার্যালয়ে পাঠিয়ে দ্রুত ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে পাঠাতে উপজেলা কার্যালয়কে নির্দেশনা প্রদান;

ঘ) সিপিপি স্বেচ্ছাসেবকদের সাধারণ বেতারবার্তা/সিপিপির বেতারবার্তা ও কমিউনিটি রেডিওর বার্তা/দুর্যোগ-বিষয়ক অনুষ্ঠান শুনতে নির্দেশনা প্রদান;

ঙ) ইউনিয়ন দলপ্রধানদের সঙ্গে বেতার বা লিয়াজোঁ স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন;

চ) সিপিপির প্রকাশিত ঘূর্ণিঝড় নির্দেশিকার নির্দেশমালা অনুযায়ী স্বেচ্ছাসেবকদের কাজ করতে ইউনিয়ন দলনেতা ও তার সহকর্মীদের পরামর্শ প্রদান ও উদ্বুদ্ধ করা;

ছ) সিপিপি বাস্তবায়ন বোর্ডের সভাপতি ও সদস্যদের ঘূর্ণিঝড়ের হালনাগাদ তথ্য অবহিত করা;

জ) বিভাগীয় কমিশনার, জেলাপ্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা মেয়র ও কাউন্সিলর, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্য এবং স্থানীয় বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মকর্তাদের সতর্ক বার্তা পৌঁছে দেওয়া;

ঝ) সিপিপির স্বেচ্ছাসেবকগণ মাঠ পর্যায়ে কর্মকাণ্ড শুরু করেছে কি না, তা যাচাই করা;

ঞ) যথাযথ নিরাপত্তাসহ পশুসম্পদ, হাঁস-মুরগি এবং অন্যান্য গৃহপালিত পশু উঁচু স্থান এবং মুজিব কিল্লায় স্থানান্তরের জন্য জনগণকে পরামর্শ প্রদান;

ট) উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতিকে কমিটির সভা আহ্বানের পরামর্শ দেওয়ার জন্য সিপিপির সহকারী পরিচালক/উপপরিচালককে নির্দেশ প্রদান;

ঠ) ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা আহ্বানের জন্য সহকারী পরিচালক/উপপরিচালককে নির্দেশ প্রদান;

ড) সিপিপি বাস্তবায়ন বোর্ডের জরুরি সভার সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়ন করা;

ঢ) উপজেলা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদানের জন্য সিপিপির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে নির্দেশ প্রদান;

ণ) বেতারের মাধ্যমে আঞ্চলিক, উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়সমূহে বিশেষ আবহাওয়া বার্তা প্রেরণ;

ত) উন্নয়ন কর্মকর্তা ও স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে জনগণকে ঘূর্ণিঝড় সতর্কীকরণ বার্তা অবহিতকরণ নিশ্চিতকরণ;

থ) নির্দিষ্ট সময় পরপর স্থানীয় পরিস্থিতি সম্পর্কে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ফোকাল পয়েন্ট, সিপিপি বাস্তবায়ন বোর্ডের সভাপতি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এবং বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির কর্মকর্তাদের অবহিত করা।

(৩) দুর্যোগ পর্যায়

ক) সিপিপি এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থাসমূহের সঙ্গে নিজস্ব কার্যাবলির সমন্বয়সাধন;

খ) উন্নয়ন কর্মকর্তা এবং স্বেচ্ছাসেবকগণ যেন প্রয়োজন অনুযায়ী উদ্ধারকাজ ও প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পাদন করতে পারেন তা নিশ্চিতকরণ;

গ) বেতার যোগাযোগ-ব্যবস্থা সচল রাখাসহ সদর দপ্তরের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ করা ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ পাওয়ার পরপরই তা পাঠানোর জন্য সহকারী পরিচালক/উপপরিচালককে নির্দেশ প্রদান;

ঘ) ইউনিয়ন দলনেতাদের বেতার যোগাযোগ-ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা এবং উন্নয়ন কর্মকর্তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ রক্ষা করার নির্দেশনাসহ সংগৃহীত ক্ষয়ক্ষতির প্রতিবেদন আঞ্চলিক/কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে পাঠানোর জন্য সহকারী পরিচালক/উপপরিচালককে নির্দেশ প্রদান।

(৪) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়

ক) প্রতি ইউনিয়ন দলনেতাকে নিজ নিজ এলাকার ক্ষয়ক্ষতির প্রাথমিক প্রতিবেদন উন্নয়ন কর্মকর্তার কাছে পাঠানোর জন্য নির্দেশনা প্রদান;

খ) মাঠ পর্যায়ের অফিসগুলোকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য নির্দেশনা প্রদান:

১. টিকা ও প্রতিষেধক প্রদান ও অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান;
২. পুনর্বাসন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ;
৩. বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকাণ্ডের সমন্বয়ে সহায়তা প্রদান।

৫.২.৪.২.১ মাঠ পর্যায়ে সিপিপি

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) স্থানীয় পর্যায়ে সকল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় ক্ষেত্রমতো অংশগ্রহণের জন্য একজন ফোকাল পয়েন্ট মনোনীত করা;

খ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগঝুঁকি ও আপদ মানচিত্র তৈরি প্রক্রিয়ায় এবং ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে অংশগ্রহণ।

জরুরি সাড়াদান

(১) সাড়াদান প্রস্তুতি পর্যায়

ক) ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকাগুলোতে নিয়মিতভাবে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির মহড়া আয়োজন করা এবং প্রতি বছর ঘূর্ণিঝড় মৌসুমের আগে জনগণকে নিয়ে মহড়া আয়োজনের মাধ্যমে প্রস্তুতির অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা;

খ) এপ্রিল মাসের আগে স্বেচ্ছাসেবক নির্বাচন ও তাদের প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করা এবং প্রয়োজনের সময় স্থানান্তরের জন্য পরিবারগুলোকে দলগতভাবে (নারী, প্রবীণ, শিশু ও প্রতিবন্ধী ইত্যাদি) বিভক্ত করা অর্থাৎ, কোন স্বেচ্ছাসেবক কোন পরিবারগুলোকে স্থানান্তরে সহায়তা করবে তা ঠিক করা;

গ) স্বেচ্ছাসেবক দলনেতার অনুকূলে বরাদ্দকৃত যন্ত্রপাতির বাস্তব মজুত ও অবস্থা পরীক্ষা করা এবং প্রয়োজনীয় মেরামত/প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ (প্রয়োজনে);

ঘ) সিপিপির প্রধান কার্যালয়, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করার নিমিত্ত বেতার যোগাযোগ-ব্যবস্থা পরীক্ষা করা ও তা সচল রাখা;

ঙ) বিভিন্ন প্রকার সংকেত, সিডব্লিউসি নীতিমালা অনুযায়ী, স্থানীয় জনগণের কাছে বোধগম্য হয় সেজন্য সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ;

চ) আশ্রয়স্থল, মুজিব কিল্লা ও উঁচু নিরাপদ স্থান চিহ্নিত করা এবং তা ব্যবহার-উপযোগী রাখা ও জনগণকে স্থানান্তর পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত করার জন্য প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনা করা।

২) সতর্কীকরণ/হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) নিয়ন্ত্রণকক্ষ স্থাপন করে উপজেলা, ইউনিয়ন ও সিপিপি সদর দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা;

খ) আবহাওয়া অধিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যালয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ রক্ষা করা এবং ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা;

গ) সিপিপি প্রধান কার্যালয় থেকে প্রাপ্ত বিশেষ আবহাওয়া বার্তা স্থানীয় অফিসগুলোকে অবহিত করা;

ঘ) জেলা/উপজেলা/ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি, সদস্য, ধর্মীয় নেতা ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ, শিক্ষক এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিবর্গকে সতর্ক রাখা;

ঙ) সিপিপির প্রকাশিত পুস্তিকায় বর্ণিত নির্দেশমালা অনুযায়ী ইউনিয়ন দলনেতা এবং তাদের সহকর্মীদের কাজ নিশ্চিত করতে সিপিপি স্বেচ্ছাসেবকদের বেতার প্রচার শোনার জন্য নির্দেশনা প্রদান;

চ) জেলাপ্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার/ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানদের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির জরুরি সভা আহ্বান করতে অনুরোধ করা;

ছ) জরুরি সভার সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদান;

জ) যথাযথ নিরাপত্তার স্বার্থে প্রাণিসম্পদ, হাঁস-মুরগি এবং অন্যান্য গৃহপালিত পশু উঁচু স্থানে/মুজিব কিল্লায় স্থানান্তর নিশ্চিত করতে পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী সিপিপির স্বেচ্ছাসেবক মোতায়েন করা;

ঝ) প্রতিটি মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়কে এর অধীন কার্যালয়গুলোকে বিশেষ আবহাওয়ার বার্তা সম্পর্কে অবহিত করতে নির্দেশনা প্রদান;

ঞ) ঘূর্ণিঝড় সতর্কীকরণ সম্পর্কে জনগণকে হুঁশিয়ারি করা;

ট) স্থানান্তর আদেশ দেওয়া হলে জনগণকে আশ্রয়কেন্দ্রে যেতে পরামর্শ প্রদান এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;

ঠ) মেগাফোন, আলোক সংকেত এবং আকস্মিক আলোক সংকেত দিয়ে জনগণকে চূড়ান্ত হুঁশিয়ারি প্রদান;

ড) উপজেলা ও জেলা প্রশাসন, সিপিপি প্রধান কার্যালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে দুর্যোগের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে অবহিতকরণ;

ঢ) অন্যান্য সংস্থা এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান।

(৩) দুর্যোগ পর্যায়

ক) বেতারযন্ত্র চালু রাখা, সিপিপির প্রধান কার্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা এবং ক্ষয়ক্ষতির প্রতিবেদন পাওয়ামাত্রই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে প্রেরণ;

খ) ইউনিয়ন ও উপজেলা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বিতভাবে উদ্ধার-কার্যক্রম পরিচালনা করা, প্রয়োজনমতো প্রাথমিক চিকিৎসা দিতে সহায়তা প্রদান এবং গুরুতর আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা গ্রহণ;

গ) মানবিক সহায়তা-সামগ্রী বিতরণে স্থানীয় প্রশাসনকে সহযোগিতা প্রদান।

(৪) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়

ক) ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষয়ক্ষতির তথ্য সংগ্রহপূর্বক প্রতিবেদন প্রস্তুত করে সিপিপির প্রধান কার্যালয়, ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং উপজেলা ও জেলা প্রশাসনের বরাবর প্রেরণ;

খ) মৃতব্যক্তির সৎকার তথা লাশ দাফন এবং মৃত পশুপাখি মাটিতে পুঁতে রাখার কাজে স্থানীয় প্রশাসনকে সহায়তা প্রদান;

গ) টিকা ও প্রতিষেধক প্রদান এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান;

ঘ) বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে পুনর্বাসনকাজে অংশগ্রহণ।

৫.২.৫ খাদ্য মন্ত্রণালয়

খাদ্য মন্ত্রণালয় নিম্নলিখিত দায়িত্বাবলি পালন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) সরকারের জাতীয় খাদ্যনিরাপত্তা নীতিতে দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসকে অন্তর্ভুক্ত করতে নীতি, পরিকল্পনা ও কর্মসূচি গ্রহণ এবং প্রয়োজন অনুসারে এগুলোর হালনাগাদ করা;

খ) খাদ্যমজুত চাহিদা নির্ধারণে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ দুর্যোগঝুঁকি বিবেচনা করা এবং অধিক ঝুঁকিপ্রবণ এলাকার জন্য বরাদ্দ বাড়ানোর ব্যবস্থা গ্রহণ;

গ) খাদ্য সংরক্ষণ ও মজুতের অবকাঠামোগত সুবিধাসমূহের বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকি নিরূপণ করা এবং প্রয়োজনে রেট্রোফিটিং করার ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঘ) সদর দপ্তর, জেলা ও মাঠ পর্যায়ের সংস্থার জন্য আপদকালীন কর্মপরিকল্পনা তৈরি ও পর্যালোচনা করা;

ঙ) নতুন মজুত সুবিধা ও অবকাঠামো ডিজাইন প্রণয়নে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ঝুঁকিকে বিবেচনায় নিয়ে দুর্যোগ-সহনশীল অবকাঠামো তৈরি করা;

চ) খাদ্যমজুত বৃদ্ধি করা এবং এগুলো নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করা;

ছ) দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি সম্প্রসারণ করা;

জ) খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ঝুঁকিহ্রাস নীতির বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোকে নির্দেশনাসহ প্রয়োজনীয় আদেশ জারি করা।

জরুরি সাড়াদান

(১) সাড়াদান প্রস্তুতি পর্যায়

ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণকক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা;

খ) মজুতকৃত দ্রব্যসামগ্রীর নাম, মেয়াদ ও পরিমাণসহ গুদামঘরের তালিকা হালনাগাদ করতে খাদ্য অধিদপ্তরকে পরামর্শ প্রদান;

গ) গোডাউনে মজুতকৃত খাদ্যসামগ্রীসহ অন্যান্য উপকরণের নিরাপদ সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রয়োজনে সেগুলো নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করা;
ঘ) ভিজিএফ, জিআর ও টেস্ট রিলিফের জন্য খাদ্যদ্রব্য সরবরাহে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে কার্যকর সমন্বয় নিশ্চিতকরণ;
ঙ) দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনার ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে একজন কর্মকর্তা মনোনীত করা।

(২) সতর্কীকরণ/হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) খাদ্য মন্ত্রণালয়ে নিয়ন্ত্রণকক্ষ খোলা;
খ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের জরুরি পরিচালনা কেন্দ্রের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখা;
গ) খাদ্যশস্যের স্বাভাবিক মূল্য নিশ্চিতকরণ;
ঘ) সম্ভাব্য দুর্যোগের পরিপ্রেক্ষিতে মাঠ পর্যায়ে গুদামসমূহে পর্যাপ্ত খাদ্যমজুতের ব্যবস্থা গ্রহণ, প্রয়োজনে বিকল্প খাদ্যমজুত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।

(৩) দুর্যোগ পর্যায়

ক) নিজস্ব নিয়ন্ত্রণকক্ষ ২৪/৭ ভিত্তিতে সার্বক্ষণিক খোলা রাখা এবং বিভাগীয়/জেলা পর্যায়ে নিয়ন্ত্রণকক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা;
খ) দুর্যোগকবলিত এলাকার তথ্য সংগ্রহ করা এবং তা নিয়মিত আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের কাছে প্রেরণ;
গ) প্রয়োজনে বিশেষ রেশন ব্যবস্থা চালু এবং দুর্যোগকবলিত এলাকায় খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিসহ খোলা বাজারে খাদ্য বিক্রির (OMS) কার্যক্রম গ্রহণ ও জনসাধারণের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিতকরণ;
ঘ) অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দুর্যোগকবলিত এলাকায় খাদ্য বিতরণ কর্মসূচি গ্রাম পর্যায়ে বিস্তৃত করা;
ঙ) মজুতদারি ও অতিরিক্ত মুনাফার বিরুদ্ধে পূর্বসতর্কীকরণ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বাজারে প্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রীর স্বাভাবিক মূল্য নিশ্চিতকরণ।

(৪) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়

ক) দ্রুত ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ করা এবং খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে অবকাঠামো-সুবিধা ও সেবার পুনর্বাসনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;
খ) গুদামঘর মেরামত ও পুনর্নির্মাণের জন্য যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়ন;
গ) প্রয়োজন অনুযায়ী খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি/OMS কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা।

৫.২.৫.১ খাদ্য অধিদপ্তর

স্বাভাবিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি খাদ্য অধিদপ্তর নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) খাদ্যমজুত চাহিদা নির্ধারণে বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ দুর্যোগঝুঁকি বিবেচনায় রাখা;
খ) খাদ্য অবকাঠামোগুলোর সুবিধার বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকি নিরূপণ করা এবং উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;
গ) সদর দপ্তর, জেলা ও উপজেলা অফিসের জন্য আপদকালীন পরিকল্পনা প্রণয়ন;
ঘ) নতুন মজুত সুবিধা ও অবকাঠামো নির্মাণের সময় বর্তমান ও ভবিষ্যৎ দুর্যোগঝুঁকি বিবেচনায় নিয়ে গুদাম/ভবন নির্মাণ এবং বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড (BNBC) মেনে চলা;
ঙ) গুদামের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করা।

জরুরি সাড়াদান

(১) সাড়াদান প্রস্তুতি পর্যায়

ক) দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারণ;

খ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় নিয়ন্ত্রণকক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য একজন লিয়াজোঁ কর্মকর্তা মনোনীত করা;

গ) অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে অফিসের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পর্যালোচনা করা;

ঘ) প্রয়োজনে জরুরি ভিত্তিতে খাদ্যসামগ্রী সরবরাহ ও বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঙ) দুর্যোগ মৌসুমের আগে থেকে নেওয়া সকল প্রস্তুতি কর্মসূচি পর্যালোচনা করে একটি বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন;

চ) খাদ্যগুদামে রক্ষিত খাদ্যশস্য ও অন্যান্য মালামাল রক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রয়োজনবোধে মজুতকৃত খাদ্যশস্য নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ;

ছ) দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় তুলনামূলকভাবে নিরাপদ স্থানে পর্যাপ্ত খাদ্যদ্রব্যের অগ্রিম মজুতের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং LSD ও CSD-এর মজুত পরীক্ষা করে দেখা;

জ) দুর্যোগকবলিত এলাকায় LSD ও CSD থেকে দ্রুত খাদ্যসামগ্রী পৌঁছানোর সুবিধার্থে নিয়মিত খাদ্য পরিবহন রুটের কোনো ক্ষতি হলে বিকল্প রুট কোনো দিক দিয়ে হতে পারে তা খাদ্য পরিবহন ঠিকাদার সমিতি ও অন্যান্য পরিবহন মালিকদের বা শ্রমিকদের মাধ্যমে অবহিত হয়ে রেকর্ড করে রাখা;

ঝ) মালিকদের নাম ও মোবাইল নাম্বারসহ ট্রাক, নৌযান, নৌকা ইত্যাদির তালিকা এবং রক্ষিত খাদ্যশস্যের পরিমাণসহ তালিকা হালনাগাদ করা;

ঞ) ঘূর্ণিঝড়/বন্যাপ্রবণ এলাকার সংশ্লিষ্ট সকলকে আসন্ন ঘূর্ণিঝড়/বন্যা বিষয়ে সতর্ক করা এবং খাদ্যগুদাম, মজুত খাদ্যশস্য, নৌযান, যানবাহন ইত্যাদির নিরাপত্তা ও যথাযথ হেফাজত নিশ্চিতকরণ;

ট) খাদ্যশস্য প্রেরণের পরিবহন ব্যবস্থাসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে আগে থেকেই সমন্বয়সাধন;

ঠ) দুর্যোগপ্রবণ জেলা ও উপজেলায় খাদ্যসামগ্রীর মজুত সম্পর্কে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং খাদ্য মন্ত্রণালয়কে অবহিত রাখা।

(২) সতর্কীকরণ/হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) অধিদপ্তরসহ আঞ্চলিক খাদ্যনিয়ন্ত্রক ও জেলা খাদ্যনিয়ন্ত্রকের দপ্তরে নিয়ন্ত্রণকক্ষ খোলা;

খ) NEOC ও NDRCC–এর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্য একজন লিয়াজোঁ কর্মকর্তা মনোনীত করা;

গ) সম্ভাব্য দুর্যোগপূর্ণ এলাকার আসন্ন দুর্যোগ সম্পর্কে কর্মকর্তাদের সতর্ক করাসহ তাদের উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ;

ঘ) সাধারণ ট্রেন্ড হিসেবে সেপ্টেম্বর-নভেম্বর এবং মার্চ-এপ্রিল মাসে বাজারদরের উর্ধ্বগতি বিবেচনায় রেখে ও দুর্যোগকালীন খাদ্যদ্রব্যের স্বাভাবিক মূল্য নিশ্চিতকরণে এ সময়ে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি এবং OMS কার্যক্রমের মাধ্যমে খাদ্যশস্য বিক্রি করা;

ঙ) সংরক্ষিত খাদ্যশস্য দুর্যোগঝুঁকি হতে রক্ষা করা।

(৩) দুর্যোগ পর্যায়

ক) নিয়ন্ত্রণকক্ষ ২৪/৭ ভিত্তিতে সার্বক্ষণিক চালু রাখা এবং NEOC ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের NDRCC-এর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা;

খ) দুর্গত এলাকায় প্রয়োজনবোধে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিসহ বিশেষ রেশন পদ্ধতি ও OMS চালু করা এবং খাদ্যসামগ্রীর অব্যাহত সরবরাহ নিশ্চিতকরণ;
গ) মুনাফাখোর ও মজুতদারদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণসহ খাদ্যসামগ্রীর বাজারমূল্য স্থিতিশীল ও স্বাভাবিক রাখা নিশ্চিতকরণ;
ঘ) স্থানান্তর, উদ্ধার ও মানবিক সহায়তামূলক কর্মকাণ্ডে স্থানীয় প্রশাসনকে সম্ভাব্য সকল উপায়ে সহযোগিতা প্রদান;
ঙ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুসারে জেলাপ্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সরবরাহ আদেশের ভিত্তিতে দুর্যোগকবলিত এলাকায় দ্রুত খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ নিশ্চিতকরণ;
চ) খাদ্যসামগ্রী ও গুদামগুলোর ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ করে দ্রুত মেরামত ও পুনর্নির্মাণ এবং চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে খাদ্যসামগ্রীর পুনঃমজুতকরণ;
ছ) দুর্গত এলাকার জন্য দৈনিক খাদ্যমজুত ও বণ্টনের প্রতিবেদন প্রস্তুত করে NEOC ও NDRCC–তে প্রেরণ;
জ) দুর্গত এলাকায় বিশেষ রেশন পদ্ধতি ও খোলা বাজারে খাদ্যসামগ্রী বিক্রয়ের (OMS) ব্যবস্থা চালু করা এবং খাদ্যসামগ্রীর অব্যাহত সরবরাহ নিশ্চিতকরণ;
ঝ) মুনাফাখোর ও মজুতদারদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণসহ খাদ্যসামগ্রীর বাজারমূল্য স্থিতিশীল ও স্বাভাবিক রাখা নিশ্চিতকরণ;
ঞ) স্থানান্তর, উদ্ধার ও মানবিক কর্মকাণ্ডে স্থানীয় প্রশাসনকে সম্ভাব্য সকল উপায়ে সহযোগিতা প্রদান;
ট) দুর্যোগকালে গুদাম ও যানবাহনে (ওয়াগন, ট্রাক, নৌযান) বিদ্যমান খাদ্যসামগ্রীর নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে স্থানীয় প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়তা গ্রহণ;
ঠ) দুর্যোগ-পরবর্তীকালে যোগাযোগ-ব্যবস্থা ভেঙে পড়লে খাদ্যসামগ্রী পরিবহনে স্থানীয় প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়তা আহ্বান করা।

(৪) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়

ক) দ্রুত ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা হিসাব করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তা মেরামত/পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা গ্রহণ;
খ) অনুমোদিত পদ্ধতি অনুসারে দ্রুত গুদামঘর মেরামত ও পুনর্নির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
গ) খাদ্যসামগ্রীর মজুত জানা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সরবরাহ নিশ্চিতকরণ;
ঘ) মানবিক সহায়তা-সামগ্রী গ্রহণ ও দুর্গত এলাকায় তা সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ;
ঙ) জেলাপ্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সরবরাহ আদেশ অনুসারে অথবা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে পরামর্শক্রমে দ্রুত খাদ্যসামগ্রী ছাড়ের ব্যবস্থা গ্রহণ;
চ) খাদ্যসামগ্রী বিতরণ কার্যক্রম জোরদার করা।

৫.২.৫.১.১ খাদ্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়

জেলা ও উপজেলায় অবস্থিত খাদ্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়গুলো, এলএসডি, সিএসডি ও সাইলো একক বা যৌথভাবে তাদের স্বাভাবিক দায়িত্ব পালন ছাড়াও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় তাদের নিজ নিজ এলাকায় নিম্নে উল্লিখিত কার্যাবলি পালন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) বর্তমান ও ভবিষ্যৎ দুর্যোগঝুঁকি বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট এলাকার খাদ্যচাহিদা নিরূপণ;
খ) খাদ্যশস্য ব্যবসায়ীদেরকে লাইসেন্সের আওতায় আনা এবং উক্ত লাইসেন্সধারী ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে পাক্ষিক ভিত্তিতে মজুত বিবরণী সংগ্রহ করা। এ ছাড়াও নিয়মিত বাজার পরিবীক্ষণ;

গ) স্থানীয় বাজার থেকে সময়মতো খাদ্যশস্য ক্রয় করে ন্যূনতম খাদ্যমজুত নিশ্চিতকরণ।

জরুরি সাড়াদান

(১) সাড়াদান প্রস্তুতি পর্যায়

ক) স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্য নিজস্ব দপ্তরে একটি তথ্যকেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা করা;

খ) স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্য একজন লিয়াজোঁ কর্মকর্তা মনোনীত করা;

গ) অধীনস্থ দপ্তর খাদ্যশস্য ব্যবসায়ী এবং স্থানীয় পরিষদগুলোর নিজস্ব কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পর্যালোচনা করা এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ, গুদাম, স্থাপনা, পরিবহন ও সরঞ্জামাদির নিরাপত্তার ব্যাপারে আগাম ব্যবস্থা গ্রহণে সতর্ক করা;

ঘ) মালিক ও চালকদের নাম ও মোবাইল নাম্বারসহ ট্রাক, নৌযান/নৌকা ইত্যাদির তালিকা তৈরি এবং ধারণক্ষমতাসহ গুদামগুলোর মালামালের বিবরণ হালনাগাদ করা;

ঙ) দুর্যোগকবলিত এলাকায় দুর্যোগকালে এলএসডি ও সিএসডি থেকে দ্রুত খাদ্যসামগ্রী পৌঁছানোর সুবিধার্থে নিয়মিত খাদ্য পরিবহন রুটের কোনো ক্ষতি হলে বিকল্প রুট নির্ধারণে আগাম পরিকল্পনা গ্রহণ;

চ) দুর্যোগপ্রবণ এলাকার সাইলো, খাদ্যসামগ্রী, খাদ্য ও নৌযানের সুরক্ষার জন্য নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ;

ছ) প্রতি তিন মাস অন্তর খাদ্যসামগ্রী সরবরাহ ও বিতরণের ব্যবস্থা পরীক্ষা করা;

জ) বন্যাকবলিত এলাকায় গুদামের নিরাপত্তা-ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আগাম সতর্কতা হিসেবে গুদামের খামাল উঁচু করা, গুদামের দরজায় বাফেল (Baffle) দেওয়াল তৈরি এবং অতিরিক্ত পানি ঢোকার আশঙ্কা থাকলে মজুত সামগ্রী/মালামাল নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঝ) দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় নিরাপদ স্থানে খাদ্যশস্যের পর্যাপ্ত মজুতের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এলএসডি ও সিএসডির মজুত পরীক্ষা করে দেখা;

ঞ) দুর্যোগপ্রবণ এলাকার প্রধান মজুত হিসেবে চাল ও গম বিবেচনায় নিয়ে পর্যাপ্ত মজুত নিশ্চিতকরণ;

ট) খাদ্যমজুত, নিরাপত্তা ও পরিবহনের জন্য স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয়সাধন।

(৩) দুর্যোগ পর্যায়

ক) NEOC, NDRCC ও স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা;

খ) স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও মানবিক সহায়তা সমন্বয় কমিটির নিয়ন্ত্রণকক্ষে একজন লিয়াজোঁ কর্মকর্তা মনোনীত করা;

গ) স্থানান্তর, উদ্ধার, মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসনকাজে স্থানীয় প্রশাসন ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে সম্ভাব্য সব উপায়ে সহযোগিতা প্রদান;

ঘ) মজুত ও মজুতের ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে তদারকি কর্তৃপক্ষ বা খাদ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের কাছে প্রতিদিন প্রতিবেদন পেশ করা;

ঙ) দুর্গত এলাকায় সরকারের নির্দেশিত বিশেষ রেশন এবং খোলা বাজারে চাল ও গম বিক্রির ব্যবস্থা গ্রহণ এবং খাদ্যশস্যের নির্বিঘ্ন সরবরাহ নিশ্চিতকরণ;

চ) বাজারমূল্য স্থিতিশীল ও স্বাভাবিক রাখতে মজুতদার ও মুনাফাখোরদের বিরুদ্ধে কার্যকর আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ ও পাশাপাশি বাজারদর পরিবীক্ষণ করা।

(৪) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়

ক) ক্ষয়ক্ষতির হিসাব করা এবং দ্রুত পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ;

খ) দুর্যোগের পর দ্রুততম সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত গুদামগুলো মেরামত ও পুনরায় তৈরির কাজ শুরু করা;

গ) খাদ্যশস্যের নির্বিঘ্ন সরবরাহ নিশ্চিতকরণ;
ঘ) জেলাপ্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সরবরাহ আদেশ বা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের পরামর্শ অনুযায়ী দ্রুত খাদ্যসামগ্রী ছাড়ের ব্যবস্থা গ্রহণ;
ঙ) মানবিক সহায়তা-সামগ্রী গ্রহণ ও প্রেরণের জন্য প্রয়োজনীয় মজুত রাখার জায়গার ব্যবস্থা গ্রহণ;
চ) মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসনকাজে স্থানীয় প্রশাসনকে সহযোগিতা প্রদান;
ছ) দুর্যোগকবলিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থা জোরদার করা;
জ) খাদ্য সরবরাহ ও বিতরণের ওপর নিয়মিত প্রতিবেদন পেশ করা।

৫.২.৬ জননিরাপত্তা বিভাগ

এ বিভাগ স্বাভাবিক কাজ এবং নিজস্ব কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের পাশাপাশি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) সেক্টরভিত্তিক ঝুঁকিহ্রাস ও কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন;
খ) বিভাগের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা করা;
গ) সম্ভাব্য দুর্যোগকবলিত এলাকার টেলিযোগাযোগ-ব্যবস্থা সচল রাখা;
ঘ) কর্মীদের জন্য দুর্যোগঝুঁকি ব্যব্যস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
ঙ) সকল সেক্টরের ঝুঁকি-সম্পর্কিত যোগাযোগ-ব্যবস্থা গড়ে তোলা;
চ) ঝুঁকিহ্রাস ও সাড়াদান কর্মসূচির জন্য সেক্টর ও সংস্থাভিত্তিক আপদকালীন পরিকল্পনা প্রণয়ন উৎসাহিতকরণ;
ছ) দুর্যোগে নিরাপত্তা এবং মনঃসামাজিক সুরক্ষা বিষয়টি প্রশিক্ষণ কোর্সে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ। সন্ধান ও উদ্ধার, আশ্রয়কেন্দ্রে সেবা প্রদানের সময়ে প্রবীণ, নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি বিশেষ যত্ন ও নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টি প্রশিক্ষণে গুরুত্ব দেওয়া।

জরুরি সাড়াদান

(১) সাড়াদান প্রস্তুতি পর্যায়

ক) বেতার সরঞ্জাম, যানবাহন, মালামাল এবং স্থাপনার নিরাপত্তা বিধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
খ) সতর্কীকরণ সংকেত প্রচার, দুর্গতদের স্থানান্তর, উদ্ধার ও মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম এবং দুর্যোগ-পরবর্তী পুনর্বাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকাজে বেসামরিক কর্তৃপক্ষকে সহায়তা প্রদানের দক্ষতা পরিকল্পনা গ্রহণ;
গ) সন্ধান ও উদ্ধার কার্যক্রমের ওপর বিজিবি, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, পুলিশ, আনসার ও ভিডিপির জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন করা;
ঘ) দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, যানবাহন ও অন্যান্য সামগ্রী জোগানের ব্যবস্থা গ্রহণ।

(২) সতর্কীকরণ/হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় বাহিনীকে সদা প্রস্তুত রাখা এবং সতর্ক/হুঁশিয়ারি পর্যায়ে তাদের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ।

(৩) দুর্যোগ পর্যায়

ক) নিয়ন্ত্রণকক্ষ স্থাপন ও পরিচালনা এবং দুর্যোগকবলিত জনসাধারণের জানমালের নিরাপত্তা বিধান করা;

খ) NEOC ও NDRCC-এর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্য একজন লিয়াজোঁ কর্মকর্তা মনোনীত করা;
গ) আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ;
ঘ) বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি), বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, আনসার ও ভিডিপির দ্রুত মোতায়েন নিশ্চিতকরণ এবং উদ্ধারকাজে অংশগ্রহণ;
ঙ) মানুষ, পশুপাখি ইত্যাদি উদ্ধার করে আশ্রয়কেন্দ্র/নিরাপদ স্থান, মুজিব কিল্লা এবং উঁচু স্থানে সরিয়ে নিতে স্থানীয় প্রশাসনকে সহায়তা ও সহযোগিতা প্রদানে সংশ্লিষ্ট বিজিবি, পুলিশ, আনসার ও ভিডিপি, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডকে নির্দেশনা প্রদান;
চ) বিজিবি, পুলিশ, আনসার ও ভিডিপি, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের সদর দপ্তরের দুর্যোগ নিয়ন্ত্রণকক্ষ সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের জরুরি পরিচালনা কেন্দ্রে নিয়মিত তথ্য সরবরাহ করা;
ছ) বিজিবি, পুলিশ, আনসার ও ভিডিপি, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের সদর দপ্তর থেকে ক্ষয়ক্ষতি-সম্পর্কিত তথ্য নিয়মিত সংগ্রহ এবং তা জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল/আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;
জ) বিজিবি, পুলিশ, আনসার ও ভিডিপি এবং বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের মাঠ পর্যায়ের কাজ তদারকি।

(৪) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়

ক) পুনর্বাসন-কার্যক্রমে বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা প্রদান;
খ) দুর্যোগঝুঁকি মোকাবিলা-সংক্রান্ত কাজ সমাপ্ত হলে বিজিবি, আনসার ও ভিডিপি সদস্যদের দ্রুত প্রত্যাহার করা;
গ) পুলিশ, বিজিবি, কোস্ট গার্ড, আনসার ও ভিডিপির সব ধরনের উদ্ধার, মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসনকাজের বিস্তারিত প্রতিবেদন জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল/আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।

৫.২.৬.১ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)

বিজিবির সদস্যগণ দুর্যোগ মোকাবিলায় দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা/বিভাগের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) ঝুঁকি নিরূপণের মাধ্যমে বিজিবির দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
খ) ঝুঁকিহ্রাস-বিষয়ক সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
গ) আপদকালীন পরিকল্পনা প্রণয়ন;

জরুরি সাড়াদান

(১) সাড়াদান প্রস্তুতি পর্যায়

ক) দুর্যোগ মোকাবিলায় বাহিনীর সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান;
খ) প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে আশ্রয়কেন্দ্র, খাদ্যগুদামের তালিকা সংগ্রহ;
গ) দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে এমন এলাকায় বেতার যোগাযোগ-ব্যবস্থা চালু রাখতে সহায়তা প্রদান;

ঘ) বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র এবং অন্যান্য উৎস থেকে দুর্যোগসংক্রান্ত সতর্ক বার্তা পাওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ;
ঙ) বিজিবির প্রত্যেক সদস্যকে সতর্ক সংকেতের অর্থ বোঝাতে পদক্ষেপ গ্রহণ;
চ) অন্যান্য সংস্থার সহযোগিতায় ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, ভূমিকম্প মোকাবিলা মহড়ার আয়োজন করা ও নিজেদের জীবন, সম্পদ, সরঞ্জাম, স্থাপনা, নৌযান এবং যানবাহনের নিরাপত্তার জন্য সতর্কতা অবলম্বন;
ছ) ঘূর্ণিঝড় উপদ্রুত এলাকার বিওপিতে অতিরিক্ত বেতারযন্ত্র সরবরাহ করা;
জ) দুর্যোগে নারী, শিশু, প্রবীণ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির নিরাপত্তা এবং মনঃসামাজিক সুরক্ষা বিষয়টি প্রশিক্ষণ কোর্সে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ। সন্ধান ও উদ্ধার, আশ্রয়কেন্দ্রে সেবা প্রদানের সময়ে নারী, শিশু, প্রবীণ, ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি বিশেষ যত্ন ও নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।

(২) সতর্কীকরণ/হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র থেকে জারি করা এবং গণমাধ্যম তথা বেতার, টেলিভিশনে প্রচারিত সতর্ক/হুঁশিয়ারি সংকেত উপজেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় সীমান্ত এলাকার ঝুঁকিপূর্ণ অধিবাসীদের কাছে পৌঁছানো;
খ) উদ্ধার ও মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দল গঠন করা;
গ) স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বয় করে জনগণ ও তাদের মালামাল নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিতে সহায়তা প্রদান;
ঘ) বিজিবি সদর দপ্তরের নিয়ন্ত্রণকক্ষের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করা;
ঙ) বিজিবি সদর দপ্তরে নিয়ন্ত্রণকক্ষ স্থাপন করা এবং একজন লিয়াজোঁ অফিসার মনোনীত করা। যিনি উদ্ধার, মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসনকাজে স্থানীয় প্রশাসনকে সহায়তা প্রদান এবং কর্মবণ্টন অনুযায়ী পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতা পূর্বক আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করবেন;
চ) পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুযায়ী স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি অথবা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার্থে বেতারযন্ত্রের সুবিধা ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসনকে সহযোগিতা প্রদান;
ছ) বিওপি পর্যায়ে জনগণকে সতর্ক করা।

(৩) দুর্যোগ পর্যায়

ক) আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসা প্রদানে হাসপাতাল বা জরুরি চিকিৎসাকেন্দ্রে প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
খ) দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপগুলোকে মৃতদেহ উদ্ধার এবং সৎকারে সহযোগিতা প্রদান;
গ) স্থানান্তর কাজে স্থানীয় প্রশাসনকে সহায়তা প্রদান;
ঘ) দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবহন, জ্বালানি, ওষুধ এবং মানবিক সহায়তা-সামগ্রী বণ্টনে স্থানীয় বেসামরিক কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা প্রদান;
ঙ) বিজিবির সদর দপ্তরে প্রতিদিনের পরিস্থিতির প্রতিবেদন প্রেরণ;
চ) অধিক জনশক্তি প্রেরণের প্রয়োজন হলে সংরক্ষিত/অতিরিক্ত দল নির্দিষ্ট করে রাখা;
ছ) ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা প্রদান;
জ) বিজিবির সদর দপ্তর থেকে দুর্যোগ বিষয়ে প্রাপ্ত তথ্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের NDRCC-তে প্রেরণ এবং এর অনুলিপি সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
ঝ) বিওপি ব্যাটালিয়ন এবং সেক্টর সদর দপ্তরের মধ্যে বেতার যোগাযোগ রক্ষা করা।

(৪) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়

ক) আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ/পুনর্নির্মাণের কাজে স্থানীয় প্রশাসনকে/কমিউনিটিকে সহায়তা প্রদান;

খ) দুর্গতদের মধ্যে মানবিক সহায়তা-সামগ্রী বিতরণে স্থানীয় প্রশাসনকে সহায়তা প্রদান;
গ) দুর্যোগকবলিত এলাকায় চিকিৎসা ও টিকাদান কর্মসূচিতে সহায়তা প্রদান;
ঘ) ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণের মধ্যে বিনা বাধায় মানবিক সহায়তা-সামগ্রী পৌঁছানোর কাজে সহায়তা প্রদান;
ঙ) দুর্যোগকালে প্রতিকূল অবস্থার কারণে কেউ প্রতিবেশী রাষ্ট্রের ভূখণ্ডে চলে গেলে বা চলে এলে তাদের প্রত্যাবাসনে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ;
চ) মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসনকাজের ওপর বিস্তারিত প্রতিবেদন সুরেক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ।

৫.২.৬.২ বাংলাদেশ পুলিশ

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) ঝুঁকি বিশ্লেষণপূর্বক সংস্থার ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন;
খ) জরুরি অবস্থায় প্রয়োজন অনুসারে সন্ধান, উদ্ধার ও মানবিক সহায়তা-কার্যক্রমে অংশগ্রহণসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকল্পে প্রস্তুতি নেওয়া;
গ) ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, ভূমিকম্প প্রস্তুতি কার্যক্রম পর্যালোচনা করা এবং প্রস্তুতি বাড়াতে বার্ষিক মহড়ার আয়োজন করা;
ঘ) মেরামত/সংস্কারের (Retrofitting) মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ নিজস্ব ভবনগুলো শক্তিশালী করা;
ঙ) নতুন স্থাপনা তৈরিতে ঝুঁকি-মানচিত্র ব্যবহার করা;
চ) পুলিশের বেতার নেটওয়ার্ক শক্তিশালী করা এবং নেটওয়ার্ক সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থাগুলোকে অবহিত করা;
ছ) জরুরি অবস্থায় ব্যবহারের জন্য বিকল্প যোগাযোগ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা;
জ) সন্ধান, উদ্ধার এবং মানবিক সহায়তা-কার্যক্রমে ব্যবহারের নিমিত্ত সম্ভাব্য সরঞ্জামাদির তালিকা তৈরি ও সংরক্ষণ করা;
ঝ) বিজিবি, ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (CPP), বিআইডব্লিউটিএ এবং বিআইডব্লিউটিসি প্রভৃতি বেতার নেটওয়ার্কের সঙ্গে বাংলাদেশ পুলিশের বেতার ফ্রিকোয়েন্সির সমন্বয়সাধন;

জরুরি সাড়াদান

(১) সাড়াদান প্রস্তুতি পর্যায়

ক) স্থানান্তর, উদ্ধার এবং মানবিক সহায়তা কর্মকাণ্ডে পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান;
খ) ঘূর্ণিঝড়/বন্যা ইত্যাদি দুর্যোগে জরুরি উদ্ধার, স্থানান্তর ও মানবিক সহায়তা-কার্যক্রমে সহায়তা এবং নিরাপত্তা প্রদানে কর্মরত পুলিশ কর্তৃপক্ষকে সদা প্রস্তুত থাকতে নির্দেশ দেওয়া;

২) সতর্কীকরণ/হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) পুলিশ সদর দপ্তর, রেঞ্জ, জেলা ইত্যাদি পর্যায়ে দুর্যোগ নিয়ন্ত্রণকক্ষ স্থাপন করা;
খ) বাংলাদেশ পুলিশের ভিএইচপি যোগাযোগ-ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ, সংশ্লিষ্ট সবাইকে সতর্ক রাখা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় জড়িত অংশীজনের সঙ্গে তথ্য আদানপ্রদান;
গ) দুর্যোগকবলিত এলাকার এ সংস্থার/বাহিনীর স্থাপনার সঙ্গে যথাযথ সংযোগ রক্ষা করা;
ঘ) স্থল ও নৌযান নির্দিষ্ট করে রাখা এবং স্বল্প সময়ের নির্দেশে দুর্যোগকবলিত এলাকায় পৌঁছাতে এগুলো প্রস্তুত রাখা;
ঙ) বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা, যেমন: বিভাগীয় কমিশনার, জেলাপ্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, পৌর মেয়র, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান এবং অন্যান্য কর্মকর্তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ

যোগাযোগ রক্ষা করা এবং যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য কোনো পদক্ষেপ গ্রহণে জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় প্রশাসন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সহযোগিতা প্রদান;

চ) দুর্যোগসংক্রান্ত বেতারবার্তা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রচার এবং করণীয় সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সবাইকে নির্দেশনা প্রদান।

(৩) দুর্যোগ পর্যায়

ক) স্থানীয় জনসাধারণ, স্থানীয় সংগঠন এবং স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীকে অপসারণের জন্য সংগঠিত করা এবং স্থানান্তর কার্যক্রম পরিচালনা করা;

খ) প্রয়োজনে দ্রুত উপদ্রুত এলাকাগুলোতে রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স মোতায়েন করা, আইনশৃঙ্খলা কার্যকরভাবে বজায় রাখা এবং অপসারিত জনসাধারণের জানমালের নিরাপত্তা বিধান করা;

গ) দুর্যোগকবলিত এলাকায় যেকোনো অপরাধমূলক কাজ (নিপীড়ন, বিক্রি, পাচার, অবৈধ স্থানান্তর) বা রাষ্ট্রবিরোধী কাজের বিরুদ্ধে সজাগ থাকা এবং প্রয়োজনবোধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ;

ঘ) জেন্ডার বেজ ভায়োলেন্স প্রতিরোধ করা;

ঙ) দুর্যোগ-পরবর্তী সময়েই ধ্বংসস্তূপ অপসারণে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে সহায়তা প্রদান;

চ) দুর্যোগকবলিত এলাকায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, যানবাহন নিয়ন্ত্রণ এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর (ক্রিটিক্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার) নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।

(৪) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়

ক) দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত সরকারি সম্পত্তি এবং স্থাপনার নিরাপত্তা বিধানের ব্যবস্থা গ্রহণ;

খ) প্রয়োজন হলে ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা, সেতু ইত্যাদির আশপাশের এলাকার যানবাহন নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

গ) আহত লোকজনকে প্রাথমিক চিকিৎসা ও জরুরি সহায়তা প্রদান এবং মৃতদেহ সৎকার ও মৃত গবাদি পশু মাটিতে পুঁতে ফেলার কাজে স্থানীয় প্রশাসন/সংস্থাগুলোকে সহায়তা প্রদান;

ঘ) নিরাপদ মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম পরিচালনায় স্থানীয় প্রশাসনকে সহায়তা প্রদান;

ঙ) দুর্যোগের প্রতিকূল পরিস্থিতির শিকার হয়ে অন্য এলাকা হতে চলে আসা শিশুকে তার পিতামাতার কাছে ফেরত প্রদান অথবা সমাজসেবা বিভাগের কাছে হস্তান্তর, নিজ এলাকার শিশু হারিয়ে গেলে তাকে উদ্ধারের চেষ্টা করা, কোনো শিশুর পিতামাতা উভয়ের মৃত্যু হলে বা নিখোঁজ থাকলে তাকে সমাজসেবা বিভাগের কাছে হস্তান্তর করা;

চ) পরিস্থিতি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে না আসা পর্যন্ত পুনর্নির্মাণ ও পুনর্বাসনের কাজে অংশগ্রহণ।

৫.২.৬.৩ বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী (আনসার ও ভিডিপি)

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী দুর্যোগ মোকাবিলায় নিম্নলিখিত দায়িত্বাবলি পালন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) ঝুঁকি নিরূপণের মাধ্যমে খাতভিত্তিক ঝুঁকি হ্রাস ও প্রস্তুতিমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন;

খ) পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় তহবিলের সংস্থান নিশ্চিতকরণ;

গ) বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প ও অগ্নিনির্বাপণসহ অন্যান্য দুর্যোগ মোকাবিলায় স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করার জন্য শিক্ষা ও সচেতনতামূলক এবং দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ আয়োজন;

ঘ) খাতভিত্তিক আপদকালীন পরিকল্পনা তৈরি ও জরুরি অবস্থা মোকাবিলায় নিম্নলিখিত দল গঠন করা:

১. সন্ধান ও উদ্ধার দল;

২. ধ্বংসস্তূপ অপসারণ দল;

৩. স্থানান্তর ও মানবিক সহায়তা ব্যবস্থাপনা;

ঙ) আনসার ও ভিডিপি সদস্যগণকে স্বেচ্ছাসেবক উন্নয়ন ও সতর্ক বার্তা প্রচারে নিয়োজিত করা;

চ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প প্রস্তুতি-বিষয়ক মহড়ার আয়োজন এবং প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম পর্যালোচনা করা।

জরুরি সাড়াদান

(১) সাড়াদান প্রস্তুতি পর্যায়

ক) সতর্ক/হুঁশিয়ারি সংকেত, সন্ধান ও উদ্ধার এবং মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসনসহ দুর্যোগ-সম্পর্কিত অন্যান্য দায়িত্ব পালনে দক্ষতা উন্নয়নে আনসার ও ভিডিপি সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান;

খ) দুর্যোগে শিশুদের নিরাপত্তা এবং মনঃসামাজিক সুরক্ষা বিষয়টি প্রশিক্ষণ কোর্সে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ। সন্ধান ও উদ্ধার, আশ্রয়কেন্দ্রে সেবা প্রদানের সময়ে প্রবীণ, নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি বিশেষ যত্ন ও নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টি প্রশিক্ষণে গুরুত্ব দেওয়া।

গ) সাড়াদান কাজে আনসার ও ভিডিপিকে নিম্নলিখিত প্লাটুনে ভাগ করা:

(১) স্থানান্তর ও উদ্ধারকারী প্লাটুন;

(২) মানবিক সহায়তা প্লাটুন;

(৩) পুনর্নির্মাণ প্লাটুন;

ঘ) ওপরের ক, খ ও গ অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিষয়ে প্লাটুনগুলোর জন্য মৌলিক ও ফলোআপ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা;

ঙ) দুর্যোগ মোকাবিলার কাজে আনসার ও ভিডিপি সদস্যদের অংশগ্রহণ সমন্বয়ের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, জেলাপ্রশাসক, সিপিপি, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার/চেয়ারম্যানদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা;

চ) ঘূর্ণিঝড় সতর্কীকরণ সংকেত প্রচারের মাধ্যমে উপকূলীয় এলাকা ও উপকূলের অদূরবর্তী দ্বীপের জনসাধারণের জানমাল রক্ষায় কার্যকর ভূমিকা রাখা;

ছ) মুজিব কিল্লা, বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রগুলো যাতে আশ্রয়গ্রহণের উপযুক্ত থাকে সেজন্য এগুলো সংরক্ষণে উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদকে সহায়তা প্রদান;

জ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ বেতার/বাংলাদেশ টেলিভিশন অথবা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে জারি করা স্থানান্তর নির্দেশ স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সহযোগিতায় বাস্তবায়নের জন্য আনসারদের সদা প্রস্তুত রাখা;

ঝ) আনসার বাহিনীর জেলা অ্যাডজুট্যান্টকে জেলা ও থানা পুলিশ, রেড ক্রিসেন্ট এবং ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার মাধ্যমে ঘূর্ণিঝড়/বন্যা/ভূমিকম্প পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য প্রস্তুতি নিতে যথাযথ নির্দেশনা প্রদান।

২) সতর্কীরণ/হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) বাহিনীর প্রধান কার্যালয়ে নিয়ন্ত্রণকক্ষ চালু করা এবং সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি হুঁশিয়ারি নির্দেশ জারি করা;

খ) যথাসম্ভব দ্রুততার সঙ্গে কমিউনিটি পর্যায়ে বন্যা/ঘূর্ণিঝড়ের হুঁশিয়ারি সংকেত পৌঁছানোর ব্যবস্থা গ্রহণ;

গ) আনসার ও ভিডিপিকে সতর্ক করা;

ঘ) যথাযথ সমন্বয় নিশ্চিতকরণের জন্য জেলাপ্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সরকারি দপ্তর/সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা।

(৩) দুর্যোগ পর্যায়

ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষেত্রে

ক) ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানার আশঙ্কা রয়েছে, এমন সকল এলাকা পরিদর্শন করে কমিউনিটিতে দ্রুত বিপদসংকেত প্রচারে সিপিপিকে সহায়তা প্রদান;
খ) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নির্দেশে বিপদাপন্ন জনসাধারণকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া;
গ) নিরাপত্তা বিধানের স্বার্থে সম্ভব হলে সরিয়ে আনা জনগণের বাড়িঘর পাহারা দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ;
ঘ) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুযায়ী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে অথবা অন্য যেসব স্থানে জনসাধারণকে সরিয়ে আনা হয়েছে সেসব স্থানে সেবা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং আইনশৃঙ্খলা নিশ্চিতকরণ।

বন্যার ক্ষেত্রে

ক) যথাযথ নির্দেশনা পেতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের জন্য স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করা এবং দুর্যোগের ক্ষেত্রে জেলাপ্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসারর আদেশে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হওয়া;
খ) কর্মকর্তা/প্লাটুন কমান্ডারদের অধীন স্থানীয় আনসার প্লাটুনগুলো দিয়ে মানুষের মৃতদেহ সৎকার, এবং গবাদি পশুর মৃতদেহ পুঁতে ফেলাসহ উদ্ধার তৎপরতা পরিচালনা করা;
গ) ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণের মধ্যে মানবিক সহায়তা-সামগ্রী বিতরণ করা এবং সরিয়ে আনা জনসাধারণের সম্পদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ;
ঘ) মহামারির প্রতিষেধক টিকা দানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সদস্যগণ স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মীদের সহযোগিতা প্রদান;
ঙ) বন্যার ক্ষয়ক্ষতি এবং মহামারির তথ্য সংবলিত প্রতিবেদন প্রণয়ন করা;
চ) দুর্গত এলাকায় অপরাধ দমনের জন্য পুলিশকে সহায়তা প্রদান।

(৪) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়

ক) দুর্যোগকবলিত এলাকায় পুনর্বাসন-কার্যক্রমে স্থানীয় প্রশাসনকে সহায়তা প্রদান;
খ) বিপন্ন, আটকে পড়া লোকজনকে উদ্ধার করে আশ্রয়কেন্দ্রে আনার কাজে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে সহায়তা প্রদান;
গ) মানবিক সহায়তা শিবিরে শৃঙ্খলা বজায় রাখার কাজে স্থানীয় প্রশাসনকে সহায়তা প্রদান;
ঘ) উপদ্রুত এলাকায় স্যানিটেশন অবস্থার যাতে অবনতি না ঘটে তা নিশ্চিতকরণ;
ঙ) স্বেচ্ছাসেবার মনোবৃত্তি তথা পারস্পরিক সহায়তার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ঘরবাড়ি পুনর্নির্মাণ কাজে দুর্গতদের সহায়তা প্রদান;
চ) ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে নির্ভুল প্রতিবেদন সংকলনের কাজে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে সহায়তা প্রদান;
ছ) কৃষি পুনর্বাসনসহ দীর্ঘমেয়াদি পুনর্বাসন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ।

৫.২.৬.৪ বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড

এ বাহিনী তার স্বাভাবিক কার্যক্রমের পাশাপাশি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নিম্নোক্ত দায়িত্ব পালন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) সংশ্লিষ্ট এলাকায় দুর্যোগঝুঁকি নিরূপণে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে সহায়তা প্রদান;
খ) উপকূলীয় এলাকায় যাত্রীবাহী ও মৎস্যসম্পদ আহরণে নিয়োজিত জলযানগুলোর দুর্যোগকবলিত হওয়ার কারণ চিহ্নিত করা এবং ঝুঁকিগ্রস্ত মানুষ ও জলযান উদ্ধার বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও মহড়ার আয়োজন;
গ) উপকূলীয় এলাকায় দুর্যোগের পূর্বাভাস ও সতর্ক সংকেত মেনে চলতে নৌযান মালিক ও চালকদের সচেতন করা এবং গভীর সমুদ্র পর্যন্ত মোবাইল নেটওয়ার্ক বিস্তৃত করার বিষয়ে সরকারকে সহায়তা প্রদান।

ঘ) উপকূলীয় এলাকায় চলাচলকারী সকল যাত্রীবাহী ও মৎস্য আহরণকারী নৌযানের মালিক ও চালকদের নাম, ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরসহ একটি ডাটাবেজ তৈরি করা এবং নৌযান কখন, কোথায় অবস্থান করছে, তার একটি প্রযুক্তিগত ট্র্যাকিং সিস্টেম উদ্ভাবন করা;
ঙ) পূর্বাভাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সকল নৌযানকে উপকূলে নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ গ্রহণ;
চ) দুর্যোগকবলিত জনসাধারণকে জরুরি সাহায্য, বিশেষ করে নিরাপদ স্থানান্তর ও প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদানে এ বাহিনীর কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।

জরুরি সাড়াদান

(১) সাড়াদান প্রস্তুতি পর্যায়

ক) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সদস্যদের তালিকা প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ;
খ) জরুরি সাড়াদান কাজে অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি এবং মানবিক সহায়তা-সামগ্রী সংগ্রহ করা ও এর কার্যালয়সমূহে মজুত করা;
গ) বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের বেতার নেটওয়ার্ক শক্তিশালী করা ও সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে গভীর সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত করার উদ্যোগ গ্রহণ।

(২) সতর্কীকরণ/হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) হুঁশিয়ারি সংকেত পাওয়ার পরপরই বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের সকল ইউনিটকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে সতর্ক করা এবং তাঁদের প্রস্তুত রাখা;
খ) দুর্যোগকবলিত ও দুর্ঘটনা কবলিত নৌ-যাত্রী, মৎস্য আহরণকারী ও নৌযান সন্ধান ও উদ্ধার, আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার ও স্থানান্তর বিষয়ে মহড়া আয়োজন করা এবং জেলা, উপজেলা প্রশাসন ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা;
গ) দুর্যোগকবলিত এলাকা থেকে সব ধরনের নৌযান নিরাপদ পোতাশ্রয়ে ফিরিয়ে আনা, বিপদাপন্ন জনগণ ও প্রাণিসম্পদসহ অন্যান্য সম্পদ আশ্রয়কেন্দ্রে বা অন্য কোনো নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া;
ঘ) বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের উদ্ধারকারী জাহাজসহ অন্যান্য জলযান নিরাপদ স্থানে নিয়ে আসা।

(৩) দুর্যোগ পর্যায়

ক) সদর দপ্তর ও মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়গুলোতে নিয়ন্ত্রণকক্ষ স্থাপন;
খ) দুর্যোগকবলিত জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন এবং উদ্ধার, স্থানান্তর ও মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান;
গ) স্থানীয় নিয়ন্ত্রণকক্ষকে কোস্ট গার্ডের কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে সদা অবহিত করা;
ঘ) স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকদের উপযুক্ত কাজে জড়িত করা;
ঙ) দুর্যোগকালে যেকোনো ধরনের সমাজবিরোধী ও অপরাধমূলক কাজ (নিপীড়ন, অবৈধ স্থানান্তর, পাচার) প্রতিরোধে সক্রিয় থাকা এবং স্থানীয় পুলিশকে সহায়তা প্রদান;
চ) সমুদ্রে সন্ধান ও উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং দুর্গম ও দূরবর্তী দ্বীপগুলোতে জরুরি চিকিৎসাসেবা নিশ্চিতকরণ।

(৪) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়

ক) স্থানীয় প্রশাসন ও অন্যান্য সেবাদানকারী সংস্থার সহায়তায় দুর্যোগ-পরবর্তী মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসন-কার্যক্রমেও সহায়তা করবে;
খ) সরকারি ও ব্যক্তিগত সম্পদ রক্ষা করা;
গ) সুপেয় পানীয় জল সরবরাহ নিশ্চিতকরণে সহায়তা প্রদান;

ঘ) সংশ্লিষ্ট দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সহায়তায় আবর্জনা/ধ্বংসস্তূপ পরিষ্কার ও স্থানান্তর করা এবং মানুষের মৃতদেহ সৎকার ও মৃত পশুর দেহাবশেষ অপসারণ বা মাটিতে পুঁতে ফেলা;
ঙ) নিখোঁজ ব্যক্তিদের সন্ধান করা, উদ্ধারকৃত ব্যক্তিদের চিকিৎসার প্রয়োজনে হাসপাতালে নেওয়া এবং পরে নিজ পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া।

৫.২.৭ সুরক্ষা সেবা বিভাগ

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় এ বিভাগ স্বাভাবিক কাজ এবং নিজস্ব কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের পাশাপাশি নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) সকল সেক্টরের ঝুঁকি নিরূপণের মাধ্যমে সেক্টরভিত্তিক ঝুঁকিহ্রাস পরিকল্পনা প্রণয়ন;
খ) কর্মীদের জন্য দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন;
গ) সাড়াদান কর্মসূচির জন্য সেক্টর ও সংস্থাভিত্তিক আপদকালীন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা;
ঘ) সন্ধান ও উদ্ধার যন্ত্রপাতি ক্রয় ও মেরামত পরিকল্পনা প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে নির্দেশনা প্রদান।

জরুরি সাড়াদান

(১) সাড়াদান প্রস্তুতি পর্যায়

ক) ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সদস্যদের সদা প্রস্তুত রাখা এবং সতর্ক/হুঁশিয়ারি পর্যায়ে তাদের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ।

(২) সতর্কীকরণ/হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) বেতার সরঞ্জাম, যানবাহন, মালামাল এবং স্থাপনার নিরাপত্তা বিধানে দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় নিয়োজিত মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট সংস্থার কর্মীদের পক্ষ থেকে সতর্কতা অবলম্বন;
খ) দুর্গতদের স্থানান্তর, উদ্ধার ও মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম এবং দুর্যোগ-পরবর্তী পুনর্বাসনকাজে প্রস্তুতি নিতে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সকে নির্দেশনা প্রদান;
গ) ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সকে সদা প্রস্তুত রাখা এবং সতর্ক/হুঁশিয়ারি পর্যায়ে তাদের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ।

(৩) দুর্যোগ পর্যায়

ক) নিয়ন্ত্রণকক্ষ স্থাপন ও ২৪/৭ ভিত্তিতে সার্বক্ষণিক পরিচালনা করা;
খ) আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান;
গ) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সকে দ্রুত মোতায়েন নিশ্চিতকরণ এবং উদ্ধারকাজে অংশগ্রহণ;
ঘ) মানুষ, প্রাণিসম্পদ ইত্যাদি উদ্ধার করে আশ্রয়কেন্দ্র/নিরাপদ স্থান, মুজিব কিল্লা এবং উঁচু স্থানে সরিয়ে নিতে স্থানীয় প্রশাসনকে সহায়তা ও সহযোগিতা প্রদানে নির্দেশনা প্রদান।

(৪) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়

ক) দ্রুত উদ্ধার ও পুনর্বাসনকাজে সহায়তা প্রদান;
খ) উদ্ধার, মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসনকাজের বিস্তারিত প্রতিবেদন জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল ও আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।

৫.২.৭.১ বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর

এ অধিদপ্তর দুর্যোগ মোকাবিলায় নিম্নলিখিত দায়িত্বগুলো পালন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় প্রয়োজনীয়-সংখ্যক ফায়ার স্টেশন স্থাপন;

খ) দেশের বিভিন্ন ফায়ার স্টেশনে কর্মরত কর্মীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জমাদি সরবরাহ করা;

গ) অগ্নিনিরাপত্তা, রাসায়নিক নিরাপত্তা, উদ্ধার কার্যক্রম, নিরাপদ স্থানান্তর ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ে গণসচেতনতা বাড়াতে কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা;

ঘ) ফায়ার সার্ভিসের অবকাঠামোগুলো শক্তিশালীকরণে প্রয়োজনে রেট্রোফিট করা;

ঙ) সংস্থার আপদকালীন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং প্রতি বছর তা হালনাগাদকরণ;

চ) ভূমিকম্প ও অগ্নিকাণ্ড বিবেচনায় ঝুঁকিপূর্ণ ভবন চিহ্নিত করা;

ছ) BNACWC, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বাংলাদেশ নৌবাহিনী, বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ও বেসামরিক প্রশাসনের সমন্বয়ে রাসায়নিক কারণে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাগুলো চিহ্নিত করা এবং বিষয় বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত একটি প্যানেল গঠনসহ নিয়মিত যোগাযোগ স্থাপন করা;

জ) সন্ধান ও উদ্ধার কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের চাহিদা নিরূপণ;

ঝ) বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য বা রাসায়নিক অস্ত্রসংক্রান্ত দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রস্তুতি ও সাড়াদান বিষয়ে নিয়মিত সভার আয়োজন ও প্রস্তুতি পর্যবেক্ষণ;

ঞ) বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য বা রাসায়নিক অস্ত্রসংক্রান্ত দুর্যোগে সাড়া প্রদানের লক্ষ্যে সব শিল্পকারখানা, প্রতিষ্ঠান, সংস্থা ও কমিউনিটির সচেতনতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালনা;

ট) ভূমিকম্প প্রস্তুতি পর্যালোচনা ও জরুরি সাড়াদান বিষয়ে নিয়মিত মহড়ার আয়োজন করা;

ঠ) ভূমিকম্প, অগ্নিকাণ্ড ও বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য বা রাসায়নিক অস্ত্রসংক্রান্ত দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য নগর স্বেচ্ছাসেবক নির্বাচন করা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, বিস্ফোরক পরিদপ্তর এবং সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে তাদের প্রশিক্ষিত করা;

ড) নাম, মোবাইল নম্বর ও ঠিকানাসহ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নগর স্বেচ্ছাসেবকদের তথ্যভান্ডার তৈরি, হালনাগাদকরণ, ওয়েবসাইটে রাখা, সংরক্ষণ করা ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরে এ তালিকা প্রেরণ;

ঢ) মেগা ডিজাস্টার মোকাবিলার দক্ষতা অর্জনের জন্য ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য দেশে-বিদেশে উন্নততর প্রশিক্ষণের আয়োজন করা এবং এ লক্ষ্যে পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ রাখা;

জরুরি সাড়াদান

(১) সাড়াদান প্রস্তুতি পর্যায়

ক) অগ্নিকাণ্ড, ভূমিকম্পসহ অন্যান্য দুর্যোগ মোকাবিলায় স্বেচ্ছাসেকবদের প্রশিক্ষণ প্রদান;

খ) BNACWC ও অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে রাসায়নিক অস্ত্র শিল্পকারখানার ব্যবহৃত বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য দ্বারা ঘটিত দুর্যোগ, দুর্ঘটনা মোকাবিলায় যথাযথ বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ গ্রহণ (দেশে-বিদেশে) ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি সংগ্রহ করা;

গ) সব শিল্পকারখানা, প্রতিষ্ঠান, সংস্থা, কমিউনিটি-সংশ্লিষ্ট সবার সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ও ড্রিল পরিচালনা করা;

ঘ) দুর্যোগে নারী ও শিশু, প্রবীণ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিরাপত্তা এবং মনঃসামাজিক সুরক্ষা বিষয়টি অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কোর্সে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ। সন্ধান ও উদ্ধার, আশ্রয়কেন্দ্রে সেবা প্রদানের সময়ে এসব ব্যক্তির প্রতি বিশেষ যত্ন ও নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টি প্রশিক্ষণে গুরুত্ব দেওয়া।

ঙ) উদ্ধার এবং মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসনকাজে সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে স্বেচ্ছাসেবকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান;

চ) ফায়ার সার্ভিসের সদস্য ও স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য সরঞ্জামাদি সংগ্রহ করা এবং এগুলো নিরাপদ স্থানে মজুত রাখা;

ছ) অগ্নিনির্বাপণ, উদ্ধারকার্য, স্থানান্তর ও আহত ব্যক্তিদের স্থানান্তরের বিষয়ে মহড়ার আয়োজন করা এবং জেলা/উপজেলা প্রশাসন, পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন;

জ) ফায়ার সার্ভিসের বেতার নেটওয়ার্ক শক্তিশালী করা;

(২) সতর্কীকরণ/হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) দুর্যোগের হুঁশিয়ারি বার্তা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাড়াদান কার্যক্রমের জন্য ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সকল ইউনিটকে সতর্ক করা এবং প্রস্তুত রাখা;

খ) স্থানীয় প্রশাসন, পুলিশ, রেডক্রিসেন্ট এবং অন্যান্য কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে দুর্যোগ মোকাবিলা কার্যক্রমের সমন্বয়সাধন;

গ) রাসায়নিক অস্ত্র ও বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য দ্বারা সংঘটিত রাসায়নিক দুর্যোগ, দুর্ঘটনা সাড়াদানের জন্য BNACWC-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে দুর্যোগ মোকাবিলা কার্যক্রম সমন্বয়সাধন;

ঘ) সতর্ক ও হুঁশিয়ারি কার্যকর করার লক্ষ্যে ঝুঁকির লেভেল চিহ্নিতকরণের জন্য নিজস্ব ল্যাব, সরঞ্জাম সংগ্রহের মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;

ঙ) দুর্যোগকবলিত এলাকা থেকে বিপদাপন্ন জনগণকে আশ্রয়কেন্দ্রে বা কোনো নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া।

৩) দুর্যোগ পর্যায়

ক) সদর দপ্তর, বিভাগ এবং জেলা পর্যায়ে নিয়ন্ত্রণকক্ষ চালু করা;

খ) অধিদপ্তর কর্তৃক প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবকদের নিকটতম ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের স্টেশনে সমবেত হওয়া নিশ্চিতকরণ;

গ) সব কর্মীকে অবিলম্বে দুর্যোগকবলিত এলাকায় মোতায়েন করা এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় অগ্নিনির্বাপণ, উদ্ধার, প্রাথমিক চিকিৎসা, স্থানান্তর ও আহতদের চিকিৎসাকেন্দ্রে নেওয়ার কাজে সহায়তা প্রদান;

ঘ) রাসায়নিক অস্ত্র বা বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা ঘটিত রাসায়নিক দুর্যোগ, দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকায় রাসায়নিক দুর্যোগ, দুর্ঘটনা মোকাবিলায় প্রশিক্ষিত ইউনিট ছাড়া অন্য সব উদ্ধারকারীর প্রবেশ নিষিদ্ধ করা;

ঙ) BNACWC-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করে বিশেষভাবে প্রশিক্ষত ইউনিট রাসায়নিক দুর্ঘটনায় উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা করবে;

চ) রাসায়নিক অস্ত্র বা বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য দ্বারা সংঘটিত রাসায়নিক দুর্যোগ, দুর্ঘটনায় হতাহত ব্যক্তির চিকিৎসার জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চিকিৎসকের সমন্বয়ে অথবা প্রয়োজনে প্রশিক্ষণ প্রদান করে বিশেষ ইউনিট গঠন করা;

ছ) ডিকন্টামিনেশন, মৃতদেহ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি কার্যক্রমে সরাসরি অংশগ্রহণ ও অন্যান্য সংস্থাকে সহায়তা প্রদান;

জ) কম ক্ষতিগ্রস্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি, এমন এলাকা থেকে কর্মী এনে দুর্যোগকবলিত এলাকায় মোতায়েন করা;

ঝ) স্বেচ্ছাসেবকগণ উদ্ধারসহ অন্য যেসব কাজের উপযুক্ত তাদের সেসব কাজে নিয়োগ করা।

(৪) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়

ক) সরকারি ও ব্যক্তিগত সম্পদ উদ্ধার করা;

খ) ঝুঁকিপূর্ণ ভবন ও অবকাঠামো ভেঙ্গে ফেলা বা অপসারণে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে সহায়তা প্রদান;

৫.২.৮ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নিম্নলিখিত কার্যক্রম গ্রহণ করবে:

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব ঝুঁকিহ্রাস নীতি ও কৌশল প্রণয়ন;
খ) প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগের সঙ্গে প্রতিরক্ষা খাত-সম্পর্কিত বিষয়ের ঝুঁকি নিরূপণ করা;
গ) বেসামরিক কর্তৃপক্ষকে সাহায্যের উদ্দেশ্যে সশস্ত্র বাহিনী ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে কাজে লাগানোর জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় সমন্বিত ও আপদকালীন পরিকল্পনা প্রণয়ন;
ঘ) ঘূর্ণিঝড়/বন্যাসহ অন্যান্য দুর্যোগপ্রবণ এলাকার জনসাধারণ, উপকরণ, স্থাপনা, অবকাঠামো, যানবাহন ইত্যাদির নিরাপত্তার জন্য যথাযথ পরিকল্পনা করা;
ঙ) সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের ভূমিকম্পসহ ভূমিধস, ভবনধস, অগ্নিদুর্ঘটনায় প্রস্তুতি ও সাড়াদান বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান ও মহড়ার আয়োজন করা।

জরুরি সাড়াদান

(১) সাড়াদান প্রস্তুতি পর্যায়

ক) মন্ত্রণালয়ের আপদকালীন পরিকল্পনা ও দুর্যোগভিত্তিক জরুরি সাড়াদান প্রক্রিয়া প্রণয়ন;
খ) হুঁশিয়ারি সংকেত প্রচার, স্থানান্তর, উদ্ধার ও পুনর্বাসন-কার্যক্রমে বেসরকারি কর্তৃপক্ষকে সহায়তার জন্য সকল লাইন অর্গানাইজেশনের মধ্যে কার্যকরী সমন্বয় গড়ে তোলা;
গ) জরুরি পরিস্থিতিতে চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বেসামরিক কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতার জন্য সশস্ত্রবাহিনীকে সম্পৃক্ত করতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সমন্বয়সাধন।

(২) সতর্কীকরণ/হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) সতর্কীকরণ, হুঁশিয়ারি সংকেত প্রচারে নিয়ন্ত্রণকক্ষ ২৪/৭ ভিত্তিতে সার্বক্ষণিক চালু রাখা;
খ) বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত দুর্যোগসংক্রান্ত বার্তা ও তথ্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে প্রেরণ করা।

(৩) দুর্যোগ পর্যায়

ক) নিয়মিতভাবে দুর্যোগ পরিস্থিতির তথ্য সংগ্রহের জন্য NEOC, NDRCC এবং সশস্ত্র বাহিনীর নিয়ন্ত্রণকক্ষের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করা;
খ) ফিল্ড টাস্কফোর্সের ফলপ্রসূ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে সমন্বয়সাধন;
গ) ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসে সংশ্লিষ্ট সমুদয় সম্পদ ও জনবলকে সর্বাত্মকভাবে নিয়োজিত রাখা।

(৪) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়

ক) উদ্ধার, স্থানান্তর এবং মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসনকাজে বেসামরিক কর্তৃপক্ষকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান নিশ্চিতকরণ;
খ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলোচনাক্রমে উপযুক্ত সময়ে প্রতিরক্ষা বাহিনীর মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসন-কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান;

গ) প্রতিরক্ষা বাহিনী ও বেসামরিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসন কর্মকাণ্ডের প্রতিবেদন সংগ্রহ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।

৫.২.৮.১ বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) অধিদপ্তরের ঝুঁকিহ্রাস ও প্রস্তুতি কৌশল প্রণয়ন;
খ) বজ্রপাত শনাক্তকরণের (Detection) কৌশল উদ্ভাবন ও সতর্ক সংকেত উন্নয়ন;
গ) ঘূর্ণিঝড় পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থার অধিকতর উন্নয়ন;
ঘ) ঘূর্ণিঝড় পূর্বাভাস প্রক্রিয়া, কার্যপ্রণালি ও পদ্ধতির উন্নয়ন;
ঙ) অব্যাহতভাবে আবহাওয়া পরিস্থিতি পরিবীক্ষণ, ১-৩ মাসের আগাম পূর্বাভাসসংক্রান্ত (দাবদাহ, শৈত্যপ্রবাহ ইত্যাদি)-সংক্রান্ত তথ্য প্রদান;
চ) কার্যকর ও সঠিক সময়ে সতর্ক বার্তা পৌঁছানোর জন্য জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের উন্নয়ন করা;
ছ) সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে দ্রুত ও কার্যকরী তথ্য ও সতর্ক বার্তা প্রচারের জন্য সরঞ্জাম-সুবিধা বাড়ানো, যেমন: প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে ফ্যাক্স ও ইমেইল যোগাযোগ-ব্যবস্থার উন্নয়ন;
জ) Storm Surge Inundation Model প্রবর্তন ও GIS Based Map-এর মাধ্যমে স্থানিক পর্যায়ের পূর্বাভাস প্রদানে সক্ষমতা অর্জন;
ঝ) সময় ও স্থানভিত্তিক (Location Specific) আবহাওয়া পূর্বাভাস ব্যবস্থার উন্নয়ন;
ঞ) স্থানীয় পর্যায়ে আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে প্রত্যন্ত এলাকার তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ সহজীকরণ;
ট) আবহাওয়ার সতর্ক বার্তা স্থানীয় মানুষের বোধগম্য ভাষায় প্রদানের জন্য নতুন ও সহজ উপায় উদ্ভাবন;
ঠ) মোবাইল অ্যাপসের মাধ্যমে আবহাওয়ার পূর্বাভাস ও সতর্ক বার্তা মানুষের কাছে সহজে পৌঁছানোর/প্রচার ব্যবস্থার উন্নয়ন;
ড) মোবাইল নেটওয়ার্কের বাইরে অবস্থিত বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরার ট্রলারগুলোর নাবিকদের কাছে হুঁশিয়ারি বার্তা পৌঁছানোর জন্য কার্যকর প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা উদ্ভাবন ও উন্নয়ন;
ঢ) সেক্টরভিত্তিক প্রায়োগিক জলবায়ুসেবা-ব্যবস্থা চালুকরণ।

জরুরি সাড়াদান

(১) সাড়াদান প্রস্তুতি পর্যায়

ক) নদী, সমুদ্র ও বিমানবন্দরের জন্য আবহাওয়ার পূর্বাভাস, বিশেষ করে ঘূর্ণিঝড় পূর্বাভাস ব্যবস্থার আরো উন্নয়ন এবং নিয়মিত তথ্য সরবরাহ এবং পূর্বাভাস প্রচার নিশ্চিতকরণ;
খ) অভ্যন্তরীণ নদী, সমুদ্র ও বিমানবন্দরের জন্য ঘূর্ণিঝড় সতর্ক বার্তা নিয়মিত প্রচার। এ ছাড়া কালবৈশাখী হুঁশিয়ারি সংকেত, ভারী বৃষ্টিপাত ও বজ্রপাত-বিষয়ক পূর্বাভাসের উন্নয়ন ও নিয়মিত প্রচারের জন্য সংশ্লিষ্ট মাধ্যমগুলোতে প্রেরণ;
গ) সংস্থার আপদকালীন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা সময়ে সময়ে হালনাগাদ করা;

ঘ) দ্রুততার সঙ্গে আবহাওয়ার সতর্ক বার্তা পৌঁছানোর জন্য যোগাযোগ-মাধ্যমের সার্বক্ষণিক কার্যকারিতা নিশ্চিতকরণ এবং বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশন এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে ফ্যাক্স, টেলিফোন ও ইমেইল যোগাযোগ-ব্যবস্থা কার্যকর রাখা;

ঙ) ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের পূর্বাভাস প্রদানের জন্য উন্নত গাণিতিক মডেল (NWP) নির্ধারণ ও পরিচালনা।

(২) সতর্কীকরণ/হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) যত দ্রুত সম্ভব ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কে সতর্ক/হুঁশিয়ারি সংকেত প্রচার করা;

খ) বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ সৃষ্টি সম্পর্কে সিপিপিকে ফ্যাক্স/টেলিফোন/ইমেইলের মাধ্যমে তথ্য সরবরাহ করা, যাতে সিপিপি-সংশ্লিষ্ট সবাই তথ্য প্রচারসহ যথাযথ কর্মতৎপরতা শুরু করতে পারে;

গ) 'ঘূর্ণিবায়ু' কোডের সতর্ক বার্তা ফ্যাক্স/টেলিফোন/ইমেইলের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সব কর্মকর্তাকে জানানো;

ঘ) জনসাধারণের সুবিধার্থে জাতীয় সংবাদ-মাধ্যমসহ বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনের সব কেন্দ্র থেকে সম্প্রচার ও প্রকাশের জন্য আবহাওয়ার বিশেষ বুলেটিন তৈরি ও প্রেরণ। এ ছাড়া ৩ নম্বর সতর্ক সংকেত ওঠার সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক সম্প্রচার সময়ের বাইরেও প্রচারের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনের সঙ্গে সার্বক্ষণিক সমন্বয়সাধন;

ঙ) যথাযথ কর্মতৎপরতা গ্রহণের লক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি ও বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির নিয়ন্ত্রণকক্ষগুলোতে বিশেষ আবহাওয়া বুলেটিন প্রেরণ;

চ) আঞ্চলিক, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আবহাওয়া ও ঘূর্ণিঝড়-সংক্রান্ত সতর্ক বার্তা প্রচারকারী বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা, ESCAP Panel on Tropical Cyclones over the Bay of Bengal and the Arabian Sea-এর সঙ্গে যোগাযোগ করে রিয়েল টাইমে সতর্ক বার্তা প্রাপ্তি, সতর্ক বার্তা গ্রহণ ও যাচাই করা।

ছ) নিম্নলিখিত প্রতিটি পর্যায়ের জন্য নির্ধারিত সময়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে হুঁশিয়ারি বার্তা প্রচার করতে হবে (ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষেত্রে):

সতর্কতা	:	২৪ ঘণ্টা আগে;
বিপদ সংকেত	:	কমপক্ষে ১৮ ঘণ্টা আগে;
মহাবিপদ সংকেত	:	কমপক্ষে ১০ ঘণ্টা আগে।

একই সতর্ক বার্তা জাতীয় দুর্যোগ পরিচালন কেন্দ্র (NEOC) ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের NDRCC, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি, এবং বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির নিয়ন্ত্রণকক্ষগুলোতে প্রেরণ।

জ) সম্প্রচারের জন্য প্রেরণ সতর্ক বার্তায় নিম্নোক্ত তথ্য উল্লেখ থাকতে হবে:

অ) ঝড়ের কেন্দ্রের অবস্থান;

আ) ঝড়ের গতিবেগ ও দিক;

ই) ঝড়কবলিত হওয়ার আশঙ্কাযুক্ত জেলা, উপজেলার নাম উল্লেখপূর্বক বার্তা প্রচার;

ঈ) বিভিন্ন স্থানে প্রবল বাতাস আরম্ভ হওয়ার আনুমানিক সময় (গতিবেগ ৩২ মাইল/ঘণ্টা অথবা ৫২ কি.মি./ঘণ্টার উর্ধ্বে) উল্লেখ করা;

উ) বিপদ সংকেতগুলোর ক্ষেত্রে, সংযোজনী 'ক' অনুসারে 'হ্যারিকেন' কোডের তালিকাভুক্ত ঠিকানায় ফ্যাক্স/টেলিফোন/ইমেইলের সাহায্যে বার্তা প্রেরণ;

ঊ) মহাবিপদ সংকেতগুলোর ক্ষেত্রে, সংযোজনী 'ক' অনুসারে 'টাইফুন' কোডের তালিকাভুক্ত ঠিকানাগুলোতে ফ্যাক্স/টেলিফোন/ইমেইলের সাহায্যে বার্তা পৌঁছনো নিশ্চিতকরণ;

ঋ) অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহনের উদ্দেশ্যে সংযোজনী ‘ক’ অনুসারে ‘জলপথ ও কর্তৃপক্ষ’ কোডের তালিকাভুক্ত অভ্যন্তরীণ ঠিকানাগুলোতে ফ্যাক্স/টেলিফোন/ইমেইলের সাহায্যে যথাযথ পৃথক বার্তা প্রেরণ;

এ) বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনের সকল কেন্দ্র হতে সম্প্রচারের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে সতর্ক/হুঁশিয়ারি বার্তা প্রেরণ;

ঐ) বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরায় নিয়োজিত ট্রলারের নাবিকদের কাছে নিম্নচাপ সৃষ্টির মুহূর্ত থেকে নিয়মিত হুঁশিয়ারি বার্তা পৌঁছানোর ব্যবস্থা গ্রহণ।

(৩) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়/দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে নিম্নোক্ত কার্যাবলি সম্পাদন করবে:

ক) ক্ষতিগ্রস্ত আবহাওয়া স্টেশন মেরামত করা;

খ) ঘূর্ণিঝড়ের আঘাত এবং এর সঙ্গে প্রদত্ত হুঁশিয়ারি সংকেতের তুলনামূলক মূল্যায়ণ করা;

গ) গবেষণার উদ্দেশ্যে ঘূর্ণিঝড়কবলিত এলাকা হতে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা;

ঘ) প্রচারিত সংকেত সম্পর্কে এলাকার জনসাধারণের মতামত গ্রহণ;

ঙ) ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের প্রভাবের মডেলিং করা।

৫.২.৮.২ বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান (SPARRSO)

নিয়মিত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) সেক্টরভিত্তিক ঝুঁকিহ্রাস ও প্রস্তুতি কৌশলে সহায়তা করতে স্যাটেলাইট ইমেজ, মানচিত্র তৈরি ও স্যাটেলাইটভিত্তিক সংকেত প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ;

খ) ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম ও কর্মসূচির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান নিশ্চিতকরণ;

গ) দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসে রিমোট সেন্সিং ও স্পেস প্রযুক্তির উন্নয়ন করা;

ঘ) দুর্যোগ পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থায় সহায়তা করতে স্যাটেলাইটে ছবি ধারণ ব্যবস্থার অব্যাহতভাবে উন্নয়নসাধন করা।

জরুরি সাড়াদান

ক) বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি তথ্য সার্ভিস ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরকে খরা, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, টর্নেডো, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদির বিশ্লেষিত তথ্য-উপাত্তসহ স্বল্প সময়ের স্যাটেলাইট ইমেজ সরবরাহ করা।

৫.২.৯ পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়

পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) পানিসম্পদ নীতি, পরিকল্পনা ও কর্মসূচিতে দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা;

খ) পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সেক্টরভিত্তিক ঝুঁকিহ্রাস ও প্রস্তুতির কৌশল প্রণয়ন করা;

গ) ঝুঁকিহ্রাস, পুনর্বাসন-কার্যক্রম ও কর্মসূচির বাজেট প্রণয়ন ও অর্থ বরাদ্দ নিশ্চিতকরণ;
ঘ) উপকূলীয় এলাকার পোল্ডার/বাঁধ, বন্যাপ্রবণ এলাকায় নির্মিত বাঁধ মেরামত ও দুর্যোগকালে রক্ষার্থে স্বতন্ত্র বাজেট রাখাসহ এর ব্যবহারে স্থানীয় পর্যায়ের কর্মকর্তাদের ক্ষমতা প্রদান;
ঙ) সেক্টরভিত্তিক ঝুঁকি যোগাযোগ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা;
চ) বন্যার ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস বা নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করতে ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম গ্রহণ।

জরুরি সাড়াদান

(১) সাড়াদান প্রস্তুতি পর্যায়

ক) জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল ও আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়ন করতে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডসহ সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে নির্দেশনা প্রদান;
খ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতি ও অনুশীলন মন্ত্রণালয়ের মূলধারায় সম্পৃক্ত করা;
গ) উন্নয়ন নীতিমালার মূলধারায় দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস সম্পৃক্তকরণ নিশ্চিতকরণ;
ঘ) মন্ত্রণালয়ের দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস ও সাড়াদান ব্যবস্থাপনা কর্মসূচির জন্য অর্থসংস্থান নিশ্চিতকরণ;
ঙ) দুর্যোগঝুঁকিপূর্ণ এলাকাসমূহে বাঁধ তৈরি, স্লুইসগেট নির্মাণ ও পরিচালনা ও বাঁধ রক্ষণাবেক্ষণে ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা;
চ) বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় যথাযথ সহায়তা প্রদান;
ছ) সব গুরুত্বপূর্ণ নদী সিস্টেমের পানির স্তর পর্যবেক্ষণ করতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে নির্দেশনা প্রদান;
জ) আপদকালীন পরিকল্পনা প্রণয়ন।

(২) সতর্কীকরণ/হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) সকল গুরুত্বপূর্ণ নদী সিস্টেমের পানির স্তর অব্যাহতভাবে পর্যবেক্ষণ করা;
খ) বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ বার্তা সরবরাহ ও প্রচারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
গ) জরুরি সাড়াদান ও পুনরুদ্ধার পর্যায়ে কার্যকর যোগাযোগ, তথ্য আদানপ্রদান ও প্রতিবেদন প্রেরণ নিশ্চিতকরণ।
ঘ) আকস্মিক বন্যার পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ বার্তা সরবরাহ ও প্রচারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।

(৩) দুর্যোগ পর্যায়

ক) প্রতিদিন/সাপ্তাহিক বন্যা পরিস্থিতির প্রতিবেদন সরবরাহ করা ও প্রচার করা;
খ) স্লুইসগেট রক্ষা করা, বাঁধের ফাটল/ছিদ্র ও দুর্বল স্থান মেরামত করা;
গ) দ্রুত ক্ষয়ক্ষতির হিসাব করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ নিশ্চিতকরণ;
ঘ) সতর্ক সংকেত কার্যকরভাবে প্রচার নিশ্চিতকরণ।

(৪) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়

ক) ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ এবং অবকাঠামোর মেরামত, পুনর্গঠন ও পুনর্বাসনের উদ্যোগ গ্রহণ।

৫.২.৯.১ বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র

বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র নিম্নলিখিত দায়িত্বাবলি পালন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) বন্যাঝুঁকি নিরূপণ করা এবং বন্যা ও অন্যান্য পানিসংক্রান্ত দুর্যোগের ওপর দীর্ঘমেয়াদি ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন;

খ) নতুন বন্যাপ্রবণ অঞ্চল চিহ্নিত করা;

গ) বাংলাদেশের আকস্মিক বন্যাপ্রবণ অঞ্চলগুলো চিহ্নিত করা;

ঘ) বন্যা ও আগাম বন্যা সতর্কীকরণ করার উদ্ভাবিত লিড টাইম পূর্বাভাস চালু রাখা এবং এর পরিধি বিস্তৃত ও উন্নয়ন করা;

ঙ) দেশের দক্ষিণাঞ্চলে এ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করে এ অঞ্চলের নদীর পানির উচ্চতা পরিমাপের পয়েন্টের সংখ্যা ও গেজ রিডারের সংখ্যা বাড়ানো;

চ) বন্যা ও আগাম বন্যা সতর্কীকরণ করার বিদ্যমান লিড টাইম বাড়িয়ে আনা, বেশিসংখ্যক পয়েন্ট থেকে তথ্য সংগ্রহ, প্রচলিত মোবাইল ফোনের মাধ্যমে গেজ রিডারদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতির উন্নয়ন ও মোবাইল অ্যাপস ব্যবহার করা;

ছ) নদীর পানি বৃদ্ধির তথ্য প্রদানের সঙ্গে সম্ভাব্য নিমজ্জন এলাকা মানচিত্রে চিহ্নিত করে বন্যা পূর্বাভাস প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ।

(২) সতর্কীকরণ/হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) টেলিফোন, মুঠোফোন, ইমেইল ও ওয়্যারলেসের মাধ্যমে বন্যা ও আগাম বন্যা সম্পর্কে সংশ্লিষ্টদের সতর্ক করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

খ) যথাযথ প্রস্তুতি নিশ্চিত করতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরকে দীর্ঘ, মধ্য ও স্বল্পমেয়াদি বন্যা পূর্বাভাস সম্পর্কে তথ্য প্রদান।

৫.২.৯.২ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড নিম্নলিখিত দায়িত্বাবলি পালন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) পানিসম্পদ নীতি, পরিকল্পনা ও কর্মসূচিতে দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করতে সহযোগিতা প্রদান;

খ) পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের খাতভিত্তিক ঝুঁকিহ্রাস ও প্রস্তুতি কৌশলের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন;

গ) হাওর অঞ্চলের ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ এবং বাঁধ নির্মাণকাজে জনপ্রতিনিধি এবং স্থানীয় উপকারভোগীদের চাহিদার সঙ্গে সমন্বয়সাধন;

ঘ) প্রযুক্তি ও নকশা তৈরিসহ বন্যার আগাম সতর্ক বার্তা প্রদান ব্যবস্থার উন্নয়নসাধন;

ঙ) উন্নত প্রযুক্তি ও দক্ষ জনশক্তিসহ বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র শক্তিশালীকরণ;

চ) বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ঝুঁকি বিবেচনায় নিয়ে বাঁধের নকশা প্রস্তুতকরণ;

ছ) মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম বাস্তবায়নে সক্ষমতা গড়ে তোলা;

জ) বিদ্যমান অবকাঠামোর (যেমন: বাঁধ, পোল্ডার ও স্লুইসগেট) ডাটা সংগ্রহ, ডাটা এন্ট্রি এবং ডাটাবেজ সংরক্ষণ;

ঝ) দেশের সকল এলাকার স্লুইসগেটগুলোর সংস্কার ও প্রয়োজনীয় মেরামতের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ;

ঞ) যথাসময়ে অর্থ ছাড়করণের ব্যবস্থা গ্রহণক্রমে বাঁধ তৈরি, ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ মেরামত;

ট) পানি নিষ্কাশন খাল ও নালাগুলো দখলমুক্ত করে প্রয়োজনীয় সংস্কারসাধন ও নাব্যতা ফিরিয়ে আনা;
ঠ) নতুন বন্যাপ্রবণ ও জলাবদ্ধতা অঞ্চল চিহ্নিত করে প্রতিকারের উদ্যোগ গ্রহণ।

জরুরি সাড়াদান

(১) সাড়াদান প্রস্তুতি পর্যায়

ক) বাঁধ এলাকায় স্লুইসগেট ও অন্যান্য পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা চালু রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ;
খ) অব্যাহতভাবে সকল বাঁধের অবস্থা পর্যবেক্ষণ এবং ভাঙা ও দুর্বল অংশ সুষ্ঠুভাবে মেরামত করা;
গ) বন্যা পূর্বাভাস প্রদানের জন্য ১ এপ্রিল থেকে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত বন্যা তথ্যকেন্দ্র চালু রাখা;
ঘ) মাঠ পর্যায়ের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী/নির্বাহী প্রকৌশলীর অফিসে বন্যা তথ্য উপকেন্দ্র খোলা;
ঙ) আবহাওয়া অফিস থেকে নিয়মিত আবহাওয়ার বিশেষ বুলেটিন সংগ্রহ করা;
চ) দেশের সকল নদনদীর নাব্যতা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ড্রেজিংয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ।

(২) সতর্কীকরণ/হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) উপকেন্দ্রের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নির্দেশাবলি জারি এবং হুঁশিয়ারি সংকেত প্রেরণ;
খ) ২৪ ঘণ্টা নিয়ন্ত্রণকক্ষ পরিচালনা এবং সংশ্লিষ্ট সবাইকে আসন্ন দুর্যোগ সম্বন্ধে হুঁশিয়ারি সংকেত প্রদান;
গ) বাঁধের পানি চুয়ে পড়া, ছিদ্র, ফাটল ও ভাঙন ইত্যাদি দ্রুত চিহ্নিত করার জন্য সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা রাখা এবং এ কাজে স্থানীয় অধিবাসীদের সম্পৃক্ত করে জরুরি ভিত্তিতে মেরামত করা;
ঘ) দুর্যোগকবলিত এলাকায় বাঁধ ও অন্যান্য স্থাপনা রক্ষার্থে প্রয়োজনীয় সামগ্রী/সরঞ্জাম প্রস্তুত রাখা;
ঙ) উদ্ধার, স্থানান্তর এবং মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম পরিচালনায় স্থানীয় বেসামরিক প্রশাসনকে সহযোগিতা প্রদান;
চ) পানির চাপ মোকাবিলায় স্লুইসগেট সঠিকভাবে অপারেট করা।

(৩) দুর্যোগ পর্যায়

ক) ক্ষতিগ্রস্ত স্থাপনা ও সেবা প্রদান ব্যবস্থা ইত্যাদির জরুরি ভিত্তিতে মেরামতের জন্য কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ জনশক্তি মোতায়েন ও প্রয়োজনীয় উপকরণ জোগান দেওয়া;
খ) জরুরি পুনর্বাসনকাজে সকল প্রয়োজনীয় তথ্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে সংগ্রহ করা;
গ) জরুরি পরিস্থিতিতে মানুষের জীবন ও সম্পদ রক্ষা এবং স্থানান্তরের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ।

(৪) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়

ক) বিস্তারিত ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপকতা নির্ধারণপূর্বক সম্ভব হলে বিভাগীয় পর্যায় থেকে অর্থের সংস্থান করে প্রাক্কলনসহ পুনর্বাসন-পরিকল্পনা প্রণয়ন;
খ) উপকূলের অদূরবর্তী নবগঠিত দ্বীপের স্থায়িত্বের জন্য উপযুক্ত প্রকল্প বাস্তবায়ন;
গ) পুনর্বাসন তৎপরতায় বেসামরিক প্রশাসন ও অন্যান্য সংস্থাকে সহযোগিতা প্রদান;
ঘ) পানি উন্নয়ন বোর্ডের ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামোগুলো (বাঁধ, পোল্ডার, স্লুইসগেট) দ্রুত মেরামতের পদক্ষেপ গ্রহণ।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বন্যা-সম্পর্কিত কার্যক্রম)

স্বাভাবিক কার্যক্রম ও আপদকালীন পরিকল্পনার পাশাপাশি বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড দুর্যোগ মোকাবিলায় নিম্নোক্ত দায়িত্ব পালন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) খাতভিত্তিক ঝুঁকি নিরূপণ করা এবং দীর্ঘমেয়াদি ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন;

খ) বাঁধ, প্রতিরোধ দেওয়াল, স্লুইসগেট ও অন্যান্য অবকাঠামোর নকশা প্রণয়নে সব আপদ ও ঝুঁকি বিবেচনায় নেওয়া এবং ঐতিহাসিক তথ্য ও উপাত্ত ব্যবহার করা;

গ) দুর্যোগ প্রতিরোধ দেওয়াল তৈরি, বাঁধ, স্লুইসগেট মেরামতে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান রাখা;

ঘ) বাঁধরক্ষায় সচেতনতা বৃদ্ধিসহ স্থানীয়ভাবে বাঁধ রক্ষা কমিটি গঠন এবং পানি ব্যবস্থাপনা গ্রুপগুলোকে সক্রিয় করা;

ঙ) বন্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা।

জরুরি সাড়াদান

(১) সাড়াদান প্রস্তুতি পর্যায়

ক) বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের দক্ষ পরিচালনা এবং বন্যা পূর্বাভাস পদ্ধতির উন্নয়ন;

খ) প্রতি বছর ১ এপ্রিল থেকে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত বন্যা তথ্যকেন্দ্র চালু রাখা;

গ) এপ্রিল থেকে মাঠ পর্যায়ে বন্যা তথ্য উপকেন্দ্র স্থাপন;

ঘ) বর্ষা মৌসুমে আবহাওয়ার পূর্বাভাসের আলোকে প্রতিবেশী দেশসমূহে উৎপত্তিস্থল, এমন প্রধান প্রধান নদীর পানির উচ্চতা স্তরের তথ্য সংগ্রহ করা এবং রিয়েল টাইম ডাটা প্রাপ্তির জন্য পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা;

ঙ) সিডব্লিউসি নীতিমালা অনুযায়ী স্থানীয়ভাবে বোধগম্য ভাষায় নিয়মিতভাবে বন্যা পরিস্থিতি মানুষকে জানানো;

চ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট জেলাপ্রশাসকদের বন্যা পরিস্থিতির ওপর সতর্ক বার্তা প্রদান;

ছ) প্রতি বছর এপ্রিলে অধীনস্থ অফিসগুলোকে নিম্নলিখিত নির্দেশনা দিতে হবে:

(১) স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয়সাধন;

(২) উদ্ধার, স্থানান্তর এবং মানবিক সহায়তার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম, যানবাহন, সামগ্রী এবং কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিকে প্রস্তুত রাখার নির্দেশ প্রদান;

জ) বোর্ডের তথ্য সেলের কার্যক্রম সম্পর্কে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এবং দুর্যোগে সাড়াদানকারী অন্যান্য সংস্থাকে অবহিত করা;

ঝ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের 'জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় কেন্দ্রের (NDRCC)-এর সঙ্গে যোগাযোগের জন্য পানি উন্নয়ন বোর্ডের একজন লিয়াজোঁ কর্মকর্তা মনোনীত করা।

(২) সতর্কীকরণ/হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) আকস্মিক বন্যার তথ্যাদি সংশ্লিষ্টদের টেলিফোন, টেলেক্স, ইমেইল, বেতারের মাধ্যমে দ্রুত জানাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

খ) বাঁধে ভাঙন, ছিদ্র, দুর্বল স্থান নির্ণয়ের জন্য স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করাসহ এপ্রিলের মধ্যে (হাওর এলাকায় জানুয়ারির মধ্যে) জরুরি ভিত্তিতে বাঁধ মেরামত করা;

গ) জনগণের জানমাল, গুদামজাত দ্রব্য এবং যন্ত্রপাতির নিরাপত্তার জন্য কর্মকর্তাদের সতর্ক করা।

(৩) দুর্যোগ পর্যায়

ক) সার্বক্ষণিক তথ্যসেল এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণকেন্দ্র পরিচালনা করা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের জরুরি পরিচালনা কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা;

খ) বিশেষ পরিস্থিতিতে আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি, NEOC এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের NDRCC-কে অবহিত করা;

গ) স্থাপনা এবং সরবরাহ উৎসের ক্ষতি মেরামতের কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন জনশক্তি ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি জোগান নিশ্চিতকরণ;

ঘ) পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান প্রকৌশলী/তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী/নির্বাহী প্রকৌশলী/উপবিভাগীয় প্রকৌশলী/সহকারী প্রকৌশলীরা পদক্রম অনুযায়ী মাঠ পযায়ের কর্মকর্তাদের নিম্নলিখিত নির্দেশ প্রদান করবেন;

(১) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য হিসেবে নিজ নিজ এলাকার দায়িত্ব পালন করা;

(২) ক্ষতিগ্রস্ত স্থাপনা এবং সরবরাহ উৎস ইত্যাদি মেরামতে কারিগরি জনশক্তি এবং সম্পদ সরবরাহ করা;

(৩) ক্ষয়ক্ষতি নির্ধারণ এবং দুর্যোগ-পরবর্তীকালে সরকারের স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা অনুযায়ী মেরামত, পুনর্নির্মাণ এবং পুনঃস্থাপনের পরিকল্পনা ও কর্মসূচি তৈরি করা;

ঙ) বন্যা মোকাবিলায় কোনো সমস্যা সমাধান সম্ভব না হলে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়কে এ বিষয়ে অবহিত করা;

চ) জীবন ও সম্পদ রক্ষার জন্য দুর্যোগজনিত উদ্ভূত পরিস্থিতিতে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ;

ছ) দৈনিক বন্যা বার্তা নিম্নলিখিত কার্যালয়গুলোতে প্রেরণ:

(১)	রাষ্ট্রপতির কার্যালয়;
(২)	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়;
(৩)	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
(৪)	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়;
(৫)	সুরক্ষা সেবা বিভাগ;
(৬)	জননিরাপত্তা বিভাগ
(৭)	তথ্য মন্ত্রণালয়;
(৮)	কৃষি মন্ত্রণালয়;
(৯)	পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়;
(১০)	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়;
(১১)	বিদ্যুৎ বিভাগ;
(১২)	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ;
(১৩)	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়;
(১৪)	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
(১৫)	কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
(১৬)	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
(১৭)	সেতু বিভাগ;
(১৮)	রেলপথ মন্ত্রণালয়;
(১৯)	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়;
(২০)	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ;
(২১)	স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
(২২)	শিল্প মন্ত্রণালয়;
(২৩)	স্থানীয় সরকার বিভাগ;
(২৪)	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
(২৫)	মহিলা ও শিশু-বিষয়ক মন্ত্রণালয়;
(২৬)	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়;
(২৭)	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর;
(২৮)	বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশন;
(২৯)	সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রকৌশলীগণ;

(৩০)	বিভাগীয় কমিশনার (সকল)
(৩১)	সংশ্লিষ্ট জেলাপ্রশাসকগণ;
(৩২)	সংশ্লিষ্ট উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি।

(৪) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়

ক) দ্রুত ক্ষয়ক্ষতি নির্ধারণ করা এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় মেরামত ও পুনর্নির্মাণের জন্য পরিকল্পনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

খ) স্বল্পতম সময়ের মধ্যে অভ্যন্তরীণ, শিল্পসংক্রান্ত এবং রপ্তানি কাজে ব্যবহৃত ভৌত অবকাঠামো এবং স্থাপনাগুলো চালু করা। এক্ষেত্রে কৃষি, মৎস্যসম্পদ ও শিল্প পুনর্বাসন প্রকল্পগুলোকে অগ্রাধিকার দিতে হবে;

গ) কোনো এলাকার বন্যা নিয়ন্ত্রণ বা বন্যার ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করা বা পুনঃসংঘটন প্রতিরোধের লক্ষ্যে নতুন নতুন পরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়ন;

ঘ) ভবিষ্যতে দিক-নির্দেশনার লক্ষ্যে বর্তমান তৎপরতার সবল ও দুর্বল দিকগুলো মূল্যায়ন।

৫.২.৯.২.১ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়গুলো (ঘূর্ণিঝড় সংশ্লিষ্ট)

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মীগণ দুর্যোগ মোকাবিলায় তাদের সংশ্লিষ্ট এলাকায় নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) ঝুঁকি নিরূপণ করা এবং ওয়াটার সেক্টরে স্থানীয় পর্যায়ের ঝুঁকিহ্রাস পরিকল্পনা তৈরি;

খ) যথাযথ নকশা অনুযায়ী স্থানীয় পর্যায়ের জন্য উপযোগী বাঁধ তৈরি;

গ) স্বাভাবিক সময়ে নিয়মিতভাবে অবকাঠামোগুলো পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ ও পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং অবকাঠামোর (যেমন: বাঁধ, পোল্ডার ও স্লুইসগেট) ডাটাবেজ সংরক্ষণ;

ঘ) অবকাঠামো শক্তিশালী করতে নিয়মিত সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ;

ঙ) যথাসময়ে বাঁধগুলো তৈরি করা, গুণমান নিশ্চিতকরণ এবং তা যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা;

চ) পানি নিষ্কাশন খাল ও নালাগুলো দখলমুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ ও সংস্কারসাধন।

জরুরি সাড়াদান

(১) সাড়াদান প্রস্তুতি পর্যায়

ক) আবহাওয়ার বিশেষ বুলেটিন/বার্তা সংশ্লিষ্ট মাঠ পর্যায়ের সকলকে অবহিত করা এবং বাঁধ ও অন্যান্য স্থাপনার নিরাপত্তার জন্য সতর্কমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ প্রদান;

খ) এলাকায় অবস্থিত বাঁধগুলোর ছিদ্র, ভাঙন, ফাটল, দুর্বল স্থান এবং ভাঙা স্লুইসগেট মেরামত করা এবং মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি নিরাপদ স্থানে মজুত রাখা;

গ) স্লুইসগেট, বাঁধ এবং অন্য স্থাপনার অবস্থা এবং মেরামত ও পুনর্নির্মাণের অগ্রগতি বিষয়ে পরিদর্শন সাপেক্ষে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রেরণ;

ঘ) প্রতিটি বাঁধের দুই পাশের অবস্থা নিয়মিত পরিবীক্ষণ এবং তাৎক্ষণিক মেরামত;

ঙ) পানির চাপ সঠিকভাবে মোকাবিলায় স্লুইসগেট সঠিকভাবে অপারেট করা।

(২) সতর্কীকরণ/হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) কর্মচারীদের সুরক্ষা দেওয়াসহ বোর্ডের সম্পদ, যন্ত্রপাতি, যানবাহন ইত্যাদির নিরাপত্তার জন্য সতর্কতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ;

খ) স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে কার্যক্রমের সমন্বয়সাধন;

গ) জরুরি ভিত্তিতে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, মেরামত এবং রক্ষণাবেক্ষণের কাজকে অগ্রাধিকার প্রদান;

ঘ) ঘূর্ণিঝড়ে সৃষ্ট জলোচ্ছ্বাসের সময় পোল্ডারে লবণাক্ত পানি প্রবেশ ঠেকাতে এবং স্লুইসগেটের ক্ষতি এড়াতে জনপ্রতিনিধি ও কমিউনিটিকে সম্পৃক্ত করাসহ প্রহরী নিয়োগ করা।

(৩) দুর্যোগ পর্যায়

ক) সার্বক্ষণিক তথ্যকেন্দ্র চালু রাখা;

খ) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের তথ্যকেন্দ্র এবং স্থানীয় প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণকক্ষে দুর্যোগ পরিস্থিতি অবহিত করা;

গ) বেসামরিক প্রশাসনকে উদ্ধার, স্থানান্তর ও ত্রাণ তৎপরতায় সহযোগিতা প্রদান;

ঘ) কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন জনশক্তি, যন্ত্রপাতি এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদির মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত, অচল স্থাপনা এবং সরবরাহ উৎসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট স্থাপনা মেরামত করা;

ঙ) ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ করা এবং পানি নেমে যাওয়ার পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মেরামত, পুনর্নির্মাণ এবং পুনর্গঠন পরিকল্পনা গ্রহণ;

চ) বিশেষ অবস্থায় প্রয়োজন হলে জীবন ও সম্পদ রক্ষায় এবং স্থানান্তর বা অপসারণের জন্য বেসামরিক প্রশাসন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সঙ্গে সমন্বয় করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ।

(৪) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়

ক) ক্ষয়ক্ষতি বিস্তারিতভাবে নিরূপণ করা এবং ক্ষতিগ্রস্ত ভৌত অবকাঠামো, বাঁধ ও স্লুইসগেট যত দ্রুত সম্ভব মেরামত, পুনঃস্থাপন বা পুনর্নির্মাণ;

খ) ঘূর্ণিঝড়সৃষ্ট জলোচ্ছ্বাসে ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ ও স্লুইসগেট মেরামত;

গ) ভবিষ্যতে জলোচ্ছ্বাস বা বন্যাজনিত দুর্যোগ প্রতিরোধের জন্য বাঁধ তৈরির স্থান চিহ্নিত করা, প্রকল্প প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে অর্থের জোগান দেওয়া।

৫.২.৯.২.২ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় (বন্যা-সংশ্লিষ্ট)

এ অফিস তাদের স্বাভাবিক কার্যক্রমের পাশাপাশি দুর্যোগ মোকাবিলায় নিম্নোক্ত দায়িত্ব পালন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) স্থানীয় পর্যায়ে ঝুঁকি নিরূপণ করা এবং ওয়াটার সেক্টরে স্থানীয় পর্যায়ে ঝুঁকিহ্রাস পরিকল্পনা প্রস্তুত করা;

খ) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত নকশা অনুসারে স্থানীয় পর্যায়ে উপযুক্ত বাঁধ তৈরি করা;

গ) স্বাভাবিক সময়ে পরিদর্শন করে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা ও বিদ্যমান অবকাঠামোর ডাটাবেজ তৈরি করা এবং ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো (বাঁধ, পোল্ডার, স্লুইসগেট সিস্টেম) শক্তিশালী করতে নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করা;

ঘ) এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণে জনসাধারণ যেন বাঁধ না কাটে সে লক্ষ্যে বাঁধ কাটার ফলে উদ্ভূত ক্ষয়ক্ষতির চিত্র তুলে ধরে সচেতনতা বৃদ্ধি;

ঙ) স্থানীয় পর্যায়ে বাঁধ রক্ষা কমিটি গঠন এবং স্থানীয় ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট গ্রুপগুলোকে সক্রিয় করা;

চ) যথাসময়ে প্রতিরক্ষা বাঁধ তৈরি এবং এর যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা;

ছ) বন্যা সতর্কীকরণ-সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ এবং প্রচার ব্যবস্থা শক্তিশালী করা।

জরুরি সাড়াদান

(১) সাড়াদান প্রস্তুতি পর্যায়

ক) প্রতি বছর ১ এপ্রিল থেকে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত বন্যা তথ্যকেন্দ্র ব্যবস্থাপনায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলো নিশ্চিতকরণ:

(১) বৃষ্টিপাতের পরিমাণ এবং ভারতসহ প্রতিবেশী অন্যান্য দেশ থেকে উদ্ভূত নদনদীগুলোর বিভিন্ন পয়েন্টের পানির লেভেল সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(২) নিজ নিজ দপ্তরপ্রধানের মাধ্যমে পানি উন্নয়ন বোর্ডের বন্যা নিয়ন্ত্রণকক্ষ এবং পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণকক্ষকে বন্যার পূর্বাভাস নিয়মিত জানানো;

খ) পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের জরুরি পরিচালনা কেন্দ্র, সংশ্লিষ্ট জেলাপ্রশাসক এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে বন্যার পানি বৃদ্ধি এবং আকস্মিক বন্যার আশঙ্কা সম্পর্কে অবহিত এবং সজাগ করা;

গ) সংশ্লিষ্ট সকলকে সাপ্তাহিক বন্যার অবস্থা অবহিত করা;

ঘ) স্থানীয় বেসামরিক প্রশাসনকে উদ্ধার, স্থানান্তর, মানবিক সহায়তাকাজে প্রয়োজনীয় যান্ত্রিক সরঞ্জাম, যানবাহন, বস্তুগত এবং কৌশলগত সাহায্য দিয়ে সহযোগিতা এবং সমর্থন প্রদানের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ;

ঙ) আকস্মিক বন্যায় সতর্কীকরণের কম সময় পাওয়া যায় বিধায় সংশ্লিষ্ট সবাইকে টেলিফোন, মোবাইল, আইভিআর, টেলেক্স, টেলিভিশন ও বেতার ইত্যাদির মাধ্যমে দ্রুততম সময়ের মধ্যে সতর্কীকরণে উদ্যোগ গ্রহণ;

চ) প্রতি বছর এপ্রিল মাসের আগে নিজ নিজ কর্ম এলাকার বাঁধগুলোর পানি চুয়ানো, ছিদ্র, ইত্যাদির মেরামত সম্পন্ন করা;

ছ) সুবিধাজনক স্থানে প্রয়োজনীয় সামগ্রী/সরঞ্জাম জরুরি কাজের জন্য প্রস্তুত রাখা এবং বাঁধ ও স্লুইসগেট নির্মাণ/মেরামত প্রকল্পসমূহের কাজ বন্যা মৌসুমের আগেই সম্পাদন করা।

(২) সতর্কীকরণ/হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) ক্ষতি এড়ানোর জন্য স্লুইস এবং লকগেইট পাহারার ব্যবস্থা গ্রহণ;

খ) স্লুইসগেট, বাঁধ এবং স্থাপনাগুলোর অবস্থা এবং মেরামত কাজের অগ্রগতি সম্বন্ধে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে প্রতিবেদন প্রেরণ;

গ) জীবন, সম্পদ, যন্ত্রপাতি এবং যানবাহন রক্ষার জন্য সতর্কতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ।

(৩) দুর্যোগ পর্যায়

ক) বন্যার সময় ২৪/৭ ভিত্তিতে সার্বক্ষণিক বন্যা তথ্যকেন্দ্র পরিচালনা করা এবং স্থানীয় দুর্যোগ নিয়ন্ত্রণকক্ষে লিয়াজোঁ কর্মকর্তা নিযুক্ত করা;

খ) যেকোনো বিপর্যয়ের ঘটনা পানি উন্নয়ন বোর্ডের বন্যা নিয়ন্ত্রণ সেল এবং স্থানীয় দুর্যোগ নিয়ন্ত্রণকক্ষকে জানানো;

গ) স্থানীয় বেসামরিক প্রশাসনকে নিজ এলাকায় উদ্ধার, স্থানান্তর ও মানবিক সহায়তা কর্মকাণ্ড পরিচালনায় সমর্থন ও সহযোগিতা প্রদান;

ঘ) কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন জনশক্তি ও প্রয়োজনীয় সম্পদ জোগাড় করে ক্ষতিগ্রস্ত স্থাপনা ও সরবরাহের উৎসগুলো মেরামত করা;

ঙ) বন্যার পানি সরে যাওয়ার ন্যূনতম সময়ের মধ্যে ক্ষয়ক্ষতি নির্ধারণ করা, পুনর্বাসন-পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং প্রেক্ষিত পরিকল্পনা অনুযায়ী স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি মেরামত, পুনর্নির্মাণ ও পুনঃস্থাপন কর্মসূচি প্রণয়ন;
চ) ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ঘন ঘন পরিদর্শন করা এবং জরুরি ভিত্তিতে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ;
ছ) সংশ্লিষ্ট দপ্তরের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাবহির্ভূত অবস্থা বা সমস্যা দেখা দিলে স্থানীয় বেসামরিক প্রশাসন বা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির কাছে সাহায্যের জন্য অনুরোধ করা;
জ) জীবন ও সম্পদ রক্ষায় এবং স্থানান্তরের প্রয়োজনে পরিস্থিতি অনুসারে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ।

(৫) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়

ক) ক্ষয়ক্ষতির হিসাব করা এবং প্রয়োজনের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মেরামত, পুনঃস্থাপন অথবা পুনর্নির্মাণের পরিকল্পনা নকশা এবং কর্মসূচি তৈরি করা;
খ) স্থানীয় সংস্থা/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় ন্যূনতম সময়ে ভৌত অবকাঠামো, স্লুইসগেট, পানির ড্রেন পুনঃস্থাপন ও পুনরায় চালু করা;
গ) প্রাকৃতিক খাল, নালাগুলো দখলমুক্ত করে সংস্কারসাধন;
ঘ) বেসামরিক প্রশাসন, এনজিওসহ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে পুনর্বাসন কর্মসূচিতে সহযোগিতা প্রদান;
ঙ) বন্যা রোধ করার লক্ষ্যে নতুন প্রকল্পের নকশা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ;
চ) পানি উন্নয়ন বোর্ডের মাঠ পর্যায়ের অফিসগুলো তাদের দৈনিক বন্যা প্রতিবেদন নিম্নে উল্লিখিত অফিসগুলোতে পাঠাবে:
   (১) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের NDRCC;
   (২) মহাপরিচালক, পানি উন্নয়ন বোর্ড;
   (৩) সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার;
   (৪) বন্যাকবলিত এলাকার সকল জেলাপ্রশাসক;
   (৫) বন্যাকবলিত এলাকার সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসার।

৫.২.১০ কৃষি মন্ত্রণালয়

স্বাভাবিক দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি এই মন্ত্রণালয় দুর্যোগঝুঁকি মোকাবিলায় নিম্নলিখিত দায়িত্বাবলি পালন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) খাতভিত্তিক ঝুঁকি নিরূপণ এবং ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন;
খ) ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে বাজেটে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান নিশ্চিতকরণ;
গ) আপদ বিশ্লেষণ ও কৃষিতে এর প্রভাব-সম্পর্কিত গবেষণার জন্য কর্মসূচি তৈরি করা;
ঘ) দুর্যোগ-সহনশীল প্রযুক্তি উদ্ভাবনে কৃষি গবেষণায় পর্যাপ্ত সম্পদ বরাদ্দ দেওয়া;
ঙ) মন্ত্রণালয় ও এর সংস্থাগুলোর নীতিমালা, কর্মসূচি ও পরিকল্পনার মধ্যে দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্তিকরণ নিশ্চিতকরণ;
চ) অধিদপ্তর, স্থানীয় পর্যায়ের উন্নয়ন পরিকল্পনায় ও প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরিতে ডিজাস্টার ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট (DIA) প্রক্রিয়া অনুসরণে নির্দেশনা প্রদান;
ছ) কৃষি সম্প্রসারণ কার্যক্রম ম্যানুয়াল ও নির্দেশিকা হালনাগাদকরণ প্রক্রিয়ায় দুর্যোগঝুঁকি সম্পৃক্তকরণ নিশ্চিতকরণ;

জ) কৃষিক্ষেত্রে দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস-বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে সহায়তা প্রদান;
ঝ) কর্মকর্তা, কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ, কৃষি পুনর্বাসনসহ বিভিন্ন স্থাপনা মেরামত/পুনরায় তৈরি, বীজ মজুত ইত্যাদির জন্য বাজেট প্রণয়ন এবং তদানুযায়ী তহবিল বরাদ্দ প্রদান;
ঞ) বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বীজ, সার, কীটনাশক ও কৃষি উপকরণ নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান;
ট) মন্ত্রণালয়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ঝুঁকিহ্রাস কর্মসূচির জন্য সেক্টরভিত্তিক আপদকালীন পরিকল্পনা প্রণয়ন;
ঠ) বাঁধ ও স্লুইসগেটগুলো যথাযথ উচ্চতা ও যথেষ্ট শক্তিশালীভাবে নির্মিত হয়েছে কি না, তা নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সঙ্গে পরামর্শক্রমে লবণাক্ত পানি ও বন্যার পানি প্রবেশ প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম গ্রহণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
ড) উপকূলীয় ও হাওর এলাকার কৃষিখেত/খামারের অতিরিক্ত পানি অপসারণের জন্য প্রয়োজনে নিষ্কাশন পাম্পের সরবরাহ নিশ্চিতকরণ;
ঢ) দুর্যোগ-সহনশীল চাষাবাদ সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠায় শস্যবিমা চালু করার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগগুলোর সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;
ণ) বন্যা বা অন্যান্য দুর্যোগ পরিস্থিতি বিবেচনায় সরকারি/বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে উঁচু জায়গায় বীজ ও চারা তৈরি ও দুর্যোগ-পরবর্তী পুনর্বাসন কর্মসূচির আওতায় বিনা মূল্যে বা স্বল্পমূল্যে দুর্যোগকবলিত এলাকার কৃষকদের মধ্যে বিতরণ;
ত) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে ডিজাস্টার ও ক্লাইমেট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট সেল স্থাপন;
থ) অঞ্চলভিত্তিক দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসে দুর্যোগসহিষ্ণু ফসলের জাত সম্প্রসারণ, বীজ উৎপাদন এবং কৃষকদের মধ্যে যন্ত্রপাতি সরবরাহ করতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ।

জরুরি সাড়াদান

(১) সাড়াদান প্রস্তুতি পর্যায়

ক) কৃষিখাতে আপদকালীন পরিকল্পনা প্রস্তুত ও এর নিয়মিত হালনাগাদ করা;
খ) দুর্যোগে ক্ষতির আশঙ্কা আছে এমন এলাকা চিহ্নিত করতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ;
গ) ঋণ/অনুদান/ভর্তুকি মূল্যের ভিত্তিতে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণ যাতে বীজ, চারা, সার ও কৃষিযন্ত্রপাতি পায় তার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ;
ঘ) প্রয়োজনবোধে মজুতকৃত বীজ ও সরঞ্জামাদি ইত্যাদি সম্পদ যাতে নিরাপদ এলাকায় সরিয়ে নেওয়া যায় তার প্রস্তুতি গ্রহণ;
ঙ) বীজ, সার, কীটনাশক ইত্যাদি মজুত রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ এবং আপদকালীন সহায়তার জন্য বীজতলা তৈরি করা;
চ) দুর্যোগপ্রবণ এলাকাগুলোর জন্য উপযোগী শস্যবীজের মজুত রাখা;
ছ) দুর্যোগ মৌসুম অনুযায়ী চারা উৎপাদন এবং মজুত রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ।

(২) সতর্কীকরণ/হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) সতর্ক বার্তা/হুঁশিয়ারি বার্তার আলোকে কৃষকের করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ প্রদানে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান।

(৩) দুর্যোগ পর্যায়

ক) দুর্যোগ মোকাবিলায় জেলাপ্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের প্রয়োজন অনুসারে সহযোগিতা প্রদানে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নির্দেশনা প্রদান;

খ) শস্যখেত, বীজ মজুত, গুদামের ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ এবং তাৎক্ষণিক মেরামত ও পুনর্নির্মাণের জন্য যথাযথ পরিকল্পনা প্রণয়ন;

গ) দুর্যোগকবলিত এলাকায় ক্ষয়ক্ষতির ওপর ভিত্তি করে বীজ ও চারার চাহিদা নিরূপণ ও তা সরবরাহের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ।

(৪) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়

ক) জরুরি ভিত্তিতে ক্ষয়ক্ষতির হিসাব ও কৃষি পুনর্বাসন-পরিকল্পনা চূড়ান্তকরণে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ;

খ) পরিকল্পনা অনুমোদন ও অর্থ জোগানের ব্যবস্থা গ্রহণ;

গ) ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলোতে জরুরি ভিত্তিতে কৃষি উপকরণ বণ্টন ও বাস্তবায়ন তদারকি;

ঘ) ব্যাংকের মাধ্যমে কৃষি ঋণ বিতরণে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ;

ঙ) জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল ও আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে সাপ্তাহিক অগ্রগতি প্রতিবেদন পেশ করা এবং পুনর্বাসন-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সমাপ্তির পর বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রেরণ।

৫.২.১০.১ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর দুর্যোগ মোকাবিলায় নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় 'ডিজাস্টার ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট (ডিআইএ)' অন্তর্ভুক্তকরণ;

খ) কৃষি সম্প্রসারণ কার্যক্রম, ফিল্ড ম্যানুয়াল ও নির্দেশিকা হালনাগাদ করা;

গ) দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস বিষয়ে কৃষকের জ্ঞান বৃদ্ধিতে কৌশল তৈরি ও বাস্তবায়ন করা;

ঘ) বীজ মজুত, বীজতলা তৈরি, কৃষক পর্যায়ে সার, কীটনাশক সরবরাহ নিশ্চিতকরণ ও কৃষিযন্ত্রপাতি ব্যবস্থাপনাকে অন্তর্ভুক্ত করে ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম গ্রহণ;

ঙ) কর্মীদের দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস, আপদ ও সংকট বিশ্লেষণ বিষয়ে সচেতনতা ও দক্ষতা উন্নয়নে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আয়োজন করা;

চ) কৃষিক্ষেত্রে দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস অন্তর্ভুক্তিকরণ-বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে সহায়তা প্রদান;

ছ) ফসলহানির ঝুঁকিহ্রাসে শস্য অঞ্চল (ক্রপ জোনিং) চালু এবং সে মোতাবেক চাষাবাদ করা;

জ) দুর্যোগসহিষ্ণু ফসলের জাত সম্প্রসারণ, বীজ উৎপাদন এবং কৃষকদের মধ্যে যন্ত্রপাতি সরবরাহ করতে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ:

   (১) উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ততা-সহিষ্ণু জাতের ফসলের বীজ ও চারা কৃষক পর্যায়ে সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ;

   (২) বরেন্দ্র এলাকায় খরাসহিষ্ণু ও স্বল্প সেচেও উৎপাদন হয়, এমন জাতের শস্যের বীজ ও চারা কৃষক পর্যায়ে সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ;

   (৩) হাওর এলাকায় স্বল্প সময়ে আহরণযোগ্য ফসলের আবাদ সম্প্রসারণ করা, যাতে আগাম বন্যা এড়ানো যায়;

   (৪) হাওর এলাকার স্বল্প সময়ে ধান কাটতে কৃষকদের ধান কাটা ও মাড়াই যন্ত্র প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান।

ঝ) দুর্যোগকালে বাড়ির আঙ্গিনায় বা অন্যান্য উঁচু স্থানে দাপোগ (ঢিবি) পদ্ধতিতে বীজতলা তৈরি এবং বাড়ির ছাদে শাকসবজির চারা উৎপাদনে জনসাধারণকে উৎসাহিত করা;

ঞ) দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস বিষয়ে ফোকাল পয়েন্ট নির্বাচন করা এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা;

ট) ডিজাস্টার ও ক্লাইমেট ফিল্ড স্কুল স্থাপনের মাধ্যমে কৃষকদল গঠন এবং দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজন বিষয়ে দক্ষ করে গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ।

জরুরি সাড়াদান

(১) সাড়াদান প্রস্তুতি পর্যায়

ক) আপদকালীন কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পূর্বপ্রস্তুতির অবস্থা মনিটরিং করা;

খ) নিয়ন্ত্রণকক্ষ স্থাপন করা এবং ঘূর্ণিঝড়/বন্যার পূর্বাভাস প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বীজ, সার, কীটনাশক, কৃষিযন্ত্রপাতি ইত্যাদির নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্ক করা;

গ) দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, এমন এলাকার চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে স্থানীয় কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনাক্রমে বীজতলা তৈরির জন্য উঁচু জমি চিহ্নিত করা;

ঘ) সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তর/সংস্থার সহযোগিতায় সম্ভাব্য ক্ষতির আশঙ্কাযুক্ত এলাকা চিহ্নিত করা;

ঙ) ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণের চারা/বীজ, সার, কৃষিযন্ত্রপাতি ইত্যাদি প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

(২) সতর্কীকরণ/হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) সতর্ক বার্তা/হুঁশিয়ারি বার্তার আলোকে কৃষকের করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান।

(৩) দুর্যোগ পর্যায়

ক) নিজস্ব নিয়ন্ত্রণকক্ষ পরিচালনা করা এবং শস্যের ক্ষয়ক্ষতি-সংক্রান্ত প্রতিবেদন সংগ্রহ করা;

খ) ফসলের ক্ষয়ক্ষতি-সংক্রান্ত প্রতিবেদন কৃষি মন্ত্রণালয় ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;

গ) শস্য, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ করা;

ঘ) বিভাগ, জেলা, উপজেলায় অবস্থিত মাঠ পর্যায়ে দপ্তরগুলোর মাধ্যমে পুনর্বাসন-পরিকল্পনা প্রণয়ন;

ঙ) ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ঠিক সময়ে বীজ, চারা, সার, কীটনাশক, কৃষিযন্ত্রপাতি ইত্যাদি বিতরণের জন্য পরিবহনের ব্যবস্থা গ্রহণ।

(৪) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়

ক) ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণসহ দুর্যোগকবলিত এলাকার পুনর্বাসনের জন্য আর্থিক ও উপকরণের চাহিদা নির্ণয় করা;

খ) অবিলম্বে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলোতে কৃষি পুনর্বাসনের জন্য বীজ, চারা, সার, কৃষিযন্ত্রপাতি ইত্যাদির সহজ প্রাপ্যতার জন্য মাঠ কর্মকর্তাদের মাধ্যমে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ;

গ) দুর্যোগ মোকাবিলায় বিভাগীয় কমিশনার, জেলাপ্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানসহ জনপ্রতিনিধিদের সহযোগিতা প্রদানে স্থানীয় কর্মকর্তাদের নির্দেশনা প্রদান;

ঘ) কৃষি পুনর্বাসনের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মাধ্যমে কৃষকদের সকল প্রকার সহায়তা প্রদান;

ঙ) কৃষি পুনর্বাসন বিষয়ে বেতার, টেলিভিশন, সংবাদপত্র ইত্যাদির মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করা;

চ) শস্যঋণের প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ করা ও উপজেলা কৃষিঋণ কমিটির মাধ্যমে কৃষকদের ঋণ প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ;

ছ) দ্রুত কৃষি উপকরণ ও কৃষিযন্ত্রপাতি বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

জ) স্থানীয় মাঠ কর্মকর্তাদের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ, পরিদর্শন এবং তদারকির মাধ্যমে কৃষকদের মধ্যে বিতরণকৃত সাহায্য/সহায়তা বা ঋণের সদ্ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;

ঝ) সাপ্তাহিক অগ্রগতি প্রতিবেদন এবং পুনর্বাসন-কার্যক্রম শেষে চূড়ান্ত প্রতিবেদন কৃষি মন্ত্রণালয় ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।

৫.২.১০.১.১ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলাধীন মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়গুলো তাদের নিজস্ব দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি দুর্যোগ মোকাবিলায় নিম্নলিখিত দায়িত্বাবলি পালন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) কৃষিক্ষেত্রে দুর্যোগ ও জলবায়ুজনিত ঝুঁকি নিরূপণপূর্বক ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন;
খ) বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ঝুঁকিহ্রাসে পরিকল্পনা ও কর্মসূচির যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ;
গ) জলবায়ু পরিবর্তনসহ বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ঝুঁকি মোকাবিলার উপযোগী প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে প্রদর্শনীর আয়োজন করা;
ঘ) স্থানীয় পর্যায়ে সহিষ্ণু বীজ সংরক্ষণ, বীজতলা তৈরি, সার, কীটনাশক ও কৃষিযন্ত্রপাতি ব্যবস্থাপনা উৎসাহিতকরণ;
ঙ) দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস বিষয়ে কৃষকের জ্ঞান বৃদ্ধিতে কৌশল তৈরি ও বাস্তবায়ন করা;
চ) সচেতনতা ও শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে কর্মীদের জন্য দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস, আপদ ও বিপদাপন্নতা বিশ্লেষণ বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতার উন্নয়ন।
ছ) জেলা ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় অংশগ্রহণ ও ঝুঁকিহ্রাস পরিকল্পনা উপস্থাপন;
জ) ক্রপ ক্যালেন্ডার ও ক্রপ জোনিং অনুযায়ী চাষাবাদে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করা;
ঝ) কৃষিতে নারীর অংশগ্রহণ সহজ ও অধিকারভিত্তিক করার উপায় উদ্ভাবন;
ঞ) ডিজাস্টার ও ক্লাইমেট ফিল্ড স্কুল স্থাপনের মাধ্যমে নারী ও পুরুষের সমন্বয়ে কৃষকদল গঠন এবং দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজন বিষয়ে দক্ষ করে গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ।

জরুরি সাড়াদান

(১) সাড়াদান প্রস্তুতি পর্যায়

ক) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে নিয়ন্ত্রণকক্ষ পরিচালনা করা;
খ) দুর্যোগকবলিত এলাকায় বীজ/চারার চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে চারা উৎপাদনের জন্য স্থানীয় ভিত্তিতে উঁচু জমি নির্বাচন করা;
গ) দুর্যোগপ্রবণ এলাকার বড় ধরনের শস্যহানি মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা গ্রহণ;
ঘ) অন্যান্য দপ্তর/এজেন্সি/সংস্থার সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে দুর্যোগকবলিত হওয়ার আশঙ্কাপূর্ণ এলাকা চিহ্নিত করা;
ঙ) দুর্যোগকবলিত এলাকায় বীজ/চারা, সার, কৃষিযন্ত্রপাতি সহজলভ্য করতে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ;
চ) বীজ, সার, কীটনাশক, কৃষিযন্ত্রপাতি/উপকরণাদির মজুত যাচাইপূর্বক কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে জরুরি ভিত্তিতে ক্রয়ের প্রস্তাব পেশ করা।

(২) সতর্কীকরণ/হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) সতর্ক বার্তা/হুঁশিয়ারি বার্তার আলোকে কৃষকের করণীয় সম্পর্কে স্থানীয়ভাবে ব্যাপক প্রচার।

(৩) দুর্যোগ পর্যায়

ক) শস্য ক্ষয়ক্ষতি-সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের জন্য নিয়ন্ত্রণকক্ষ পরিচালনা করা;
খ) শস্য ও চারা ইত্যাদির ক্ষয়ক্ষতির সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা ও এ সম্পর্কে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে প্রতিবেদন প্রেরণ;

গ) শস্যমজুত ও যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ;
ঘ) স্থানান্তর, উদ্ধার ও মানবিক সহায়তা কর্মকাণ্ড পরিচালনায় স্থানীয় প্রশাসনকে সহযোগিতা প্রদান;
ঙ) কৃষি উপকরণ ও যন্ত্রপাতি বিতরণ পরিকল্পনা প্রণয়ন।

(৪) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়

ক) শস্যসহ কৃষি-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ করে পুনর্বাসন-পরিকল্পনা প্রণয়ন;
খ) দুর্যোগকবলিত এলাকার সার্বিক পুনর্বাসন চাহিদা (আর্থিক/উপকরণ সহায়তা) যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে প্রেরণ;
গ) অবিলম্বে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় কৃষি পুনর্বাসনের জন্য বীজ, চারা, সার, কৃষিযন্ত্রপাতি ইত্যাদি প্রয়োজনীয় সামগ্রী সহজলভ্য করতে সমন্বিত প্রচেষ্টা গ্রহণ;
ঘ) দুর্যোগকবলিত বিতরণ কেন্দ্রগুলোতে বীজ/চারা, সার, কীটনাশক, কৃষিযন্ত্রপাতি ইত্যাদি মজুত করা;
ঙ) শস্যঋণের প্রয়োজনীয়তা যাচাই করা এবং উপজেলা কৃষিঋণ কমিটির মাধ্যমে এর প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ;
চ) পুনর্বাসনকাজে কৃষকদের সাহায্যের জন্য দ্রুত কৃষি উপকরণ ও যন্ত্রপাতি বিতরণ করা;
ছ) কৃষি তথ্যকেন্দ্রের বিভিন্ন কল সেন্টার থেকে খরা, বন্যা, হঠাৎ বন্যা, রোগবালাই ইত্যাদি সম্পর্কে আগাম সতর্ক বার্তা কমিউনিটি পর্যায়ে প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ;
জ) স্থানীয় পর্যায়ে মৌসুমভিত্তিক বিভিন্ন দুর্যোগ-সংশ্লিষ্ট তথ্য ও সম্ভাব্য প্রশমন ও খাপ খাওয়ানোর উপায় বিষয়ে ডাটাবেজ প্রণয়ন;
ঝ) দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ।

৫.২.১০.২ বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন দুর্যোগ মোকাবিলায় নিম্নলিখিত দায়িত্বাবলি পালন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) মাঠ প্রদর্শনীর মাধ্যমে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়ার উপযোগী এবং দুর্যোগ-সহনশীল নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা;
খ) নতুন এবং উদ্ভাবনী প্রযুক্তিগত বিষয়গুলো পরীক্ষা এবং সম্প্রসারণের জন্য সকল কৃষি গবেষণা সংস্থা ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সঙ্গে একটি শক্তিশালী যোগাযোগ-ব্যবস্থা গড়ে তোলা;
গ) কৃষি গবেষণা ও সম্প্রসারণ সেবার সঙ্গে সম্পৃক্ত সকল সংস্থার ডাটাবেজ তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণ করা;
ঘ) স্থান উপযোগী দুর্যোগসহিষ্ণু জাতের বীজ মজুত করা এবং কৃষকের মধ্যে সঠিক সময়ে বিতরণ করা;
ঙ) যৌক্তিক মূল্যে কৃষকের কাছে বিশেষ করে দুর্যোগপ্রবণ এলাকার কৃষকদের মধ্যে কৃষি উপকরণগুলো যথাসময়ে সরবরাহ নিশ্চিতকরণ;
চ) অঞ্চলভিত্তিক (উপকূলীয় লবণাক্ততা, খরাপ্রবণ, বরেন্দ্র, পাহাড়ি, চর, হাওর ইত্যাদি) ফসল উপযোগী সেচ ব্যবস্থা প্রণয়ন;
ছ) পরিকল্পিতভাবে পুকুর, খালবিল, হাওর-বাঁওড়সহ সকল প্রকার জলাধার পুনঃখনন, বাঁধ ও সেচ অবকাঠামো (রাবার ড্যাম, হাইড্রলিক এলিভেটেড ড্যাম, ভূ-উপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ সেচনালা ইত্যাদি) নির্মাণ;
জ) ভূ-উপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানির ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে পানির প্রাপ্যতার পরিমাণ ভূতাত্ত্বিক ও ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ভবিষ্যতে বিভিন্ন সেক্টরে পানির চাহিদা বিবেচনা করে পর্যায়ক্রমে সমগ্র দেশের জন্য Irrigation Management Zoning Plan প্রণয়ন;
ঝ) Conjunative Use of Surface And Ground Water উৎসাহিত করতে ভবিষ্যতে সেচ প্রকল্প প্রণয়নে পানির প্রাপ্যতা, ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত মডেল প্রণয়ন এবং তা ব্যবহারের লক্ষ্যে সেচকাজে গবেষণা জোরদারকরণ;

ঞ) নবায়নযোগ্য শক্তি যেমন: সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি, বায়োগ্যাস ইত্যাদি ব্যবহারের মাধ্যমে সেচসুবিধা প্রদানে উৎসাহ প্রদান;
ট) পানি সাশ্রয়ী জাতের ফসল উৎপাদনে উৎসাহ প্রদান;
ঠ) উপকূলীয় এলাকায় বৃষ্টির পানি আহরণ ও সংরক্ষণে উৎসাহিতকরণ এবং জোয়ারভাটাকে কাজে লাগিয়ে Gravitational Flow Irrigation ব্যবস্থার মাধ্যমে সেচ ও নিষ্কাশন-ব্যবস্থার উন্নয়ন করে সেচ এলাকা বৃদ্ধিকরণ;
ড) পাহাড়ি জনগণের নিজস্ব অভিজ্ঞতা, লোকজ জ্ঞানের আলোকে ও স্থানীয় পদ্ধতিতে পানি সংরক্ষণ-ব্যবস্থা উৎসাহিতকরণ;
ঢ) খরা ও বৃষ্টিপাত সম্পর্কে আগাম সতর্ক বার্তা প্রদানের ব্যবস্থা জোরদারকরণ এবং কৃষকদের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত আগাম তথ্য প্রদান।

জরুরি সাড়াদান

(১) সাড়াদান প্রস্তুতি পর্যায়

ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা-বিষয়ক কার্যক্রমে মাঠ পর্যায়ে ‘কন্টাক্ট পয়েন্ট’ প্রতিষ্ঠা করা;
খ) দুর্যোগে মারাত্মক শস্যহানি মোকাবিলায় সংশ্লিষ্ট সকলের প্রস্তুতি আছে এ মর্মে নিশ্চিত হওয়া;
গ) ঋণ/অনুদানের ভিত্তিতে দুর্যোগকবলিত জনসাধারণের মধ্যে বীজ/চারা প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
ঘ) প্রয়োজন অনুযায়ী বীজ মজুতের ব্যবস্থা গ্রহণ;
ঙ) প্রয়োজনীয়-সংখ্যক সেচ যন্ত্র, বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার, ফিতা পাইপ ইত্যাদি মজুতের ব্যবস্থাকরণ।

(২) সতর্কীকরণ/হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) প্রয়োজনবোধে মজুত বীজ নিরাপদ এলাকায় সরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ।

(৩) দুর্যোগ পর্যায়

ক) নিয়ন্ত্রণকক্ষ পরিচালনাসহ কৃষি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করা;
খ) ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ সঠিকভাবে সংগ্রহ ও তা সংকলন করে দ্রুত কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;
গ) পুনর্বাসন-পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তদনুযায়ী তহবিলের ব্যবস্থা গ্রহণ;
ঘ) দ্রুত বিতরণের লক্ষ্যে সুবিধাজনক স্থানে বীজ, চারা ইত্যাদি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির স্থানান্তর/পরিবহনের পরিকল্পনা প্রণয়ন;
ঙ) স্থানান্তর, উদ্ধার ও মানবিক সহায়তাকাজে স্থানীয় প্রশাসনকে সহযোগিতা প্রদান।

(৪) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়

ক) সেচসুবিধা যুক্ত কৃষি পুনর্বাসনের লক্ষ্যে দ্রুত ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচি গ্রহণ;
খ) দুর্গত এলাকায় জনগণের পুনর্বাসনের জন্য বীজ/চারা ইত্যাদি প্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলো দ্রুত পৌঁছানোর জন্য সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ;
গ) সেচসুবিধাভুক্ত কৃষিকাজে ব্যবহৃত গভীর/অগভীর নলকূপ, শক্তিচালিত পাম্প, ভাসমান পাম্প, সৌরশক্তিচালিত পাম্প ইত্যাদির মেরামতের ব্যবস্থাসহ কৃষি পুনর্বাসনে কৃষকদের সার্বিক সহযোগিতা প্রদান;
ঘ) ক্ষতিগ্রস্ত সেচ অবকাঠামোগুলো মেরামত, পুনর্বাসন এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে জলাবদ্ধতা দূরীকরণে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ।

৫.২.১১ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

এ মন্ত্রণালয় দুর্যোগ মোকাবিলায় নিম্নবর্ণিত দায়িত্ব পালন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) মন্ত্রণালয়ের নীতি ও পরিকল্পনায় দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস বিষয়াবলির অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিতকরণ;
খ) ঝুঁকি নিরূপণ ও ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম গ্রহণের নীতি বাস্তবায়ন করা;
গ) খাতভিত্তিক ঝুঁকিহ্রাস ও প্রস্তুতি কৌশল পরিকল্পনা প্রণয়ন;
ঘ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রমের জন্য খাতভিত্তিক আপদকালীন পরিকল্পনা প্রণয়ন;
ঙ) মন্ত্রণালয়ে ঝুঁকি যোগাযোগ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা;
চ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়নে বাজেট সংস্থান নিশ্চিতকরণ;
ছ) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন পরিকল্পনায় দুর্যোগঝুঁকি অন্তর্ভুক্ত করা ও ডিজাস্টার ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসম্যান্ট (DIA) পদ্ধতি অনুসরণ করা;
জ) প্রাণিসম্পদ ও মৎস্য খাতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা-বিষয়ক প্রশিক্ষণ, সচেতনতা ও শিক্ষাকার্যক্রম বাস্তবায়ন করা;
ঝ) আপদ বিশ্লেষণ এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের ওপর প্রভাব-সম্পর্কিত গবেষণা কর্মসূচি তৈরি করা;
ঞ) বার্ড ফ্লু ও অন্যান্য জুনোটিক রোগের ওপর বিশেষ জোর দিয়ে অন্যান্য দুর্যোগের ওপর খাতভিত্তিক ঝুঁকি নিরূপণ এবং ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, উক্ত কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে মন্ত্রণালয়ের বাজেট সংস্থান নিশ্চিতকরণ;
ট) এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে মানবস্বাস্থ্যের সম্ভাব্য ঝুঁকিসহ জেনেটিক রোগ বিস্তার প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিতকরণ;
ঠ) দুর্যোগের সময়ে প্রাণিসম্পদের আশ্রয়ের জন্য উঁচু জমি চিহ্নিতকরণ এবং আশ্রয়কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা এবং জরুরি ভ্যাকসিন ও ওষুধ মজুতসহ জরুরি প্রস্তুতি কার্যক্রমের পরিকল্পনা গ্রহণ;
ড) ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলের প্রাণিসম্পদের পরিসংখ্যান প্রস্তুত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা;
ঢ) জরুরি খাবার সরবরাহ, প্রাণিসম্পদ স্থানান্তর এবং দুর্যোগ-পরবর্তী পুনর্বাসনসহ জরুরি অবস্থায় প্রাণিসম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য স্কিম ও সিস্টেম উন্নয়ন করা;
ণ) সামুদ্রিক মৎস্য বিভাগ কর্তৃক ইঞ্জিনচালিত নৌকা/ট্রলারগুলোর ঝুঁকিহ্রাসের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বেতার, অয়্যারলেস ও জীবন রক্ষাকারী জ্যাকেট, বয়াসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা উপকরণ নৌকায় রাখা নিশ্চিতকরণ;
ত) কৃষক, পশু-খামারি, মৎস্যচাষিদের জন্য ঘূর্ণিঝড়/বন্যাকালে স্বতন্ত্র প্রস্তুতিসহ আপদ, ঝুঁকি ও ঝুঁকিহ্রাস-সম্পর্কিত সচেতনতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা;
থ) দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় স্বল্পমেয়াদি মৎস্য চাষ পদ্ধতি উৎসাহিত করা;
দ) চলমান দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস কার্যক্রম সমন্বয়সাধন।

জরুরি সাড়াদান

(১) সাড়াদান প্রস্তুতি পর্যায়

ক) খামারিদের সম্পদ রক্ষার্থে আপদকালীন পরিকল্পনা অনুযায়ী পূর্বপ্রস্তুতি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা;
খ) তথ্য সংগ্রহ, প্রতিবেদন তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
গ) দুর্যোগকবলিত হতে পারে, এমন এলাকাগুলো চিহ্নিত করা;

ঘ) দুর্যোগ-পরবর্তী পুনরুদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পৃথক জরুরি তহবিল গঠন করা;
ঙ) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাদের দুর্যোগ মোকাবিলা প্রস্তুতি, ক্ষয়ক্ষতি এবং পুনর্বাসন বিষয়ে প্রশিক্ষিত করা;
চ) প্রাণিসম্পদের চিকিৎসার্থে প্রয়োজনীয় ওষুধ ও যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা গ্রহণ;
ছ) আপদকালীন অবস্থা মোকাবিলার জন্য জনবল প্রস্তুত ও পশু খাদ্যমজুত করা।

(২) সতর্কীকরণ/হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) আসন্ন দুর্যোগে গবাদি পশু, হাঁস-মুরগি, মৎস্য উৎপাদন খামার, মাছের পোনা উৎপাদনক্ষেত্র, ট্রলার ও অন্যান্য কাঠামোসহ সংশ্লিষ্ট সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি রোধে করণীয় সম্পর্কে খামারিদের পরামর্শ প্রদানে অধীনস্থ দপ্তরগুলোকে নির্দেশনা প্রদান;
খ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের NDRCC-এর সঙ্গে যোগাযোগের জন্য একজন কর্মকর্তা মনোনীত করা;
গ) অধিদপ্তরের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাগণকে বিভাগীয় কমিশনার, ডেপুটি কমিশনার এবং স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত প্রতিনিধি, উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং সিপিপি কর্মকর্তাদের দুর্যোগ মোকাবিলায় সহায়তা প্রদান।

(৩) দুর্যোগ পর্যায়

ক) দুর্যোগে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসে করণীয় সম্পর্কে কৃষক ও খামারিদের পরামর্শ ও সহায়তা প্রদানে অধীন দপ্তরগুলোকে নির্দেশনা প্রদান।

(৪) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়

ক) দুর্যোগকবলিত এলাকার গবাদি পশু, হাঁস-মুরগি, মাছ উৎপাদন খামার, মাছের পোনা উৎপাদান ক্ষেত্র, ট্রলার ও অন্যান্য কাঠামোসহ যাবতীয় সহায়সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান;
খ) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের ক্ষয়ক্ষতি নির্ণয়পূর্বক পুনর্বাসন-পরিকল্পনা আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির সভায় উপস্থাপন;
গ) ক্ষয়ক্ষতির চূড়ান্ত মূল্যায়ন করা এবং প্রাণিসম্পদ, হাঁস-মুরগি, মাছের খামার, হ্যাচারি, মাছ ধরার নৌকা বা ট্রলার, প্রশিক্ষণ এবং গবেষণা ইনস্টিটিউট, ওষুধ এবং রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদির ওপর স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি পুনর্বাসন-পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক প্রয়োজনীয় অর্থ জোগানের ব্যবস্থা গ্রহণ;
ঘ) অর্থছাড়পূর্বক অনুমোদিত পুনর্বাসন-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা;
ঙ) অন্যান্য মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় করে পুনর্বাসন-কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা;
চ) মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসনকার্যক্রম-সম্পর্কিত বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং তা জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;
ছ) ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ, জেলে, কৃষক, মাছচাষিদের প্রাণিসম্পদ ও মৎস্যসম্পদের মজুত রক্ষায়, মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসনে মাঠ পর্যায়ে যথাযথ স্বাস্থ্যসেবা বিষয়াদি, ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খামারিদের মৎস্য ও গো-খাদ্য, চিকিৎসা সহায়তাসহ মজুত উন্নয়ন ইত্যাদির সার্বিক পুনর্বাসন-কার্যক্রম বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সহায়তা প্রদান।

৫.২.১১.১ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসে নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকি অন্তর্ভুক্ত করে ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়ন;

খ) গরু, ছাগল, ভেড়া, মহিষ, হাঁস-মুরগিসহ অন্যান্য খামারের বায়ো-সিকিউরিটি ব্যবস্থাপনাসহ ঝুঁকি নিরূপণ ও ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রমসহ প্রশিক্ষণ, সচেতনতা ও শিক্ষা কর্মসূচি গ্রহণ;

গ) গরু, ছাগল, ভেড়া, মহিষের আশ্রয়ের জন্য উঁচু জমি চিহ্নিতকরণ, মুজিব কিল্লা স্থাপন বা উন্নয়ন ও জরুরি ভ্যাকসিন ও ওষুধ মজুতসহ জরুরি প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ;

ঘ) টিকাদান এবং চিকিৎসা কার্যক্রমের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলের গরু, ছাগল, ভেড়া, মহিষের ও হাঁস-মুরগির সংখ্যার একটি পরিসংখ্যান প্রস্তুত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা;

ঙ) জরুরি খাবার সরবরাহ, প্রাণিসম্পদ স্থানান্তর এবং দুর্যোগ-পরবর্তীসময়ে এ খাতের পুনর্বাসনসহ জরুরি অবস্থায় প্রাণিসম্পদের ব্যবস্থাপনার জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন পদ্ধতির উন্নয়ন করা;

চ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রমের জন্য খাতভিত্তিক আপদকালীন পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়কে সহযোগিতা প্রদান।

জরুরি সাড়াদান

(১) সাড়াদান প্রস্তুতি পর্যায়

ক) উপদপ্তর, সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মাঠ পর্যায়ের সরকারি অফিস এবং সিপিপির সঙ্গে অধিদপ্তরের নিজস্ব কর্মপরিকল্পনা অনুসারে প্রতি তিন মাস অন্তর প্রস্তুতি যাচাই করা;

খ) সতর্কীকরণ ব্যবস্থাদি গ্রহণের মাধ্যমে ঘূর্ণিঝড়/বন্যাপ্রবণ এলাকায় সংশ্লিষ্ট সকল মাঠ কর্মকর্তাগণকে সম্পৃক্ত করে হাঁস-মুরগি, গবাদি পশুর খামার/আশ্রয়স্থল সুরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ;

গ) স্থানীয় প্রশাসন এবং সিপিপির সঙ্গে আলোচনাক্রমে ঘূর্ণিঝড়জনিত সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস এবং বন্যা মৌসুমে বন্যার কবল থেকে গবাদি পশু রক্ষার উদ্দেশ্যে আশ্রয়কেন্দ্র, উঁচু স্থান নির্বাচন করা;

ঘ) গবাদি পশুর ছোঁয়াচে ও সংক্রামক রোগপ্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য ঘূর্ণিঝড় ও বন্যাপ্রবণ এলাকাগুলোতে, টিকা, ওষুধ ও সরঞ্জামের জরুরি মজুতের ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঙ) ঘূর্ণিঝড়/বন্যাপ্রবণ এলাকাগুলোতে গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগির সংখ্যা নির্ণয় এবং নিদিষ্ট সময়ের পর তা হালনাগাদ করা;

চ) ঘূর্ণিঝড়/সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস অত্যাসন্ন হয়ে পড়লে গবাদি পশু নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিতে স্থানীয় প্রশাসনকে সহায়তা প্রদান;

ছ) গবাদি পশুর পুনর্বাসন এবং ক্ষতিপূরণ প্রদানের উদ্দেশ্যে সম্পূরক বাজেট সংস্থানের জন্য যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণ করা;

জ) দুর্যোগকবলিত এলাকাগুলোতে বিতরণের জন্য জরুরি ভিত্তিতে পশুখাদ্য সংগ্রহের পরিকল্পনা প্রণয়ন;

ঝ) দুর্যোগের সময় বিবেচনায় পশুপাখির টিকাদান পরিচালনা করা;

ঞ) মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং কর্মীদের ঘূর্ণিঝড়/বন্যা দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রস্তুতি, ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ এবং পুনর্বাসন-সম্পর্কিত বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়ার পদক্ষেপ গ্রহণ।

(২) সতর্কীকরণ/হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) আসন্ন দুর্যোগে প্রাণিসম্পদের ক্ষয়ক্ষতি রোধে করণীয় সম্পর্কে খামারিদের পরামর্শ প্রদান।

(৩) দুর্যোগ পর্যায়

ক) গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি উদ্ধার ও স্থানান্তর যথাযথভাবে পরিচালনায় স্থানীয় প্রশাসনকে সহায়তা প্রদান;

খ) উদ্ধারকৃত গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি মুজিব কিল্লা বা উঁচু স্থানে বা আশ্রয়কেন্দ্রে রাখা। নিরাপত্তার স্বার্থে সম্ভব হলে মানুষের আশ্রয়কেন্দ্রের কাছাকাছি রাখা;

গ) আশ্রয়কেন্দ্রে বা আশ্রয়স্থলে আনা গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগির খাদ্য সরবরাহ ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসা নিশ্চিতকরণ।

(৪) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়

ক) ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ঋণ কার্যক্রমের আওতায় গবাদি পশু ক্রয় ও দ্রুত পশুখাদ্য সরবরাহের জন্য সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের সঙ্গে সমন্বয়সাধন;

খ) দুর্যোগে গবাদি পশুপাখির ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ ও বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি/দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;

গ) ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলোতে জরুরি ভিত্তিতে পশু চিকিৎসক দল প্রেরণ;

ঘ) ক্ষতিগ্রস্ত গবাদি পশুর খামারিদের পুনর্বাসন করা এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে এ উদ্দেশ্যে একটি স্থায়ী তহবিলের ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঙ) দুর্যোগকবলিত এলাকাগুলোতে বিতরণের জন্য জরুরি ভিত্তিতে পশুখাদ্য ও খাবার প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং অধিদপ্তর এ উদ্দেশ্যে স্থায়ী জরুরি তহবিলের ব্যবস্থা করবে;

চ) জরুরি মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসন-কার্যক্রম পরিচালনা বিষয়ে স্থানীয় প্রশাসনকে সব ধরনের সহায়তা ও সহযোগিতা প্রদান;

ছ) আশ্রয়কেন্দ্র হতে মালিকের কাছে গবাদি পশু ফেরত দেওয়ার ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসনকে সহায়তা করা;

জ) স্বাভাবিক সরবরাহ-ব্যবস্থা ফিরে না আসা পর্যন্ত গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগির খাদ্য সংগ্রহে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণকে সহায়তা প্রদান;

ঝ) গবাদি পশুর পুনর্বাসনের জন্য সকল জরুরি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা;

ঞ) দুর্যোগকবলিত এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত খামারিদের মধ্যে গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি সরবরাহ করা।

৫.২.১১.১.১ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়

স্বাভাবিক দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের কার্যালয়গুলো দুর্যোগসংক্রান্ত নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) স্থানীয় পর্যায়ে প্রাণিসম্পদ খাতের ঝুঁকিগুলো চিহ্নিত করা এবং ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা;

খ) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাজেটের আওতায় বরাদ্দ ব্যবহার করে ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা;

গ) অতি ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলের গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগির পরিসংখ্যান প্রস্তুত এবং ডাটাবেজ আকারে সংরক্ষণ করা;

ঘ) ক্ষুদ্র ও মাঝারি পোল্ট্রি খামারিদের জন্য ঝুঁকি নিরূপণ ও ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম বিষয়ে প্রশিক্ষণ, সচেতনতা ও শিক্ষা কর্মসূচি গ্রহণ;

ঙ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রমের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে আপদকালীন পরিকল্পনা প্রস্তুত করা।

জরুরি সাড়াদান

(১) সাড়াদান প্রস্তুতি পর্যায়

ক) ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা মৌসুম শুরু হওয়ার আগেই গবাদি পশু, হাঁস-মুরগি এবং অন্যান্য গৃহপালিত পশু এবং তাদের খাদ্যের নিরাপত্তা ও সুরক্ষাকল্পে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং কৃষকদেরকে নির্দেশনা প্রদান;

খ) ঘূর্ণিঝড়/জলোচ্ছ্বাস ও বন্যাপ্রবণ এলাকাগুলোতে গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগির সংখ্যা সম্পর্কে জরিপ পরিচালনা করা;

গ) ঘূর্ণিঝড়/সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ও বন্যা থেকে গবাদি পশু/হাঁস-মুরগি রক্ষার উদ্দেশ্যে স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনাক্রমে স্থানীয় উঁচু জমি, মুজিব কিল্লা, টিলা ইত্যাদি আশ্রয়স্থল হিসেবে ব্যবহারের জন্য নির্বাচন করা এবং স্থানীয়ভাবে তা প্রচার করা;

ঘ) গবাদি পশু, হাঁস-মুরগির ছোঁয়াচে ও সংক্রামক রোগপ্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য ঘূর্ণিঝড়/জলোচ্ছ্বাস ও বন্যাপ্রবণ এলাকাগুলোতে পশুখাদ্য, ওষুধ ও সরঞ্জামের জরুরি মজুতের ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঙ) মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা পূর্বপ্রস্তুতি ও সাড়াদান বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

(২) সতর্কীকরণ/হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) আসন্ন দুর্যোগে প্রাণিসম্পদের ক্ষয়ক্ষতি রোধে খামারিদের করণীয় সম্পর্কে ব্যাপক প্রচার ও সহায়তা প্রদান।

(৩) দুর্যোগ পর্যায়

ক) গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি উদ্ধার ও অপসারণে স্থানীয় প্রশাসন এবং ইউনিয়ন পরিষদসহ স্থানীয় জনগণ ও সংস্থাগুলোকে সহায়তা প্রদান;

খ) আশ্রয়কেন্দ্রে নেওয়া গবাদি পশুর সংখ্যাসহ প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্রের অবস্থান সম্পর্কে সর্বশেষ তথ্য সংগ্রহ করা;

গ) আশ্রয়স্থলে গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি ও পশুপাখির খাবার সরবরাহ, টিকাদান ও চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঘ) দুর্যোগকবলিত এলাকাগুলোর গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগির ব্যাপকভিত্তিক টিকাদান ও চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ।

(৪) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়

ক) ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ এবং প্রয়োজনে অন্যান্য এলাকা থেকে দুর্যোগকবলিত এলাকায় গবাদি পশু সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ;

খ) দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় জরুরি ভিত্তিতে পশু চিকিৎসার জন্য চিকিৎসকদল প্রেরণ;

গ) হারিয়ে যাওয়া গবাদি পশু/হাঁস-মুরগি, রোগাক্রান্ত গবাদি পশু/হাঁস-মুরগির সংখ্যা-বিষয়ক বিস্তারিত তথ্য সংবলিত প্রতিবেদন বিভাগীয় প্রধানের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;

ঘ) ক্ষতিগ্রস্ত গবাদি পশু হাঁস-মুরগির খামারিদের পুনর্বাসন এবং পশুসম্পদ ও হাঁস-মুরগির ক্ষতিপূরণের পরিকল্পনা প্রণয়ন;

ঙ) আশ্রয়কেন্দ্রগুলো থেকে নিজ নিজ মালিকের কাছে গবাদি পশু ফেরত দেওয়ার জন্য কৃষক বা খামারিদের সহায়তা প্রদান;

চ) গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগির খাদ্য সংগ্রহে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণকে সহায়তা প্রদান, নতুন গবাদি পশু ক্রয়ের জন্য ঋণ/অনুদান প্রদান বা তফসিলি ব্যাংক থেকে ঋণ প্রাপ্তির ব্যবস্থা গ্রহণ;

ছ) মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসন-কার্যক্রম সংগঠিত করার ব্যাপারে স্থানীয় প্রশাসনকে সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদান।

৫.২.১১.২ মৎস্য অধিদপ্তর

স্বাভাবিক কার্যক্রমের পাশাপাশি মৎস্য অধিদপ্তর দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসে নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) মৎস্য অধিদপ্তরের উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনায় দুর্যোগঝুঁকি অন্তর্ভুক্ত করা এবং বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের ব্যবস্থা গ্রহণ;

খ) মৎস্য খামারি ও কর্মকর্তাদের জন্য ঝুঁকি নিরূপণ ও ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম বিষয়ে প্রশিক্ষণ, সচেতনতা ও শিক্ষামূলক কর্মসূচি গ্রহণ;

গ) কার্যকরভাবে দুর্যোগ পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য সেক্টরভিত্তিক আপদকালীন পরিকল্পনা প্রণয়ন;

ঘ) বন্যাকবলিত এলাকায় স্বল্পমেয়াদি সময়ে পুকুরে মৎস্য চাষ (স্বল্পমেয়াদি একুয়াকালচার) প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও চাষি পর্যায়ে সম্প্রসারণ;

ঙ) প্রাকৃতিক জলাশয়ে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বর্ষা মৌসুম শুরুর পর এক মাস মা মাছ ও পোনা মাছ ধরা নিষিদ্ধ করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে, এতে প্রাকৃতিক মাছের উৎপাদন বাড়বে।

জরুরি সাড়াদান

(১) সাড়াদান প্রস্তুতি পর্যায়

ক) বন্যা, ঘূর্ণিঝড় মৌসুম শুরুর আগেই মৎস্য খামার, মাছ চাষের জন্য খাদ্যদ্রব্য, রাসায়নিক দ্রব্যাদি, সরঞ্জামাদি, জল ও স্থলযানসহ দপ্তরের নিজস্ব সম্পদের নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ;

খ) ফিশিং লাইসেন্স প্রদানের আগে প্রতিটি ট্রলারে অয়্যারলেস, রেডিও সেট, বয়া ও লাইফ জ্যাকেট এবং মাছ ধরার নৌকাগুলোতে সামুদ্রিক মৎস্য অফিসের নিবন্ধন আছে কি না, তা যাচাই করা;

গ) বঙ্গোপসাগরে মাছ শিকাররত সকল মাছ ধরার নৌকা/ট্রলারে রেডিও রিসিভিং সেট ও উক্ত যানে উপস্থিত সকল ব্যক্তির জন্য বয়া, লাইফ জ্যাকেট বহন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে উপযুক্ত আইনগত ও প্রশাসনিক এবং সহায়তামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ;

ঘ) ঘূর্ণিঝড়/জলোচ্ছ্বাস এবং বন্যাপ্রবণ এলাকাগুলোর সরকারি ও বেসরকারি মৎস্য খামারের তালিকা তৈরি ও সংরক্ষণ করা এবং নির্দিষ্ট সময় পরপর তা হালনাগাদ করা;

ঙ) ঘূর্ণিঝড় ও বন্যাপ্রবণ এলাকাগুলোর মৎস্যজীবীসংখ্যা জরিপ করে উপজেলাভিত্তিক তালিকা তৈরি ও নিদিষ্ট সময় পরপর তালিকা হালনাগাদ করা;

চ) উদ্ধারকারী জাহাজ হিসেবে ব্যবহারের উপযোগী সমুদ্রগামী মাছ ধরার জাহাজগুলোর একটি তালিকা (মালিকের ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরসহ) তৈরি ও সংরক্ষণ করা;

ছ) সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে লবণাক্ত পানি এবং বন্যার সময় পানি প্রবেশ রোধ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সঙ্গে আলোচনাক্রমে উঁচু ও যথেষ্ট শক্তিশালী বাঁধ ও স্লুইসগেট নির্মাণ নিশ্চিতকরণ;

জ) উপকূলীয় পুকুরগুলো থেকে লবণাক্ত পানি বের করে দেওয়ার কাজে শক্তিচালিত পাম্পের সরবরাহ করতে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের সঙ্গে সমন্বয়সাধন;

ঝ) মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা, কর্মী এবং মৎস্যজীবী সম্প্রদায়কে ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা ঝুঁকি মোকাবিলা প্রস্তুতি, ক্ষয়ক্ষতি এবং পুনর্বাসন বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

(২) সতর্কীকরণ/হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) আসন্ন দুর্যোগে মৎস্যসম্পদের ক্ষয়ক্ষতি রোধে করণীয় সম্পর্কে খামারিদের পরামর্শ প্রদান।

(৩) দুর্যোগ পর্যায়

ক) মৎস্যসম্পদ খাতে ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণপূর্বক সরকারি ও বেসরকারি খাতের জন্য অবিলম্বে স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদি মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসন-পরিকল্পনা তৈরি এবং মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;

খ) উদ্ধার অভিযানের জন্য সমুদ্রগামী জাহাজ অধিগ্রহণে স্থানীয় প্রশাসনকে সহায়তা প্রদান;
গ) অধিদপ্তরে নিয়ন্ত্রণকক্ষ পরিচালনা করা এবং স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিতে যোগাযোগ করে কর্মকর্তা প্রেরণ।

(৪) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়

ক) সরকারি ও ব্যক্তিমালিকানাধীন পুকুর থেকে লবণাক্ত পানি পাম্প করে বের করার জন্য পাওয়ার পাম্পের সরবরাহের বিষয়ে স্থানীয় প্রশাসন ও বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের সঙ্গে সমন্বয়সাধন;
খ) ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্যচাষি ও মৎস্যজীবীদের তালিকা প্রণয়ন;
গ) সরকারি ও ব্যক্তিমালিকানাধীন উভয় ক্ষেত্রের মৎস্যসম্পদ খাতে পুনর্বাসন-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা;
ঘ) ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্যজীবী ও মাছচাষিদের জন্য ঋণসহায়তা এবং অনুদান কর্মসূচি গ্রহণ;
ঙ) ক্ষতিগ্রস্ত পুকুরমালিকদের মাছের পোনা সরবরাহ এবং মাছ চাষে কারিগরি পরামর্শ প্রদান।

৫.২.১১.২.১ মৎস্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়

দুর্যোগ মোকাবিলায় মৎস্য অধিদপ্তরের বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলার মাঠপর্যায়ের অফিসগুলো নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) স্থানীয় পর্যায়ে মৎস্য খাতের ঝুঁকিগুলো চিহ্নিত করা এবং ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা;
খ) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাজেটের অধীন বরাদ্দের ব্যবহার করে ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা;
গ) ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলের মৎস্যসম্পদ খাতের পরিসংখ্যান ও ডাটাবেজ প্রস্তুত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা;
ঘ) ক্ষুদ্র ও মাঝারি খামারিদের জন্য ঝুঁকি নিরূপণ ও ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম বিষয়ে প্রশিক্ষণ, সচেতনতা ও শিক্ষা কর্মসূচি গ্রহণ;
ঙ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রমের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে আপদকালীন পরিকল্পনা প্রস্তুত করা এবং বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ;
চ) ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলা প্রস্তুতি ও ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ এবং পুনর্বাসন সম্পর্কে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান।

জরুরি সাড়াদান

(১) সাড়াদান প্রস্তুতি পর্যায়

ক) ঘূর্ণিঝড়/বন্যা মৌসুম শুরু হওয়ার আগেই মাছ ধরার নৌকা, ট্রলার, ফিশিং গিয়ার, মাছের পোনা ও হ্যাচারি এবং মাছ চাষের পুকুরগুলোর নিরাপত্তা ও সুরক্ষার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সতর্কীকরণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মৎস্য অধিদপ্তরের মাঠ কর্মকর্তাদের মাধ্যমে কৃষক ও মাছচাষিদের সচেতন করা;
খ) অধীনস্থ অফিসগুলো, সিপিপি, মাছচাষি এবং জেলে প্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অংশীজনের সঙ্গে সমন্বয় করে অধিদপ্তরের গৃহীত নিজস্ব পরিকল্পনা অনুসারে প্রস্তুতি গ্রহণ;
গ) দুর্যোগকালীন মাছ ধরার নৌকা, ট্রলার, ও ফিশিং গিয়ারগুলো নিরাপদ স্থানে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;
ঘ) ফিশিং লাইসেন্স দেওয়ার আগে প্রতিটি ট্রলারে অয়্যারলেস ও রেডিও সেট থাকার বিষয় নিশ্চিতকরণ;
ঙ) উপযুক্ত প্রশাসনিক পদক্ষেপের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরার নৌকা/ট্রলারগুলোয় কার্যকর রেডিও রিসিভিং সেট ও ট্রলার, বয়া, নৌকায় উপস্থিত প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য লাইফ জ্যাকেট রাখা নিশ্চিতকরণ;
চ) দুর্যোগপ্রবণ এলাকাগুলোর সরকারি ও বেসরকারি মৎস্য-বিষয়ক সম্পদের নবায়নকৃত তালিকা তৈরি ও সংরক্ষণ করা;

ছ) দুর্যোগপ্রবণ এলাকাগুলোর মৎস্যজীবী জনসংখ্যা, মাছচাষি ও মাছ চাষের ক্ষেত্রগুলোর জরিপ ও উপাত্ত সংরক্ষণ করা এবং নির্দিষ্ট সময় অন্তর তা হালনাগাদ করা;
জ) সংশ্লিষ্ট এলাকায় মাছ ধরার নৌকা, ট্রলার এবং সমুদ্রগামী জাহাজগুলোর মালিক/চালকের ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরসহ তালিকা সংরক্ষণ করা;
ঝ) সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসজনিত কারণে লবণাক্ত পানির প্রবেশ রোধ করার জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকার বাঁধ ও স্লুইসগেটগুলোর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তাদের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ করা;
ঞ) বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের সহায়তায় পুকুরগুলো থেকে লবণাক্ত পানি বের করতে শক্তিচালিত নলকূপ সরবরাহ করা।

(২) সতর্কীকরণ/হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) আসন্ন দুর্যোগে মৎস্যসম্পদের ক্ষয়ক্ষতি রোধে খামারিদের করণীয় সম্পর্কে ব্যাপক প্রচার ও সহায়তা প্রদান।

(৩) দুর্যোগ পর্যায়

ক) মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসনকাজ এবং উদ্ধার অভিযানের জন্য সমুদ্রগামী জাহাজ অধিগ্রহণে স্থানীয় প্রশাসনকে সহায়তা প্রদান (ঘূর্ণিঝড় দুর্যোগকালীন);
খ) সরকারি ও বেসরকারি মৎস্য খামারের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা এবং সার্বিক অবস্থা বিষয়ে অধিদপ্তরকে জানানো;
গ) নিয়ন্ত্রণকক্ষ চালু করা এবং স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিতে যোগযোগ করে কর্মকর্তা প্রেরণ।

(৪) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়

ক) সরকারি ও ব্যক্তিমালিকানাধীন মৎস্যসম্পদ খাতে ক্ষয়ক্ষতির নিরূপণ করা এবং এ খাতের জন্য স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদি মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসন-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে প্রেরণ;
খ) মৎস্য উন্নয়ন খাতে অবিলম্বে মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসন-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ এবং কাজের অগ্রগতির বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে প্রতিবেদন পেশ করা;
গ) ক্ষতিগ্রস্ত পুকুরে মাছচাষিদের পুনর্বাসনের জন্য সহায়তা প্রদান এবং জেলে/মাছচাষিদের জন্য মাছ চাষে ঋণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
ঘ) স্থানীয় প্রশাসনকে মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসনকাজে সহায়তা প্রদান।

৫.২.১২ স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের নীতি, পরিকল্পনা ও কর্মসূচিতে দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা;
খ) ঝুঁকিহ্রাস ও আপদকালীন পরিকল্পনা প্রণয়ন, ঝুঁকিহ্রাস কর্মসূচিতে অর্থ বরাদ্দ নিশ্চিতকরণ;
গ) ঝুঁকিহ্রাস যোগাযোগ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা;
ঘ) চিহ্নিত বিপদাপন্ন এলাকায় প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম বিষয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করা;

ঙ) ভূমিকম্পসহ অন্যান্য দুর্যোগের প্রস্তুতিমূলক কর্মসূচির অংশ হিসেবে প্রাথমিক চিকিৎসা ও জীবনরক্ষা বিষয়ে স্বেচ্ছাসেবক, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা দলের সদস্য, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ধর্মীয় নেতাদের প্রশিক্ষণ প্রদান;

চ) ভূমিকম্পের ফলে স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও হাসপাতালগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হলে অস্থায়ী হাসপাতাল তৈরির পরিকল্পনা প্রণয়ন;

ছ) হাওর এলাকা এবং নদীভাঙন ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের সহজে ও দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উপকরণ ও জনবলসহ স্থানান্তরযোগ্য ভাসমান হাসপাতাল সার্বক্ষণিকভাবে প্রস্তুত রাখা;

জ) হাসপাতালের অবকাঠামো ও জীবন রক্ষাকারী সামগ্রীর নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং ভূমিকম্প মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভবন প্রয়োজনে রেট্রুফিট করা;

ঝ) দুর্যোগে শিশুদের নিরাপত্তা এবং মনঃসামাজিক সুরক্ষা বিষয় প্রশিক্ষণ কোর্সে অন্তর্ভুক্ত করা;

ঞ) সন্ধান ও উদ্ধার, আশ্রয়কেন্দ্রে সেবা প্রদানে নারী, শিশু, প্রবীণ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি বিশেষ যত্ন ও নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টি প্রশিক্ষণে গুরুত্ব প্রদান;

ট) দুর্যোগকবলিত এলাকায় ক্ষতিগ্রস্তদের মনঃসামাজিক সেবা ও ট্রমা কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঠ) রাসায়নিক অস্ত্র বা বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য দ্বারা ঘটিত রাসায়নিক দুর্যোগ, দুর্ঘটনায় হতাহত ব্যক্তির চিকিৎসা-সেবাদানের জন্য BNACWC-এর সহযোগিতায় এসংক্রান্ত বিশেষ প্রশিক্ষণ গ্রহণ;

ড) রাসায়নিক অস্ত্র বা বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য দ্বারা ঘটিত রাসায়নিক দুর্যোগ, দুর্ঘটনায় হতাহত ব্যক্তির চিকিৎসা-সেবাদানের জন্য প্রয়োজনীয় বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক/জনবল প্রস্তুতি, বিশেষ সরঞ্জামাদি, ওষুধপত্র, অ্যাম্বুলেন্স, হাসপাতাল বেড, ল্যাব-সুবিধা সংযোজনের মাধ্যমে রাসায়নিক অস্ত্র বা বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্যঘটিত দুর্যোগ-আক্রান্ত আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসার সক্ষমতা বৃদ্ধি;

ঢ) এ বিভাগের দায়িত্ব ও কর্তব্যের সঙ্গে সম্পর্কিত জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল, আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি সভার গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ।

জরুরি সাড়াদান

(১) সাড়াদান প্রস্তুতি পর্যায়

ক) ভূমিকম্পসহ অন্যান্য দুর্যোগের আপদকালীন পরিকল্পনা তৈরি ও প্রতি বছর হালনাগাদ করা;

খ) ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকার সিপিপি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার সঙ্গে যৌথ মহড়ায় চিকিৎসাসেবা বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা;

গ) দুর্যোগপ্রবণ এলাকাগুলোর ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি স্বেচ্ছাসেবক, গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্য, আনসারদের প্রাথমিক চিকিৎসা এবং অন্যান্য রোগপ্রতিরোধ-ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান;

ঘ) দুর্যোগপ্রবণ এলাকার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলোতে প্রয়োজনীয়-সংখ্যক অ্যাম্বুলেন্স, ওষুধ, টিকা, অস্ত্রোপচার সামগ্রী ও সরঞ্জামাদির পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিতকরণ;

ঙ) দুর্যোগপ্রবণ এলাকাগুলোর স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ও প্যারামেডিক্সদের উপজেলাভিত্তিক তালিকা প্রস্তুত করে সংশ্লিষ্ট জেলাপ্রশাসকগণের কাছে প্রেরণ;

চ) দুর্যোগকালে এবং দুর্যোগ-পরবর্তী পর্যায় প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলোকে প্রস্তুত রাখা;

ছ) দুর্যোগপ্রবণ এলাকার জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধ, যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামসহ স্বীকৃত মানসম্পন্ন মেডিক্যাল টিম গঠনপূর্বক প্রস্তুত রাখা;

জ) আশ্রয়কেন্দ্র এবং স্বাস্থ্য উপকেন্দ্রগুলোর জরুরি চাহিদা মেটানোর জন্য অস্থায়ী ফিল্ড হাসপাতাল স্থাপন করা;

ঝ) বিভাগের একটি খাতভিত্তিক জরুরি সাড়াদান পরিকল্পনা প্রণয়ন;

ঞ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তাকে ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে মনোনীত করা।

(২) সতর্কীকরণ/হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) স্বল্পসময়ের নোটিশে দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় প্রেরণের জন্য চিকিৎসক দল গঠন এবং দুর্যোগকবলিত এলাকায় পর্যাপ্ত ওষুধ এবং প্রাথমিক চিকিৎসার সুবিধা নিশ্চিতকরণ।

(৩) দুর্যোগ পর্যায়

ক) দুর্যোগকবলিত এলাকায় প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার বন্দোবস্ত করা;

খ) দুর্যোগকবলিত এলাকার আক্রান্ত রোগীদের রোগ শনাক্তকরণ (পানিতে ডোবা, সাপে কাটা, হেড ইনজুরি, বার্ন, সড়ক দুর্ঘটনা, পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিজঅর্ডার, হাড়ভাঙ্গা, চক্ষুহানিসহ অন্যান্য রোগ) ও যথোপযুক্ত স্থানে রেফারেল পদ্ধতি সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা;

গ) প্রসূতি ও গর্ভবতী মায়েদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঘ) রাসায়নিক অস্ত্র বা বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য দ্বারা ঘটিত রাসায়নিক দুর্যোগ/দুর্ঘটনায় আক্রান্তদের চিকিৎসার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চিকিৎসক দলকে নিয়োজিত করা;

ঙ) চিকিৎসার সুবিধার্থে প্রয়োজনীয় সরঞ্জমাদিসহ সব ধরনের চিকিৎসা প্রদান (আইসোলেশন ওয়ার্ড, ডিকন্টামিনেশন প্রসিডিউর-সংক্রান্ত সকল সুবিধা);

চ) দুর্যোগে আহত হাসপাতালে থাকা রোগীদের জন্য প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা প্রদান;

ছ) দুর্গত এলাকার আশ্রয়কেন্দ্র বা অন্যান্য মানবিক সহায়তা শিবিরে নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেটসহ ব্লিচিং পাউডারের ব্যবস্থা রাখা;

জ) সাড়াদান, মানবিক সহায়তা ও উদ্ধার কার্যক্রমে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করা;

ঝ) নিয়ন্ত্রণকক্ষ স্থাপন করে ২৪/৭ ভিত্তিতে সার্বক্ষণিক চালু রাখা।

(৪) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়

ক) যেকোনো ধরনের মহামারির ব্যাপারে সদা সতর্ক থাকা এবং তা ছড়িয়ে পড়া প্রতিরোধ করার জন্য ফলপ্রসূ কার্যকর ব্যবস্থাদি গ্রহণ;

খ) টাইফয়েড, কলেরাসহ অন্যান্য রোগের মহামারি প্রতিরোধে প্রতিষেধক ব্যবস্থা গ্রহণ;

গ) দুর্গত এলাকার স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত প্রতিবেদন জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলে প্রেরণ;

ঘ) প্রাক্কলিত বাজেট অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তহবিলের সংস্থান ও বরাদ্দ প্রদান।

৫.২.১২.১ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) খাতভিত্তিক নীতি-কৌশলে দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস অন্তর্ভুক্ত করতে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগকে সহযোগিতা প্রদান এবং ভূমিকম্পসহ অন্যান্য দুর্যোগের জন্য সংস্থার আপদকালীন পরিকল্পনা প্রণয়ন;

খ) ন্যাশনাল হেলথ ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড আর্কাইভ সেন্টার সার্বক্ষণিক চালু রাখা এবং এ কেন্দ্রের প্রদর্শিত তথ্য একই সঙ্গে ওয়েব-বেজড প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রচার ও প্রদর্শনের উদ্যোগ গ্রহণ;

গ) ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্ট ডাটা ব্যাংক ও বাফার স্টকের তথ্য প্রতিদিন হালনাগাদ করা এবং এ তথ্য ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সকলের জন্য উন্মুক্ত রাখা;

ঘ) মেকশিফট হাসপাতাল বা ভ্রাম্যমাণ হাসপাতাল স্থাপনের প্রস্তুতি রাখা;
ঙ) খাতভিত্তিক ঝুঁকি নিরূপণ এবং ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা;
চ) স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী উপকরণ ও অবকাঠামোর সংকট বিশ্লেষণসহ ঝুঁকিনিরূপণ ও ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম গ্রহণ;
ছ) জনস্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যবিধি, পয়োনিষ্কাশন ও নিরাপদ পানিসহ স্বাস্থ্যসেবা, গণদুর্ভোগ ব্যবস্থাপনার ওপর সচেতনতা তৈরি, প্রশিক্ষণ ও শিক্ষামূলক প্রচারাভিযান পরিচালনা;
জ) দুর্যোগে নারী ও শিশুদের নিরাপত্তা এবং মনঃসামাজিক সুরক্ষা বিষয়টি প্রশিক্ষণ কোর্সে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ; সন্ধান ও উদ্ধার, আশ্রয়কেন্দ্রে সেবা প্রদানের সময়ে প্রবীণ, নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি বিশেষ যত্ন ও নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ বিষয় প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্তকরণ ও প্রশিক্ষণ প্রদান;
ঝ) কমিউনিটি পর্যায়ে স্বাস্থ্যশিক্ষা কার্যক্রমে দুর্যোগে প্রস্তুতি ও দুর্যোগে ঝুঁকিহ্রাসে ব্যক্তি ও পরিবারের করণীয় বিষয়গুলো আলোচনা করা;
ঞ) নগর দুর্যোগ সাড়াদানে (ভবনধস, ভূমিকম্প, অগ্নিকাণ্ড ইত্যাদি) জরুরি অবস্থা চলাকালীন ও পরবর্তী সময়ে উদ্ধার, হাসপাতালে আনা ও কার্যকর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে পরিকল্পনা তৈরি এবং মহড়ার আয়োজন করা;
ট) জরুরি অবস্থায় স্বাস্থ্যের যত্ন ও চিকিৎসাসেবা সহজ করতে তথ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা;
ঠ) দুর্যোগকবলিত এলাকার হাসপাতাল ও জরুরি আশ্রয়কেন্দ্রে যথেষ্ট পরিমাণ ওষুধ, চিকিৎসা সরঞ্জাম, নিরাপদ খাওয়ার পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকরণ।

জরুরি সাড়াদান

(১) সাড়াদান প্রস্তুতি পর্যায়

ক) ভূমিকম্প ব্যবস্থাপনায় আপদকালীন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও প্রতি বছর হালনাগাদ করা;
খ) চিকিৎসক দল গঠন, প্রয়োজনীয় ওষুধ, টিকা ও অন্যান্য সরঞ্জামাদির সরবরাহ পরিকল্পনা করা;
গ) প্রয়োজনীয় ওষুধ যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামসহ বিকল্প চিকিৎসক দল সংগঠিত করা এবং প্রয়োজনে স্বল্প সময়ের নোটিশে অস্থায়ী হাসপাতাল চালু করা;
ঘ) বন্যা/ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকাগুলোতে ওষুধ ও অস্ত্রোপচার সামগ্রীর পর্যাপ্ত সরবরাহ পর্যালোচনা করা;
ঙ) আশ্রয়কেন্দ্রে স্থানান্তরযোগ্য রোগীদের জন্য খাবার ও থাকার ব্যবস্থা গ্রহণ;
চ) আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে ওষুধ, টিকা, জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা এবং খাওয়ার পানি নিশ্চিতকরণসহ আহতদের চিকিৎসা-ব্যবস্থা গ্রহণ;
ছ) টেলিভিশন, রেডিও, সংবাদপত্র ও অন্যান্য মাধ্যমে জনগণকে স্বাস্থ্যসচেতন করে তোলা;
জ) অতিরিক্ত জনবল, জিনিসপত্র এবং ওষুধের চাহিদা নিরূপণ এবং বাজেট বরাদ্দ থেকে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করা;
ঝ) দুর্যোগকালে প্রয়োজনে বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহের বিকল্প ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ;
ঞ) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে একটি কেন্দ্রীয় তথ্য ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা এবং দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় যথেষ্ট পরিমাণে জীবন রক্ষাকারী ওষুধ সরবরাহ নিশ্চিতকরণ।

(২) সতর্কীকরণ/হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়/বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর/বন্যা পূর্বাভাস কেন্দ্র থেকে ঘূর্ণিঝড়/বন্যার সংকেত পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুর্যোগপ্রবণ এলাকার স্বাস্থ্য বিভাগীয় কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সতর্ক রাখা এবং দুর্যোগ সংঘটিত হলে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
খ) দুর্যোগ পর্যায়ে একটি নিয়ন্ত্রণকক্ষ চালু করে আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়কে জানানো;

গ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের পরামর্শ মোতাবেক সম্ভাব্য দুর্গত এলাকায় চিকিৎসক দল প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
ঘ) নিজ দপ্তরের প্রাপ্ত সম্পদের অতিরিক্ত স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় প্রয়োজনীয় যানবাহন ও জলযানের ব্যবস্থা গ্রহণ;
ঙ) মাঠ পর্যায়ের অফিসগুলোকে স্টোর, ওষুধপত্র এবং সম্পদের নিরাপত্তার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে নির্দেশনা প্রদান;
চ) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণকক্ষের সঙ্গে সংযোগ রাখার জন্য একজন লিয়াজোঁ কর্মকর্তা মনোনীত করা।

(৩) দুর্যোগ পর্যায়

ক) নিয়ন্ত্রণকক্ষ ২৪/৭ ভিত্তিতে সার্বক্ষণিক পরিচালনা করা;
খ) ক্ষতিগ্রস্ত লোকজনকে অবিলম্বে প্রাথমিক চিকিৎসা এবং পরবর্তী পর্যায়ের চিকিৎসাসেবা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রয়োজনবোধে চিকিৎসক দল প্রেরণ;
গ) রোগী ও আহতদের ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র/হাসপাতালে স্থানান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ;
ঘ) পানি পরিশোধক ট্যাবলেট, ব্লিচিং পাউডার ইত্যাদি সরবরাহ করা, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে কঠোরভাবে স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার নিয়মগুলো পালন করা এবং বিশুদ্ধ খাওয়ার পানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণ;
ঙ) পানীয় জল সরবরাহের উৎসগুলো পরীক্ষা এবং দূষণ থেকে রক্ষার প্রয়োজনীয় প্রতিরোধের উপায় গ্রহণ নিশ্চিতকরণ;
চ) স্থানীয় ও কাছাকাছি হাসপাতালে অতিরিক্ত শয্যার ব্যবস্থা গ্রহণ;
ছ) কলেরা ও টাইফয়েডের বিরুদ্ধে প্রতিষেধক ব্যবস্থা গ্রহণ;
জ) মহামারির প্রাদুর্ভাব রোধে সদা সতর্ক থাকা এবং রোগ ছড়িয়ে পড়া রোধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ;
ঝ) আঘাতপ্রাপ্ত, হতাহতের ও চিকিৎসারত ব্যক্তিদের দৈনিক প্রতিবেদন স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে প্রেরণ।

(৪) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়

ক) ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় টিকাদান কর্মসূচি শেষ না হওয়া পর্যন্ত কলেরা ও টাইফয়েড প্রতিরোধে প্রতিষেধক ব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়া;
খ) রোগীদের চিকিৎসাসেবা চালিয়ে যাওয়া;
গ) যেকোনো মহামারি মোকাবিলায় সদা সতর্ক থাকা এবং মহামারি বিস্তার প্রতিরোধক পদক্ষেপ গ্রহণ;
ঘ) দুর্গত এলাকা থেকে পলি মেশানো পানি বা ময়লা পানি বা নোনা পানি সরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পানির উৎসের পুনঃপরিচ্ছন্নতা শুরু করা;
ঙ) গৃহীত পদক্ষেপগুলোর বিস্তারিত প্রতিবেদন আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটিতে প্রেরণ;
চ) ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের পুষ্টি অবস্থা পরিবীক্ষণ করা এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান।

৫.২.১২.১.১ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়

জরুরি অবস্থায় জেলা সিভিল সার্জন ও উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা (সিটি কর্পোরেশনে চিফ মেডিক্যাল অফিসার) নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করবেন:

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) উপজেলা পর্যায়ে অ্যাম্বুলেন্স, ওষুধ, ভ্যাকসিন ও শল্যচিকিৎসার উপকরণসহ স্বাস্থ্যসুবিধা ও সেবার প্রস্তুতি নেওয়া এবং গ্রামে কমিউনিটি ক্লিনিক ও শহরে নগর প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলো থেকে দুর্যোগকালে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের প্রস্তুতি রাখা;

খ) খাওয়ার স্যালাইন, প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ে স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

গ) তীব্র ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় মেডিক্যাল ও প্যারা মেডিক্যাল কর্মচারীদের তালিকা তৈরি করা;

ঘ) স্বাস্থ্য উপকেন্দ্র ও ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রে চিকিৎসা-সংক্রান্ত সহযোগিতার জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন;

ঙ) তীব্র ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলো বিদ্যুৎ ও টেলিযোগাযোগ সেবা সরবরাহ নিশ্চিতকরণ এবং এ সেবাগুলো সরবরাহের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে সোলার প্যানেল স্থাপন করে রাখা;

চ) মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ভূমিকম্পঝুঁকি ব্যবস্থাপনার ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান;

ছ) ব্লাড ব্যাংকসহ জরুরি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত সকল সংস্থার বিস্তারিত তথ্যসহ একটি তালিকা তৈরি করা;

জ) খাওয়ার পানির সরবরাহ নিশ্চিত করতে জনস্বাস্থ্য ও প্রকৌশল অধিদপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করা;

ঝ) ভূমিকম্পসহ অন্যান্য দুর্যোগে আহত ব্যক্তিদের পুনর্বাসনের সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান।

জরুরি সাড়াদান

(১) সাড়াদান প্রস্তুতি পর্যায়

ক) ভূমিকম্প বিবেচনায় স্বাস্থ্য সেক্টরের স্থানীয় পর্যায়ের আপদকালীন পরিকল্পনা তৈরি ও নিয়মিত হালনাগাদ করা;

খ) চিকিৎসক দলের দক্ষতা বৃদ্ধিতে বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

গ) দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রতি তিন মাসের মজুতের পরিমাণ, ওষুধ ও জনবলের অবস্থা পর্যালোচনা করা এবং ঘাটতি মেটাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঘ) দুর্যোগের সময় সাধারণভাবে ব্যবহারের উপযোগী শল্যচিকিৎসার যন্ত্রপাতি ও ওষুধের সরবরাহ যাচাই করা;

ঙ) চিকিৎসক দলের প্রস্তুত থাকাসহ ওষুধের চাহিদা, সরবরাহ, প্রতিষেধক, মজুত ও যন্ত্রপাতির অবস্থা বিশ্লেষণ করা এবং ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা অনুযায়ী মজুত করা;

চ) প্রয়োজনে ভ্রাম্যমাণ ও সাময়িক হাসপাতাল চালানোর পরিকল্পনা করা।

(২) সতর্কীকরণ/হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) কার্যালয়ে নিয়ন্ত্রণকক্ষ চালু করা এবং স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রের জন্য একজন লিয়াজোঁ কর্মকর্তাকে মনোনীত করা এবং তা সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিতকরণ;

খ) গুরুতর অবস্থায় প্রয়োজনীয়-সংখ্যক চিকিৎসা দলকে দ্রুত ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় প্রেরণ এবং আরো কয়েকটি দলকে প্রস্তুত রাখা;

গ) প্রয়োজনে জরুরি ভিত্তিতে অতিরিক্ত জনবল মোতায়েন ও সেবা কার্যক্রম অব্যাহত রাখা;

ঘ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সহায়তায় বিভাগীয় সম্পদের অতিরিক্ত স্থল ও নৌযানের ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঙ) ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র, স্বাস্থ্য উপকেন্দ্র ও মানবিক সহায়তা শিবিরগুলোর পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যসেবা পরিস্থিতি যাচাই করা এবং এর উন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ;

চ) স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।

(৩) দুর্যোগ পর্যায়

ক) নিয়ন্ত্রণকক্ষ ২৪/৭ ভিত্তিতে সার্বক্ষণিক চালু রাখা এবং নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তার কাছে প্রতিবেদন প্রেরণ;

খ) ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের তাৎক্ষণিক প্রাথমিক ও নিয়মিত স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, প্রয়োজনে স্থানীয় ও আশপাশের হাসপাতালে অতিরিক্ত শয্যা সংযোজন করে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান;

গ) রোগী ও আহত ব্যক্তিদের ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র/হাসপাতাল/স্বাস্থ্য উপকেন্দ্রে সরিয়ে নেওয়া;

ঘ) সাময়িকভাবে স্থাপিত হাসপাতাল, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র এবং স্বাস্থ্য উপকেন্দ্রে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কঠোরভাবে মেনে চলা হচ্ছে কি না, তা পর্যবেক্ষণ করা এবং খাওয়ার পানির সঙ্গে পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট, ব্লিচিং পাউডার ইত্যাদির সরবরাহ নিশ্চিতকরণ;

ঙ) খাওয়ার পানির উৎসগুলো পরীক্ষা করা এবং পানিদূষণ প্রতিরোধ নিশ্চিতকরণ;

চ) অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর টিকা প্রদান;

ছ) কোনো রোগের প্রাদুর্ভাব ছড়িয়ে পড়া রোধে কার্যকর প্রচারণা শুরু করা;

জ) দৈনিক রোগের সংক্রমণ এবং অন্যান্য বিষয়ের তালিকা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে প্রেরণ;

ঝ) মৃত্যু/হতাহতের তথ্যাদি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ।

(৪) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়

ক) রোগের প্রাদুর্ভাব বিস্তার রোধে বিশেষভাবে সতর্ক থাকা এবং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ;

খ) এনজিও ও স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তায় বিভাগীয় কর্মীদের মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে অব্যাহতভাবে শিক্ষামূলক প্রচারণা চালানো;

গ) দুর্যোগকবলিত এলাকার সকল পানির উৎস দূষণমুক্ত করা;

ঘ) পুষ্টিহীনতা দূরীকরণে এবং স্বাস্থ্যসেবা দেওয়ার লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ;

ঙ) যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবর পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন প্রেরণ।

৫.২.১৩ স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) এ বিভাগের নীতি, পরিকল্পনা ও কর্মসূচিতে স্বাস্থ্য-সংশ্লিষ্ট দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা;

খ) ঝুঁকিহ্রাস ও আপদকালীন পরিকল্পনা তৈরি এবং সংশ্লিষ্ট কর্মসূচিতে অর্থ বরাদ্দ নিশ্চিতকরণ;

গ) ঝুঁকিহ্রাস যোগাযোগ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা;

ঘ) চিহ্নিত বিপদাপন্ন এলাকায় প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রমের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করা;

ঙ) ভূমিকম্পসহ অন্যান্য দুর্যোগের প্রস্তুতিমূলক কর্মসূচির অংশ হিসেবে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের/কর্মচারীদের, নার্সদের পানিবাহিত ও অন্যান্য জীবাণুঘটিত রোগসহ হাইজিন বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান;

চ) গর্ভবতী মা, নবজাতক ও প্রসূতিদের দুর্যোগে সুরক্ষা প্রদানে নার্স, মিডওয়াইফারি, স্বাস্থ্যকর্মীদের সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান;

ছ) সন্ধান ও উদ্ধার, আশ্রয়কেন্দ্রে সেবা প্রদানে প্রবীণ, নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি বিশেষ যত্ন ও নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টি প্রশিক্ষণে গুরুত্ব প্রদান;

জ) দুর্যোগকালীন জনস্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যবিধি, পয়োনিষ্কাশন ও নিরাপদ পানিসহ স্বাস্থ্যসেবা ও গণদুর্ভোগ ব্যবস্থাপনার ওপর সচেতনতা তৈরি, প্রশিক্ষণ ও শিক্ষামূলক প্রচারাভিযান করা;

ঝ) কমিউনিটি পর্যায়ে স্বাস্থ্য শিক্ষা কার্যক্রমে দুর্যোগে প্রস্তুতি ও দুর্যোগে ঝুঁকিহ্রাসে ব্যক্তি ও পরিবারের করণীয় বিষয়গুলো আলোচনা করার উদ্যোগ গ্রহণ;

ঞ) কমিউনিটি পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের নিয়মিত স্বাস্থ্য শিক্ষা কার্যক্রমে দুর্যোগে প্রস্তুতি ও দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসে ব্যক্তি ও পরিবারের করণীয় বিষয়ে আলোচনা করার উদ্যোগ গ্রহণ;

ট) দুর্যোগকবলিত এলাকায় ক্ষতিগ্রস্তদের মনঃসামাজিক, মানসিক স্বাস্থ্যসেবা ও ট্রমা কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঠ) এ বিভাগের দায়িত্ব ও কর্তব্যের সঙ্গে সম্পর্কিত জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল, আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ।

জরুরি সাড়াদান

(১) সাড়াদান প্রস্তুতি পর্যায়

ক) ভূমিকম্প আপদকালীন পরিকল্পনা তৈরি ও প্রতি বছর হালনাগাদ করা;

খ) ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকার সিপিপি এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থার সঙ্গে যৌথ মহড়া অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ;

গ) দুর্যোগপ্রবণ এলাকার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলোতে/স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রয়োজনীয়-সংখ্যক হাইজিন সামগ্রী ও সরঞ্জামাদির পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিতকরণ;

ঘ) দুর্যোগপ্রবণ এলাকাগুলোর স্বাস্থ্যকর্মীসহ জনশক্তির উপজেলাভিত্তিক তালিকা প্রস্তুত করা এবং সংশ্লিষ্ট জেলাপ্রশাসকগণের কাছে প্রেরণ;

ঙ) বন্যার সময় এবং ঘূর্ণিঝড়ের পরে টেলিভিশন, বেতার, সংবাদপত্র ও অন্যান্য মাধ্যমে স্বাস্থ্য শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ;

চ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় আপদকালীন পরিকল্পনা প্রণয়ন;

ছ) আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থাজনিত সুযোগসুবিধা এবং খাওয়ার পানি নিশ্চিতকরণ;

জ) বিভাগের একটি খাতভিত্তিক জরুরি সাড়াদান পরিকল্পনা প্রণয়ন।

ঝ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তাকে 'ফোকাল পয়েন্ট' হিসেবে মনোনীত করা।

(২) সতর্কীকরণ/হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) স্বল্পসময়ের নোটিশে দুর্যোগ ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় হাইজিন সামগ্রী এবং জীবনরক্ষাকারী জরুরি ওষুধপত্র প্রেরণের প্রস্তুতি গ্রহণ।

(৩) দুর্যোগ পর্যায়

ক) দুর্যোগকবলিত এলাকার হাসপাতালে থাকা রোগীদের জন্য প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য ও হাইজিন সেবা প্রদান;

খ) পানীয় জলের সকল উৎসের পানি পরীক্ষা করা এবং দূষণ থেকে পানির উৎসের সুরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ;

গ) দুর্গত এলাকার আশ্রয়কেন্দ্র বা অন্যান্য মানবিক সহায়তা শিবিরে নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেটসহ ব্লিচিং পাউডারের ব্যবস্থা রাখা;

ঘ) সাময়িকভাবে স্থাপিত হাসপাতাল, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র এবং স্বাস্থ্য উপকেন্দ্রে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা এবং এর উন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ;

ঙ) খাওয়ার পানির সঙ্গে পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট, ব্লিচিং পাউডার ইত্যাদির সরবরাহ নিশ্চিতকরণ;

চ) নিয়ন্ত্রণকক্ষ স্থাপন করে তা ২৪/৭ ভিত্তিতে সার্বক্ষণিক চালু রাখা।

(৪) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়

ক) যেকোনো ধরনের মহামারি প্রাদুর্ভাব সম্পর্কে সদা-সতর্ক থাকা এবং তা ছড়িয়ে পড়া প্রতিরোধ করার জন্য ফলপ্রসূ কার্যকর ব্যবস্থাদি গ্রহণ;

খ) টাইফয়েড, কলেরা ও ম্যালেরিয়াসহ অন্যান্য জীবাণুঘটিত মহামারি প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা;

গ) দুর্গত এলাকার জনস্বাস্থ্য-সম্পর্কিত প্রতিবেদন জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলে প্রেরণ;

ঘ) জনসংখ্যা রোধে প্রচেষ্টা চালানো;

ঙ) এনজিওদের ও স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তায় বিভাগীয় কর্মীদের মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে অব্যাহতভাবে শিক্ষামূলক প্রচারণা চালানো;

চ) প্রাক্কলিত বাজেটের ব্যবস্থা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তহবিলের সংস্থান ও বরাদ্দ প্রদান।

৫.২.১৪ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকিহ্রাসে বিশেষত স্বাভাবিক সময় এবং পুনর্বাসন পর্যায়ে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় তার প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীন দুটি বিভাগ যথা বন অধিদপ্তর এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের মাধ্যমে নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) কর্ম নির্দেশিকা ও ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা তৈরি করতে মন্ত্রণালয়ে একটি টাস্কফোর্স গঠন করা;

খ) স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করে উপকূলীয় অঞ্চল, হাওর এবং চর ও দ্বীপে বনায়নের জন্য সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান;

গ) সামাজিক বনায়নের জন্য বিভিন্ন স্থানীয় ও জাতীয় এনজিওকে সম্পৃক্ত করা;

ঘ) দেশের বিদ্যমান বনগুলো রক্ষা করা এবং রাসায়নিক কারখানার দূষিত গ্যাস ও তরল পদার্থ নির্গমনের মাধ্যমে পরিবেশগত বিপর্যয় রোধে যথাযথ আইন তৈরি করা;

ঙ) ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট সংস্থান নিশ্চিতকরণ;

চ) জলবায়ু পরিবর্তন ও গবেষণা কার্যক্রমের ওপর পরিকল্পনা নিশ্চিতকরণ;

ছ) ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও ঝুঁকিহ্রাস কর্মসূচি (তহবিল সংস্থানসহ) গ্রহণ, যেমন: ম্যানগ্রোভ বনায়ন এবং উপকূলীয় অঞ্চল ও উপকূলীয় দ্বীপগুলোয় বনায়ন সম্প্রসারণ ইত্যাদি;

জ) পরিবেশ বিপর্যয় এবং এ ধরনের বিপর্যয়ের পর বিপর্যয়ের প্রভাবসহ পরিবেশ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ;

ঝ) রাসায়নিক ও অন্যান্য দূষণের হাত থেকে পরিবেশ রক্ষায় আইন প্রণয়ন করা;

ঞ) অধিক ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলের বাঁধের ওপর বা রাস্তার ধারে বনায়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা;

ট) স্থানীয় বনায়ন কর্মসূচির মতো সমাজভিত্তিক ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রমে সহযোগিতা প্রদান;

ঠ) জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও অভিযোজন কৌশল প্রণয়ন এবং গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ;

ড) খাতভিত্তিক ঝুঁকি কমানো ও অভিযোজন কৌশল এবং পরিকল্পনা করা;

ঢ) মন্ত্রণালয়ের জন্য আপদকালীন পরিকল্পনা প্রস্তুত করা;

ণ) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যক্রমে জলবায়ু পরিবর্তনের মৌলিক কারণগুলো এবং এর ক্ষতিকর প্রভাবগুলো অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা গ্রহণ।

জরুরি সাড়াদান

(১) সাড়াদান প্রস্তুতি পর্যায়

ক) উপকূলীয় অঞ্চল ও উপকূলীয় দ্বীপে বনায়ন সম্প্রসারণের কর্মসূচি গ্রহণ;

খ) ম্যানগ্রোভ বনায়নে উৎসাহ দান;

গ) দুর্যোগের ফলে ঝুঁকি এড়াতে পরিবেশের অবনতির ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা;

ঘ) বনায়ন কর্মসূচিগুলোর পরিকল্পনা, সম্পদ বরাদ্দ এবং বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ;

ঙ) রাসায়নিক শিল্প, বা পরিবেশ দূষণকারী গ্যাস বা তরল পদার্থ উদগিরণকারী শিল্প ইত্যাদিতে পরিবেশগত দুর্যোগ প্রতিরোধের জন্য যথাযথ আইন প্রণয়ন।

(২) সতর্কীকরণ/হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য বন বিভাগ এবং পরিবেশ বিভাগের মাঠ পর্যায়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য বিভাগীয় কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সতর্কীকরণ ও নির্দেশ প্রদান।

(৩) দুর্যোগ পর্যায়

ক) মন্ত্রণালয়ে নিয়ন্ত্রণকক্ষ চালু করা;

খ) রাস্তার ওপর পড়ে যাওয়া গাছগুলোকে তাৎক্ষণিকভাবে অপসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

(৪) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়

ক) পরিবেশ রক্ষার জন্য পরিবেশের ওপর দুর্যোগের প্রভাবের প্রতি দৃষ্টি রাখা এবং বন বিভাগ ও পরিবেশ বিভাগের জনবল ও অন্যান্য উপকরণের মাধ্যমে স্থানীয় প্রশাসন, সামাজিক ও বেসরকারি সংস্থাগুলোর সমন্বয়ে পুনর্বাসনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।

৫.২.১৪.১ বন অধিদপ্তর

বন বিভাগের ওপর অর্পিত স্বাভাবিক দায়িত্ব পালন ছাড়াও এ বিভাগ দুর্যোগ বিষয়ে নিম্নলিখিত দায়িত্বগুলো পালন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) বন সুরক্ষায় নীতিমালা ও আইন প্রণয়নে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়কে সহায়তা প্রদান;

খ) স্থানীয় জনসাধারণকে সঙ্গে নিয়ে উপকূলীয়, চর এলাকা এবং দ্বীপগুলোয় সবুজ বনায়ন কার্যক্রম জোরদারকরণ;

গ) সামাজিক বনায়নের জন্য বিভিন্ন স্থানীয় প্রতিষ্ঠান ও এনজিওদের কার্যকর সহায়তা নিশ্চিতকরণ।

জরুরি সাড়াদান

(১) সাড়াদান প্রস্তুতি পর্যায়

ক) ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকায় ব্যাপকভাবে রাস্তা ও বাঁধে বনায়ন প্রকল্পের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা;

খ) ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকায় ম্যানগ্রোভ বনায়নের ওপর অগ্রাধিকার প্রদান;

গ) দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় সামাজিক বনায়ন কর্মসূচিতে উৎসাহ এবং সহায়তা প্রদান;

ঘ) কোনো দুর্যোগের সতর্ক বার্তা স্থানীয় জনগণের মধ্যে প্রচার এবং বিপন্ন মানুষের উদ্ধারের জন্য বন বিভাগের লোকজনকে প্রশিক্ষণ প্রদান।

(২) সতর্কীকরণ/হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় সংশ্লিষ্ট বিভাগের নিজস্ব কর্মচারীদের বন বিভাগের সম্পত্তির নিরাপত্তা এবং স্থানীয় জনগণকে প্রয়োজনমতো সাহায্য করার নির্দেশ প্রদান;

খ) বিভাগীয় সদর দপ্তরে একটি নিয়ন্ত্রণকক্ষ চালু করা।

(৩) দুর্যোগ পর্যায়

ক) দুর্যোগ এলাকায় জীবন ও সম্পত্তি রক্ষায় স্থানীয় লোকজনকে সহযোগিতা এবং প্রয়োজনীয় সাহায্য দানের জন্য বন বিভাগীয় কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রতি নির্দেশনা প্রদান;

খ) রাস্তার ওপর পড়ে যাওয়া গাছ অপসারণ।

(৪) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়

ক) বন সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির হিসাব করার পর আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন পেশ করা।

৫.২.১৪.২ পরিবেশ অধিদপ্তর

স্বাভাবিক কার্যক্রমের পাশাপাশি পরিবেশ অধিদপ্তর নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকি ও প্রভাব এবং অভিযোজন প্রক্রিয়াগুলো চিহ্নিত করতে গবেষণা করা;

খ) জাতীয় অভিযোজন কর্মপরিকল্পনা তৈরিতে দুর্যোগঝুঁকি অন্তর্ভুক্ত ও বাস্তবায়ন করা;

গ) জীববৈচিত্র্য (বায়োডাইভারসিটি) রক্ষায় ছোট আকারের প্রকল্প প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন করা;

ঘ) বৈশ্বিক, আঞ্চলিক ও স্থানীয় পর্যায়ে পরিবেশগত পরিবর্তনের তথ্য-উপাত্ত প্রস্তুত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা;

ঙ) বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সমঝোতার আলোচনায় (নেগোসিয়েশন) অংশগ্রহণ;

চ) কোনো প্রকল্পে বিনিয়োগ করার জন্য পূর্বশর্ত হিসেবে পরিবেশগত প্রভাব যাচাই করা;

ছ) সব পর্যায়ের জনসাধারণের জ্ঞান ও বোধগম্যতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও সচেতনতামূলক কর্মসূচি তৈরি ও বাস্তবায়ন করা।

জরুরি সাড়াদান

(১) সাড়াদান প্রস্তুতি পর্যায়

ক) দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় পরিবেশগত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করা এবং তা নিরাময়ের জন্য পরিকল্পনা করা।

(২) সতর্কীকরণ/হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) আসন্ন দুর্যোগে সম্ভাব্য পরিবেশগত অবনতি ও প্রতিকারের বিষয়ে স্থানীয় প্রশাসনকে পরামর্শ প্রদান।

(৩) দুর্যোগ পর্যায়

ক) দুর্যোগকবলিত এলাকায় পরিবেশগত পরিস্থিতির ওপর সজাগ দৃষ্টি রাখা এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত থাকা।

(৪) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়

ক) পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ (ইআইএ) এবং যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণে সরকারকে পরামর্শ প্রদান;

খ) দুর্যোগের পর সম্ভাব্য পরিবেশগত অবনতির কারণ দ্রুত চিহ্নিত করে তা যথাসময়ে দূরীকরণ/আয়ত্তে এনে পরিবেশগত অবনতি প্রতিরোধ করার জন্য স্থানীয় প্রশাসনকে পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান।

৫.২.১৫ তথ্য মন্ত্রণালয়

তথ্য মন্ত্রণালয় দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসে নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) গণমাধ্যমে (ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও অনলাইন) দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসসংক্রান্ত তথ্য প্রচারে বেতার, টেলিভিশন, সংবাদ মাধ্যম, তথ্য অধিদপ্তর (প্রেস ইনফরমেশন ডিপার্টমেন্ট), গণযোগাযোগ অধিদপ্তর এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরকে নির্দেশনা জারি করা;

খ) বেতার, টেলিভিশন, সংবাদপত্র, তথ্য অধিদপ্তর, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ ও পরিবীক্ষণ;

গ) দুর্যোগপ্রস্তুতি এবং দুর্যোগ-পরবর্তী সাড়াদান, মানবিক সহায়তা ও উদ্ধার কার্যক্রমে ব্যক্তি, পরিবার, সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে করণীয়গুলো উল্লেখ করে বেতার, টেলিভিশন ও অন্যান্য গণমাধ্যমের মাধ্যমে গণশিক্ষা ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ এবং নিয়মিত চালু রাখা;

ঘ) ঝুঁকিতে থাকা সাধারণ মানুষের কাছে বোধগম্য করার জন্য সিডব্লিউসি নির্দেশিকা অনুযায়ী সতর্ক বার্তাগুলোর কারিগরি ব্যাখ্যা নিশ্চিত করতে টিভি ও বেতারে একটি কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করা;

ঙ) ঘূর্ণিঝড় এবং বন্যার সতর্ক বার্তা ও সংকেত (সিগন্যাল) ব্যাপকভাবে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ;

চ) আপদকালীন পরিকল্পনা প্রণয়ন;

ছ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে শক্তিশালী লিয়াজোঁ স্থাপন করা;

জ) ঝুঁকিহ্রাস কর্মতৎপরতা ব্যবস্থাপনার জন্য বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিতকরণ;

ঝ) ভূমিকম্পের প্রস্তুতি সম্পর্কে গণসচেতনতার ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে গণমাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঞ) বজ্রপাত, ভূমিধস, রাসায়নিকসহ বিভিন্ন দুর্যোগের প্রস্তুতি সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যাপকভাবে গণমাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ;

ট) জীবন-জীবিকা রক্ষা করতে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক উদ্যোগ বিষয়ে বারবার সম্প্রচার করা;

ঠ) ভূমিকম্পের ঝুঁকিহ্রাসে অবকাঠামো নির্মাণকালে যাতে বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড মেনে চলা হয় সেজন্য ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ;

ড) ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের জন্য সরকার ও সরকারের বিভিন্ন বিভাগের স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসন-কার্যক্রম সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ।

জরুরি সাড়াদান

(১) সাড়াদান প্রস্তুতি পর্যায়

ক) দুর্যোগের আগে, দুর্যোগের সময় এবং দুর্যোগ-পরবর্তী পর্যায়ে গৃহীত পদক্ষেপ-সংবলিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়/দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক সরবরাহকৃত প্রচার পত্র/পুস্তিকাসহ প্রস্তুতি এবং বেঁচে থাকার কৌশল টেলিভিশন, বেতার ও অন্যান্য প্রচারমাধ্যমে জনপ্রিয় করে তোলা;

খ) গণমাধ্যমে ঘূর্ণিঝড়, ভূমিধস, আকস্মিক বন্যা ও বন্যার হুঁশিয়ারি সংকেতের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যাসহ ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ;

গ) দুর্যোগের আগাম পূর্বাভাস প্রচারে প্রয়োজন অনুযায়ী গণমাধ্যমকে সর্বাত্মক সহযোগিতা নিশ্চিতকরণ;

(২) সতর্কীকরণ/হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) মন্ত্রণালয়ে একটি নিয়ন্ত্রণকক্ষ স্থাপন করা;

খ) বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত হুঁশিয়ারি সংকেত বারবার প্রচার করা এবং ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার জনগণের করণীয় সম্পর্কে নির্দেশনা প্রচার করা;

গ) ঘূর্ণিঝড়ের সঠিক অবস্থা প্রতিফলনসহ ঘূর্ণিঝড়ের সর্বশেষ আবহাওয়া বার্তা বারবার প্রচার করা;

ঘ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত ঘোষণাগুলো সকল সরকারি-বেসরকারি রেডিও এবং টিভি চ্যানেলে নির্দেশিত সময়ে প্রচার করা।

ঙ) নিজস্ব সম্পদ রক্ষার্থে পদক্ষেপ গ্রহণ।

(৩) দুর্যোগ পর্যায়

(ক) নিয়ন্ত্রণকক্ষ ২৪/৭ ভিত্তিতে সার্বক্ষণিক চালু রাখা;

(খ) প্রচারিতব্য সংবাদ যাতে সঠিক, সুষ্ঠু এবং প্রকৃত অবস্থার চিত্র তুলে ধরে, যাতে জনমনে কোনো আতঙ্ক সৃষ্টি না হয়, তা নিশ্চিতকরণ এবং অযৌক্তিকও অপ্রাসঙ্গিক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকার জন্য জনসাধারণকে পরামর্শ প্রদান;

(গ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির মাধ্যমে অনুরোধকৃত পরিস্থিতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত খবর ও নির্দেশগুলো প্রচারের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ;

(ঘ) দুর্যোগ পরিস্থিতির সঠিক এবং সুষ্ঠু খবর দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে প্রকাশের স্বার্থে সাংবাদিকদের দুর্যোগকবলিত এলাকা পরিদর্শনের আয়োজন করা।

(৪) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়

(ক) ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসনের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর/সংস্থা কর্তৃক গৃহীত দীর্ঘ ও স্বল্পমেয়াদি ব্যবস্থাদি সম্পর্কে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ।

৫.২.১৫.১ বাংলাদেশ বেতার

দুর্যোগের আগে, দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগ-পরবর্তী প্রতিটি পর্যায়েই বাংলাদেশ বেতারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষত দুর্যোগপূর্ব পর্যায়ে জনসাধারণকে সতর্কীকরণ ও উদ্বুদ্ধকরণ এবং দুর্যোগকালে পরিস্থিতি সম্পর্কে জনগণকে অবহিতকরণ ও তাদের করণীয় সম্পর্কে সরকারি নির্দেশ বাংলাদেশ বেতার সম্প্রচার করবে:

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) বিএমডি, এফএফডব্লিউসি, এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ (ফ্যাক্স, ইমেইল, মোবাইল ফোন, টেলিফোন ইত্যাদি) স্থাপন;

খ) বিএমডি এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে নারী, শিশু, প্রবীণ ও প্রতিবন্ধীদের অন্তর্ভুক্তির আলোকে প্রতিরোধ, প্রস্তুতি, উদ্যোগ, সাড়াদান কার্যক্রম, সতর্ক বার্তা, সচেতনতা কর্মসূচির প্রচার;

গ) সরকারের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ও প্রয়োগ সম্পর্কে ছোট ছোট আলোচনা অনুষ্ঠান প্রচার;

ঘ) নৌ ও সমুদ্রবন্দরের জন্য সংশোধিত সতর্ক সংকেত সম্পর্কে সচেতনতামূলক প্রচারণার ব্যবস্থা;

ঙ) জরুরি অবস্থায় জীবন রক্ষাকারী ব্যবস্থা, উদ্ধার এবং ঘরের ব্যবহার্য জিনিসপত্র ও খাওয়ার পানি সংরক্ষণ নিরাপত্তা বিষয়ে বিশেষ অনুষ্ঠান সম্প্রচার;

চ) জীবন-জীবিকা রক্ষার জন্য ব্যক্তিগত ও পারিবারিক পর্যায়ে করণীয় বিষয় সম্পর্কে সম্প্রচার;

ছ) বেতার সম্প্রচারের মাধ্যমে গণসচেতনতা সৃষ্টি;

জ) ভূমিকম্পঝুঁকি কমাতে বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিংকোড যথাযথভাবে কার্যকর করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য সম্প্রচারের ব্যবস্থা;

ঝ) ভূমিকম্পঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সরকারি নির্দেশনা সম্প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঞ) ভূমিকম্প মোকাবিলায় সংস্থার নিজস্ব আপদকালীন পরিকল্পনা প্রণয়ন;

ট) বজ্রপাতসহ অন্যান্য ঝুঁকি মোকাবিলায় সচেতনতা সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় সম্প্রচারের ব্যবস্থা।

জরুরি সাড়াদান

(১) সাড়াদান প্রস্তুতি পর্যায়

(ক) ভূমিকম্প ও অন্যান্য দুর্যোগকালীন ব্যক্তি ও পরিবার পর্যায়ে প্রস্তুতির জন্য সচেতনতামূলক বিশেষ কার্যক্রম প্রচার করা;

(খ) বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র ও বিটিসিএলের সঙ্গে দ্রুততম যোগাযোগ-ব্যবস্থা স্থাপন ও সংরক্ষণ করা এবং যোগাযোগ-ব্যবস্থা অবিরাম চলা নিশ্চিতকরণ;

(গ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর ও আবহাওয়া অধিদপ্তরের সঙ্গে ফ্যাক্স/ফোন, ইমেইল ও মোবাইল এসএমএসের মাধ্যমে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ-ব্যবস্থা স্থাপন করা;

(ঘ) দুর্যোগ প্রতিরোধ, প্রশমন এবং প্রস্তুতি বিষয়ে জনগণের অবগতি এবং কার্যক্রম গ্রহণের জন্য আবহাওয়া অধিদপ্তর এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় বিশেষ কর্মপরিকল্পনা প্রচার করা;

(ঙ) বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর/দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর/সিপিপির সহযোগিতায় হুঁশিয়ারি সংকেতের ব্যাখ্যাসংক্রান্ত অনুষ্ঠান প্রচার করা;

(চ) বিশেষ আবহাওয়া বার্তা সম্প্রচারের সময় বার্তা সম্প্রচারকক্ষে ঘূর্ণিঝড় সতর্কীকরণ কেন্দ্র থেকে পাওয়া তথ্য উপস্থাপন;

(ছ) আদেশক্রমে দিনরাত ২৪ ঘণ্টা সম্প্রচার চালু রাখার ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।

(জ) ভূমিধস, আগাম ও আকস্মিক বন্যার পূর্বাভাস ও সতর্ক বার্তা প্রচার করা।

(২) সতর্কীকরণ/হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকে ১, ২, ৩ নম্বর সংকেত পাওয়ার পর সকল কেন্দ্র থেকে আবহাওয়ার পূর্বাভাস প্রচার করা এবং নিয়মিত বিরতিতে তা প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ।

খ) ৪ নম্বর হুঁশিয়ারি সংকেত পাওয়ার পর তা অবশ্যই এক ঘণ্টা পরপর বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরকর্তৃক প্রদত্ত ব্যাখ্যাসহ প্রচার করা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের পরামর্শানুযায়ী স্বাভাবিক প্রচার সময়ের পরও কোনো ধরনের বিরতি ছাড়াই প্রচার চালিয়ে যাওয়া।

গ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত ঘোষণাগুলো ঢাকা বেতারকেন্দ্র থেকে প্রচার করা, একইসঙ্গে সকল আঞ্চলিক বেতারকেন্দ্র থেকে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশ প্রচার করা ও প্রচারে স্থানীয় কথ্য ভাষা ব্যবহার করা;

ঘ) বন্যার হুঁশিয়ারি সংকেত পাওয়ার পরপর তা প্রচার করা;

ঙ) ঘূর্ণিঝড় বিপদ সংকেত ৩০ মিনিট পরপর এবং মহাবিপদ সংকেত ১৫ মিনিট পরপর প্রচার করা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের পরামর্শে স্বাভাবিক প্রচার সময়ের পরও প্রচার চালিয়ে যাওয়া;

চ) দুর্যোগে বাঁচার কৌশল, উদ্ধার এবং গৃহস্থালির জিনিসপত্র, খাওয়ার পানি ইত্যাদি রক্ষার উপায়-বিষয়ক বিশেষ নির্দেশনা প্রচার করা।

ছ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের পরামর্শক্রমে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় বসবাসরত জনগণকে নিরাপদ স্থানে সরানোর জন্য স্থানীয় প্রশাসন/কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হলে তা প্রচার করা।

(৩) দুর্যোগ পর্যায়

ক) (ঘূর্ণিঝড়ের বেলায়) প্রতি ৩০ মিনিট পরপর বিপদ সংকেত এবং ১৫ মিনিট পরপর মহাবিপদ সংকেত প্রচার করা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের পরামর্শে স্বাভাবিক সম্প্রচারের পরেও তা চালিয়ে যাওয়া;

খ) দুর্যোগ পরিস্থিতিতে দুর্যোগ প্রতিরোধক বিষয় সংবলিত তথ্য প্রচার করা;

গ) জীবনরক্ষার কৌশল, উদ্ধার এবং গৃহস্থালির জিনিসপত্র, খাওয়ার পানি ইত্যাদি রক্ষার উপায়-বিষয়ক বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার করা।

(৪) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়

(ক) দুর্গত এলাকার লোকজনের মনোবল অটুট রাখার জন্য অনুষ্ঠান প্রচার করা।

(খ) স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পুনর্বাসন-ব্যবস্থা সম্পর্কে অনুষ্ঠান প্রচার করা।

৫.২.১৫.২ বাংলাদেশ টেলিভিশন

দুর্যোগের বিভিন্ন পর্যায়ে বাংলাদেশ টেলিভিশন নিম্নরূপ ভূমিকা পালন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) বিএমডির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা এবং সম্ভাব্য সংযোগ বিচ্ছিন্নতা রোধে টেলিফোন লাইন ঠিকমতো কাজ করছে কি না, তা নিশ্চিতকরণ। বিএমডি, এফএফডব্লিউসি, এনডিআরসিসি ও ডিডিএমের সঙ্গে সার্বক্ষণিক ফ্যাক্স/ফোন, ইমেইল ও মোবাইল এসএমএস, স্যাটেলাইট ও অন্যান্য মাধ্যমে যোগাযোগের ব্যবস্থা গ্রহণ;

খ) ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে আপদ, ঝুঁকি কমানো, ঝুঁকি মোকাবিলা কৌশল, সাড়াদান ও উদ্ধারকাজ সমন্বয়, জননিরাপত্তা এবং প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রমের ওপর টকশো, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, শর্ট ফিল্ম, নাটকসহ বিশেষ অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা;

গ) বিএমডি, ডিডিএম ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সমন্বয় করে বিশেষ শিক্ষা ও সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা;

ঘ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ওপর শর্ট ফিল্ম ও ভিডিও সম্প্রচার করা;

ঙ) দুর্যোগসংক্রান্ত সব সরকারি নোটিশ/বিজ্ঞপ্তি সম্প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ;

চ) ভূমিকম্প ও অন্যান্য দুর্যোগ-বিষয়ক শর্ট ফিল্ম ও অন্যান্য তথ্যমূলক অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা;

ছ) বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড যথাযথভাবে কার্যকর করাসহ কীভাবে ভূমিকম্পঝুঁকি হ্রাস করা যায় সে সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সম্প্রচার করা;

জ) ভূমিকম্প-সম্পর্কিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সরকারি নির্দেশ সম্প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঝ) প্রতিষ্ঠানের কর্মী, যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশকে ভূমিকম্পের আঘাত ও অন্যান্য দুর্যোগ থেকে রক্ষার জন্য আপদকালীন পরিকল্পনা প্রণয়ন।

জরুরি সাড়াদান

(১) সাড়াদান প্রস্তুতি পর্যায়

ক) বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত বিশেষ অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা;

খ) আবহাওয়া বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাখ্যাসহ বিভিন্ন হুঁশিয়ারি সংকেত প্রচার করা;

গ) ঘূর্ণিঝড় সতর্ক কেন্দ্র থেকে বিশেষ আবহাওয়া বার্তা সম্প্রচারের সময় বার্তা সম্প্রচারক কর্তৃক বার্তা নিশ্চিত এবং রাডার ও উপগ্রহের সাহায্যে পাওয়া ছবি বর্ণনাসহ উপস্থাপন নিশ্চিতকরণ;

ঘ) বন্যা, সাইক্লোন, ভূমিকম্প ও অন্যান্য দুর্যোগপ্রস্তুতির ওপর সংক্ষিপ্ত চলচ্চিত্র এবং ভিডিও প্রদর্শন।

(২) সতর্কীকরণ/হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকে ঘূর্ণিঝড়-সংক্রান্ত ১, ২ ও ৩ নম্বর সংকেত পাওয়ার পর বাংলাদেশ টেলিভিশনের সকল উপকেন্দ্র থেকে সম্প্রচারসহ অবিলম্বে ঢাকা থেকে আবহাওয়ার পূর্বাভাস প্রচার করবে এবং নিয়মিত বিরতিতে তা ঘোষণা করবে। এ ছাড়া বন্যা পূর্বাভাস কেন্দ্র থেকে জারিকৃত বন্যা/আকস্মিক বন্যার হুঁশিয়ারি সংকেত প্রচার করবে।

খ) বাংলাদেশ টেলিভিশন ঘূর্ণিঝড়-সংক্রান্ত ৪ নম্বর হুঁশিয়ারি সংকেত প্রাপ্তির পর অবশ্যই এক ঘণ্টা পরপর তা ঘোষণা করবে (বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাখ্যাসহ) এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের পরামর্শক্রমে স্বাভাবিক সম্প্রচার সময়ের পরও কোনো ধরনের বিরতি ছাড়াই সম্প্রচার চালিয়ে

যাবে। ৩ নম্বর সংকেত প্রচারের পরপরই স্বাভাবিক সম্প্রচার সময়ের পরও টেলিভিশন সম্প্রচার অব্যাহত রাখার জন্য বাংলাদেশ টেলিভিশন এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মধ্যে পর্যাপ্ত ও সার্বক্ষণিক সমন্বয় রক্ষা করা;

গ) বিশেষ আবহাওয়া বার্তা সম্প্রচারকালীন ঘূর্ণিঝড় বার্তা, রাডারে স্যাটেলাইট থেকে পাওয়া ছবিসহ বার্তা নিশ্চিতকরণ;

ঘ) ঢাকা থেকে টেলিভিশনে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকে পাওয়া ঘোষণা সম্প্রচার করা;

ঙ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর কর্তৃক জারিকৃত সতর্কীকরণমূলক ব্যবস্থা-সম্পর্কিত নির্দেশ ঘোষণা করা;

চ) বন্যা সতর্ক সংকেত প্রাপ্তি সাপেক্ষে বিস্তারিতভাবে সম্প্রচার করা।

(৩) দুর্যোগ পর্যায়

(ক) ঘূর্ণিঝড়ের বেলায় প্রতি ৩০ মিনিট অন্তর বিপদ সংকেত এবং ১৫ মিনিট পরপর মহাবিপদ সংকেত সম্প্রচার করা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের পরামর্শে স্বাভাবিক সম্প্রচারের পরও তা চালিয়ে যাওয়া;

(খ) স্থানীয় প্রশাসন/কর্তৃপক্ষকে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা থেকে লোকজনকে সরিয়ে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ সম্প্রচার করা;

(গ) জীবনরক্ষার কৌশল, উদ্ধার, গৃহস্থালী সামগ্রী, পানীয় জল রক্ষার উপায় সম্পর্কে পরামর্শগুলো নিয়মিত সম্প্রচার করা।

(৪) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়

(ক) দুর্গত এলাকার জনগণের মনোবল অটুট রাখার জন্য অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা;

(খ) স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি পুনর্বাসন-ব্যবস্থা সম্পর্কে অনুষ্ঠান প্রচার করা।

৫.২.১৫.৩ গণযোগাযোগ অধিদপ্তর

গণযোগাযোগ অধিদপ্তর দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস বিষয়ে নিম্নবর্ণিত দায়িত্ব পালন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) ডিজিটাল মিডিয়া এবং চলচ্চিত্র, প্রামাণ্যচিত্র, পুস্তিকা এবং অন্যান্য তথ্য প্রচারের মাধ্যমে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ের আপদ, ঝুঁকিহ্রাস, ঝুঁকি মোকাবিলা কৌশল, সাড়াদান ও উদ্ধারকাজের সমন্বয়, জননিরাপত্তা এবং প্রস্তুতিমূলক কর্মকাণ্ডের তথ্যসহ গণসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রচারকার্যক্রম বাস্তবায়ন;

খ) ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসে ভৌত অবকাঠামো-সম্পর্কিত সচেতনতামূলক নির্দেশনা প্রচার;

গ) ভূমিকম্পসহ অন্যান্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ভিডিও, ফিল্ম, স্লাইড, পুস্তিকা, সংগীতানুষ্ঠান (পটগান) ইত্যাদির মাধ্যমে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে গণসচেতনতার জন্য প্রচারকার্যক্রম বাস্তবায়ন;

ঘ) ভূমিকম্পঝুঁকি কমাতে বিল্ডিংকোড অনুসরণ বিষয়ে প্রচার;

ঙ) ভূমিকম্প থেকে কীভাবে জানমাল রক্ষা করা যায় সে বিষয়ে নির্মিত চলচ্চিত্র জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন, গ্রাম পর্যায়ে জনবহুল স্থান, স্কুল, কলেজ, হাটবাজার, রেল স্টেশন, বাস টার্মিনাল, লঞ্চঘাট, গ্রোথ সেন্টারে প্রদর্শন।

জরুরি সাড়াদান

(১) সাড়াদান প্রস্তুতি পর্যায়

ক) দুর্যোগ বিষয়ে জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য গণযোগাযোগ অধিদপ্তর সিডব্লিউসি নীতিমালা মেনে নিম্নলিখিত বিষয়ে ভিডিও, ফিল্ম, সিনেমা, স্লাইড, পুস্তিকা প্রভৃতির মাধ্যমে প্রচার করবে:

– সাধারণ সময় দুর্যোগ হ্রাস/প্রশমন/প্রস্তুতিমূলক কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করলে দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করা যায়;

– দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য দুর্যোগকালে দায়িত্ব ও কর্তব্য;

– দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতি কমাতে ভৌত অবকাঠামা-সম্পর্কিত নির্দেশ প্রচার করা;

খ) উল্লিখিত বিষয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের কারিগরি পরামর্শ (Technical Advice) নেওয়া।

(২) সতর্কীকরণ/হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) এ পর্যায়ে কী করণীয় সে বিষয়ে দুর্যোগপ্রবণ এলাকার জনসাধারণকে বিভিন্ন প্রচারমাধ্যমে জানানো।

(৩) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়

ক) জনসাধারণের মনোবল অটুট রাখা এবং জনজীবনকে স্বাভাবিক পর্যায়ে আনার জন্য দুর্গত এলাকায় প্রচারকার্য পরিচালনা করা। বিশেষত মহামারি, সাধারণ নিরাপত্তা, সামাজিক নিরাপত্তা, মনঃসামাজিক সেবা, কৃষিসহ অন্যান্য সেক্টরের পুনর্বাসন বিষয়ে জনসাধারণকে পরামর্শ প্রদান।

৫.২.১৫.৪ তথ্য অধিদপ্তর

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) বিভিন্ন আপদ ঝুঁকি ও দুর্যোগের ওপর গণমাধ্যমে লেখনী, প্রচারপত্র, সরকারি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নিয়মিত প্রচার নিশ্চিতকরণ;

খ) দুর্যোগসংক্রান্ত তথ্য সম্প্রচারে স্বচ্ছ ধারণা লাভের জন্য সচেতনতামূলক প্রচারণা বৃদ্ধি নিশ্চিতকরণ;

জরুরি সাড়াদান

ক) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের জন্য দুর্যোগসংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও প্রচার করা;

খ) ভিত্তিহীন প্রতিবেদন পরিবেশনে সৃষ্ট শঙ্কা পরিহারে গণমাধ্যমকে সঠিক তথ্য পরিবেশন করা।

৫.২.১৫.৫ বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর

এ অধিদপ্তর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নিম্নলিখিত কাজগুলো করবে:

ক) বিভিন্ন আপদের ওপর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের চলচ্চিত্র, কাহিনি চিত্রিত স্লোগান, যোগাযোগবার্তা তৈরি করবে;

খ) দুর্যোগে জনগণকে প্রস্তুত থাকার জন্য মাঠ পর্যায়ের আহরিত শিক্ষণের ওপর ভিত্তি করে চলচ্চিত্র, তথ্যচিত্র তৈরি করা।

৫.২.১৬ ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো ও সেবার জন্য আপদকালীন পরিকল্পনা প্রণয়ন;

খ) সুনামি সতর্কীকরণের জন্য ভারত মহাসাগর সুনামি সতর্কীকরণ সংকেত পদ্ধতির সঙ্গে সরাসরি সংযোগ স্থাপন;

গ) ঘূর্ণিঝড় ও অন্যান্য সতর্কীকরণ/পূর্বাভাস সহায়তা কেন্দ্রের সঙ্গে আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ পদ্ধতির সংযোগ স্থাপন;

ঘ) দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় মহাকাশ প্রযুক্তি ও সুবিধা গ্রহণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

জরুরি সাড়াদান

ক) দুর্যোগকালীন টেলিযোগাযোগ-ব্যবস্থা সচল রাখতে সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও সংস্থাগুলোকে নির্দেশনা প্রদান ও পরিবীক্ষণ করা;

খ) দুর্যোগে বিধ্বস্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত টেলিযোগযোগ ও মোবাইল যোগাযোগ অবকাঠামো ও সরবরাহ জরুরি মেরামত ও পুনঃস্থাপনে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান;

গ) দুর্যোগে সতর্ক বার্তা মোবাইলের মাধ্যমে প্রেরণের জন্য টোল ফ্রি ব্যবস্থা রাখতে নীতিমালায় সংযোজন করা।

৫.২.১৬.১ বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স রেগুলেটরি কমিশন

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) সকল মোবাইল কোম্পানির সঙ্গে নেটওয়ার্ক স্থাপন করা এবং এলাকার জনগণের কাছে আগাম সতর্কীকরণমূলক তথ্য দ্রুত পৌঁছে দিতে সেগুলো ব্যবহার করা;

খ) ডাকঘরের চিঠিপত্র ও ডকুমেন্ট, সরকারি দলিলপত্রাদি, নগদ অর্থ ও অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রীর অবকাঠামো ও সেবাগুলো ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে রক্ষার জন্য ঝুঁকি নিরূপণ ও ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম পরিচালনা করা;

গ) টেলিফোন সার্ভিস সার্বক্ষণিক চালু রাখতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের আগাম নির্দেশ প্রদান;

ঘ) কার্যকর আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ও বিএমডিকে সহায়তা প্রদান;

ঙ) খাতওয়ারি ঝুঁকি নিরূপণ করা এবং একটি খাতওয়ারি ঝুঁকি কমানো ও প্রস্তুতিমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন;

চ) ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রমের জন্য বাজেট সংস্থান নিশ্চিতকরণ;

ছ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে শক্তিশালী যোগাযোগ ও সমন্বয় গড়ে তোলা;

জ) সকল টেলিফোন ও ইন্টারনেট প্রোভাইডারদের নির্দেশনাগুলো অনুসরণ করার পরামর্শ প্রদান এবং দুর্যোগ পরিস্থিতিতে প্রয়োজনীয় সহায়তা নিশ্চিতকরণ;

ঝ) দুর্যোগ পরিস্থিতিতে ব্যবস্থাপনা ও কারিগরি কর্মীদের যারা কাজ করবে তাদের সমন্বয়ে একটি টাস্কফোর্স গঠন করা;

ঞ) দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে করণীয় ও সাড়াদান বিষয়ে টাস্কফোর্স সদস্যদের সক্ষমতা বাড়াতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

ট) সকল বিভাগকে অন্তর্ভুক্ত করে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আপদকালীন পরিকল্পনা প্রণয়ন।

জরুরি সাড়াদান

(১) সাড়াদান প্রস্তুতি পর্যায়

ক) ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকাগুলোতে দুর্যোগ-পরবর্তী জরুরি ডাক, টেলিযোগাযোগ এবং টেলিগ্রাম সার্ভিস প্রদানের জন্য আগাম পরিকল্পনা প্রণয়ন;

খ) ডাক এবং সরকারি রেকর্ডপত্র, নগদ অর্থ ও অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী যথা স্ট্যাম্প, সিল, সঞ্চয়পত্র ও গুরুত্বপূর্ণ রেকর্ড ইত্যাদির ক্ষতি রোধে পদক্ষেপ গ্রহণ নিশ্চিত করা।

(২) সতর্কীকরণ/হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) আসন্ন দুর্যোগকালে দ্রুত বেতার যোগাযোগ স্থাপনের জন্য বেতারযন্ত্রে (অয়্যারলেস সেট) জরুরি ভিত্তিতে ফ্রিকোয়েন্সি বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে;

খ) ফ্যাক্স, টেলিফোন এবং টেলিগ্রাফের মাধ্যমে দ্রুত সংকেত বার্তা পূর্বনির্ধারিত কেন্দ্রে বিতরণ নিশ্চিতকরণ;

গ) জনবসতি আছে এমন সব দ্বীপ, চর, দ্বীপচর. হাওর, পার্বত্য এলাকাকে টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্কের আওতায় আনা।

(৩) দুর্যোগ পর্যায়

ক) সার্বক্ষণিক টেলিযোগাযোগ সার্ভিস চালু রাখতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ;

খ) রেডক্রিসেন্ট, সিপিপি ও অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবক সংস্থাসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তরের টেলিফোন ও টেলিপ্রিন্টারের জরুরি নম্বরগুলোর একটি তালিকা তৈরি করা এবং সেগুলো চালু রাখা। দুর্যোগপ্রস্তুতি ও জরুরি কাজে নিয়োজিত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের এবং এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণকক্ষ থেকে প্রাপ্ত অভিযোগের ব্যাপারে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ গ্রহণ;

গ) সেবা প্রদানকারীদের (সার্ভিস প্রোভাইডার) সঙ্গে যোগাযোগ রাখা এবং সার্বিক সমর্থন প্রদান;

ঘ) জরুরি কাজে ব্যবহারের জন্য বিকল্প যোগাযোগের ব্যবস্থা রাখা এবং প্রয়োজনে দুর্গত এলাকায় তা চালুর জন্য প্রস্তুত রাখা।

(৪) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়

ক) বিচ্ছিন্ন টেলিফোন/টেলিগ্রাফ লাইন জরুরি ভিত্তিতে মেরামত এবং পুনঃস্থাপনের জন্য টেকনিশিয়ান নিযুক্ত করা;

খ) দুর্যোগপূর্ণ এলাকায় টেলিফোন/টেলিগ্রাফ/বেতার সম্প্রচার ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় সংযোগ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা।

৫.২.১৬.২ বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড

বিটিসিএল নিজস্ব স্বাভাবিক কার্যক্রম এবং কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ছাড়াও দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসে নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করবেন:

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) খাতওয়ারি ঝুঁকি ও ক্ষয়ক্ষতির হিসাব করা এবং ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন;

খ) পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা;

গ) দুর্যোগের ঝুঁকি বিবেচনায় বিটিসিএলসহ সকল টেলিযোগাযোগ সেবা প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা ও সার্ভিস নিশ্চিতের লক্ষ্যে আপদকালীন পরিকল্পনা প্রণয়ন।

জরুরি সাড়াদান

(১) সাড়াদান প্রস্তুতি পর্যায়

ক) বিটিসিএল সদর দপ্তর এবং ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকায় বিদ্যমান অধীনস্থ অফিসগুলোতে তথ্যকেন্দ্র চালু করা;

খ) দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় নিজস্ব জনবল, স্থাপনা ও সম্পত্তি রক্ষা এবং নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ।

(২) সতর্কীকরণ/হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) দুর্যোগকালে দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় অত্যাবশ্যকীয় টেলিযোগাযোগ সার্ভিস প্রদানের উদ্যোগ এবং পরিকল্পনা প্রণয়ন;

খ) জরুরি ভিত্তিতে টেলিফোন এবং টেলিগ্রাফ লাইন মেরামত এবং পুনঃস্থাপনের উদ্দেশ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত যন্ত্রপাতি টেলিফোন স্থাপনকারী ও যন্ত্র প্রকৌশলী প্রস্তুত রাখা।

(৩) দুর্যোগ পর্যায়

ক) সার্বক্ষণিক টেলিফোন সার্ভিস চালু রাখার জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ;

খ) জরুরি সার্ভিস প্রদানকল্পে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর ও অন্যান্য সংস্থা যথা রেডক্রিসেন্ট, সিপিপি ও স্বেচ্ছাসেবক সংস্থাগুলোতে জরুরি টেলিফোন ও টেলিপ্রিন্টার চালু রাখা;

গ) ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি এবং অত্যাবশ্যকীয় কাজে নিয়োজিত মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর/সংস্থার নিয়ন্ত্রণকক্ষ থেকে পাওয়া অভিযোগের তাৎক্ষণিক নিষ্পত্তিকরণ;

ঘ) দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় জরুরি ভিত্তিতে ব্যবহারের জন্য সংযোগ স্থাপনকারী যন্ত্রাংশ (কমিউনিকেশন সেট) প্রস্তুত রাখা;

ঙ) দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় সশস্ত্র বাহিনী নিয়োজিত হলে টেলিফোন সংযোগ দেওয়া।

(৪) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়

ক) দুর্যোগের সময় বিচ্ছিন্ন টেলিযোগাযোগ-ব্যবস্থা (বেসরকারি মোবাইল অপারেটরদের নেটওয়ার্ক সহ সকল টেলিযোগাযোগ) জরুরি ভিত্তিতে মেরামত এবং পুনঃস্থাপন করা। দ্বীপ, চর, দ্বীপচর. হাওর, পার্বত্য এলাকায় টেলিযোগাযোগ স্থাপনের বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ;

খ) বিধ্বস্ত টেলিফোন ও টেলিপ্রিন্টার ব্যবস্থা পুনর্বাসনের/পুনঃস্থাপনের জন্য প্রকল্প গ্রহণ।

৫.২.১৬.৩ বাংলাদেশ ডাক বিভাগ

স্বাভাবিক কাজ এবং নিজস্ব কর্মপরিকল্পনা ছাড়াও নিম্নলিখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) খাতভিত্তিক ঝুঁকি ও সংকট নিরূপণ এবং ঝুঁকিগ্রস্ত স্থাপনা ও নকশা নিশ্চিতকরণ এবং তা মজবুতকরণ;

খ) নতুন স্থাপনা তৈরিতে নিরাপদ এলাকা নিশ্চিতকরণ।

গ) জরুরি অবস্থায় সার্ভিস নিশ্চিতকল্পে আপদকালীন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও প্রস্তুতিমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করা।

জরুরি সাড়াদান

(১) সাড়াদান প্রস্তুতি পর্যায়

ক) দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় দুর্যোগের আগে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কী করণীয় তার ওপর নিজস্ব কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ;

খ) ডাক বিভাগের মাঠ পর্যায়ের অফিস ও নিয়ন্ত্রণকক্ষ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের জরুরি পরিচালনা কেন্দ্রের সঙ্গে সংযোগ রক্ষার জন্য একজন সংযোগকারী কর্মকর্তা চিহ্নিত করা;

গ) ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকায় প্রতি বছর এপ্রিল ও সেপ্টেম্বর মাসে মহড়ার আয়োজন করা।

(২) সতর্কীকরণ/হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) ঘূর্ণিঝড়, বন্যা ও অন্যান্য দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, এমন এলাকায় বিভাগীয় জনবল, স্থাপনা, প্রযুক্তিগত সরঞ্জামাদি এবং সম্পত্তি রক্ষা ও নিরাপত্তা-ব্যবস্থা গ্রহণ।

(৩) দুর্যোগ পর্যায়

ক) অধীনস্থ কর্মকর্তা ও অন্যদের সহযোগিতায় ডাক এবং টেলিযোগাযোগ সার্ভিসের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ;

খ) দুর্যোগকবলিত এলাকায় জরুরি ডাক ও টেলিযোগাযোগ সার্ভিসের ব্যবস্থা রাখা;

গ) মেইল এবং সরকারি রেকর্ড, নগদ অর্থ ও অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী, যেমন: প্রযুক্তিগত সরঞ্জামাদি, স্ট্যাম্প, সিল, সেভিং সার্টিফিকেট গুরুত্বপূর্ণ রেকর্ড ইত্যাদির ক্ষতি পরিহারের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ।

(৪) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়

ক) মানবিক সহায়তাকেন্দ্র/দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্রের লোকজন নিজ নিজ এলাকায় ঘরবাড়িতে পুনর্বাসিত হলে তাদের ডাক সার্ভিস সুবিধা প্রদান, বিভিন্ন পুনর্বাসনমূলক কাজের মজুরি পিওএস মেশিনে আঙ্গুলের শিরার

ছাপ নেওয়ার মাধ্যমে বিলের টাকা প্রদানসহ সরকারি নির্দেশনা/রিকুইজিশনের ভিত্তিতে অস্থায়ী ডাকঘর পরিচালনা করা;

খ) স্থানান্তর, উদ্ধার, মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসনকালীন ডাকব্যবস্থা চালু রাখতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের প্রচেষ্টায় সহায়তা দান করা;

গ) দুর্যোগকালে ডাকব্যবস্থা চালু রাখার উপযোগিতা ব্যাখ্যা করে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তির ওপর নির্দেশ জারি করা।

৫.২.১৭ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

দুর্যোগঝুঁকি মোকাবিলা কার্যক্রম:

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম :

ক) দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় ড্রোন, আর্টিফিশিয়াল ইন্টিলিজেন্সসহ অন্যান্য তথ্যপ্রযুক্তি কৌশল উন্নয়নে প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত সেবার ব্যবস্থা গ্রহণ;

খ) ডিজিটাল মেলা আয়োজনের মাধ্যমে দুর্যোগ-বিষয়ক তথ্যপ্রযুক্তি কার্যক্রম প্রচারে সহযোগিতা প্রদান;

গ) দুর্যোগ-বিষয়ক তথ্য, প্রকাশনা ও ডকুমেন্টারি, পাবলিক-প্রাইভেট ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঘ) বিভাগের ডাটা সেন্টার ইন্টারনেট অবকাঠামো ও সেবার জন্য আপদকালীন পরিকল্পনা প্রণয়ন;

ঙ) দুর্যোগঝুঁকি যোগাযোগ, ই-লার্নিং ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ওয়েবপেজ/ওয়েবসাইট চালু করা এবং এতে সকলের প্রবেশাধিকারে সার্ভার সুবিধা প্রদানে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে নির্দেশনা প্রদান।

চ) জেলা, উপজেলা তথ্য বাতায়ন ও ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনা-বিষয়ক কন্টেন্ট আপলোড ও সতর্ক বার্তা প্রচারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

ছ) উপকূলীয় এলাকায় মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারগুলোকে GPS/GPRS সিস্টেমের আওতায় আনয়নের মাধ্যমে দুর্যোগের স্বয়ংক্রিয় সংকেত প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ;

জ) আইসিটি ক্যাম্পেইনে দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিষয়কে অগ্রাধিকার প্রদান।

জরুরি সাড়াদান

ক) জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সিস্টেম (GIS) প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে –

- বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্পসহ অন্যান্য দুর্যোগকবলিত এলাকা নিরীক্ষণ;
- সবচেয়ে ঝুঁকিপ্রবণ এলাকা চিহ্নিত করে অধিক গুরুত্বারোপ এবং
- সুষম মানবিক সহায়তা বণ্টন মানচিত্রায়ণ নিশ্চিতকরণ;

খ) দুর্যোগকালে ইন্টারনেট ব্-বস্থা সচল রাখতে সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও সংস্থাগুলোকে নির্দেশনা প্রদান ও পরিবীক্ষণ করা;

গ) দুর্যোগে বিধ্বস্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত সার্ভার, ইন্টারনেট যোগাযোগ-কাঠামো জরুরি মেরামত ও পুনঃস্থাপনে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান।

৫.২.১৮ স্থানীয় সরকার বিভাগ

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় এ বিভাগ নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) সকল উন্নয়ন পরিকল্পনায় ও অবকাঠামো নির্মাণে নারী, শিশু, প্রবীণ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তির আলোকে দুর্যোগঝুঁকি বিবেচনা নিশ্চিতকরণ;

খ) উপকূলীয় দ্বীপাঞ্চলে দুর্যোগ সাড়াদানের নিমিত্ত হেলিপ্যাড নির্মাণ করা;

গ) নারী, শিশু, প্রবীণ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তির আলোকে বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল আপদ ঝুঁকি বিশেষ করে ভূমিকম্পঝুঁকি এবং স্থানীয় পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনায় রেখে সকল নির্মাণকাঠামোর নকশা প্রণয়ন।

ঘ) ভূমিকম্পসহ অন্যান্য দুর্যোগের জন্য আপদকালীন পরিকল্পনা প্রস্তুত করা এবং পর্যায়ক্রমে তা হালনাগাদ করা;

ঙ) বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড (বিএনবিসি) অনুসরণ করে ভবনসহ অন্যান্য স্থাপনা নিশ্চিতকরণ;

চ) অবকাঠামো নির্মাণ ও নগর পরিকল্পনায় ভূমিকম্পঝুঁকি প্রশমন করতে অবকাঠামো ও নগর বিষয়ে প্রকৌশলী, পরিকল্পনাবিদ, স্থাপত্যবিদদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ;

ছ) স্থানীয় সরকার বিভাগের একজন কর্মকর্তাকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা-বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে মনোনীত করা;

জ) উদ্ধার ও সাড়াদান সামগ্রী ক্রয়ে যথাসময়ে অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা এবং নগর ও গ্রামীণ স্থানীয় সরকার সংস্থাসমূহের নিজস্ব স্বেচ্ছাসেবক তৈরি ও ব্যবস্থাপনা করা;

ঝ) স্থানীয় সরকার কর্তৃক পরিচালিত সকল সেবা নারী, শিশু, প্রবীণ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তির আলোকে পরিচালনা;

ঞ) স্থানীয় সরকার সংস্থাসমূহের সকল পর্যায়ে ঝুঁকিহ্রাস, সাড়াদান ও পুনর্বাসনে সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

জরুরি সাড়াদান

(১) সাড়াদান প্রস্তুতি পর্যায়

ক) আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে নারী, শিশু ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের যাতায়াত সহজগম্য করার জন্য প্রয়োজনীয় সংযোগ-সড়ক, সেতু, র‍্যাম্প নির্মাণে স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলোকে নির্দেশনা প্রদান;

খ) তীর হতে দূরবর্তী দ্বীপগুলোতে ও উপকূলীয় অঞ্চলের ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণে এবং উপজেলা সদর দপ্তরে মাটির উঁচু ঢিবি ও হেলিপ্যাড নির্মাণে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার ও সংস্থাগুলোকে নির্দেশনা প্রদান;

গ) গ্রাম প্রতিরক্ষা দল, আনসার, পরিবার পরিকল্পনা কর্মী, কৃষি, পশুসম্পদ, মৎস্য, শিক্ষা বিভাগীয় কর্মচারী, এনজিও ও সিপিপি স্বেচ্ছাসেবকদের কার্যক্রমের সঙ্গে সমন্বয়ের জন্য ইউনিয়ন পরিষদকে নির্দেশনা প্রদান;

ঘ) মানবিক সহায়তা ও অন্যান্য কার্যক্রমে জরুরি সরবরাহ উপজেলা পর্যায়ে এবং উদ্ধার সরঞ্জামাদি ইউনিয়ন পরিষদে মজুতের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ;

ঙ) সকল স্তরে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলের প্রয়োজনীয় ইউনিটগুলো সংগঠিত করা;

চ) জনবসতি, সংরক্ষিত পুকুর ও পানীয় জলের অন্যান্য উৎসের অবস্থানসহ মানচিত্র তৈরির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

ছ) উপজেলা পর্যায়ে নলকূপ ও খুচরা যন্ত্রাংশ মজুত নিশ্চিতকরণ।

(২) সতর্কীকরণ/হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের কন্ট্রোল রুমের সঙ্গে সংযোগ রক্ষার জন্য একজন কর্মকর্তাকে মনোনীত করা;

খ) আসন্ন ঘূর্ণিঝড়/বন্যা দুর্যোগ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্ক করা;

গ) উদ্ধার, মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসনকাজে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের প্রস্তুতি তদারকি;

ঘ) সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/মানবিক সহায়তা সংস্থার সঙ্গে প্রয়োজনীয় সমন্বয়সাধন;

ঙ) ঘূর্ণিঝড়/বন্যাপ্রবণ এলাকাগুলোতে মানুষ ও প্রাণিসম্পদের আশ্রয়ের জন্য আশ্রয়কেন্দ্র, উঁচু ঢিবি, উঁচু ভূমি, মুজিব কিল্লা, ব্যক্তিগত দালানকোঠা, স্কুল এবং উঁচু নিরাপদ স্থানগুলো নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধীবান্ধব করতে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ;

চ) স্থানীয় সরকার বিভাগে একটি নিয়ন্ত্রণকক্ষ স্থাপন করা।

(৩) দুর্যোগ পর্যায়

ক) সার্বক্ষণিক নিয়ন্ত্রণকক্ষের কাজ চালিয়ে যাওয়া নিশ্চিতকরণ;

খ) বিভিন্ন পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলোর উদ্ধার, স্থানান্তর, মানবিক সহায়তাসহ অন্যান্য মানবিক সহায়তা-কার্যক্রমে স্থানীয় সরকারের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ;

গ) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দুর্যোগকবলিত জনগণের স্থানান্তর নিশ্চিতকরণ;

ঘ) আশ্রয়কেন্দ্রের কার্যক্রম পরিচালনায় সহযোগিতা প্রদানে উপজেলা পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা নিয়োজিত করা;

ঙ) বিশুদ্ধ পানীয় জলের সরবরাহ নিশ্চিতকরণ;

চ) স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে সার্বক্ষণিক সংযোগ রক্ষা করা;

ছ) উদ্ধার ও মানবিক সহায়তা-কার্যক্রমে জেলাপ্রশাসক এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে সহযোগিতা করার জন্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ;

জ) প্রতিটি উপজেলার ক্ষতিগ্রস্ত নলকূপ, পয়োনিষ্কাশনগুলোর জরুরি মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ এবং দুর্যোগকবলিত হয়নি, এমন এলাকা থেকে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় টেকনিশিয়ান পাঠানোর ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঝ) সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভার আওতায় স্থাপিত এলইডিসহ ডিজিটাল ডিসপ্লেগুলোতে দুর্যোগের আগাম বার্তা প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ।

(৪) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়

ক) নারী, শিশু, প্রবীণ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সামাজিক অন্তর্ভুক্তির আলোকে ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ করা ও পুনর্বাসন-পরিকল্পনা প্রণয়ন;

খ) সকল স্তরে মানবিক সহায়তা-কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান;

গ) জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত জরুরি সেবা, যেমন: পানি, পয়োনিষ্কাশন, জনস্বাস্থ্যসেবা ইত্যাদি দ্রুততার সঙ্গে পুনঃস্থাপন করা অথবা বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঘ) ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, ভূমিকম্প ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক, কালভার্ট, ব্যাবসায়িক অবকাঠামো মেরামত/পুনর্নির্মাণের কাজে দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণ;

ঙ) অত্যাবশ্যকীয় জিনিসপত্রের মূল্য স্থিতিশীল রাখার ব্যাপারে ইউনিয়ন পরিষদ/উপজেলা পরিষদ/পৌরসভা এবং শহর কমিটিগুলোকে সহযোগিতা প্রদান;

চ) দুর্যোগের আগে বা পরে ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকাগুলোতে গভীর ও অগভীর নলকূপ স্থাপনের বিষয়ে পরিকল্পনা তৈরির জন্য জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরকে নির্দেশ প্রদান এবং তার জন্য অর্থের ব্যবস্থা গ্রহণ;

ছ) পুনর্বাসন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে অবকাঠামো-সুবিধা নিশ্চিতকরণ, যেমন: ধ্বংসস্তূপ ব্যবস্থাপনা (Debris Management) করা।

৫.২.১৮.১ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) এলজিইডির উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুতকালে আপদ, ঝুঁকি বিবেচনায় রাখা;

খ) বন্যার পানি যাতে সহজেই সরে যেতে পারে সেটা বিবেচনায় রেখে সংযোগ সড়ক, সেতু ও কালভার্টের পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সেগুলোর মেরামত সম্পন্ন করা;

গ) জনসংখ্যা, ব্যবসায়কেন্দ্র, সংরক্ষিত পুকুর/পানি সংরক্ষণাগার, নলকূপ এবং পানীয় জলের অন্যান্য উৎস চিহ্নিত করে সামাজিক মানচিত্র তৈরি করা;

ঘ) সংস্থার আপদকালীন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং পর্যায়ক্রমে তা হালনাগাদ করা;

ঙ) বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিংকোড অনুসরণ করা এবং এটা কার্যকর করতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ;

চ) অবকাঠামো নির্মাণ ও নগর পরিকল্পনায় ভূমিকম্পঝুঁকি প্রশমনে অবকাঠামো ও নগর পরিকল্পনা বিষয়ে প্রকৌশলী, কারিগরি কর্মকর্তা, পরিকল্পনাবিদ ও নকশাবিদদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন;

ছ) দুর্যোগকবলিত এলাকার পুনর্গঠনকাজে বিশেষজ্ঞ প্রকৌশলীদের উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ;

জ) পূর্ববর্তী রেকর্ডকৃত বন্যাসীমা এবং বাস্তব অবস্থা বিবেচনাপূর্বক রাস্তাঘাট ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ।

জরুরি সাড়াদান

(১) সাড়াদান প্রস্তুতি পর্যায়

ক) দুর্যোগকালে উদ্ধারকাজ ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সহজ যোগাযোগ-ব্যবস্থা সৃষ্টির লক্ষ্যে ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কমিউনিটি সেন্টার ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র অভিমুখী সড়ক, সেতু, কালভার্ট মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা;

খ) জনসাধারণ ও গবাদি পশুর নিরাপদ পানীয় জল প্রাপ্তি কল্পে (লবণাক্ত পানি প্রবেশ রোধে) ঘূর্ণিঝড়প্রবণ উপকূলীয় এলাকায় পুকুরপাড় উঁচু করার পরামর্শ প্রদান;

গ) মানবিক সহায়তা-সামগ্রীর নির্বিঘ্ন চলাচল নিশ্চিত করতে সেতু ও কালভার্টের ক্ষেত্রে বেইলি ব্রিজ নির্মাণসামগ্রী মজুত ও সংরক্ষণ এবং ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক মেরামত করা;

ঘ) উপজেলা পরিষদ নিয়ন্ত্রিত ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের ভিত্তিস্তর বন্যার স্তরের চেয়ে উঁচুতে রাখা এবং নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করা।

(২) সতর্কীকরণ/হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) অধিদপ্তরের সদর দপ্তরে একটি নিয়ন্ত্রণকক্ষ পরিচালনা করা;

খ) স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাগুলোতে যোগদান করা এবং স্থানান্তর, উদ্ধার ও মানবিক সহায়তা কর্মকান্ড পরিচালনায় সহায়তা প্রদান;

গ) আসন্ন দুর্যোগ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্ক করা, মালামাল, মজুত ও যন্ত্রপাতির নিরাপত্তার জন্য সতর্কীকরণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঘ) পানি নিষ্কাশন পথে বাধা সৃষ্টিকারী যেকোনো বস্তু সরিয়ে ফেলার নিশ্চয়তা প্রদান;

ঙ) দুর্যোগপ্রবণ এলাকাগুলোতে মানুষ এবং প্রাণিসম্পদের আশ্রয়ের জন্য আশ্রয়কেন্দ্র, মুজিব কিল্লা, ব্যক্তিগত দালান, স্কুল ও মাদ্রাসা এবং উঁচু নিরাপদ স্থান শনাক্ত করতে সাহায্য করা।

(৩) দুর্যোগ পর্যায়

ক) নিয়ন্ত্রণকক্ষ সার্বক্ষণিকভাবে চালুর নিশ্চয়তা দেওয়া এবং স্থানান্তর, উদ্ধার ও মানবিক সহায়তাকাজে সাহায্য প্রদান নিশ্চিতকরণ;

খ) সকল স্তরে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির সঙ্গে সমন্বয়সাধন;

গ) ঘূর্ণিঝড়/বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ নিশ্চিতকরণ এবং প্রয়োজনে সংযোগ সড়ক তৎক্ষণিক মেরামত করা;

ঘ) বন্যা বা অতিবৃষ্টির ফলে সৃষ্ট জলাবদ্ধতা দূরীকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

(৪) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়

ক) ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ করা;

খ) সকল স্তরে উদ্ধার ও পুনর্বাসনকাজে সহায়তা প্রদান;

গ) স্থানীয় উৎস এবং সরকারের কাছ থেকে প্রাপ্ত মালামালের সাহায্যে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ি, সড়ক, সেতু/কালভার্ট পুনর্নির্মাণ-কাজ সম্পন্ন করা;

ঘ) ঘূর্ণিঝড়,বন্যা ও ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক, সেতু এবং কালভার্টগুলোর মেরামত/পুনর্নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া;

ঙ) স্থানান্তর এবং মানবিক সহায়তা সেবা প্রদানে অপরিহার্য সড়কগুলোর জন্য স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প তৈরি করা;

চ) পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় Build Back Better নীতি অনুসরণ করা।

৫.২.১৮.২ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

ভূগর্ভে আর্সেনিক দূষণ এবং উপকূলীয় এলাকায় পানিতে লবণাক্ততার কারণে নিরাপদ পানীয় জলের সরবরাহ নিশ্চিতকরণের বিষয়টি দুর্যোগের সময় আরো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। তখন নিরাপদ পানীয় জলের অভাবে জনগণ দূষিত পানি ব্যবহারে বাধ্য হয় যার দরুন ডায়রিয়া রোগ মহামারি আকারে দেখা দেয়। দুর্যোগের (বিশেষত ঘূর্ণিঝড় ও বন্যার) ক্ষেত্রে ডিপিএইচইর স্বাভাবিক দায়িত্বের অতিরিক্ত নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করবে :

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) কমিউনিটির অংশগ্রহণে নিরাপদ পানীয় জল ব্যবহার ও স্বাস্থ্যসম্মত অভ্যাস বিষয়ে স্থানীয় পর্যায়ের ঝুঁকি চিহ্নিত করা এবং ঝুঁকিহ্রাসে করণীয় নিশ্চিতকরণ;

খ) গৃহীত ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে সরকার, এনজিও এবং অন্যান্য বেসরকারি খাতের সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের সমন্বিত কৌশল তৈরি করা;

গ) দ্বৈততা এড়াতে এবং সহযোগিতা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট এনজিও এবং ব্যবসায় খাতের কর্মকাণ্ডের সমন্বয়সাধন;

ঘ) সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করতে কার্যকর পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতি হাতে নেওয়া।

জরুরি সাড়াদান

(১) সাড়াদান প্রস্তুতি পর্যায়

ক) দুর্যোগপ্রবণ এলাকা চিহ্নিত করা এবং সকল এলাকায় নিরাপদ পানীয় জল সরবরাহের জন্য পর্যাপ্তসংখ্যক নলকূপ স্থাপনের নিশ্চয়তা বিধান করা;

খ) যেসব নলকূপ দুর্যোগে (জলোচ্ছ্বাস/বন্যা) ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা আছে, সেগুলো মেরামতের জন্য পর্যাপ্ত খুচরা যন্ত্রাংশ মজুত রাখা;

গ) দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় পর্যাপ্ত পরিমাণ ব্লিচিং পাউডার মজুত রাখা;

ঘ) ঘূর্ণিঝড়/বন্যাপ্রবণ এলাকায় কাজে নিয়োজিত করার জন্য কারিগরি/মেরামতকারী দল নির্দিষ্ট করে রাখা;

ঙ) খুচরা যন্ত্রাংশ ও ব্লিচিং পাউডারের মজুত প্রতি ছয় মাস পর পরীক্ষা করে দেখা এবং পর্যাপ্ত মজুতের নিশ্চয়তা প্রদান;

চ) দুর্যোগকবলিত এলাকায় স্বল্প ব্যয়ের স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা নির্মাণ উৎসাহিত করা;

ছ) মানবিক সহায়তা কেন্দ্র, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র অথবা যেসব স্থানে এ ধরনের সুবিধা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেসব স্থানে বিতরণের জন্য পর্যাপ্তসংখ্যক নলকূপ এবং পানি নিরোধক পায়খানা সংরক্ষিত রাখা;

জ) জরুরি প্রয়োজনে আপদকালীন ব্যয় মেটাতে নগদ তহবিলের প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ;

ঝ) ঝুঁকিগ্রস্ত মানুষকে পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট ও ব্লিচিং পাউডারের কার্যকর ব্যবহারের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান।

(২) সতর্কীকরণ/হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) প্রধান কার্যালয়ে নিয়ন্ত্রণকক্ষ পরিচালনা করা এবং সকল পর্যায়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় যোগদান নিশ্চিত করা;

খ) নলকূপ মেরামতকারী দল গঠন করা এবং সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় পাঠানোর/যাওয়ার জন্য অপেক্ষমাণ রাখা;

গ) হুমকির সম্মুখীন এলাকায় নলকূপের খুচরা যন্ত্রাংশের অবস্থা পরীক্ষা করা এবং প্রয়োজনে অতিরিক্ত মজুতের ব্যবস্থা গ্রহণ।

(৩) দুর্যোগ পর্যায়

ক) যেসব এলাকায় জলোচ্ছ্বাস/বন্যার পানি প্রবাহিত হয়েছে, সে সকল এলাকার নলকূপ/পানি সরবরাহের লাইন মেরামত/পরিচর্যা/পরিষ্কার করার জন্য মেরামতকারী দলকে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় গমনের জন্য আদেশ প্রদান;

খ) যে এলাকায় স্বাভাবিক সরবরাহ বিঘ্নিত হয়েছে, সেখানে জরুরি ভিত্তিতে পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ (মানুষ পানি ছাড়া যতক্ষণ বাঁচতে পারে, খাদ্য ছাড়া তার চেয়ে অনেক সময় বেশি পারে)।

(৪) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সঙ্গে সমন্বয়পূর্বক এবং কমিটির নির্দেশনা অনুসারে নিম্নলিখিত কার্যক্রম সম্পাদন করবে:

ক) স্বাভাবিক সরবরাহ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত বিশেষ ব্যবস্থাধীনে পানীয় জলের সরবরাহ চালু রাখা;

খ) আশ্রয়কেন্দ্র, মানবিক সহায়তা শিবিরে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ বজায় রাখার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ ব্লিচিং পাউডারের সরবরাহ নিশ্চিতকরণ;

গ) নলকূপ/পানি সরবারহ ব্যবস্থা মেরামত/পুনর্বাসনকাজ তদারকি এবং এসব কাজ দ্রুত নিষ্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় জনবল/খুচরা যন্ত্রাংশের সরবরাহ নিশ্চিতকরণ।

৫.২.১৮.৩ ঢাকা/চট্টগ্রাম/খুলনা ওয়াসা

স্বাভাবিক দায়িত্ব পালন ও সংস্থার কাজের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের পাশাপাশি ঢাকা/চট্টগ্রাম/খুলনা ওয়াসা নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) ওয়াসার একজন দায়িত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে মনোনীত করা;

খ) পরিকল্পনা, উদ্ধার কার্যক্রম, স্থানান্তর ও পুনর্বাসনকাজে জাতীয় থেকে উপজেলা পর্যায়ের সকল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাগুলোতে অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ;

গ) খাতওয়ারি ঝুঁকি নিরূপণে উদ্যোগ গ্রহণ এবং পানি সরবরাহ প্রক্রিয়া ও ভূগর্ভস্থ নর্দমা ও পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার জন্য বিকল্প পদ্ধতির উন্নয়ন করা;

ঘ) ভূমিকম্প ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় ওয়াসার জন্য আপদকালীন পরিকল্পনা প্রণয়ন;

ঙ) দুর্যোগের সময় ও পরবর্তী সময়ে ওয়াসার কর্মকর্তাদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

৫.২.১৯ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

স্বাভাবিক দায়িত্ব পালন এবং নিজস্ব কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ছাড়াও পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ/বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড নিম্নলিখিত কাজগুলো সম্পাদন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) একজন লিয়াজোঁ কর্মকর্তাকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে মনোনীত করা;

খ) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ/বিআরডিবির কর্মপরিকল্পনা তৈরিতে সব দুর্যোগঝুঁকি বিবেচনা করা;

গ) ক্ষুদ্র ও মাঝারি গবাদি পশুপাখি খামারি উপকারভোগীদের জন্য প্রশিক্ষণ, সচেতনতা ও শিক্ষামূলক কর্মসূচি চালুর নির্দেশনা প্রদান;

ঘ) ঝুঁকি নিরূপণ ও ঝুঁকিহ্রাস কর্মকাণ্ড-সংশ্লিষ্ট শিক্ষা ও সচেতনতামূলক প্রচারের নির্দেশনা প্রদান।

জরুরি সাড়াদান

(১) সাড়াদান প্রস্তুতি পর্যায়

ক) দুর্যোগ মোকাবিলায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলো দ্রুত ব্যবস্থাপনার জন্য জরুরি তহবিল গঠন করা;

১) দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য উপজেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ অ্যাসোসিয়েশন (UCCA) এবং কৃষক সমবায় সমিতি (KSS)-কে ব্যবহার করা;

২) পারস্পরিক সহায়তা এবং স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে নিজেদের বাড়ি তৈরি, জমি চাষ ইত্যাদি বিষয়ে সমবায় সদস্যদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা।

(২) সতর্কীকরণ/হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) বিআরডিবি সদর দপ্তর, ইউসিসিএ, এইউসিসিএ ও বিআরডিবির মাঠপর্যায়ে অফিসগুলোতে নিয়ন্ত্রণকক্ষ পরিচালনা করা এবং দুর্যোগ-পরবর্তী কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন স্তরে স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয়সাধন;

খ) স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় যোগদান করা এবং স্থানান্তর, উদ্ধার ও মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়তা প্রদান;

গ) বিআরডিবি, এটিসিসিএ ও টিসিসিএর অফিস নির্বাহীদের মাধ্যমে আসন্ন দুর্যোগ সম্পর্কে সতর্ক করা এবং গুদাম, মজুত, ভান্ডার এবং যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের নিরাপত্তার জন্য সতর্কমূলক ব্যবস্থার নিশ্চয়তা বিধান।

(৩) দুর্যোগ পর্যায়

ক) মানুষ এবং প্রাণিসম্পদের জন্য আশ্রয়স্থল নির্দিষ্ট করতে স্থানীয় প্রশাসনকে ইউসিসির মাধ্যমে সাহায্য করা, স্থানীয় প্রশাসনকে অবহিত রেখে প্রয়োজনবোধে ইউসিসিএর মজুত নিরাপদ স্থানে সরিয়ে ফেলা এবং সমবায় সমিতির সদস্যদেরকে ইউসিসির মাধ্যমে স্থানান্তরকারী দলে সংগঠিত করা;

খ) জীবনহানি ও সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি এবং মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসন-চাহিদা নিরূপণ করে তা অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/দপ্তরে জানানো।

(৪) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়

ক) সমবায় সমিতির সদস্যদের সাধিত ক্ষয়ক্ষতি নির্ধারণ, উৎপাদন ঋণের চাহিদা নিরূপণ করে এবং স্বাভাবিক নিয়ম অনুসরণ করে ঋণ বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

খ) উৎপাদন কর্মসূচি প্রণয়নে এবং প্রয়োজনীয় জোগানের চাহিদা নিরূপণে জনগণকে সাহায্য করা এবং সংস্থা থেকে এগুলো প্রাপ্তির ব্যাপারে সহায়তা প্রদান;

গ) প্রাথমিক কৃষি সমবায় সমিতি ও অন্যান্য সমিতির উৎপাদন কর্মসূচি কর্মকর্তাদের মাধ্যমে যাতে পরিকল্পনা প্রণয়ন হয় তার নিশ্চয়তা দেওয়া, ঋণচাহিদাগুলো একত্রিত করে প্রয়োজনীয় মঞ্জুরি ও দ্রুত অর্থ অবমুক্তির ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঘ) ঋণের ব্যবস্থা করে ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত সদস্যদের ঋণচাহিদা পূরণ করা;

ঙ) প্রত্যেক শ্রেণির মানুষের পুনর্বাসনের জন্য পৃথক এবং সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়ন;

চ) দুর্গত এলাকায় চাষাবাদের জন্য নলকূপের যন্ত্রাংশ ক্রয়, নলকূপ স্থাপন/পুনঃস্থাপন, মেরামত ইত্যাদির জন্য পৃথক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা;

ছ) ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার জন্য উন্নয়ন কর্মসূচি হাতে নিতে জনগণকে ও এনজিওদের যৌথভাবে সংগঠিত করা;

জ) ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের মধ্যে বীজতলা বিতরণের জন্য নার্সারি স্থাপন এবং কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা স্থাপনের যৌথ কর্মসূচি গ্রহণে কৃষকদের উৎসাহিত ও সংগঠিত করা;

ঝ) কর্মকর্তারা যাতে প্রয়োজনবোধে এনজিওদের সঙ্গে, গ্রামের দুর্গত জনসাধারণের মধ্যে বিবিএস এবং এমবিবিএস সংগঠিত করে তা নিশ্চিতকরণ এবং তাদেরকে আয় বাড়ানোর কাজে নিয়োজিত করার জন্য প্রশিক্ষণ ও ঋণচাহিদা একত্রিত করা;

ঞ) সকল পর্যায়ে সমবায় দপ্তর বিআরডিবির সঙ্গে আন্তরিকভাবে কাজ করবে।

৫.২.২০ গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

দুর্যোগ মোকাবিলায় এ মন্ত্রণালয় নিম্নলিখিত দায়িত্বাবলি পালন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) মন্ত্রণালয়ের একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে মনোনীত করা;

খ) পরিকল্পনা, উদ্ধার, স্থানান্তর এবং পুনর্বাসনকাজের জন্য জাতীয় পর্যায় থেকে শুরু করে উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত সকল সভায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ;

গ) কর্মপরিকল্পনা তৈরির লক্ষ্যে খাতওয়ারি ঝুঁকি নিরূপণে উদ্যোগ গ্রহণ;

ঘ) বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড (বিএনবিসি) যথাযথভাবে কার্যকর নিশ্চিত করতে নির্দেশাবলি জারি করা;

ঙ) দুর্যোগকবলিত এলাকায় সরকারি অবকাঠামো, স্থাপনা ও কাঠামোগুলো মেরামত ও পুনর্নির্মাণের অর্থ জোগানে নীতিমালা তৈরি করা এবং মন্ত্রণালয়ের বাজেটে বরাদ্দ রাখা;

চ) যেকোনো পুনর্নির্মাণ-কার্যক্রমে দুর্যোগ-পরবর্তী প্রভাব ও ঝুঁকি নিরূপণ বিষয়াদি যাতে বিবেচনা করা হয় তা নিশ্চিতকরণ;

ছ) গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের কর্মীদের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি তৈরি ও বাস্তবায়ন করা;

জ) সরকারি ও বেসরকারি খাতে নির্মাণকাজগুলোর মান পর্যবেক্ষণে শক্তিশালী পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঝ) যেকোনো দুর্যোগ পরিস্থিতি সার্বিকভাবে মোকাবিলায় মন্ত্রণালয়ের সব বিভাগ ও মাঠ পর্যায়ের অফিসকে অন্তর্ভুক্ত করে মন্ত্রণালয়ের জন্য আপদকালীন পরিকল্পনা প্রণয়ন;

ঞ) সব ধরনের উদ্যোগ এবং সাড়া প্রদানে তহবিল বরাদ্দ নিশ্চিতকরণ;

ট) মন্ত্রণালয়ের ভেতর-বাইরে ঝুঁকিহ্রাস যোগাযোগ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা;

ঠ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর/সংস্থার আপদকালীন পরিকল্পনা তৈরি এবং তা হালনাগাদ করা;

ড) অবকাঠামো নির্মাণ ও নগর পরিকল্পনায় ভূমিকম্পঝুঁকি প্রশমনে অবকাঠামো ও নগর পরিকল্পনা বিষয়ে সরকারি প্রকৌশলী, পরিকল্পনাবিদ ও স্থপতিদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা;

ঢ) ভূমিকম্প-ঝুঁকি চিহ্নিত করতে বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের সঙ্গে কাজ করা।

জরুরি সাড়াদান

(১) সাড়াদান প্রস্তুতি পর্যায়

ক) পরিকল্পনা, উদ্ধার, স্থানান্তর ও পুনর্বাসনকাজে জাতীয় পর্যায় থেকে উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলোতে যোগ দেওয়া;

খ) দুর্যোগে সরকারি সম্পত্তির সম্ভাব্য ক্ষতি রোধে সতর্কীকরণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ;

গ) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যাবলির সমন্বয়সাধন;

ঘ) দুর্যোগে সরকারি সম্পদের সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি রোধের জন্য সতর্কীকরণমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ জারি করা।

(২) সতর্কীকরণ/হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি হুঁশিয়ারি সংকেত প্রচার করা;

খ) মন্ত্রণালয়ে একটি নিয়ন্ত্রণকক্ষ স্থাপন করা;

গ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের জরুরি পরিচালনা কেন্দ্র এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের সঙ্গে সংযোগ রক্ষার জন্য একজন যোগাযোগ কর্মকর্তা মনোনীত করা;

ঘ) সরকারি সম্পত্তি রক্ষা ও মেরামতের উদ্দেশ্যে জনবল ও সরঞ্জাম সম্পূর্ণ প্রস্তুত রাখার জন্য সকল জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদেরকে নির্দেশ প্রদান;

ঙ) সকল সরকারি মজুত, সরঞ্জাম ইত্যাদি রক্ষা করা এবং প্রয়োজনবোধে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরের মাধ্যমে নিরাপত্তা বিধান করা;

চ) জরুরি অবস্থা মোকাবিলার জন্য অন্যান্য এলাকা থেকে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাগুলোতে প্রয়োজনীয় কর্মী ও সামগ্রী প্রেরণের জন্য গণপূর্ত অধিদপ্তরকে নির্দেশ প্রদান;

ছ) স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করা এবং সকল কার্যক্রমের সমন্বয়সাধন।

(৩) দুর্যোগ পর্যায়

ক) দুর্যোগকবলিত হওয়ার আশঙ্কা আছে এমন, এলাকাগুলো, বিশেষ করে উপজেলাগুলো চিহ্নিত করা;

খ) সরকারি মজুত, সামগ্রী এবং সম্পত্তি রক্ষা করা;

গ) ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলোতে অতিরিক্ত লোকবল মোতায়েন ও সামগ্রী পাঠানো এবং সরকারি সম্পদ রক্ষা ও মেরামত নিশ্চিতকরণ;

ঘ) দুর্যোগে সাড়াদান, মানবিক সহায়তা ও উদ্ধার কার্যক্রমে সহায়তা করতে এবং সরকারি সম্পত্তি মজবুত/শক্তিশালীকরণে অথবা ক্ষতির হাত থেকে অবকাঠামো রক্ষায় পূর্ত অধিদপ্তরকে অতিরিক্ত লোকবল ও সামগ্রী পাঠানোর নির্দেশনা জারি করা;

ঙ) কর্মী ও দলিলপত্র রক্ষা করতে প্রয়োজনে অধিকতর নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশনা জারি করা;

চ) নিয়ন্ত্রণকক্ষে কর্মী নিয়োগ করা এবং অবকাঠামোগুলোর ক্ষতির তথ্য জানার জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন ইওসির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা;

ছ) প্রয়োজন হলে হুমকির সম্মুখীন এলাকায় জরুরি ভিত্তিতে শক্তিশালীকরণ ও মেরামত কার্যক্রম গ্রহণের জন্য গণপূর্ত অধিদপ্তরকে নির্দেশ প্রদান।

(৪) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়

ক) পুনর্নির্মাণ অথবা মেরামতকাজের প্রকৃতি ও পরিমাণসহ ক্ষয়ক্ষতির পরিসংখ্যান প্রস্তুত করা;

খ) দুর্যোগ-পরবর্তী প্রভাব বিশ্লেষণ করা এবং তা কমানোর সম্ভাব্য উপায় চিহ্নিত করা;

গ) ভবিষ্যতে একই ধরনের দুর্যোগের ক্ষেত্রে সরকারি সম্পদ রক্ষায় প্রাক্কলনসহ (অনুমানভিত্তিক) পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচি তৈরি করা এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে তা দাখিল করা;

ঘ) মন্ত্রণালয়ের জন্য জরুরি দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ ও তহবিলের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ;

ঙ) সম্ভাব্য পুনর্নির্মাণকাজের চাহিদা মেটাতে আর্থিক সহায়তা প্রদানে দ্রুত বরাদ্দ নিশ্চিতকরণ;

চ) কর্মপরিকল্পনা, কার্যক্রম এবং সরকারি সম্পত্তির তাৎক্ষণিক ও দীর্ঘমেয়াদি পুনর্নির্মাণকাজের বিস্তারিত ব্যয়ের প্রাক্কলনপূর্বক সরকারি সম্পত্তি মেরামত, পুনর্বাসন ও পুনর্নির্মাণ করা;

ছ) সকল পুনর্বাসন কর্মসূচির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয়সাধন;

জ) অনুরোধক্রমে পুনর্বাসন-কার্যক্রমে কারিগরি সহযোগিতা বিশেষত Build Back Better নীতি অনুসরণ করা;

ঝ) ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাসমূহে পুনর্নির্মাণকাজে বিশেষজ্ঞ প্রকৌশলীদের সম্পৃক্ত করার বিষয় নিশ্চিতকরণ।

৫.২.২০.১ গণপূর্ত অধিদপ্তর

স্বাভাবিক দায়িত্ব পালন এবং নিজস্ব কর্মপরিকল্পনার যথাযথ বাস্তবায়ন ছাড়াও গণপূর্ত অধিদপ্তর তার সদর দপ্তর এবং বিভাগীয় ক্ষমতা অর্পণ ব্যবস্থা অনুসারে অঞ্চল, জেলা ও উপজেলায় অবস্থিত অধিদপ্তরের অধীন অফিসগুলোর মাধ্যমে নিম্নরূপ দায়িত্ব পালন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) বিএনবিসির যথাযথ কার্যকারিতা নিশ্চিতকরণ;

খ) অধিদপ্তরের সব উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের নীতিমালা, কর্মসূচি ও দিক-নির্দেশনায় বর্তমান ও ভবিষ্যৎ দুর্যোগঝুঁকির বিষয় অন্তর্ভুক্তকরণ;

গ) ভূমিকম্পের তীব্রতা ও অগ্নিকাণ্ডের ঝুঁকি মূল্যায়ন সাপেক্ষে দুর্যোগ সহনীয় অবকাঠামোর নকশা প্রণয়ন

ঘ) ঝুঁকিপূর্ণ অবকাঠামোর তালিকা তৈরি করা ও সময়ে সময়ে তা হালনাগাদ করা এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে তথ্য প্রেরণ;

ঙ) ভূমিকম্প ও সুনামি-সম্পর্কিত খুঁটিনাটি তথ্য প্রকৌশলীদের কাছে প্রেরণ;

চ) যন্ত্রাংশ পুনঃসংযোজন কাজে সহায়তা প্রদান;

ছ) জলাবদ্ধতা ও নগর বন্যা প্রতিরোধী নকশা ম্যানুয়াল প্রণয়ন।

জরুরি সাড়াদান

(১) সাড়াদান প্রস্তুতি পর্যায়

ক) বিএনবিসি যথার্থ বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণে নির্মাণকাজে জড়িত প্রকৌশলী ও রাজমিস্ত্রিদের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করা ও সচেতনতামূলক প্রচারণা চালানো;

খ) সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে নির্মাণ-কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের জন্য শক্তিশালী পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি গড়ে তোলা।

(২) সতর্কীকরণ/হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) মাঠ পর্যায়ের অফিসগুলো ও স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সঙ্গে সংযোগ রক্ষার জন্য নিয়ন্ত্রণকক্ষ স্থাপন করা;

খ) হুঁশিয়ারি সংকেত পাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্ক করা;

গ) সরকারি সম্পত্তির রক্ষণ ও মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল ও সরঞ্জাম প্রস্তুত রাখা;

ঘ) সকল সরকারি মজুত, সরঞ্জাম রক্ষা করা এবং প্রয়োজনবোধে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরের মাধ্যমে এগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;

ঙ) জরুরি অবস্থা মোকাবিলার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা আছে এমন এলাকাসমূহে প্রয়োজনবোধে অন্যান্য এলাকা থেকে মালামাল ও প্রয়োজনীয় কর্মী পাঠানো;

চ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করা এবং সমস্ত কর্মসূচি সমন্বিত করা।

(৩) দুর্যোগ পর্যায়

ক) স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগপূর্বক সকল কার্যক্রমের সমন্বয়সাধন এবং স্থানান্তর, উদ্ধার ও মানবিক সহায়তাকার্যে সহায়তা করা;

খ) ক্ষয়ক্ষতির হিসাব করা এবং মেরামত ও পুনর্নির্মাণের জন্য প্রাক্কলন তৈরি করা এবং এতৎসংক্রান্ত কাজের জন্য অর্থের ব্যবস্থা গ্রহণ;

গ) বিপদাপন্ন লোকজনের উদ্ধারকার্যে সহায়তা প্রদান;

ঘ) প্রয়োজনবোধে মজুত/সম্পদ স্থানান্তর কাজে যোগ দেওয়া।

(৪) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়

ক) যথাসম্ভব দ্রুততার সঙ্গে দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত সরকারি সম্পত্তির প্রয়োজনীয় মেরামত ও পুনর্নির্মাণের কাজ শুরু করা;

খ) ক্ষতিগ্রস্ত সরকারি সম্পত্তির তাৎক্ষণিক মেরামত ও পুনর্নির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন;

গ) মানবিক সহায়তা এবং পুনর্বাসন কর্মসূচিতে স্থানীয় প্রশাসন ও কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয়সাধন;

ঘ) ভবিষ্যতে একই রকম দুর্যোগে সরকারি সম্পত্তি রক্ষার জন্য বিস্তারিত কর্মসূচি, কর্মপরিকল্পনা ও প্রাক্কলন তৈরি করা এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে তা উপস্থাপন করা;

ঙ) প্রয়োজন অনুযায়ী পুনর্নির্মাণ কাজে কারিগরি সহায়তা প্রদান এবং তদারকি।

৫.২.২০.২ নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর এর কর্ম এলাকায় দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় নিম্নলিখিত কার্যক্রম পরিচালনা করবে:

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) সম্ভাব্য বিপদগ্রস্ত এলাকা চিহ্নিত করার লক্ষ্যে ভূমিকম্প ও অন্যান্য দুর্যোগঝুঁকি-মানচিত্র প্রস্তুত ও অনুসরণ করা;

খ) ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ করা;

গ) ঝুঁকি অন্তর্ভুক্তিমূলক নগর পরিকল্পনা প্রণয়ন করা;

ঘ) বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড (BNBC) অনুসরণ করে ঝুঁকিপ্রবণ এলাকায় ভবন নির্মাণ করার ক্ষেত্রে অনুমোদিত নকশা ও নির্মাণ-নির্দেশনা মেনে চলার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ;

ঙ) উদ্ধার ও সাড়াদান কাজে নিয়োজিত বাহনগুলোর সহজ চলাচলের জন্য প্রশস্ত রাস্তার ব্যবস্থা গ্রহণ,

চ) সকল ভবন এবং কাঠামোর ঝুঁকি নিরূপণে জরিপ পরিচালনা করা এবং ঝুঁকিপূর্ণ ভবনের তালিকা তৈরি করা;

ছ) প্রকৌশল পরিকল্পনা সংস্থা ও নির্মাতা প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য নগর পরিকল্পনা ও ভবন রেট্রোফিটিং-সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

জ) অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে যেকোনো ভবন ও অট্টালিকা নির্মাণে BNBC কার্যকর করা;

ঝ) ভবন ও অন্যান্য কাঠামোকে নিরাপদ ও ঝুঁকিপূর্ণ শ্রেণিভুক্ত করতে সহায়তা প্রদান;

ঞ) পুনর্বাসন পর্যায়ে বিএনবিসি এবং ভূমিকম্প পরিস্থিতি প্রতিরোধী ও অগ্নিনিরোধক নির্মাণ বিধি/BNBC কার্যকর করা;

ট) নগরে জলাবদ্ধতা নিরসনকল্পে সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন, ওয়াসা ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে কার্যক্রম পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ;

ঠ) বিএনবিসির যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নির্মাণকাজে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী (সিভিল ইঞ্জিনিয়ার) ও নির্মাণ শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং এ বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য প্রচারাভিযানের আয়োজন করা;

ড) সরকারি ও বেসরকারি খাতের নির্মাণকাজের মান পর্যবেক্ষণে শক্তিশালী পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা;

ঢ) সরকারি সম্পত্তি রক্ষা ও মেরামতকরণে জনবল ও সরঞ্জাম প্রস্তুত রাখা;

ণ) সকল সরকারি মজুত সংরক্ষণ করা এবং প্রয়োজনে অধিকতর নিরাপদ স্থানে সেগুলো স্থানান্তর করা;

ত) স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় করে প্রয়োজনে অপসারণ, উদ্ধার ও মানবিক সহায়তা-কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান;

থ) ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ, পুনর্বাসন ও পুনর্নির্মাণ কাজের জন্য প্রাক্কলন ব্যয় নির্ধারণ এবং এজন্য তহবিলের ব্যবস্থা গ্রহণ;

দ) দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত সংস্থার সম্পদের সংস্কার ও পুনর্নির্মাণ কাজ যত দ্রুত সম্ভব শুরু করা;

ধ) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনকাজে স্থানীয় প্রশাসন ও কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয়সাধন;

ন) ভবিষ্যৎ দুর্যোগে সরকারি সম্পত্তি রক্ষায় বিস্তারিত কর্মসূচি প্রণয়ন করা ও প্রাক্কলিত ব্যয় নির্ধারণ;

প) প্রয়োজনে পুনর্নির্মাণকাজে কারিগরি সহায়তা প্রদান এবং তত্ত্বাবধান।

৫.২.২০.৩ রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (আরডিএ), খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (কেডিএ), চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (সিডিএ), গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (জিডিএ)

রাজউক, সিডিএ, কেডিএ, আরডিএ, জিডিএ-এর কর্ম এলাকায় দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় নিম্নলিখিত কার্যক্রম পরিচালনা করবে:

ক) সম্ভাব্য ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা চিহ্নিত করার লক্ষ্যে ভূমিকম্প ও অন্যান্য দুর্যোগঝুঁকি-মানচিত্র অনুসরণ করা;

খ) ঝুঁকি অন্তর্ভুক্তিমূলক নগর পরিকল্পনা প্রণয়ন করা;

গ) বাংলাদেশ জাতীয় ইমারত বিধিমালা (বিএনবিসি) অনুসরণ করে ঝুঁকিপ্রবণ এলাকায় ভবন নির্মাণ করার ক্ষেত্রে অনুমোদিত নকশা ও নির্মাণ-নির্দেশনা মেনে চলার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ;

ঘ) সকল ভবন এবং কাঠামোর ঝুঁকি নিরূপণে জরিপ পরিচালনা করা এবং ঝুঁকিপূর্ণ ভবনের তালিকা তৈরি করা;

ঙ) প্রকৌশল পরিকল্পনা সংস্থা ও নির্মাতা প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য নগর পরিকল্পনা ও ভবন রেট্রোফিটিং-সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

চ) অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে যেকোনো ভবন ও অট্টালিকা নির্মাণে বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড (BNBC) কার্যকর করা;

ছ) ভবন ও অন্যান্য কাঠামোকে নিরাপদ ও ঝুঁকিপূর্ণ শ্রেণিভুক্ত (Categorizing) করতে সহায়তা প্রদান;

জ) নগরে জলাবদ্ধতা নিরসনকল্পে সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন, ওয়াসা ও অন্য স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে কার্যক্রম পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ;

ঝ) বিএনবিসির যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নির্মাণকাজে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী (সিভিল ইঞ্জিনিয়ার) ও নির্মাণ শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং এ বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য প্রচারাভিযানের আয়োজন করা;

ঞ) সরকারি ও বেসরকারি খাতের নির্মাণকাজের মান নিয়ন্ত্রণে পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা জোরদারকরণ।

৫.২.২১ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

স্বাভাবিক দায়িত্ব পালন এবং নিজস্ব কর্মপরিকল্পনার যথাযথ বাস্তবায়ন ছাড়াও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসে নিম্নলিখিত কাজ করবে:

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) সকল মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরে মানবসম্পদ উন্নয়ন নীতিমালা ও দিক-নির্দেশনায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার বিবেচ্য বিষয় সন্নিবেশিত করতে নির্দেশনা জারি করা;

খ) সকল সরকারি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও একাডেমিগুলোতে সকল প্রশিক্ষণ কোর্সে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মডিউল অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে নির্দেশনা জারি করা এবং এসওডি অনুযায়ী বিভিন্ন পাবলিক সার্ভিস ক্যাডারে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্স সংযোজন করা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় দক্ষ কর্মকর্তাদের ডাটাবেজ তৈরি ও সংক্ষণ করা।

গ) মন্ত্রণালয়ের ভেতরে ও বাইরে ঝুঁকিহ্রাস যোগাযোগ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা;

ঘ) মন্ত্রণালয়ের জন্য ঝুঁকি প্রশমন/প্রস্তুতিমূলক কৌশল/পরিকল্পনা প্রণয়ন;

ঙ) খাতওয়ারি জরুরি সাড়াদান ব্যবস্থা গড়ে তোলা;

চ) মন্ত্রণালয়ের আপদকালীন পরিকল্পনা প্রণয়ন।

জরুরি সাড়াদান

(১) সাড়াদান প্রস্তুতি পর্যায়

ক) দুর্যোগকবলিত এলাকায় দ্রুত মোতায়েনের লক্ষ্যে ভয়াবহ দুর্যোগ মোকাবিলায় সক্ষম প্রশিক্ষিত জনবলের একটি পুল তৈরি করা;

খ) প্রত্যন্ত দুর্গত এলাকায় কাজ করার জন্য দক্ষ ও যোগ্য কর্মীদের উৎসাহিত করা এবং তাদের ধরে রাখতে প্রণোদনা প্যাকেজ চালু করা।

(৩) দুর্যোগ পর্যায়

ক) জরুরি ভিত্তিতে দুর্যোগকবলিত এলাকায় কাজ করার জন্য যোগ্য ও দক্ষ জনবল মোতায়েন করা।

(৪) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়

ক) পুনর্নির্মাণ কার্যক্রম চালাতে সংশ্লিষ্ট কাজে অতি দক্ষতাসম্পন্ন জনবল মোতায়েন করা।

৫.২.২২ অর্থ বিভাগ

অর্থ বিভাগ দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) এ বিভাগের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কাজ করবেন।

খ) জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের (NDMC) নির্দেশনা অনুসারে তহবিল গঠনের নীতিমালা তৈরি করা এবং দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস তহবিল গঠনে সহায়তা প্রদান;

গ) জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ও নীতিমালার আওতায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ও অনুশীলনকে মূলধারায় আনা;

ঘ) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর ও কর্তৃপক্ষের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় আর্থিক বরাদ্দের অনুমোদন নিশ্চিতকরণ;

ঙ) আর্থিক সহায়তা-সংশ্লিষ্ট ঝুঁকিহ্রাস উদ্যোগ সম্পর্কে তাদের পরিকল্পিত কার্যক্রমে সহায়তা প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, কমিটি ও কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও সম্পর্ক স্থাপন;

চ) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/কমিটি/সংস্থার পরিকল্পিত কার্যক্রম গ্রহণে নিবিড় সংযোগ স্থাপন করা এবং যোগাযোগ রক্ষা করে ঝুঁকিহ্রাস-সম্পর্কিত উদ্যোগ গ্রহণে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা;

ছ) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/কমিটি দুর্যোগ অভিঘাত (Disaster Impact) ঝুঁকি মূল্যায়নে প্রয়োজনীয় আর্থিক বিষয়াদির অনুমোদন নিশ্চিতকরণ;

জ) কর্মীদের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা;

ঝ) আর্থিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার আওতায় বিভিন্ন পর্যায়ে সম্পদ আহরণের (মোবিলাইজ) লক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা সমন্বয়ের পদ্ধতি প্রণয়ন, অনুমোদন ও কার্যকর করা;

ঞ) জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল, আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি, জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা কমিটির সভায় অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ;

ট) অর্থ মন্ত্রণালয়ের কাছ থেকে আর্থিক চাহিদা প্রাপ্তির শর্ত উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি নির্দেশাবলি জারি করা;

ঠ) দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণে আর্থিক বরাদ্দ ও অর্থছাড়ে বিদ্যমান নীতিমালা, বিধি ও নির্দেশিকায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিমার্জন করা।

জরুরি সাড়াদান

(১) সাড়াদান প্রস্তুতি পর্যায়

ক) জরুরি দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসের প্রয়োজনে বাজেট সংস্থান/তহবিল ব্যবস্থা গ্রহণ ও নিশ্চিতকরণ;

খ) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন পরিষদ, সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা ও ওয়ার্ডসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রস্তুতি কার্যক্রম, যেমন: প্রশিক্ষণ, সক্ষমতা বৃদ্ধি, সতর্কীকরণ-ব্যবস্থা উন্নয়ন/জ্ঞান অনুশীলন, মহড়া ইত্যাদির জন্য আর্থিক সহায়তা নিশ্চিতকরণ;

গ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং এনডিএমসির সঙ্গে নিবিড় সমন্বয় স্থাপন করা;

ঘ) মন্ত্রণালয়ের আপদকালীন পরিকল্পনা প্রণয়ন।

(৩) দুর্যোগ পর্যায়

ক) মানবিক সহায়তা ও দ্রুত উদ্ধার অভিযান কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তার ত্বরিত বরাদ্দ নিশ্চিতকরণ;

খ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে লিয়াজোঁ করে মানবিক সহায়তা-সামগ্রীর প্রকৃতি ও পরিমাণসহ ক্ষয়ক্ষতির পরিসংখ্যান তৈরি করা;

গ) শুল্ক বিভাগের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মানবিক সহায়তা-সামগ্রী ও সরঞ্জাম দ্রুত খালাসের ব্যবস্থা গ্রহণ।

(৪) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়

ক) পুনর্বাসন ও সম্ভাব্য পুনর্নির্মাণ কার্যক্রমের চাহিদা মেটাতে প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তার দ্রুত বরাদ্দ নিশ্চিতকরণ;

খ) দুর্যোগকবলিত এলাকায় সরকারি অবকাঠামো, স্থাপনা ও কাঠামোর সংস্কার ও পুনর্নির্মাণের ক্ষেত্রে তহবিলের ব্যবস্থা করতে সঠিক নীতি ও প্রক্রিয়া মেনে চলা হচ্ছে কি না, তা পরিবীক্ষণ করা;

গ) বৈদেশিক সরকার/সংস্থার আইন অনুযায়ী সহায়তার ক্ষেত্রে ইআরডি/কৃষি মন্ত্রণালয়/দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়কে সমর্থন প্রদান;

ঘ) যেকোনো পুনর্নির্মাণ কার্যক্রম অথবা অর্থায়নের প্রস্তাবে আপদ-পরবর্তী ঝুঁকির প্রভাব মূল্যায়ন নিশ্চিতকরণ।

৫.২.২৩ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগের পরিকল্পনা ও চাহিদার ভিত্তিতে ঝুঁকিহ্রাসে, সাড়াদান কার্যক্রম বাস্তবায়নে অর্থ বরাদ্দের সুপারিশ করা;

খ) দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস কার্যক্রমের জন্য বৈদেশিক তহবিল সংগ্রহ করা;

গ) বিভাগের একজন কর্মকর্তাকে ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে মনোনীত করা।

জরুরি সাড়াদান

(১) সাড়াদান প্রস্তুতি পর্যায়

ক) দুর্যোগকালে প্রয়োজনে দ্রুত বিদেশি সহায়তা লাভে বহুপক্ষীয় ও দ্বিপক্ষীয় অংশীদারদের সঙ্গে নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করা এবং উন্নয়ন সহযোগীদের কাছ থেকে দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় তহবিল সংগ্রহে পদক্ষপ গ্রহণ;

খ) জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিদেশি সংস্থাগুলোর প্রদত্ত সহায়তার ডাটাবেজ সংরক্ষণ;

গ) জরুরি দুর্যোগ পরিস্থিতিতে বিদেশি সহায়তার ক্ষেত্রে নীতি/নির্দেশনা তৈরি করা।

(২) সতর্কীকরণ/হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ ও সম্পদ সন্নিবেশের প্রস্তুতি গ্রহণ।

(৩) দুর্যোগ পর্যায়

ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের সহযোগিতায় দুর্যোগ পরিস্থিতি ও ক্ষয়ক্ষতির পরিসংখ্যান সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

খ) সন্ধান ও উদ্ধারের জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রয়োজন হলে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় অনুরোধপত্র তৈরি করা;

(৪) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়

ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের চাহিদা ও অনুরোধ অনুযায়ী উন্নয়ন সহযোগী বা বিদেশ থেকে মানবিক সহযোগিতা পাওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ।

৫.২.২৪ অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করবে:

ক) ঝুঁকিহ্রাস ও জরুরি সাড়াদান কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় উপকরণের কর ও শুল্ক মওকুফ/হ্রাসের ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইনের আলোকে প্রয়োজনে নীতিমালা/নির্দেশিকা প্রণয়ন;

খ) মানবিক সহায়তা-সামগ্রী আমদানি সহজীকরণ এবং দ্রুত ছাড়পত্র প্রদানে নির্দেশনা প্রণয়ন;

গ) মানবিক সহায়তা-সামগ্রী দ্রুত খালাসের নির্দেশনা প্রদান;

ঘ) বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঙ) বিভাগের একজন কর্মকর্তাকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে মনোনীত করা;

চ) অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের জন্য আপদকালীন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও দায়িত্ব বণ্টন করা।

৫.২.২৪.১ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করবে:

ক) ঝুঁকিহ্রাস ও জরুরি সাড়াদান কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় উপকরণের কর এবং শুল্ক মওকুফ/হ্রাসকরণে অভ্যন্তরীণ নীতিমালা অনুযায়ী সময়ে সময়ে জারিকৃত নির্দেশিকার আলোকে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রয়োজনে পরিপত্র জারি করা;

খ) মানবিক সহায়তা-সামগ্রী আমদানি সহজীকরণ এবং দ্রুত ছাড়পত্র প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ;

গ) মানবিক সহায়তা-সামগ্রী দ্রুত খালাসের জন্য শুল্কসংক্রান্ত ছাড়পত্র প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঘ) সরকারি নির্দেশানুসারে নৌ, স্থল ও বিমানবন্দরে মানবিক সহায়তার জন্য আগত মানবিক সহায়তা-সামগ্রীর দ্রুত খালাস ও কর মওকুফ নিশ্চিতকরণে বন্দর কর্তৃপক্ষকে সহায়তা প্রদান;

ঙ) কর্মকর্তাদের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ;

চ) বোর্ডের একজন কর্মকর্তাকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে মনোনীত করা

৫.২.২৫ পরিকল্পনা কমিশন

পরিকল্পনা কমিশন দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসে নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন ও প্রকল্প প্রস্তাবনা প্রক্রিয়ায় নারী, শিশু, প্রবীণ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তির আলোকে দুর্যোগঝুঁকি একীভূতকরণের উদ্যোগ গ্রহণ;

খ) উন্নয়ন কার্যক্রমে দুর্যোগঝুঁকি অন্তর্ভুক্ত করতে প্রকল্প প্রস্তাবনা প্রণয়নে নারী, শিশু, প্রবীণ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তিবান্ধব ডিজাস্টার ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট (DIA) বিষয়কে ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট প্রপোজালে (DPP) অন্তর্ভুক্তকরণ;

গ) প্রস্তাবিত প্রকল্প ও কর্মসূচি নতুন কোনো ঝুঁকি ঘটাবে কি না, বা ঝুঁকিহ্রাস করবে তা নারী, শিশু, প্রবীণ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তির আলোকে মূল্যায়ন করে প্রকল্প অনুমোদনের সুপারিশ প্রণয়ন;

ঘ) উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় নারী, শিশু, প্রবীণ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তির আলোকে দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস মূলধারায় সম্পৃক্তকরণসহ এর প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ;

ঙ) দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস বিষয়ে সরকারি কার্যবিধি অনুসরণ (Complianc) করতে জোরালো পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা;

চ) সকল মন্ত্রণালয়ের ঝুঁকিহ্রাস প্রকল্পসমূহের ডাটাবেজ তৈরি ও সংরক্ষণ করা।

জরুরি সাড়াদান

(১) সাড়াদান প্রস্তুতি পর্যায়

ক) দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসে ভূমিকা রাখতে পারে এমন প্রকল্প, যেমন: বেড়িবাঁধ, বনায়ন, উপকূলীয় দ্বীপগুলোতে জেটি, উপকূলীয় এলাকায় রাস্তা (স্থানান্তর ও মানবিক সহায়তাকাজের প্রয়োজনে), টেলিযোগাযোগ, মুজিব কিল্লা এবং আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, ভূমিকম্প মোকাবিলা ইত্যাদি বিষয়ে যথাযথ অগ্রাধিকার প্রদান।

(২) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়

ক) অবকাঠামোগত ক্ষয়ক্ষতি বিবেচনাপূর্বক ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামোগুলোর পুনর্নির্মাণ, মেরামতের জন্য সম্পদ বরাদ্দ দিতে সুপারিশ করা।

৫.২.২৬ পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

পরিকল্পনা বিভাগ দুর্যোগ মোকাবিলায় নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) দুর্যোগঝুঁকি এবং উন্নয়ন প্রকল্পের পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় পূর্ববর্তী প্রকল্পগুলো থেকে অর্জিত শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করতে দিক-নির্দেশনা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ;

খ) উন্নয়ন কার্যক্রমে দুর্যোগঝুঁকি অন্তর্ভুক্ত করতে প্রকল্প প্রস্তাবনা প্রণয়নে ডিজাস্টার ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট (DIA) বিষয় ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট প্রোফর্মাতে অন্তর্ভুক্তকরণের উদ্যোগ গ্রহণ;

গ) আপদ ও ঝুঁকি বিশ্লেষণের ভিত্তিতে প্রণীত উন্নয়ন ও ঝুঁকিহ্রাস প্রকল্পগুলোকে অগ্রাধিকার প্রদান;

ঘ) প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং ডেল্টা প্ল্যানে খাতভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রমে ঝুঁকি বিবেচনায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ এবং সমন্বয়সাধন করা;

ঙ) এ বিভাগসহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের পরিকল্পনা-সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সক্ষমতা উন্নয়নে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় দুর্যোগঝুঁকি অন্তর্ভুক্তিমূলক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ;

চ) পরিকল্পনা বিভাগের একজন উর্ধ্বর্তন কর্মকর্তাকে ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে মনোনীত করা।

জরুরি সাড়াদান

(১) সাড়াদান প্রস্তুতি পর্যায়

ক) প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগের প্রস্তুতি ও জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় সহায়তার লক্ষ্যে আপদকালীন পরিকল্পনা দ্রুত অনুমোদনের উদ্যোগ গ্রহণ।

(২) সতর্কীকরণ/হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) আপদকালীন পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ ও পরিবীক্ষণ।

(৩) দুর্যোগ পর্যায়

ক) অধিক ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলোয় মানবিক সহায়তা-কার্যক্রমের জন্য প্রণীত প্রকল্পসমূহের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অনুমোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ।

(৪) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়

ক) অবকাঠামো মেরামত ও পুনর্নির্মাণের জন্য প্রকল্প প্রস্তাবনা পর্যালোচনা ও অনুমোদন দ্রুত ও সহজীকরণ;

৫.২. ২৭ পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ দুর্যোগ মোকাবিলায় নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করবে:

ক) দুর্যোগ পরিসংখ্যান (লিঙ্গ, বয়স ও প্রতিবন্ধিতা বিবেচনায়) হালনাগাদকরণের উদ্যোগ গ্রহণ;

খ) দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সিস্টেম (GIS) অন্তর্ভুক্তকরণে কারিগরি সহায়তা প্রদান;

গ) দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি বিশ্লেষণ, প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে জরিপ পরিচালনা ও তথ্যভান্ডার তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ;

ঘ) অধিকতর ঝুঁকিপ্রবণ এলাকায় বিপদাপন্ন পরিবার/জনগণের তথ্য হালনাগাদকরণে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ;

ঙ) দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি, পুনর্বাসন ও সরকারি/বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ, দুর্যোগ অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনায় উদ্যোগ গ্রহণ;

চ) জেন্ডার, বয়স, প্রতিবন্ধিতা, ডিজাস্টার ইত্যাদি উল্লেখপূর্বক তথ্যভান্ডার তৈরির ব্যবস্থা গ্রহণ;

ছ) দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বিষয়ে গবেষণা পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ;

জ) দুর্যোগে খাতভিত্তিক ক্ষয়ক্ষতির তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, সংরক্ষণ ও সংশ্লিষ্টদের অবহিতকরণের উদ্যোগ গ্রহণ;

ঝ) দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস, পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন কার্যক্রমের আওতায় অবকাঠামোগত তথ্যভান্ডার তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ;

ঞ) এ বিভাগের আইন ও নীতি কাঠামোতে দুর্যোগ পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিষয় অন্তর্ভুক্তকরণ;

ট) দুর্যোগপ্রবণ এলাকার বেজলাইন ডাটা তৈরি করা;

ঠ) দুর্যোগসংক্রান্ত তথ্যাদির পরিবীক্ষণের জন্য ফোকাল পয়েন্ট নিয়োগ।

৫.২.২৭.১ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করবে:

ক) দুর্যোগের পরিসংখ্যান উন্নয়ন ও হালনাগাদকরণ এবং প্রশাসনিক স্তর অনুযায়ী বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর তথ্য সংরক্ষণ করা;

খ) কমিউনিটি ও খানাভিত্তিক (লিঙ্গ, বয়স ও প্রতিবন্ধিতা বিবেচনায়) দুর্যোগ পরিসংখ্যান প্রতিবেদন প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ;

গ) খাতভিত্তিক দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতির তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও অবহিতকরণ;

ঘ) জেন্ডার, বয়স, প্রতিবন্ধিতা, পেশা ইত্যাদি তথ্য উল্লেখপূর্বক ডাটাবেজ প্রণয়ন;

ঙ) দুর্যোগের কারণে প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে জরিপ পরিচালনা ও তথ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা;

চ) দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি, বিনিয়োগ, খাতভিত্তিক প্রভাব ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা করা এবং এসংক্রান্ত প্রতিবেদন তৈরি;

ছ) দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সিস্টেম (GIS) ব্যবহার করে সাড়াদান পরিকল্পনা তৈরিতে সহায়তা প্রদান;

জ) অধিক ঝুঁকিপ্রবণ এলাকার কমিউনিটি ও পরিবারের বিপদাপন্নতার তথ্য হালনাগাদকরণ;

ঝ) দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিভিন্ন খাতভিত্তিক প্রভাব বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা;

ঞ) দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস, পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন কার্যক্রমের আওতায় অবকাঠামোগত তথ্যভান্ডার তৈরি;

ট) দুর্যোগের আগাম সতর্ক বার্তা, ট্রান্স বাউন্ডারি রিভার তথ্য আদানপ্রদান বিষয়ে আঞ্চলিক পর্যায়ে গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ;

ঠ) দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস, মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসন এবং মানবিক সহায়তা-কার্যক্রমের ওপর বিনিয়োগ ওভবিষ্যৎ প্রবণতা বিশ্লেষণপূর্বক দুর্যোগে অর্থায়ন-বিষয়ক প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং এর নিয়মিত হালনাগাদকরণ;

ড) কমিউনিটি ও পরিবার পর্যায়ে দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ধারণা, জ্ঞান ও দক্ষতা বিষয়ে জরিপ পরিচালনা ও প্রতিবেদন তৈরি;

ঢ) দুর্যোগপ্রবণ এলাকার সেকেন্ডারি ডাটা প্রস্তুত রাখা (খানার সংখ্যা, আয়ব্যয়, যোগাযোগ-ব্যবস্থা, বসতবাড়ির ধরন ইত্যাদি);

ণ) দুর্যোগসংক্রান্ত তথ্যাদির পরিবীক্ষণের জন্য ফোকাল পয়েন্ট নিয়োগ;

ত) বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রসমূহের জন্য জিও কোড নির্ধারণ ও সংরক্ষণ।

৫.২.২৮ মহিলা ও শিশু-বিষয়ক মন্ত্রণালয়

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) মন্ত্রণালয়ের সকল উন্নয়ন কর্মসূচি ও পরিকল্পনায় নারী, শিশু, প্রবীণ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তির আলোকে ঝুঁকি প্রশমন ও ঝুঁকিহ্রাস উপাদানগুলো একীভূত করা এবং সে অনুযায়ী কর্মসূচি বাস্তবায়ন;

খ) খাতওয়ারি নারী, শিশু, প্রবীণ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তির আলোকে ঝুঁকি প্রশমন ও প্রস্তুতিমূলক কৌশল পরিকল্পনা প্রস্তুত করা;

গ) নারী, শিশু, প্রবীণ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সামাজিক অন্তর্ভুক্তির আলোকে ঝুঁকিহ্রাস বিষয়ে সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড, উপজেলা ও ইউপি পর্যায়ের কর্মীদের জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধি কর্মসূচি গ্রহণ এবং এতে দুর্যোগে শিশুর মনঃসামাজিক সুরক্ষা বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা;

ঘ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সকল কাজে নারী, শিশু, প্রবীণ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিরাপত্তা এবং মনঃসামাজিক সুরক্ষা বিষয়ে গুরুত্ব প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে উৎসাহিত করা এবং ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিতকরণ;

ঙ) চেকলিস্ট/নির্দেশনা তৈরি করার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকল উন্নয়ন প্রকল্প ও পরিকল্পনায় সমাজের কিশোর-কিশোরীসহ নারী, শিশু, প্রবীণ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষমতায়নের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ;

চ) দুর্যোগ সাড়াদান পরিকল্পনায় শিশু, কিশোর ও নারীদের নিরাপত্তা অন্তর্ভুক্তকরণ এবং মনঃসামাজিক সেবা অন্তর্ভুক্ত করা;

ছ) নারী ও শিশুদের দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস ও সাড়াদান কর্মসূচির জন্য বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিতকরণ;

জ) মানবিক সহায়তা-কার্যক্রমে গর্ভবতী মা, দুগ্ধদানকারী মা ও শিশুদের উপযোগী খাদ্য প্রদানে বিশেষ বাজেট কোড তৈরি করা;

ঝ) আয় বৃদ্ধিমূলক স্কিম ও জীবিকায়ন কার্যক্রমে ঝুঁকিহ্রাস অন্তর্ভুক্তকরণ;

ঞ) মন্ত্রণালয়ের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে মনোনীত করা;

ট) দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস-বিষয়ক কৌশলপত্র প্রণয়ন করা;

ঠ) দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় জেন্ডার ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা;

ড) প্রতিটি প্রশাসনিক স্তরে নারী ও কিশোরীদের জন্য হাইজিন কিট সংরক্ষণ করা।

জরুরি সাড়াদান

১) সাড়াদান প্রস্তুতি পর্যায়

ক) ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রসমূহে ও ভূমিকম্পজনিত কারণে নির্মিত অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রে নারী, শিশু, প্রবীণ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য পৃথক কক্ষ ও সুবিধা নিশ্চিতকরণ;

খ) মন্ত্রণালয়ের সকল প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে জেন্ডার ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তির আলোকে দুর্যোগপ্রস্তুতি, ঝুঁকিহ্রাস, মানবিকও মানসিক স্বাস্থ্যসহায়তা-কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা;

গ) সমাজভিত্তিক (Community Based) সাড়াদান ব্যবস্থায় শিশু, নারী ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ;

ঘ) মন্ত্রণালয়ের আপদকালীন পরিকল্পনা প্রণয়ন;

ঙ) নারী ও শিশু নির্যাতন পরিস্থিতি বিবেচনায় প্রয়োজনীয় প্রতিরোধ ও প্রতিকারের উদ্যোগ গ্রহণ;

চ) দুর্যোগে হট লাইন চালু রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ;

ছ) ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার দুর্যোগকালীন পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

জ) জাতীয়, স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সঙ্গে নারী ও শিশু-বিষয়ক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সমন্বয়সাধন;

ঝ) সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস ও সহনশীলতা (Resilience) অন্তর্ভুক্ত করা;

ঞ) প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালে দুর্যোগকালীন নারী ও শিশু সুরক্ষার বিষয় অন্তর্ভুক্তকরণ।

২) সতর্কীকরণ/হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) নারী, শিশু ও প্রবীণ এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের যথাসময়ে হুঁশিয়ারি বার্তা পেতে ও নিরাপদে আশ্রয়কেন্দ্রে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ;

৩) দুর্যোগ পর্যায়

ক) স্থানীয় সরকার বিভাগ, সমাজসেবা অধিদপ্তর, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের সমন্বয়ে দুর্যোগকবলিত নারী ও শিশুর ক্ষয়ক্ষতি দ্রুত নিরূপণপূর্বক অর্থ বরাদ্দ ও মানবিক সহায়তায় দ্রুত লোকবল নিয়োজিত করা;

খ) নারী ও শিশুদের চাহিদার সমন্বয়সাধন এবং সাড়াদান ও সেবা কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা;

গ) নারী ও কিশোরীদের হাইজেনিক কিট প্রদান নিশ্চিতকরণ;

ঘ) তথ্য–উপাত্ত সংগ্রহ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং সুরক্ষা প্রদান;

ঙ) বিশেষ সুরক্ষা-ব্যবস্থায় নারী ও শিশুর অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি;

চ) নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে হটলাইন সেবা নিশ্চিতকরণ।

৪) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়

ক) সকল মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের পুনর্বাসন-পরিকল্পনায় নারী, শিশু ও প্রবীণদের প্রয়োজনীয়তা এবং অগ্রাধিকার অন্তর্ভুক্তকরণ নিশ্চিতকরণ।

৫.২.২৮.১ মহিলা-বিষয়ক অধিদপ্তর

অধিদপ্তর দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় নিম্নলিখিত কার্যক্রম পরিচালনা করবে:

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) মহিলা-বিষয়ক অধিদপ্তরের মাধ্যমে গঠিত নারী, কিশোরী ও শিশুদের বিভিন্ন গ্রুপকে দুর্যোগপূর্ব, দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ-পরবর্তী ঝুঁকিহ্রাস কৌশল বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান;

খ) এসব গ্রুপের সদস্যরা যাতে দুর্যোগে নিজের ও পরিবারের সুরক্ষা নিতে পারে তা নিশ্চিতকরণ এবং দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস ও সাড়াদান কার্যক্রমে তাদের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ;

গ) মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম পরিকল্পনায় শিশু-বান্ধব খাদ্যদ্রব্যসহ অন্যান্য উপকরণের জোগান নিশ্চিতকরণ;

ঘ) জেলা কর্মকর্তা, জাতীয় মহিলা সংস্থা, জেলা মহিলা-বিষয়ক কর্মকর্তা ও উপজেলা মহিলা-বিষয়ক কর্মকর্তাদের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও সাড়াদান গ্রুপে কার্যকর অংশগ্রহণে যথাযথ নির্দেশনা প্রদান;

ঙ) সকল আয় বৃদ্ধিমূলক স্কিম পরিকল্পনায় ঝুঁকিহ্রাস বিষয় অন্তর্ভুক্তকরণ;

চ) অধিদপ্তরের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে মনোনীত করা।

জরুরি সাড়াদান

(১) সাড়াদান প্রস্তুতি পর্যায়

ক) ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে নারী, শিশু, প্রবীণ ও প্রতিবন্ধীদের জন্য পৃথক কক্ষসহ অন্যান্য সুবিধা নিশ্চিতকরণ;

খ) অধিদপ্তরের সকল প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা;

গ) অধিদপ্তরের জন্য দুর্যোগ সাড়াদান ও পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন;

২) হুঁশিয়ারি/সতর্কীকরণ পর্যায়

ক) নারী, শিশু ও প্রবীণ এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সময়মতো হুঁশিয়ারি বার্তা পেয়ে সঠিক সময়ে নিরাপদে আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়া নিশ্চিতকরণসহ তাদের যথাযথ নিরাপত্তা ও সুরক্ষা প্রদানে উদ্যোগ গ্রহণ।

(৩) দুর্যোগ পর্যায়

ক) স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে উদ্ধার কার্যক্রমে অংশগ্রহণ;

খ) নারী ও শিশুদের ক্ষয়ক্ষতি দ্রুত নিরূপণ, অর্থ বরাদ্দসহ লোকবল নিয়োজিত করা;

গ) নারী, শিশু, প্রবীণ, প্রতিবন্ধী দুর্গতদের চাহিদার সমন্বয়সাধন, মানবিক সহায়তা, সাড়াদান ও সেবা কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা;

ঘ) মানবিক সহায়তা-কার্যক্রমের আওতায় শিশুবান্ধব খাদ্যদ্রব্য প্রদান নিশ্চিতকরণ;

ঙ) সাড়াদান ও মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম পরিচালনা করা ও আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থানরত নারী ও শিশুর চাহিদা অনুসারে সেবা প্রদান পর্যবেক্ষণ এবং প্রতিবেদন তৈরি করা;

চ) নারী ও শিশুদের সুরক্ষা সেবা নিশ্চিতকরণ;

ছ) দুর্যোগকালে আশ্রয়কেন্দ্র বা অন্য কোনো আশ্রয়স্থল থেকে নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধে উদ্যোগ গ্রহণ এবং তা নিশ্চিত করতে স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত প্রতিনিধি, দুর্যোগে সাড়াদানকারী স্টেকহোল্ডার, স্থানীয় প্রশাসন, পুলিশ, আনসার-ভিডিপি ও গ্রাম পুলিশ সদস্যবৃন্দের মধ্যে সমন্বয় কার্যক্রম পরিচালনা।

জ) নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ ও প্রতিকারের উদ্যোগ গ্রহণ।

৪) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়

ক) দুর্যোগকবলিত নারী ও শিশুদের জীবিকায়নে সহায়তা প্রদান;

খ) অধিদপ্তরের পুনর্বাসন-পরিকল্পনায় নারী, শিশু ও প্রবীণদের পুনর্বাসনের অগ্রাধিকার বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ করা;

গ) যেসব শিশুর পিতা-মাতা নিখোঁজ বা মৃত, তাদের উদ্ধার করে সমাজসেবা বিভাগের মাধ্যমে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঘ) কোনো দুর্যোগকবলিত এলাকা থেকে কোনো নারী বা শিশু হারিয়ে গেলে পুলিশ ও প্রশাসনের সহায়তায় তাদের খুঁজে বের করে পরিবারের সদস্যদের নিকট পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ।

৫.২.২৯ আইন ও বিচার বিভাগ

স্বাভাবিক কার্যক্রম ছাড়াও এ বিভাগ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত নিম্নলিখিত কাজ সম্পাদন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত সকল বিষয়ে বিভাগের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে ফোকাল পয়েন্ট মনোনীত করা;

খ) দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস ও জরুরি সাড়া প্রদানে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, নীতিমালা, বিধিমালা, এসওডি এবং অন্যান্য আইনগত দলিলপত্রের অনুমোদন/প্রত্যয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান।

জরুরি সাড়াদান

(১) সাড়াদান প্রস্তুতি পর্যায়

ক) দুর্যোগকালে সৃষ্ট যেকোনো আইনগত সমস্যা সমাধান বা ব্যাখ্যা করতে, বিশেষ করে এতিম শিশুদের অভিভাবকত্ব, বিরোধপূর্ণ সম্পত্তি এবং উত্তরাধিকার ইত্যাদি ক্ষেত্রে একটি দিক-নির্দেশনামূলক কর্মপন্থা তৈরি করা;

খ) আইএমডিএমসি এবং এনডিএমসির সভাসমূহে বিভাগের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণ এবং বিভিন্ন আইন তৈরি এবং অনুমোদন প্রক্রিয়ায় সহায়তা প্রদান।

৫.২.৩০ লেজিসলেটিভ ও সংসদ-বিষয়ক বিভাগ

লেজিসলেটিভ ও সংসদ-বিষয়ক বিভাগ দুর্যোগ-ব্যবস্থাপনায় নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করবে:

ক) আইনগত ডকুমেন্টের খসড়া তৈরিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়কে পরামর্শ প্রদান;

খ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত জনগুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নাবলি সংকলন করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং সংসদে আলোচিত সিদ্ধান্তগুলো ডকুমেন্ট করা;

গ) আইএমডিএমসি এবং এনডিএমসির সভাসমূহে মন্ত্রণালয়ের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণ এবং আইন তৈরিতে সহায়তা প্রদান;

ঘ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ঘটনাবলি ও কার্যক্রম সম্পর্কে সংসদকে অবহিত রাখা।

৫.২.৩১ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস পরিকল্পনা প্রণয়ন ও কমিউনিটিসহ সকলের অংশগ্রহণে বাস্তবায়ন কৌশল প্রস্তুত করা;

খ) অধিক দুর্যোগপ্রবণ এলাকাসহ দেশের সকল এলাকার প্রতিবন্ধিতার ধরনসহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের তথ্যভান্ডার তৈরি এবং দুর্যোগজনিত কারণে প্রতিবন্ধিতা তথ্যভান্ডারে লিপিবদ্ধ করতে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ;

গ) দুর্যোগজনিত কারণে বা অন্য কোনো সংকটময় পরিস্থিতিতে এতিম শিশুদের দ্রুত জরিপের মাধ্যমে তথ্যভান্ডার তৈরি ও তাদের সুরক্ষাসহ মানবিক সহায়তা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ;

ঘ) অনাথ ও দুর্যোগকবলিত শিশুদের পরিচর্যা ও সুরক্ষায় উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা ও ইউনিয়ন সমাজকর্মীদের মাধ্যমে কর্মকৌশল নির্ধারণ ও বাস্তবায়নে নির্দেশনা প্রদান;

ঙ) শিশুদের মনঃসামাজিক সেবা সহায়তা ও সুরক্ষা বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের মৌলিক দক্ষতা গড়ে তোলা;

চ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবকদের দুর্যোগকালে শিশু সুরক্ষা বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিশ্চিতকরণ;

ছ) দুর্যোগকালীন প্রয়োজনীয় সামগ্রী, যেমন: পরিবারের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, শিক্ষা ও মনঃসামাজিক সহায়তা উপকরণ ক্রয় করা এবং সেগুলো নিরাপদ স্থানে সংরক্ষণ করার নির্দেশনা প্রদান;

জ) মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তাকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে মনোনীত করা।

জরুরি সাড়াদান

(১) সাড়াদান প্রস্তুতি পর্যায়

ক) মন্ত্রণালয়ের অধীন সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরের নিজস্ব দুর্যোগ সাড়াদান পরিকল্পনা প্রণয়ন নিশ্চিতকরণ;

খ) শিশু, জেন্ডার ও প্রতিবন্ধিতা সংবেদনশীল দুর্যোগপ্রস্তুতি, পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন-কার্যক্রম বাস্তবায়ন কৌশল প্রণয়ন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও এনজিওদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;

গ) প্রতিবন্ধী, প্রবীণ, নারী ও শিশু সংবেদনশীল সাড়াদান পরিকল্পনা বছরে এক বার পর্যালোচনা করা এবং সকল স্তরের স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে সহযোগিতা ও সমন্বয় কৌশল নিশ্চিতকরণ;

ঘ) সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে স্বেচ্ছাসেবকদের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং স্বেচ্ছাসেবক দলগুলোকে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সহায়তা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ;

ঙ) দুর্যোগপ্রস্তুতি কর্মপরিকল্পনা-সংশ্লিষ্ট সমাজসেবা অধিদপ্তরের সঙ্গে প্রতি বছর পর্যালোচনা করা এবং সকল স্তরের প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নিজস্ব কর্মপরিকল্পনার সমন্বয়সাধন;

চ) দুর্যোগকালে কাজ করার জন্য এলাকাভিত্তিক সমাজকল্যাণ কর্মীদেরকে সংগঠিত করা;

ছ) মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তাকে ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে চিহ্নিত করা।

(২) সতর্কীকরণ/হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সকলের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করা ও মাঠ পর্যায়ের অফিসসহ জনগোষ্ঠী পর্যায়ে সতর্ক বার্তা প্রচারকার্যক্রম পর্যবেক্ষণ;

খ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের সঙ্গে সংযোগ রক্ষার জন্য একজন ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা মনোনীত করা;

গ) দুর্যোগপ্রস্তুতিতে জনসাধারণকে সতর্ক করতে মাঠ কর্মকর্তা ও সংগঠনের মাধ্যমে স্থানীয় প্রশাসনকে সহায়তা প্রদান এবং স্থানান্তর পরিকল্পনা ও পদ্ধতি সম্পর্কে শিশু, নারী, প্রতিবন্ধী ও প্রবীণদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

(৩) দুর্যোগ পর্যায়

ক) দুর্যোগকবলিত এলাকায় আশ্রয়কেন্দ্রে/ক্যাম্পে মানসিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান/ট্রমা কাউন্সিলিংয়ের জন্য ক্রাইসিস সাপোর্ট সেন্টার স্থাপন এবং বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজ বা হাসপাতালের সেন্টার থেকে সেবা প্রদানে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ;

খ) দুর্যোগকবলিত শিশু, নারীসহ সকলের মনঃসামাজিক সেবা প্রদানে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ, প্রয়োজনে সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে মনঃসামাজিক সাড়াদানকারী নিযুক্ত করা;

গ) মানবিক সহায়তাকেন্দ্র পরিচালনা এবং শিশুবান্ধব স্থানের (CFS) ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ, এনজিও ও স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকদের সমন্বয়ে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে সহায়তা প্রদান;

ঘ) ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার এতিমখানাসমূহে প্রয়োজনীয় মানবিক সহায়তাসহ চিকিৎসাসেবা নিশ্চিতকরণ এবং কমিউনিটিতে বা বিকল্প পরিচর্যা ব্যবস্থায় শিশুদের সুরক্ষা ও সমন্বয় নিশ্চিতকরণ;

ঙ) নিয়ন্ত্রণকক্ষ পরিচালনা করা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে অবস্থিত জরুরি পরিচালনা কেন্দ্রের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা;

চ) উদ্ধার ও মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং নারী, শিশু, প্রবীণ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুরক্ষা ও ক্ষতি বিবেচনায় রেখে প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে জরিপ পরিচালনা কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকদের নির্দেশনা প্রদান;

ছ) ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাসমূহে প্রয়োজনমতো সমাজকর্মী নিয়োজিত করা এবং শিশুদের সুরক্ষায় শিশুবান্ধব স্থান ও রেফারেল সার্ভিসের সমন্বয়, ব্যবস্থাপনা এবং পরিবীক্ষণ করতে তাদের নিয়োগ করা।

(৪) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়

ক) মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ, বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করা এবং জীবিকার সহায়তা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ;

খ) দুর্গত জনগোষ্ঠীকে সুরক্ষা, পুনর্বাসন ও পুনরায় একত্রীকরণে পরিবার ও কমিউনিটিভিত্তিক উদ্যোগ জোরদারকরণ;

গ) যতদূর সম্ভব এতিম ও বিচ্ছিন্ন শিশুরা যেন তাদের পরিবারের সদস্যদের/কেয়ারটেকারদের সঙ্গে থাকতে পারে এবং প্রয়োজনীয় সেবা পায় তা নিশ্চিতকরণ;

ঘ) দুর্গত জনগোষ্ঠীর প্রত্যাবর্তন ও পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার ওপর পর্যবেক্ষণ, প্রতিবেদন এবং পরবর্তী সময়ে দেখাশোনা করার ক্ষেত্রে স্থানীয়/কমিউনিটিভিত্তিক সেবা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা;

ঙ) প্রতিবন্ধী, বিধবা ও শিশুর আর্থসামাজিক পুনর্বাসনের জন্য পুনর্বাসন-পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ;

চ) সরকারি পুনর্বাসন কর্মসূচি ও অন্যান্য সংস্থার সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদান এবং স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে না আসা পর্যন্ত সর্বাত্মক কার্যক্রম অব্যাহত রাখা।

৫.২.৩১.১ সমাজসেবা অধিদপ্তর
সমাজসেবা অধিদপ্তর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত নিম্নলিখিত কাজগুলো সম্পাদন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) দুর্যোগপ্রস্তুতি ও সাড়াদান কর্মকাণ্ডে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও সুবিধাবঞ্চিতদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ;

খ) বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে দুর্যোগকবলিত প্রতিবন্ধী ও সুবিধাবঞ্চিত গ্রুপের সদস্যদের জীবিকা নির্বাহে সহায়তা প্রদান;

গ) দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস ও জরুরি সাড়াদান কর্মকাণ্ডে সমাজসেবা অধিদপ্তরের তালিকাভুক্ত সকল এনজিও এবং স্থানীয় সিবিওর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ;

ঘ) দুর্যোগজনিত কারণে বা অন্য কোনো সংকটকালে এতিম শিশুদের দ্রুত জরিপের মাধ্যমে তথ্যভান্ডার তৈরি ও তাদের সুরক্ষাসহ মানবিক সহায়তা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

ঙ) এতিম ও দুর্যোগকবলিত শিশুদের পরিচর্যা ও সুরক্ষায় উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা ও ইউনিয়ন সমাজকর্মীদের মাধ্যমে কর্মকৌশল নির্ধারণ ও বাস্তবায়নে নির্দেশনা প্রদান;

চ) মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের শিশুদের মনঃসামাজিক সহায়তা ও সুরক্ষাসহ শিশু সুরক্ষা বিষয়ে মৌলিক দক্ষতা গড়ে তোলা;

ছ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবকদের দুর্যোগকালে শিশু সুরক্ষা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান;

জ) দুর্যোগকালীন প্রয়োজনীয় সামগ্রী, যেমন: পরিবারের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, শিক্ষা ও মনঃসামাজিক সহায়তা উপকরণ ক্রয় এবং সেগুলো নিরাপদ স্থানে সংরক্ষণ;

ঝ) বিভিন্ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিতে অধিদপ্তরের প্রতিনিধির অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ।

জরুরি সাড়াদান

(১) সাড়াদান প্রস্তুতি পর্যায়

ক) অন্তর্ভুক্তিমূলক দুর্যোগ সাড়াদান পরিকল্পনা প্রণয়ন;

খ) প্রতিবন্ধী, প্রবীণ, নারী ও শিশু সংবেদনশীল দুর্যোগপ্রস্তুতি, পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন-কার্যক্রম বাস্তবায়ন কৌশল প্রণয়ন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও এনজিওদের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ;

গ) প্রতিবন্ধী, প্রবীণ, নারী ও শিশু সংবেদনশীল সাড়াদান পরিকল্পনা বছরে এক বার পর্যালোচনা করা এবং সকল স্তরের স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে সহযোগিতা ও সমন্বয় কৌশল নিশ্চিতকরণ;

ঘ) স্বেচ্ছাসেবকদের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং স্বেচ্ছাসেবক দলগুলোকে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সহায়তা প্রদান;

ঙ) দুর্যোগপ্রস্তুতি কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন প্রতি বছর পর্যালোচনা করা এবং সকল স্তরের প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নিজস্ব কর্মপরিকল্পনার সমন্বয়সাধন;

চ) দুর্যোগকালে এলাকাভিত্তিক সমাজকল্যাণ কর্মীদেরকে সংগঠিত করা;

ছ) মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তাকে ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে চিহ্নিত করা।

(২) সতর্কীকরণ/হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) মাঠ পর্যায়ের অফিসসহ কমিউনিটির জনসাধারণদের সতর্ক বার্তা প্রাপ্তি ও প্রচার নিশ্চিতকরণ;

খ) দুর্যোগপ্রস্তুতিতে জনসাধারণকে সতর্ক করতে মাঠ কর্মকর্তা ও সংগঠনের মাধ্যমে স্থানীয় প্রশাসনকে সহায়তা প্রদান এবং স্থানান্তর পরিকল্পনা ও পদ্ধতি সম্পর্কে শিশু, নারী, প্রতিবন্ধী ও প্রবীণদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা;

গ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিরাপদ ও সতর্ক স্থানান্তর, সন্ধান ও উদ্ধার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা;

ঘ) প্রতিবন্ধী ও সুবিধাবঞ্চিত গ্রুপের সদস্যদের নিরাপদ ও সতর্ক স্থানান্তর, সন্ধান ও উদ্ধার কার্যক্রম নিশ্চিত করতে মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহে নির্দেশনা জারি করা।

(৩) দুর্যোগ পর্যায়

ক) দুর্যোগকবলিত এলাকায় আশ্রয়কেন্দ্রে/ক্যাম্পে মানসিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, ট্রমা কাউন্সেলিংয়ের জন্য ক্রাইসিস সাপোর্ট সেন্টার স্থাপন এবং বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজ বা হাসপাতালের সেন্টার থেকে সেবা প্রদান নিশ্চিতকরণ;

খ) দুর্যোগকবলিত শিশু, নারীসহ সকলের মনঃসামাজিক সহায়তা প্রদানে তাৎক্ষণিক সহায়তার ব্যবস্থা গ্রহণ, প্রয়োজনে সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে মনঃসামাজিক সাড়াদানকারী নিযুক্ত করা;

গ) মানবিক সহায়তা কেন্দ্র পরিচালনা এবং শিশুবান্ধব স্থানের (সিএফএস) ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ, এনজিও ও স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক গ্রুপের সমন্বয়ে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে সহায়তা প্রদান;

ঘ) ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার এতিমখানাসমূহে প্রয়োজনীয় মানবিক সহায়তাসহ চিকিৎসাসেবা নিশ্চিতকরণ এবং কমিউনিটিতে বা বিকল্প পরিচর্যা ব্যবস্থায় শিশুদের সুরক্ষা ও সমন্বয় করা;

ঙ) নিয়ন্ত্রণকক্ষ পরিচালনা করা;

চ) উদ্ধার ও মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং নারী, শিশু, প্রবীণ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুরক্ষা ও ক্ষতি বিবেচনায় রেখে প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে জরিপ চালাতে কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকদের নির্দেশনা প্রদান;

ছ) ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাসমূহে প্রয়োজনমতো সমাজকর্মী নিয়োজিত করা এবং শিশুদের সুরক্ষায় শিশুবান্ধব স্থান ও রেফারেল সার্ভিসের সমন্বয়সাধন।

(৪) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়

ক) মানবিক সহায়তা ও পুনর্বসান কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ, বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা এবং জীবিকা নির্বাহে সহায়তা প্রদান;

খ) দুর্গত জনগোষ্ঠীকে সুরক্ষা, পুনর্বাসন ও পুনরেকত্রীকরণে পরিবার ও কমিউনিটিভিত্তিক উদ্যোগ গ্রহণ;

গ) এতিম ও বিচ্ছিন্ন শিশুরা যেন তাদের পরিবারের সদস্য/কেয়ারটেকারদের সঙ্গে থাকতে পারে এবং তাদের প্রয়োজনীয় সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ;

ঘ) দুর্গত জনগোষ্ঠীর প্রত্যাবর্তন ও পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার ওপর পর্যবেক্ষণ, প্রতিবেদন এবং পরবর্তী সময়ে দেখাশোনা করার ক্ষেত্রে কমিউনিটিভিত্তিক সেবা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা;

ঙ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, বিধবা ও শিশুর আর্থসামাজিক পুনর্বাসনের পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ;

চ) সরকারি পুনর্বাসন কর্মসূচি ও অন্যান্য সংস্থার সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদান এবং স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে না আসা পর্যন্ত সর্বাত্মক কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া।

৫.২.৩২ নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়

দুর্যোগ মোকাবিলায় এ মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে স্বল্প সময়ের নোটিশে সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর, বিআইডব্লিউটিএ, বিআইডব্লিউটিসি এবং দুর্যোগকবলিত এলাকার ব্যক্তিমালিকানাধীন জলযানগুলোকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য সরকারি সংস্থার চাহিদা মোতাবেক একত্রিত করে উদ্ধারকাজে নিয়োজিত করা। দুর্যোগ মোকাবিলায় এ মন্ত্রণালয় নিম্নলিখিত সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) ঝুঁকিহ্রাস ও প্রস্তুতিমূলক কৌশল প্রণয়ন;

খ) গৃহীত ঝুঁকিহ্রাস পরিকল্পনা বাস্তবায়নসহ (যেমন: খনন ও চ্যানেল পরিষ্কারের মাধ্যমে নৌপথের নাব্যতা ফিরিয়ে আনা, জেটি নির্মাণ ইত্যাদি) সাড়াদান এবং মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম বাস্তবায়নে পরিকল্পনা গ্রহণ;

গ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের জন্য মন্ত্রণালয়ের বাজেট সংস্থান নিশ্চিতকরণ;

ঘ) মন্ত্রণালয়ের খাতওয়ারি ঝুঁকি নিরূপণ নিশ্চিতকরণ;

ঙ) খাতওয়ারি ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা;

চ) মন্ত্রণালয়ের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে মনোনীত করা।

জরুরি সাড়াদান

(১) সাড়াদান প্রস্তুতি পর্যায়

ক) বিআইডব্লিউটিএ, বিআইব্লিউটিসি এবং ব্যক্তিমালিকানাধীন জাহাজ/জলযানসমূহের তালিকা সংরক্ষণ করা। এ তালিকায় জলযানসমূহের মালিকদের মোবাইল নাম্বারসহ নাম ও ঠিকানা উল্লেখ থাকবে, যাতে স্বল্প সময়ের নোটিশে সেগুলো অধিগ্রহণ করা যায়। এ জাহাজ এবং জলযানগুলো মূলত নিম্নবর্ণিত কাজে ব্যবহৃত হবে:

- সতর্ক বার্তার পরিপ্রেক্ষিতে দুর্যোগের আগে জনসাধারণের স্থানান্তর;
- জলবন্দি জনসাধারণ এবং প্রাণিসম্পদ স্থানান্তর;
- খাদ্যগুদাম থেকে খাদ্যশস্য আনয়ন;
- মানবিক সহায়তা-সামগ্রী, চিকিৎসা সরবরাহ এবং মানবিক সহায়তাকাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদেরকে পরিবহন;
- নৌ যোগাযোগ-ব্যবস্থা অক্ষুণ্ন রাখা এবং বিচ্ছিন্ন যোগাযোগ-ব্যবস্থা পুনঃস্থাপন;

খ) সকল দ্বীপে জেটি তৈরি করাসহ উদ্ধার এবং মানবিক সহায়তাকাজে নিয়োজিত জাহাজগুলোকে দ্বীপে পৌঁছাতে জলপথ প্রস্তুত রাখা;

গ) নিয়মিতভাবে নদীপথ ড্রেজিং করা এবং নৌচলাচল পথের বাধাগুলো অপসারণ করা, যাতে স্থানান্তর, উদ্ধার এবং মানবিক সহায়তা কর্মকাণ্ড পরিচালনার সুবিধার্থে জাহাজ/জলযানগুলো অবাধে চলাচল করতে পারে।

(২) সতর্কীকরণ/হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) সতর্ক বার্তা প্রাপ্তির পর নিয়ন্ত্রণকক্ষ স্থাপন এবং কর্মী নিয়োগ;

খ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের জরুরি পরিচালনা কেন্দ্রের সঙ্গে সংযোগ রক্ষার জন্য একজন লিয়াজোঁ কর্মকর্তা মনোনীত করা;

গ) বিআইডব্লিউটিএ, বিআইডব্লিউটিসি এবং সকল বন্দরের সঙ্গে যোগাযোগ করা;

ঘ) পূর্বাভাস অনুযায়ী সতর্ক সংকেত প্রাপ্তির পর সহজে যাতায়াত করা যায়, এমন স্থানে অবিলম্বে ঘাঁটি নির্বাচন করা এবং জাহাজগুলো নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করা;

ঙ) প্রয়োজনে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে বেসরকারি জলযান অধিগ্রহণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

চ) প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণে সকল স্টেশন ও অধীনস্থ অফিসগুলোকে সতর্ক করা;

ছ) সরকারের সিদ্ধান্ত অনুসারে জনসাধারণ ও প্রাণিসম্পদকে নিরাপদ আশ্রয়ে অপসারণে সহায়তা প্রদান;

জ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সমন্বয়সাধন করা এবং স্থানান্তর, উদ্ধার ও মানবিক সহায়তা-কার্যক্রমে সম্ভাব্য সর্বপ্রকার সহায়তা প্রদান;

ঝ) বন্দরে দ্রুতগামী জলযানে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরঞ্জাম ইত্যাদিসহ জরুরি মেরামত দল প্রস্তুত রাখা;

ঞ) জলযানসমূহের নিরাপদ চলাচল নিশ্চিতকরণ;

ট) দক্ষতার সঙ্গে ফেরি সার্ভিসগুলো পরিচালনার নিশ্চয়তা প্রদান;

ঠ) মানবিক সহায়তা ও জরুরি খাদ্যসামগ্রী বহন করার জন্য কোস্টারের বন্দোবস্ত সহজলভ্য করা;

ড) মানবিক সহায়তা এবং খাদ্যসামগ্রী বহনকারী জাহাজকে বন্দরের জেটিতে আগমন এবং মালখালাসের বিষয়ে অগ্রাধিকার প্রদানের জন্য বন্দর কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ প্রদান;

ঢ) দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জাহাজের দ্রুত মেরামত এবং পিওএলের নির্বিঘ্ন সরবরাহ নিশ্চিতকরণ;

ণ) নিজস্ব স্থাপনা, মজুত, যন্ত্রপাতি, ইত্যাদির নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বহনযোগ্য মজুত, স্থাপনা ও যন্ত্রপাতি নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করা;

ত) নিজস্ব সূত্র থেকে প্রাপ্ত ঘূর্ণিঝড় পরিস্থিতিসহ সকল কার্যক্রম সম্পর্কে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের জরুরি পরিচালনা কেন্দ্রে দৈনিক প্রতিবেদন প্রেরণ।

(৩) দুর্যোগ পর্যায়

ক) দুর্যোগকালীন দিনরাত সার্বক্ষণিকভাবে এবং সপ্তাহের সাত দিনই নিয়ন্ত্রণকক্ষ পরিচালনা করা;

খ) ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলোতে জাহাজের সহজলভ্যতা নিশ্চিতকরণ এবং স্থানীয় বেসামরিক কর্তৃপক্ষ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য সরকারি এজেন্সির প্রয়োজনে সেগুলোকে উদ্ধারকাজে নিয়োজিত করা;

গ) প্রয়োজনে অন্যান্য এলাকা থেকে দুর্যোগকবলিত এলাকায় জাহাজ প্রেরণ;

ঘ) ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা থেকে নিজস্ব স্থাপনা, মজুত ও যন্ত্রপাতিগুলো উদ্ধারের ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঙ) বিদেশি রাষ্ট্র থেকে আমদানিকৃত/দান হিসেবে প্রাপ্ত মানবিক সহায়তা-সামগ্রী বা খাদ্যসামগ্রী দ্রুত খালাস করার জন্য সংশ্লিষ্ট বন্দর কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ প্রদান;

চ) নিজস্ব সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ ও প্রাক্কলন প্রস্তুত করা এবং তা পুনঃস্থাপন/মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ;

ছ) দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জাহাজের দ্রুত মেরামত এবং পয়েন্ট অব লোডিং (POL) নির্বিঘ্ন করা।

(৪) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়

ক) ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় নৌ-যোগাযোগ পুনঃস্থাপন করা;

খ) মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসন-কার্যক্রম পরিচালনায় সকল প্রয়াস অব্যাহত রাখা;

গ) বিদেশি রাষ্ট্রগুলো থেকে আমদানিকৃত বা দান হিসেবে প্রাপ্ত মানবিক সহায়তা-সামগ্রী বা খাদ্যসামগ্রী বহন করার জন্য বিআইডব্লিউটিসির মালিকানাধীন জাহাজ এবং চার্টারিং কমিটি কর্তৃক অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণের জন্য ভাড়াকৃত জাহাজ নির্দিষ্ট করে রাখা এবং ঐগুলোকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান;

ঘ) প্রয়োজনে, ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি, এমন এলাকায় নোঙরকৃত জাহাজগুলোকে দুর্যোগকবলিত এলাকায় পাঠানোর জন্য প্রস্তুত রাখা। এ ব্যাপারে, অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয়সাধন।

৫.২.৩২.১ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্পোরেশন

সাধারণ কার্যক্রমের পাশাপাশি বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্পোরেশন (BIWTC) দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসে নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) স্থানান্তর, মানবিক সহায়তা-সামগ্রী পরিবহন এবং মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম ব্যবস্থাপনায় প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্য সকল নৌযান সম্পর্কে তথ্য-উপাত্ত প্রস্তুত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা;

খ) নৌযান মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণে বাজেটের সংস্থান নিশ্চিতকরণ;

গ) ঝুঁকি নিরূপণ করা, ঝুঁকিপূর্ণ জেটি, জাহাজ ও ফেরি চিহ্নিত করা;

ঘ) ঝুঁকি প্রশমন এবং প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রমের জন্য বাজেটের সংস্থান রাখা;

ঙ) দুর্যোগঝুঁকি থেকে সম্পদ ও অবকাঠামো রক্ষায় মন্ত্রণালয় ও এর সংস্থার কর্মীদের শিক্ষা ও সচেতনতামূলক কর্মসূচি আয়োজন করা।

জরুরি সাড়াদান

(১) সাড়াদান প্রস্তুতি পর্যায়

ক) পানিবন্দি ও দুর্যোগকবলিত জনসাধারণ এবং প্রাণিসম্পদ নিরাপদ স্থানান্তরে জলযান অধিগ্রহণ;

খ) নিম্নবর্ণিত কার্যাবলি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে অধিগ্রহণের জন্য জলযান প্রদান;

- খাদ্যশস্য খাদ্যগুদামে আনা এবং গুদাম থেকে বাইরে নেওয়া;
- মানবিক সহায়তা-সামগ্রী, চিকিৎসাসামগ্রী এবং মানবিক সহায়তাকাজে নিয়োজিত কর্মীদের পরিবহন;
- জরুরি যোগাযোগ-ব্যবস্থা বজায় রাখা এবং কোথাও তা বিচ্ছিন্ন হলে সেখানে পুনঃস্থাপন করা;

গ) মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম পরিচালনায় মানবিক সহায়তা-সামগ্রী দ্রুত প্রেরণের জন্য প্রয়োজনে ফেরি সার্ভিস প্রদান;

ঘ) ব্যক্তিমালিকানাধীন জলযানগুলো অধিগ্রহণে সাহায্য করা;

ঙ) সম্ভাব্য দুর্যোগ বিবেচনায় উদ্ধার মহড়া আয়োজন করা;

চ) কর্পোরেশনে একজন যোগাযোগ কর্মকর্তাকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা-বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট মনোনীত করা।

(২) সতর্কীকরণ/হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) বিআইডব্লিউটিসি সদর দপ্তরে নিয়ন্ত্রণকক্ষ স্থাপন এবং নিজস্ব যোগাযোগ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ের দপ্তর/কর্মকর্তা/কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা;

খ) নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থপনা অধিদপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য একজন কর্মকর্তা মনোনীত করা;

গ) ঘূর্ণিঝড় হুঁশিয়ারি সংকেত প্রাপ্তির অব্যবহিত পর, ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার নিকটতম বন্দরে জলযানগুলোকে স্থানান্তর করা;

ঘ) সকল বন্দরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা এবং সকল স্টেশন ও অধীনস্থ অফিসকে সতর্ক করা;

ঙ) নিজস্ব স্থাপনা, মজুত, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির নিরাপত্তার জন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাদি গ্রহণ এবং প্রয়োজনবোধে অনুরূপ বহনযোগ্য লজিস্টিক, স্থাপনা ও সরঞ্জাম নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করা;

চ) সকল বন্দরে এবং দ্রুত চলনক্ষম জলযানে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম ইত্যাদিসহ জরুরি মেরামতকারী দল প্রস্তুত রাখা;

ছ) জনসাধারণকে নিরাপদ স্থানে সরানোর জন্য জাহাজ অপেক্ষমাণ রাখা;

জ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয়সাধন এবং প্রয়োজন হলে স্থানান্তর, উদ্ধার ও মানবিক সহায়তা কর্মকাণ্ড পরিচালনায় সহায়তা প্রদান;

ঝ) জলযান এবং ফেরি সার্ভিসের নিরাপদ পরিচালনা বজায় রাখা;

ঞ) প্রয়োজনীয়-সংখ্যক বিআইডব্লিউটিসি কোস্টারকে মানবিক সহায়তা-সামগ্রী এবং জরুরি খাদ্যসামগ্রী বহনের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা;

ট) নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়কে অনুলিপি প্রদানপূর্বক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণকক্ষে নিজস্ব সূত্র থেকে প্রাপ্ত ঘূর্ণিঝড় পরিস্থিতি ও সকল কার্যক্রম সম্পর্কে দৈনিক প্রতিবেদন প্রেরণ।

(৩) দুর্যোগ পর্যায়

ক) ২৪/৭ ভিত্তিতে সার্বক্ষণিকভাবে নিয়ন্ত্রণকক্ষ পরিচালনা করা;

খ) ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলোতে জাহাজসমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং ঐগুলোকে স্থানীয় বেসামরিক কর্তৃপক্ষ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য সরকারি সংস্থার চাহিদা মোতাবেক কাজে নিয়োজিত করা;

গ) প্রয়োজনবোধে অন্যান্য ঘাঁটি থেকে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলোতে জাহাজ প্রেরণ;

ঘ) ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলো থেকে নিজস্ব স্থাপনা, মজুত ও সরঞ্জামাদি উদ্ধারের ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঙ) ক্ষতিগ্রস্ত জাহাজসমূহের দুত মেরামত এবং পিওএলের নির্বিঘ্নে সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ।

(৪) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়

ক) মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসন কর্মকাণ্ডে সর্বপ্রকার সহায়তা প্রদান;

খ) বিআইডব্লিউটিসির জাহাজ, অধিগ্রহণ এবং এর ভাড়া করা জাহাজগুলোকে দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় মানবিক সহায়তা-সামগ্রী এবং খাদ্যসামগ্রী বহনের নির্দেশ প্রদান;

গ) দুর্যোগের ফলে বিআইডব্লিউটিসির স্থাপনাগুলো, যন্ত্রপাতি এবং জাহাজসমূহের ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ এবং মেরামত ও স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড পুনঃস্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ।

৫.২.৩২.২ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (BIWTA) দুর্যোগঝুঁকি মোকাবিলায় নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস ও আপদকালীন পরিকল্পনা প্রণয়ন;

খ) নিজস্ব জাহাজ, বন্দরসুবিধা, সংকেত (সিগন্যাল), নৌপথ নির্দেশক (ওয়াটার মার্কস), লাইট হাউজ ও বয়াগুলো রক্ষায় নিরাপত্তামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ।

গ) দুর্যোগসংক্রান্ত বিষয়ে বিআইডব্লিউটির একজন লিয়াজোঁ কর্মকর্তাকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে মনোনীত করা।

জরুরি সাড়াদান

(১) সাড়াদান প্রস্তুতি পর্যায়

ক) নৌপথ নির্দেশক, সিগন্যাল, লাইটহাউজ ও বয়ার ব্যবস্থা রাখা;

খ) নৌ-যোগাযোগ-ব্যবস্থার উন্নয়নে নদী ও উপকূল বরাবর খননকাজ পরিচালনা করা এবং সেগুলো রক্ষণাবেক্ষণ করা;

গ) উদ্ধারকারী নৌবহর শক্তিশালী করা এবং যথোপযুক্ত উপকরণসহ নিরাপদ বন্দরে প্রস্তুত রাখা।

(২) সতর্কীকরণ/হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) সংস্থার দপ্তরে একটি নিয়ন্ত্রণকক্ষ স্থাপন করা ও কর্মী নিয়োগ করা;

খ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের জরুরি পরিচালনা কেন্দ্র, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় এবং বিআইডব্লিউটিসির সঙ্গে সংযোগ রক্ষার জন্য একজন যোগাযোগ কর্মকর্তা চিহ্নিত করা;

গ) বিএমডি, ডিডিএম ও এফএফডব্লিউসিকে প্রাপ্ত জোয়ার পর্যবেক্ষণ তথ্য সম্পর্কে অবহিত করা;

ঘ) অধীনস্থ অফিস এবং স্থাপনাসমূহের সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য সতর্ক করা;

ঙ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামসহ উদ্ধারকারী দলের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং তাদের প্রস্তুত রাখা;

চ) নিজস্ব স্থাপনা, মজুত, যন্ত্রপাতি, ইত্যাদির নিরাপত্তার জন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাদি গ্রহণ এবং প্রয়োজনবোধে বহনযোগ্য মজুত, স্থাপনা ও সরঞ্জাম নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করা;

ছ) নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়কে অনুলিপি প্রদানপূর্বক নিয়মিতভাবে আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি/দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়কে ক্ষয়ক্ষতি এবং পুনর্গঠন-সংক্রান্ত প্রতিবেদন পাঠানো।

(৩) দুর্যোগ পর্যায়

ক) ২৪/৭ ভিত্তিতে সার্বক্ষণিকভাবে নিয়ন্ত্রণকক্ষ পরিচালনা করা;

খ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কাজের সমন্বয়সাধন এবং জরুরি ভিত্তিতে স্থানান্তর, উদ্ধার ও মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম পরিচালনার সুবিধার্থে জাহাজ এবং নৌযানসমূহের জন্য জলপথে চলাচলে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;

গ) উপযুক্ত সরঞ্জামে সজ্জিত উদ্ধারকারী নৌবহরের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সেগুলোকে দুর্যোগকবলিত এলাকায় নিকটতম নিরাপদ ঘাঁটিতে অপেক্ষমাণ রাখা।

(৪) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়

ক) নিজস্ব জেটি, ঘাঁটি, স্থাপনা ইত্যাদির ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ ও প্রাক্কলন প্রস্তুত করা এবং সেগুলো প্রতিস্থাপন/মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ;

খ) নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ে অনুলিপি প্রদানপূর্বক আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে ক্ষয়ক্ষতি এবং পুনর্বাসন/পুনর্নির্মাণ-সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রেরণ;

গ) পথনির্দেশক বয়া ও বাতিঘরের জরুরি/দীর্ঘমেয়াদি মেরামত/প্রতিস্থাপনের পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং এ ধরনের প্রয়োজন মেটানোর জন্য অর্থের সংস্থান রাখা;

ঘ) ভূমিকম্প বা অন্যান্য বড় দুর্যোগে সৃষ্ট ধ্বংসস্তূপ অপসারণ করা;

ঙ) ডুবন্ত জাহাজ উদ্ধারের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং মানবিক সহায়তা-সামগ্রী দ্রুত পরিবহনের সুবিধার্থে জরুরি ভিত্তিতে বিচ্ছিন্ন উপকূলরেখা নির্দেশক চিহ্ন পুনঃস্থাপন করা;

চ) মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসন-কার্যক্রম সমাপনের পর জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল/দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রেরণ।

৫.২.৩২.৩ নৌপরিবহন অধিদপ্তর

দুর্যোগ মোকাবিলায় অধিদপ্তর নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করবে:

ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় অংশগ্রহণ;

খ) সমুদ্রের আন্তসীমায় বিপজ্জনক দ্রব্যাদি পরিবহন পর্যবেক্ষণ;

গ) সমুদ্রের পানি দূষণমুক্ত রাখা নিশ্চিত করতে ঝুঁকিপূর্ণ, বিষাক্ত জৈব পদার্থ, তেল নিঃসরণ, তেজস্ক্রিয় বর্জ্য পদার্থের ব্যাপারে সতর্কীকরণমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ;

ঘ) সমুদ্রপথের আপদগুলোর ব্যাপারে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও বিতরণের জন্য সমুদ্র-বিষয়ক আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা;

ঙ) বড় ধরনের দুর্যোগের ক্ষেত্রে আপদকালীন পরিকল্পনা তৈরি ও মহড়ার আয়োজন করা।

চ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দুর্যোগসংক্রান্ত ইস্যুগুলো নিয়ে কাজ করার জন্য বিভাগের একজন লিয়াজোঁ কর্মকর্তাকে মনোনীত করা;

৫.২.৩২.৪ চট্টগ্রাম/মংলা/পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

চট্টগ্রাম/মংলা/পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করবে:

ক) আকস্মিক দুর্যোগকালে জাহাজ ভেড়ানো ও মালামাল ওঠানো-নামানোর নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;

খ) বন্দরের জন্য আপদকালীন পরিকল্পনা প্রণয়ন;

গ) দুর্যোগের পরপরই দুর্যোগ সাড়াদান কর্মকাণ্ডে সহায়তা দিতে বন্দর (পণ্য ওঠানামা ব্যবস্থা, ওয়্যারহাউজ) প্রস্তুত রাখা;

ঘ) দুর্যোগকালে সন্ধান ও উদ্ধারকাজের প্রয়োজনীয় উপকরণ ও মানবিক সহায়তা-সামগ্রী দ্রুত খালাস ও সরবরাহে সহায়তা প্রদান;

ঙ) বিদেশ থেকে আসা মানবিক সহায়তা-সামগ্রীবাহী জাহাজের পণ্য দ্রুত খালাস করা;

চ) আগাম সতর্কীকরণ ও হুঁশিয়ারি সংকেত পাওয়ার পর জাহাজ ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে সতর্ক করা;

ছ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে একজন লিয়াজোঁ কর্মকর্তা মনোনীত করা।

৫.২.৩৩ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

এ বিভাগ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) অধিদপ্তর ও সকল সংস্থার/বিভাগের সমন্বয়ে দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসসংক্রান্ত নির্দেশিকা তৈরি করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

খ) ঝুঁকিহ্রাস ও সাড়াদান প্রস্তুতিমূলক কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন;

গ) খাতওয়ারি ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ;

ঘ) দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় অবকাঠামো উন্নয়ন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ করা;

ঙ) অধিদপ্তর/সংস্থার মধ্যে ঝুঁকিহ্রাসে গৃহীত পদক্ষেপসমূহের সমন্বয়সাধন;

চ) সড়ক পরিবহন খাতে আপদকালীন পরিকল্পনা প্রস্তুত করা;

ছ) সকল সেবা ও অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিতকরণ;

জ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে একজন লিয়াজোঁ কর্মকর্তা মনোনীত করা।

জরুরি সাড়াদান

(১) সাড়াদান প্রস্তুতি পর্যায়

ক) সাড়াদান এবং মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসন কর্মকাণ্ডে সহায়তা দিতে সড়ক যোগাযোগ অবকাঠামো মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ।

(২) সতর্কীকরণ/হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) সতর্ক সংকেতের কার্যকর প্রচার নিশ্চিতকরণ।

(৩) দুর্যোগ পর্যায়

ক) দুর্যোগকবলিত এলাকায় অবাধ যোগাযোগ-ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে সড়ক/মহাসড়কের দ্রুত ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ ও ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামোগুলো মানসম্মতভাবে পুনর্নির্মাণ ও মেরামতে জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ;

খ) দুর্যোগকবলিত এলাকায় অতিরিক্ত জনবল ও সম্পদের সংস্থানের নিশ্চিত ও সমন্বয়সাধন;

গ) দুর্যোগকবলিত এলাকায় সড়ক যোগাযোগ বাধাগ্রস্ত হলে সেখানে বিকল্প রুট ও নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ;

ঘ) প্রয়োজন অনুযায়ী সংযোগ সড়ক অথবা অস্থায়ী সেতুর মতো অস্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ করা;

ঙ) প্রয়োজনে লোকবলসহ সম্পদ পুনঃ বরাদ্দ করা;

চ) ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামোগুলো পর্যবেক্ষণ এবং নিয়মিত প্রতিবেদন প্রদান।

(৪) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়

ক) ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো দ্রুত মেরামত করার জন্য প্রস্তুত থাকা এবং তা পরিচালনা করা;

খ) জরুরি সাড়াদান ও উদ্ধার কার্যক্রম চলাকালে কার্যকর যোগাযোগ, তথ্য ও প্রতিবেদন প্রদান নিশ্চিতকরণ;
গ) সেবা ও অবকাঠামো রক্ষায় প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ।

৫.২.৩৩.১ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর

এ অধিদপ্তর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নিম্নলিখিত কার্যক্রম সম্পাদন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) নতুন কোনো অবকাঠামো নকশা প্রণয়নে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ঝুঁকিগুলো বিবেচনায় নেওয়া;
খ) ঘূর্ণিঝড়ের কারণে সৃষ্ট প্রবল জোয়ার-ভাটায় ও ভয়াবহ বন্যায় ফসল ও সম্পদ রক্ষার্থে বা ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসে সড়ক, বাঁধ, হালকা সেতু ও কালভার্ট মজবুত করা;
গ) সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের জন্য আপদকালীন পরিকল্পনা প্রণয়ন;
ঘ) বাংলাদেশ জিওলজিক্যাল সার্ভে এবং বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর হতে ভূমিকম্প পরিমাপকযন্ত্র/সিসমোমিটার থেকে প্রাপ্ত তথ্য জানতে ও বুঝতে সংস্থাগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করা;
ঙ) অবকাঠামো উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ, উন্নীতকরণ এবং মজবুতকরণসহ ঝুঁকিহ্রাস কর্মকান্ড পরিচালনা করা;
চ) বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়/জলোচ্ছ্বাসপ্রবণ এলাকায় সড়ক উঁচু করা এবং ঝুঁকিপূর্ণ অবকাঠামোর ঝুঁকি হ্রাসে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
ছ) পূর্ববর্তী রেকর্ডকৃত বন্যাসীমা (HFL) বিবেচনাপূর্বক রাস্তাঘাট নির্মাণ করা।

জরুরি সাড়াদান

(১) সাড়াদান প্রস্তুতি পর্যায়

ক) গুরুত্বপূর্ণ সড়ক যোগাযোগ-ব্যবস্থা অব্যাহতভাবে রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
খ) দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় সড়ক যোগাযোগ-ব্যবস্থার দুর্বল স্থানগুলো মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
গ) অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে বছরে দুই বার চলমান জরুরি পরিকল্পনা পর্যালোচনা করা এবং দুর্যোগপ্রস্তুতি কার্যক্রম জোরদার করা;
ঘ) প্রয়োজনে সংযোগ সড়ক তৈরি, অস্থায়ী সেতু নির্মাণ এবং ফেরি সার্ভিস চালু করার নির্দেশ জারি করা;
ঙ) ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, এমন গুরুত্বপূর্ণ বাঁধ এবং সড়কপথ টহলদানের ব্যবস্থা গ্রহণ;
চ) জরুরি মেরামত কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় সড়ক নির্মাণ যন্ত্রপাতি প্রস্তুত রাখা।

(২) সতর্কীকরণ/হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে অবস্থিত জরুরি পরিচালনা কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য একজন লিয়াজোঁ কর্মকর্তা মনোনীত করা;
খ) প্রয়োজনে যানবাহন এবং রক্ষণাবেক্ষণ যন্ত্রপাতি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলোয় প্রেরণ;
গ) ক্ষয়ক্ষতি ও ধ্বংসের হাত থেকে অবকাঠামো, নির্মাণসামগ্রী, ফেরি, পন্টুন, যন্ত্রপাতি, মজুত ইত্যাদি রক্ষা করা;
ঘ) প্রয়োজনে যানবাহন চলাচলের জন্য বিকল্প সড়কের পরিকল্পনা করা।

(৩) দুর্যোগ পর্যায়

ক) ২৪/৭ ভিত্তিতে সার্বক্ষণিক নিয়ন্ত্রণকক্ষ চালু রাখা;

খ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের জরুরি পরিচালনা কেন্দ্রের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করা;

গ) গুরুত্বপূর্ণ সড়কপথসমূহে টহল জোরদার করা;

ঘ) ঘূর্ণিঝড়ে সড়কে ভেঙ্গে পড়া গাছপালা ও বিভিন্ন বাধা পর্যাপ্ত লোকবল ও যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে দ্রুত অপসারণের ব্যবস্থা করে যান চলাচল স্বাভাবিক করা;

ঙ) সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে বিকল্প পথে যান চলাচলের ব্যবস্থা গ্রহণ ও পথনির্দেশক স্থাপন করা;

চ) দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় ফেরি, যন্ত্রপাতির মজুত এবং স্থাপনাগুলোর নিরাপত্তার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ।

(৪) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়

ক) অনতিবিলম্বে ক্ষতিগ্রস্ত/ধ্বংসপ্রাপ্ত সড়ক মেরামত এবং পুনর্নির্মাণ;

খ) যোগাযোগ-ব্যবস্থা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য বিকল্প সড়ক তৈরি;

গ) মানবিক সহায়তাকর্মী, মানবিক সহায়তা-সামগ্রী এবং অপরাপর অত্যাবশ্যকীয় মালামাল বহনকারী যানবাহন চলাচলের অগ্রাধিকার প্রদান;

ঘ) ক্ষয়ক্ষতির তথ্য সংগ্রহ ও পরিমাণ নির্ধারণ করে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের কাছে প্রতিবেদন পাঠানো এবং প্রয়োজন হলে জরুরি অবস্থা মোকাবিলার জন্য অতিরিক্ত অর্থের চাহিদা প্রেরণ;

ঙ) দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের উপকার এবং ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাসমূহের অব্যাহত আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য সাময়িক ও স্থায়ী ভিত্তিতে সড়ক যোগাযোগ বজায় রাখার উদ্দেশ্যে সকল প্রচেষ্টা গ্রহণ এবং তা অব্যাহত রাখা।

৫.২.৩৩.২ বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ

বিআরটিএ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নিম্নলিখিত কার্যক্রম সম্পাদন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) একজন কর্মকর্তাকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে মনোনীত করা;

খ) সংস্থার জন্য আপদকালীন পরিকল্পনা তৈরি এবং এটি সক্রিয় রাখা;

গ) জিওলজিক্যাল সার্ভে অব বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের মাধ্যমে ভূমিকম্প পরিমাপকযন্ত্র/সিসমোমিটার হতে প্রাপ্ত তথ্য জানতে ও বুঝতে সংস্থাগুলোর সঙ্গে মতবিনিময় করা।

(৩) দুর্যোগ পর্যায়

ক) ২৪/৭ ভিত্তিতে সার্বক্ষণিকভাবে নিয়ন্ত্রণকক্ষ খোলা রাখা;

খ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের জরুরি পরিচালনা কেন্দ্রের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করা;

গ) নিজস্ব ব্যবস্থায় প্রাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।

(৪) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়

ক) মানবিক সহায়তাকর্মী ও সামগ্রী বহনকারী যানবাহনের চলাচল অগ্রাধিকার প্রদান।

৫.২.৩৩.৩ বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করবে:

(ক) সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী জনসাধারণকে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরের জন্য যেসব এলাকায় সড়ক যোগাযোগ-ব্যবস্থা কার্যকর আছে সে সকল স্থানে যানবাহন প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(খ) উদ্ধার, স্থানান্তর, মানবিক সহায়তা এবং পুনর্বাসনকাজে স্থানীয় প্রশাসনকে সহযোগিতা প্রদান;

(গ) সরকারি আদেশে মানবিক সহায়তা-সামগ্রী, তৈজসপত্র এবং গৃহনির্মাণ সামগ্রী ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় পরিবহনের জন্য ট্রাক বা অন্যান্য যানবাহন প্রদান।

৫.২.৩৪ সেতু বিভাগ

সেতু বিভাগ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করবে:

ক) বিভাগের দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা তৈরি করা;

খ) ঝুঁকিহ্রাস ও প্রস্তুতিমূলক কৌশল পরিকল্পনা প্রণয়ন;

গ) খাতওয়ারি ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ;

ঘ) অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিতকরণ;

ঙ) সেতু মজবুত করা এবং ঝুঁকিপূর্ণ অবকাঠামোর ঝুঁকিহ্রাস নিশ্চিতকরণ;

চ) ঘূর্ণিঝড়/জলোচ্ছ্বাস/বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, এমন গুরুত্বপূর্ণ সেতু টহলদানের ব্যবস্থা গ্রহণ;

ছ) প্রয়োজনে লোকবলসহ সম্পদ পুনঃ বরাদ্দ করা;

জ) অবিলম্বে ক্ষতিগ্রস্ত/ধ্বংসপ্রাপ্ত সেতুগুলো মেরামত ও পুনর্নির্মাণের কাজ শুরু করা;

ঝ) জরুরি সাড়াদান ও উদ্ধার কার্যক্রম চলাকালে কার্যকর যোগাযোগ, তথ্য বিনিময় ও প্রতিবেদন প্রদান নিশ্চিতকরণ;

ঞ) একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে মনোনীত করা।

৫.২.৩৪.১ বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করবে:

ক) সংস্থার আপদকালীন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং এটি চলমান রাখা;

খ) ভূমিকম্প পরিমাপকযন্ত্র/সিসমোমিটার থেকে পাওয়া তথ্যগুলো বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরে প্রেরণ;

গ) ভূমিকম্প ও ভয়াবহ দুর্যোগের পর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সেতু বিভাগের অবকাঠামোর পরিস্থিতির ওপর হালনাগাদ প্রতিবেদন পেশ করা এবং নিয়মিত পরিবীক্ষণ নিশ্চিতকরণ;

ঘ) ১৫০০ মিটার বা তদূর্ধ্ব সেতু রক্ষণাবেক্ষণ করা;

ঙ) ঘূর্ণিঝড়/জলোচ্ছ্বাস/বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, এমন গুরুত্বপূর্ণ সেতু টহলদানের ব্যবস্থা গ্রহণ;

চ) ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামোগুলো পর্যবেক্ষণ করা এবং নিয়মিত প্রতিবেদন প্রদান;

ছ) প্রয়োজনে লোকবলসহ সম্পদ পুনঃ বরাদ্দ করা;

জ) অবিলম্বে ক্ষতিগ্রস্ত/ধ্বংসপ্রাপ্ত সড়কপথ ও সেতুগুলো মেরামত ও পুনর্নির্মাণের কাজ শুরু করা।

৫.২.৩৫ রেলপথ মন্ত্রণালয়

রেলপথ মন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) নতুন অবকাঠামোর নকশায় ভূমিকম্পসহ অন্যান্য দুর্যোগে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ঝুঁকিগুলো বিবেচনায় নেওয়া;

খ) সংস্থার আপদকালীন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সক্রিয় রাখা;

গ) সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী দুর্যোগ সাড়াদান কার্যক্রমের জন্য গুদামজাতকরণের সব সুবিধা ও পরিবহন-ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ;

ঘ) দুর্যোগকালে ও দুর্যোগ-পরবর্তীতে সন্ধান, উদ্ধার ও মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম পরিচালনায় প্রয়োজনীয় উদ্ধারযান ও উপকরণের ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;

ঙ) জিওলজিক্যাল সার্ভে অব বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের মাধ্যমে ভূমিকম্প মাপকযন্ত্র/সিসমোমিটার থেকে প্রাপ্ত তথ্য সংস্থাগুলোকে অবহিত করা;

চ) পূর্ববর্তী রেকর্ডকৃত বন্যাসীমা (এইচএফএল) বিবেচনাপূর্বক রেলপথ নির্মাণ করা;

ছ) একজন লিয়াজোঁ কর্মকর্তাকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে মনোনীত করা এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা।

জরুরি সাড়াদান

(১) সাড়াদান প্রস্তুতি পর্যায়

ক) রেললাইনগুলো মেরামত করা, রেলওয়ে বাঁধগুলো উঁচু করা এবং রেলপথের কালভার্ট ও সেতুগুলো মজবুত করা;

খ) জরুরি অবস্থায় রেললাইনের দুর্বল অংশে টহলদান জোরদার করার জন্য সংশ্লিষ্ট রেল কর্তৃপক্ষের প্রতি নির্দেশনা জারি করা।

(২) সতর্কীকরণ/হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) রেলপথ সদর দপ্তরে সার্বক্ষণিক (২৪ ঘণ্টা) নিয়ন্ত্রণকক্ষ স্থাপন করা;

খ) দুর্যোগকবলিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, এমন রেলপথ নিয়মিত তদারকির জন্য সতর্কীকরণ নির্দেশ জারি করা;

গ) রেলপথ যোগাযোগ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে দুর্যোগে জরুরি অবস্থা-সম্পর্কিত বার্তা রেলপথ কর্তৃপক্ষকে প্রেরণের জন্য একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা নিযুক্ত করা;

ঘ) রেললাইন এবং সেতু মেরামতের নির্মাণসামগ্রী মজুত রাখা;

ঙ) মজুত সামগ্রী, যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম, রোলিংস্টক এবং রেলইঞ্জিন ইত্যাদি সুরক্ষার জন্য এবং ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

চ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে অবস্থিত জরুরি পরিচালনা কেন্দ্রের সঙ্গে সংযোগ রক্ষার জন্য একজন কর্মকর্তা মনোনীত করা।

(৩) দুর্যোগ পর্যায়

ক) রেলপথ চ্যানেলের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়কে অবহিতকরণ;

খ) রেলসেতু ও রেলপথসমূহে টহলদান ও পরিদর্শন জোরদার করা;

গ) ট্রাফিক চালু রাখা এবং নিরাপত্তার স্বার্থে প্রয়োজনে ট্রেন চলাচলের সময় পুনর্নির্ধারণ করার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান;

ঙ) বিপদগ্রস্ত লোকজন অপসারণে রেলপথ ও রেল স্টেশন প্রস্তুত রাখা।

(৪) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়

ক) রেলপথ ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি জরিপ করা;

খ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের NDRCC-তে ক্ষয়ক্ষতির সামগ্রিক তালিকা প্রেরণ;

গ) ক্ষতিগ্রস্ত রেলপথগুলো মেরামত করা ও বিধ্বস্ত রেলপথ চলাচল যথাশীঘ্র সম্ভব পুনরায় চালু করা;

ঘ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে উদ্ধার, মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসন কর্মসূচিতে সহায়তা প্রদান;

ঙ) ক্ষতিগ্রস্ত জংশন, স্টেশন ও স্থাপনাগুলো মেরামত বা পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য পর্যাপ্ত সম্পদ বরাদ্দ করা;

চ) প্রয়োজন অনুযায়ী খাদ্যশস্য ও অন্যান্য মানবিক সহায়তা-সামগ্রী প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

৫.২.৩৬ শিল্প মন্ত্রণালয়

শিল্প মন্ত্রণালয় দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) আপদ ও ঝুঁকি বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে জাতীয় ও আঞ্চলিক (Sub–national) পর্যায়ের রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পকারখানার আপদকালীন পরিকল্পনা প্রণয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ;

খ) মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিষয় সম্পৃক্ত করা;

গ) আপদ বিশ্লেষণের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের গবেষণা কর্মসূচি প্রস্তুত করা;

ঘ) ভূমিকম্প বা অন্যান্য দুর্যোগে অধিক ঝুঁকিপ্রবণ স্থানে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতে নতুন শিল্পকারখানা স্থাপন করা যাবে না মর্মে নির্দেশনা জারি করা; যদি স্থাপন করতে হয় তা দুর্যোগ-সহনীয় করার নির্দেশনা প্রদান;

ঙ) রাষ্ট্রায়ত্ত খাতে নতুন শিল্পকারখানা স্থাপনের সময় দুর্যোগঝুঁকি অন্তর্ভুক্তির (কেমিক্যাল হ্যাজার্ড, অগ্নি–নিরাপত্তা, উন্মুক্ত সমাবেশ স্থান, জরুরি নির্গমন পথসহ কমপ্লায়েন্স ইস্যুসহ শিল্পকারখানা স্থাপনের নির্দেশাবলি ও নীতিমালা) বিষয় নিশ্চিতকরণ;

চ) রাষ্ট্রায়ত্ত খাতে চলমান শিল্পকারখানাসমূহে দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনার বিষয়গুলো যথাযথভাবে অনুসরণ করার জন্য পরিদর্শন সাপেক্ষে নির্দেশনা প্রদান;

ছ) রাষ্ট্রায়ত্ত খাতে খাতওয়ারি ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম ও কর্মসূচিগুলো পর্যবেক্ষণ এবং এর অগ্রগতি সম্পর্কে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়কে অবহিতকরণ;

জ) খাতওয়ারি ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন;

ঝ) শিল্প কলকারখানা এবং উচ্চ পর্যায়ে নিরবচ্ছিন্ন ব্যবসায়িক নীতি ও পদ্ধতি তৈরি করা;

ঞ) মন্ত্রণালয়ের দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে বাস্তবায়নের জন্য বাজেটের সংস্থান রাখা;

ট) মন্ত্রণালয়ের ঝুঁকি যোগাযোগ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা;

ঠ) খাতওয়ারি জরুরি সাড়াদান পদ্ধতি প্রণয়ন করা;

ড) মন্ত্রণালয়ের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে মনোনীত করা।

জরুরি সাড়াদান

(১) সাড়াদান প্রস্তুতি পর্যায়

ক) অতি ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় অবস্থিত শিল্পকারখানায় দুর্যোগপ্রস্তুতিমূলক কর্মকাণ্ডে সচেতনতা এবং শিক্ষামূলক কর্মসূচি অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিতকরণ;

খ) অতি ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় স্থাপিত শিল্পকারখানাগুলো আপদ ও ঝুঁকি বিশ্লেষণপূর্বক পরিকল্পনা প্রণয়ন নিশ্চিত হওয়ার ভিত্তিতে কার্যকর নিরবচ্ছিন্ন ব্যাবসায়িক নীতিমালা তৈরি করা;

গ) ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড় ও বন্যাপ্রবণ এলাকার কলকারখানায় দুর্যোগ-প্রস্তুতিমূলক মহড়ার আয়োজনের নির্দেশনা প্রদান;

ঘ) জনশক্তি, যন্ত্রপাতি, মজুত, স্থাপনা/কারখানা ইত্যাদির নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিতকরণ;

ঙ) ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড় এবং বন্যাপ্রবণ এলাকার শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোতে পর্যাপ্ত কাঠামোভিত্তিক নিরাপত্তা-ব্যবস্থা গ্রহণের নিশ্চয়তা বিধান করা;

চ) ঘূর্ণিঝড় ও বন্যাপ্রবণ এলাকার সকল কারখানা এবং প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দুর্যোগপ্রস্তুতিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান;

ছ) সেক্টরওয়ারি বিজনেস কন্টিনিউটি প্ল্যান প্রণয়ন ও সক্রিয় রাখা;

জ) মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তাকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে মনোনীত করা।

(২) দুর্যোগ পর্যায়

ক) স্থানীয় প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষকে উদ্ধার, স্থানান্তর ও মানবিক সহায়তা এবং পুনর্বাসন-কার্যক্রমে পূর্ণ সহযোগিতার করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান;

খ) জনশক্তি, যন্ত্রপাতি, মজুত, স্থাপনা/কারখানা ইত্যাদির নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলে সম্ভাব্য নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর নিশ্চিতকরণ।

(৩) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়

ক) ক্ষতিগ্রস্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহের মেরামত, প্রতিস্থাপনের সম্ভাব্য ব্যয় নির্ধারণ করাসহ দুর্যোগ-পরবর্তী প্রভাব ও ক্ষয়ক্ষতি হিসাব করা;

খ) দুর্যোগ-পরবর্তী প্রভাব ও ঝুঁকি বিশ্লেষণ নিশ্চিতকরণ এবং শিল্প সংস্কার ও পুর্নবাসনে অর্থায়নের প্রস্তাবে ঝুঁকি মোকাবিলার কৌশলগুলো অন্তর্ভুক্ত করা;

গ) সংশ্লিষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত শিল্পকারখানা মেরামত ও পুনঃস্থাপনের জন্য সম্ভাব্য ব্যয় নির্ধারণ করা;

ঘ) ক্ষতিগ্রস্ত শিল্পগুলোকে পুনর্বাসন প্রকল্প প্রস্তাব এবং অর্থ বরাদ্দের জন্য পরিকল্পনা কমিশন/মন্ত্রণালয়ের কাছে দাখিলের নির্দেশ প্রদান;

ঙ) দুর্যোগকবলিত শিল্পকলকারখানার দুর্যোগ-পরবর্তী সংস্কার ও পুনর্বাসন-কার্যক্রম অনুমোদনের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়/পরিকল্পনা কমিশনে অর্থায়নের জন্য প্রস্তাব দাখিলে সহায়তা প্রদান;

চ) প্রয়োজনীয় তহবিল ও সম্পদের ব্যবস্থা গ্রহণ ও বরাদ্দ প্রদান।

৫.২.৩৭ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

এ বিভাগ দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে পরামর্শক্রমে স্কুল-কলেজ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ, কারিগরি কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল পর্যায়ের শিক্ষা পাঠক্রমে দুর্যোগসংক্রান্ত বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করা;

খ) বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ঝুঁকিগুলো বিশেষ করে ভূমিকম্পঝুঁকি এড়াতে নতুন বিদ্যালয় ভবন ও অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নকশায় আপদ ও ঝুঁকি-মানচিত্র ব্যবহার এবং বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড অনুসরণ নিশ্চিতকরণ;

গ) দুর্যোগকালীন আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহারের জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভবনে নারী ও পুরুষের জন্য আলাদা ব্যবস্থা রাখা;

ঘ) অতি ঝুঁকিপূর্ণ ঘূর্ণিঝড় ও বন্যাপ্রবণ এলাকায় ন্যূনতম দ্বিতল ভবনসহ বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড অনুসরণ করে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তৈরি করা;

ঙ) খাতওয়ারি ঝুঁকি নিরূপণপূর্বক দুর্যোগভিত্তিক ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন;

চ) বিভাগের ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রমের জন্য অর্থ বরাদ্দ নিশ্চিতকরণ;

ছ) সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিয়মিত ভূমিকম্পসহ অন্যান্য দুর্যোগপ্রস্তুতি, সাড়াদান, স্থানান্তর এবং প্রাথমিক চিকিৎসার মহড়া আয়োজন করা;

জ) সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিয়মিত ভূমিকম্প মহড়ার আয়োজন করা;

ঝ) একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে মনোনীত করা।

জরুরি সাড়াদান

(১) সাড়াদান প্রস্তুতি পর্যায়

ক) সাড়াদান ও উদ্ধার কার্যক্রমে করণীয় বিষয়ের ওপর অধিক ঝুঁকিপ্রবণ এলাকার শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সচেতনতা ও শিক্ষামূলক প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা;

খ) প্রতি বছর নিয়মিত (এপ্রিল ও সেপ্টেম্বর) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সাড়াদান ও উদ্ধার অনুশীলন পরিচালনা করা;

গ) ঘূর্ণিঝড় ও বন্যাপ্রবণ এলাকার যতদূর সম্ভব সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দ্বিতল ভবন হিসেবে নির্মাণের ব্যবস্থা করা;

ঘ) ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভবনসমূহের যথাযথ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিতকরণ;

ঙ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের জন্য বিভাগের আপদকালীন পরিকল্পনা প্রণয়ন।

(৩) দুর্যোগ পর্যায়

ক) ঘূর্ণিঝড়/বন্যার আশঙ্কা দেখা দিলে প্রয়োজনে আশ্রয়কেন্দ্র ও মানবিক সহায়তা শিবির হিসেবে ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয়-সংখ্যক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও ভবন স্থানীয় প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণে প্রদান;

খ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে উদ্ধার, স্থানান্তর ও মানবিক সহায়তা-কার্যক্রমে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সংগঠিত করা;

গ) বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়সহ বিভিন্ন দুর্যোগের পরপরই জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষা (Education in Emergencies) কার্যক্রম অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রস্তুত করা, প্রয়োজনে বিকল্প স্থানে পাঠদানের ব্যবস্থা গ্রহণ।

(৪) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়

ক) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর সার্বিক ক্ষয়ক্ষতির হিসেবে এবং সেগুলোর মেরামতে প্রস্তাবনা তৈরি করা;

খ) প্রয়োজনে বিকল্প ব্যবস্থায় শিক্ষাকার্যক্রম অব্যাহত রাখা।

৫.২.৩৭.১ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর দুর্যোগ মোকাবিলায় নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) নতুন বিদ্যালয় ভবন ও অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নকশা প্রণয়নে আপদ ও ঝুঁকি-মানচিত্র ব্যবহার করা;

খ) ঝুঁকিপ্রবণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করা ও প্রয়োজনে ভেঙ্গে ফেলা বা রেট্রোফিটিং করার উদ্যোগ গ্রহণ;

গ) সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বছরে নিয়মিত দুর্যোগে নিরাপত্তা, স্থানান্তর এবং প্রাথমিক চিকিৎসার মহড়া আয়োজন করা;

ঘ) সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিয়মিত ভূমিকম্প মহড়ার আয়োজন করা;

ঙ) শিক্ষকদের জন্য দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনা-বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজের মাধ্যমে এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম মূলধারায় সম্পৃক্তকরণ;

চ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের সহযোগিতায় বিদ্যালয় ও কলেজ পাঠ্যক্রমে দুর্যোগ-সম্পর্কিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা;

ছ) অধিদপ্তরের একজন কর্মকর্তাকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে মনোনীত করা।

(৩) দুর্যোগ পর্যায়

ক) দুর্যোগকালীন আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহারের জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভবন আশ্রয়কেন্দ্র ও মানবিক সহায়তা শিবির হিসেবে ব্যবহারের জন্য প্রদান;

খ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে উদ্ধার, স্থানান্তর ও মানবিক সহায়তা-কার্যক্রমে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সংগঠিত করা।

(৪) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়

ক) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর সার্বিক ক্ষয়ক্ষতির হিসাব এবং সেগুলোর মেরামতের প্রস্তাবনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

খ) প্রয়োজনে বিকল্প ব্যবস্থায় শিক্ষাকার্যক্রম অব্যাহত রাখা।

৫.২.৩৮ কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ

এ বিভাগ দুর্যোগ মোকাবিলায় নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) এ বিভাগের খাতওয়ারি ঝুঁকি নিরূপণ নিশ্চিতকরণ;

খ) কারিগরি স্কুল, কারিগরি কলেজ, মাদ্রাসা ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের শিক্ষাপাঠক্রমে দুর্যোগসংক্রান্ত বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করা ও হালনাগাদ করা;

গ) বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ঝুঁকিগুলো, বিশেষ করে ভূমিকম্পঝুঁকি এড়াতে নতুন বিদ্যালয় ভবন ও অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নকশায় আপদ ও ঝুঁকি-মানচিত্র ব্যবহার এবং বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড অনুসরণ করা;

ঘ) দুর্যোগকালীন আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহারের জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভবনে শিশু ও নারীদের জন্য আলাদা কক্ষের ব্যবস্থা করা;

ঙ) ঘূর্ণিঝড় ও বন্যাপ্রবণ এলাকায় ন্যূনতম দ্বিতল ভবন নির্মাণ ও ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড অনুসরণ করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তৈরি করা;

চ) খাতওয়ারি ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং এর জন্য অর্থ বরাদ্দ নিশ্চিতকরণ;

ছ) সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বছরে কমপক্ষে দুই বার দুর্যোগ, বিশেষ করে ভূমিকম্প প্রস্তুতি, উদ্ধার, স্থানান্তর এবং প্রাথমিক চিকিৎসার মহড়া আয়োজন করা;

জ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের সহযোগিতায় পাঠ্যক্রমে দুর্যোগ-সম্পর্কিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা;

ঝ) একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে মনোনীত করা।

জরুরি সাড়াদান

(১) সাড়াদান প্রস্তুতি পর্যায়

ক) ভূমিকম্পসহ অন্যান্য দুর্যোগে সাড়াদান ও উদ্ধার কার্যক্রমে করণীয় বিষয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য সচেতনতা ও শিক্ষামূলক প্রশিক্ষণ আয়োজন করা;

খ) ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভবনসমূহের যথাযথ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিতকরণ;

গ) দুর্যোগপ্রবণ এলাকার জনগণের মধ্যে শিক্ষা ও সচেতনতার বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতি বছর এপ্রিল ও সেপ্টেম্বর মাসে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো সিপিপির সঙ্গে যৌথভাবে দুর্যোগপ্রস্তুতিমূলক মহড়ার আয়োজন করা;

ঘ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের জন্য এ বিভাগের আপদকালীন পরিকল্পনা প্রণয়ন।

(২) দুর্যোগ পর্যায়

ক) বড় ধরনের ঘূর্ণিঝড়/বন্যার আশঙ্কা দেখা দিলে প্রয়োজনবোধে আশ্রয়কেন্দ্র ও মানবিক সহায়তা শিবির হিসেবে ব্যবহারের জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও ভবন স্থানীয় প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণে প্রদান;

খ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে উদ্ধার, স্থানান্তর ও মানবিক সহায়তা-কার্যক্রমে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সংগঠিত করা;

গ) বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়সহ বিভিন্ন দুর্যোগের পরপরই জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষা (Education in Emergencies) কার্যক্রম অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রস্তুত করা, প্রয়োজনে বিকল্প স্থানে পাঠদানের ব্যবস্থা গ্রহণ।

(৩) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়

ক) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর সার্বিক ক্ষয়ক্ষতির হিসাব এবং সেগুলোর মেরামতে প্রস্তাব প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

খ) ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিকল্প ব্যবস্থায় শিক্ষাকার্যক্রম অব্যাহত রাখা।

৫.২.৩৮.১ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করবে:

ক) ঝুঁকিপূর্ণ ভবন চিহ্নিত করে ভেঙ্গে ফেলা অথবা রেট্রোফিটিং করা;

খ) নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভবনের নকশা তৈরিতে বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোডের নির্দেশনাবলি অনুসরণ এবং এক্ষেত্রে জেন্ডার ও প্রতিবন্ধিতা-বান্ধব বিষয়াদি অন্তর্ভুক্তিকরণ;

গ) দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় দুর্যোগ-সহনশীল ভবন তৈরি, কমিউনিটির সঙ্গে সংযোগ রাস্তা রেখে উঁচু স্থানে আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার-উপযোগী নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভবন তৈরি করা;

ঘ) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভবন নিয়মিত মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা।

৫.২.৩৯ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

এ মন্ত্রণালয় দুর্যোগঝুঁকি মোকাবিলায় নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় কমিটির সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করা;

খ) বর্তমান ওভবিষ্যৎ ঝুঁকিগুলো এড়াতে নতুন বিদ্যালয় ভবন ও অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নকশা করার ক্ষেত্রে আপদ ও ঝুঁকি-মানচিত্র ব্যবহার করা;

গ) দুর্যোগকালে বিদ্যালয় ভবন রক্ষা করতে ও ক্ষয়ক্ষতি ন্যূনতম রাখতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য নির্দেশনা জারি করা ও সংশ্লিষ্ট নীতিমালায় অন্তর্ভুক্তকরণ;

ঘ) ঘূর্ণিঝড় ও বন্যাপ্রবণ এলাকায় সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যতদূর সম্ভব দোতলা ভবন তৈরি নিশ্চিতকরণ এবং এসংক্রান্ত নির্দেশিকা অনুসরণ করা;

ঙ) সকল প্রাথমিক ও গণশিক্ষা কর্মসূচি এবং বিদ্যালয়ের পাঠক্রমে দুর্যোগ-সম্পর্কিত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত করা ও হালনাগাদকরণ;

চ) দুর্যোগপ্রস্তুতি, সাড়াদান ও উদ্ধার কার্যক্রমে উচ্চ ঝুঁকিসম্পন্ন এলাকার শিক্ষক ও ছাত্রদের জন্য সচেতনতা ও শিক্ষামূলক প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা;

ছ) প্রতি বছর এপ্রিল ও সেপ্টেম্বরে সিপিপির সঙ্গে যৌথভাবে সাড়াদান ও উদ্ধার অনুশীলন পরিচালনা করা;

জ) বন্যা, ঘূর্ণিঝড় এলাকার ভবনের সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত নিশ্চিতকরণ;

ঝ) মন্ত্রণালয়ের ঝুঁকি নিরসন ও প্রস্তুতিমূলক কৌশল পরিকল্পনার উন্নয়ন করা;

ঞ) মন্ত্রণালয়ে ঝুঁকি-সম্পর্কিত যোগাযোগ-ব্যবস্থা স্থাপন;

ট) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের জন্য মন্ত্রণালয়ের জরুরি আপদকালীন পরিকল্পনা প্রণয়ন;

ঠ) বিদ্যালয়গুলো বিশেষভাবে শহরাঞ্চলের বিদ্যালয়গুলোতে ভূমিকম্প মহড়া অনুষ্ঠানে সহায়তা প্রদান;

ড) মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তাকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে মনোনীত করা।

জরুরি সাড়াদান

(১) সাড়াদান প্রস্তুতি পর্যায়

ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত বিষয় পাঠদানের জন্য শিক্ষকদের দক্ষতা বাড়ানো এবং স্কুল পর্যায়ে নিয়মিত মহড়া আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ;

খ) দুর্যোগের বিভিন্ন পর্যায়ে গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে দুর্যোগপ্রবণ এলাকার শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অনুশীলন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

গ) প্রয়োজনে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে তাদের সংগঠিত করা এবং উদ্ধার, লোকজন সরিয়ে নেওয়া এবং মানবিক সহায়তাকাজে অনুপ্রাণিত ও অন্তর্ভুক্ত করা;

ঘ) প্রাথমিক বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির (এসএমসি) সদস্যবৃন্দকে দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে প্রশিক্ষণ গ্রহণে ও সাড়াদান কাজে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা;

ঙ) ঘূর্ণিঝড়/বন্যাপ্রবণ এলাকাগুলোতে বিদ্যালয় নির্মাণ এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণে বিএনবিসির নির্দেশাবলি, দুর্যোগ-সহনশীলতা, অগ্নি-নিরাপত্তা ও প্রতিবন্ধী-বান্ধব বিষয়গুলো যথাযথ অনুসরণ নিশ্চিতকরণ;

চ) দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় জনগণের মধ্যে শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতি বছর এপ্রিল ও সেপ্টেম্বরে সিপিপির সহযোগিতায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে ব্যাপক ভিত্তিতে দুর্যোগপ্রস্তুতি মহড়া নিশ্চিতকরণ;

ছ) প্রয়োজনে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে আশ্রয়কেন্দ্র ও মানবিক সহায়তাকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহারের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ভবন ব্যবহার করতে দেওয়া;

জ) উদ্ধার, স্থানান্তর এবং মানবিক সহায়তাকাজের জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয়ের ভিত্তিতে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সংগঠিত করা;

ঝ) সতর্ক সংকেত প্রচারে কার্যকর ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ;

ঞ) যোগাযোগ, তথ্য ও প্রতিবেদন আদান-প্রদানের কার্যকর ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ;

ট) মন্ত্রণালয়ে একজন কর্মকর্তাকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে মনোনীত করা।

(২) দুর্যোগ পর্যায়

ক) বড় ধরনের ঘূর্ণিঝড়/বন্যার আশঙ্কা দেখা দিলে প্রয়োজনবোধে আশ্রয়কেন্দ্র ও মানবিক সহায়তা শিবির হিসেবে ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয়-সংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থানীয় প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণে প্রদান;

খ) বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়সহ অন্যান্য দুর্যোগের পরপরই জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষা (Education in Emergencies) কার্যক্রম অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রস্তুত রাখা, প্রয়োজনে বিকল্প স্থানে পাঠদানের ব্যবস্থা গ্রহণ।

(৩) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়

ক) বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের পরপরই বিদ্যালয়গুলোতে সংঘটিত ক্ষতির হিসাব এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান মেরামতের প্রস্তাবনা প্রণয়ন করা।

৫.২.৩৯.১ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর দুর্যোগঝুঁকি মোকাবিলায় নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের সঙ্গে পরামর্শ করে সকল প্রাথমিক ও গণশিক্ষা কর্মসূচিতে দুর্যোগসংক্রান্ত বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করা ও এর হালনাগাদকরণ;

খ) দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় সকল প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বহুমুখী ব্যবহারের উদ্দেশ্যে দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে নির্মাণের পদক্ষেপ গ্রহণ;

গ) একজন কর্মকর্তাকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে মনোনীত করা;

ঘ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের সহযোগিতায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা কর্মসূচির পাঠ্যক্রমে দুর্যোগ-সম্পর্কিত বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করা।

জরুরি সাড়াদান

(১) সাড়াদান প্রস্তুতি পর্যায়

ক) দুর্যোগের বিভিন্ন পর্যায়ে গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে দুর্যোগপ্রবণ এলাকার শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

খ) দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিতকরণ;

গ) দুর্যোগকবলিত এলাকাগুলোর জনগণের মধ্যে শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতি বছর এপ্রিল ও সেপ্টেম্বরে সিপিপির সহযোগিতায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে ব্যাপকভিত্তিক দুর্যোগপ্রস্তুতি মহড়া নিশ্চিতকরণ;

ঘ) আপদকালীন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং পরিকল্পনা হালনাগাদকরণ;

ঙ) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিয়মিত ভূমিকম্প মহড়ার আয়োজন করা।

(২) দুর্যোগ পর্যায়

(ক) বড় ধরনের দুর্যোগ (ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড়/বন্যা) সংঘটিত হলে আশ্রয়কেন্দ্র ও মানবিক সহায়তা কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করার জন্য স্থানীয় প্রশাসনের আওতায় প্রয়োজনীয়-সংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রস্তুত রাখা।

(৩) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়

ক) প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর সার্বিক ক্ষয়ক্ষতির হিসাব করা এবং সেগুলোর মেরামতের জন্য প্রস্তাবনা তৈরি ও বাস্তবায়ন করা।

৫.২.৪০ পার্বত্য চট্টগ্রাম-বিষয়ক মন্ত্রণালয়

এ মন্ত্রণালয় দুর্যোগঝুঁকি মোকাবিলায় নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) খাতওয়ারি ঝুঁকি নিরূপণ করা এবং মন্ত্রণালয়ের ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ;

খ) মন্ত্রণালয়ের ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ;

গ) ভূমিধসপ্রবণ এলাকার ঝুঁকি-মানচিত্র তৈরি ও ঝুঁকিহ্রাস পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ;

ঘ) ঝুঁকিহ্রাস কর্মকাণ্ডের বাস্তবায়নে বাজেটের অর্থসংস্থানের বিধান নিশ্চিতকরণ;

ঙ) মন্ত্রণালয়ের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে মনোনীত করা;

চ) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, আইএমডিএমসিসি এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বজায় রাখা।

জরুরি সাড়াদান

(১) সাড়াদান প্রস্তুতি পর্যায়

ক) ঝুঁকিহ্রাস এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিশেষ করে ভূমিকম্প ও ভূমিধসের ওপর কর্মী, স্থানীয় সরকার, হেডম্যান, কারবারী ও কমিউনিটির সক্ষমতা বৃদ্ধি কর্মসূচি গ্রহণে নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

খ) পরিবেশের ক্ষতি রোধে প্রয়োজনীয় সচেতনতা কর্মসূচি পরিচালনা করতে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়কে বাস্তবসম্মত সহায়তা প্রদান;

গ) ঝুঁকিহ্রাস ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে বাজেট বরাদ্দ প্রদান;

ঘ) স্থানান্তর ও উদ্ধার অভিযান চালাতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা;

ঙ) জরুরি সাড়াদান পরিকল্পনা গ্রহণ (সতর্কীকরণ ও হুঁশিয়ারি সংকেত, যোগাযোগ-ব্যবস্থা), সাড়াদান ও মানবিক সহায়তা কর্মকাণ্ড পরিচালনায় প্রয়োজনীয় সম্পদের জোগান দেওয়া;

চ) মন্ত্রণালয়ের ঝুঁকিহ্রাস ও ব্যবস্থাপনা কর্মকাণ্ডের খাতওয়ারি আপদকালীন পরিকল্পনা প্রণয়ন।

(২) দুর্যোগ পর্যায়

ক) দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ;

খ) চিকিৎসাসেবা, আহতদের উদ্ধার, মানবিক সহায়তা-সামগ্রী পরিবহন ও বিতরণ;

গ) ওষুধ ও মেডিক্যাল স্টাফ, খাদ্য ও পানীয় জলের পরিবহনে বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা প্রদান;

ঘ) প্রয়োজনে বিমান থেকে মানবিক সহায়তা সরবরাহ করা, যোগাযোগ ও বিমান থেকে অনুসন্ধানের ব্যবস্থা রেখে স্থানীয় প্রশাসনকে সহায়তা করতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ;

ঙ) সতর্কীকরণ সংকেতের কার্যকর প্রচার নিশ্চিতকরণ ও স্থানীয় উদ্যোগ শক্তিশালীকরণ;

চ) বাজেট অনুযায়ী তহবিল বরাদ্দ ও বাস্তবায়ন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।

৫.২.৪০.১ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড (CHTDB) দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করবে:

ক) প্রাকৃতিক সম্পদ, জলাধার, পাহাড় ও পর্বত সংরক্ষণের মাধ্যমে পরিবেশ ও পরিবেশগত ভারসাম্য নিশ্চিতকরণ;

খ) প্রাকৃতিক পরিবেশ অক্ষুণ্ন রেখে ঝুঁকি অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন;

গ) পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার ভূমিধস, ভূমিকম্পের সম্ভাব্য বিপদাপন্নতা নিরূপণ এবং আপদকালীন পরিকল্পনা প্রণয়ন;

ঘ) খাতওয়ারি ঝুঁকি নিরূপণ করা এবং ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন;

ঙ) ভূমিধস ঝুঁকিহ্রাস, সাড়াদান, মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসন-কার্যক্রমে কমিউনিটির অংশগ্রহণ বিশেষ করে সতর্ক বার্তা প্রচারে হেডম্যান ও কারবারীদের সম্পৃক্তকরণের উদ্যোগ গ্রহণ;

চ) ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ;

ছ) ভূমিধসপ্রবণ এলাকার ঝুঁকি-মানচিত্র তৈরি ও ঝুঁকিহ্রাস পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়কে সহযোগিতা প্রদান।

৫.২.৪০.২ রাঙামাটি/বান্দরবান/খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ

পার্বত্য জেলা পরিষদ দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করবে:

ক) প্রাকৃতিক সম্পদ, জলাধার, পাহাড় ও পর্বত সংরক্ষণের মাধ্যমে পরিবেশ ও পরিবেশগত ভারসাম্য নিশ্চিতকরণে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করা;

গ) পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার ভূমিধস, ভূমিকম্পের ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা নিরূপণ;

ঘ) আপদকালীন পরিকল্পনা প্রণয়নে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনকে সহায়তা প্রদান;

ঙ) খাতওয়ারি ঝুঁকি নিরূপণ করা এবং ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন;

চ) প্রাকৃতিক পরিবেশ অক্ষুণ্ন রেখে ঝুঁকি অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্থানীয় প্রশাসন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সহায়তা প্রদান;

ছ) ভূমিধসপ্রবণ এলাকার ঝুঁকি-মানচিত্র তৈরি ও ঝুঁকিহ্রাস পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়কে সহযোগিতা প্রদান;

জ) স্বল্প সময়ে অধিক বৃষ্টিপাতের পরিপ্রেক্ষিতে সতর্ক বার্তা প্রচারে স্থানীয় হেডম্যান ও কারবারীদের সম্পৃক্তকরণ নিশ্চিতকরণ;

ঝ) ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ;

ঞ) ঝুঁকিতে থাকা জনগণের আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবস্থা গ্রহণে স্থানীয় প্রশাসন ও দুর্যোগ ব্যবস্থার কমিটির সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ;

ট) ভূমিধস ঝুঁকিহ্রাস, সাড়াদান, মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসন-কার্যক্রমে কমিউনিটির অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ;

ঠ) ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ;

ড) ভূমিধসপ্রবণ এলাকার ঝুঁকি-মানচিত্র তৈরি ও ঝুঁকিহ্রাস পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়কে সহযোগিতা প্রদান।

৫.২.৪১ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

এ মন্ত্রণালয় দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করবে:

ক) মন্ত্রণালয়ের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে মনোনীত করা;

খ) বিদ্যমান সতর্কীকরণ প্রযুক্তি ব্যবস্থা পর্যালোচনা করতে পরিকল্পনা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান;

গ) আধুনিক প্রযুক্তিগত সতর্কীকরণ ব্যবস্থা চিহ্নিত করতে উদ্যোগ গ্রহণ;

ঘ) বিদ্যমান সতর্কীকরণ প্রযুক্তির স্থলাভিষিক্তকরণে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;

ঙ) আধুনিক সতর্কীকরণ ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্যকেন্দ্রকে (DMIC) প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান ও পরিকল্পনা প্রণয়ন;

চ) পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের বিকিরণজনিত দুর্ঘটনা ও এর ক্ষতিকর প্রভাব থেকে জনগণ ও পরিবেশকে রক্ষা করার লক্ষ্যে National Nuclear or Radiological Emergency Response Plan (NNRERP) প্রণয়ন;

ছ) মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ও এর প্রয়োগিক ব্যবহার মূলধারায় নিয়ে আসা;

জ) নতুন প্ল্যান্ট নির্মাণের সময় দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিষয়টি নিশ্চিতকরণ;

ঝ) মন্ত্রণালয়ের গবেষণা ও ঝুঁকি বিশ্লেষণ-সম্পর্কিত কর্মসূচি তৈরি করা;

ঞ) খাতওয়ারি ঝুঁকি প্রশমন ও প্রস্তুতি ব্যবস্থা গড়ে তোলা;

ট) খাতওয়ারি ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম গ্রহণ ও কর্মসূচিগুলো পর্যবেক্ষণ করা;

ঠ) মন্ত্রণালয়ের আপদকালীন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সক্রিয় রাখা;

ড) মন্ত্রণালয়ের খাতওয়ারি জরুরি সাড়াদান ব্যবস্থা গড়ে তোলা;

ঢ) সতর্ক সংকেতের কার্যকর প্রচার নিশ্চিতকরণ;

ণ) সতর্ক বার্তা চিহ্নিত করা এবং প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহারে আধুনিকায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে নির্দেশনা প্রদান;

ত) মন্ত্রণালয়ের খাতওয়ারি ঝুঁকি যোগাযোগ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা;

থ) মন্ত্রণালয়ের ঝুঁকিহ্রাস ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের জন্য বাজেট সংস্থানের বিধান নিশ্চিতকরণ;

দ) বাংলাদেশে ভূমিকম্পের ঝুঁকি বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা;

ধ) ভূমিকম্প পরিমাপক সরঞ্জামাদি/জিএসবি ও বিএমডির গ্যালোমিটার থেকে পাওয়া তথ্যগুলো অন্যান্য মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, সংস্থা, গবেষণা-প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয় ও দুর্যোগে সাড়াদান গ্রুপগুলোকে অবহিত করা;

ন) প্রচলিত আপদ ও ঝুঁকি বিশ্লেষণের ভিত্তিতে জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে আপদের প্রভাব যাচাই।

৫.২.৪১.১ বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন

কমিশন দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করবে:

ক) বিভিন্ন স্বাস্থ্যসেবা স্থাপনা, গবেষণাগার এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত সকল পারমাণবিক ও তেজস্ক্রিয় পদার্থ এবং যন্ত্রপাতিসমূহের নিরাপত্তা আইন ও বিধি মোতাবেক নিশ্চিতকরণ;

খ) সকল পারমাণবিক ও তেজস্ক্রিয়তার ঝুঁকি ও দুর্ঘটনা এড়াতে তেজস্ক্রিয়তা শনাক্তকরণে যথাযথ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ;

গ) পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে তেজস্ক্রিয়তাজনিত ঝুঁকি ও দুর্ঘটনা রোধের জন্য সবচেয়ে নিরাপদ প্রযুক্তি ব্যবহার।

৫.২.৪১.২ বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ

বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ তার স্বাভাবিক কার্যক্রমের পাশাপাশি নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) আপদ ও ঝুঁকি বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ের শিল্পকারখানার ক্ষতিকর প্রভাব নিরূপণ;

খ) বিভিন্ন গবেষণাগারে ব্যবহৃত অত্যাধুনিক যন্ত্রসমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;

গ) দুর্যোগের ঝুঁকি আগাম শনাক্তকরণ ও ব্যবস্থাপনার বিষয়ে গবেষণা করা এবং গবেষণার ফলাফল ও সুপারিশ সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ;

ঘ) আপদ বিশ্লেষণে চিহ্নিত ঝুঁকি মোকাবিলায় করণীয় নির্ধারণের লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ;

ঙ) জনগণের মধ্যে সচেতনতা তৈরিতে ভূমিকা পালন।

জরুরি সাড়াদান

(১) সাড়াদান প্রস্তুতি পর্যায়

ক) শিল্পপ্রতিষ্ঠান থেকে বিষাক্ত বর্জ্য নিঃসরণ ও পরিশোধন বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা।

দুর্যোগ পর্যায়ে

ক) চাহিদার ভিত্তিতে শিল্পবর্জ্যের মান পরীক্ষা;

খ) কর্পোরেশন, শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষকে শিল্পবর্জ্য ব্যবস্থাপনায় কারিগরি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে দুর্যোগ মোকাবিলার প্রস্তুতিতে সহায়তা করা।

৫.২.৪১.৩ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি

স্বাভাবিক দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি দুর্যোগসংক্রান্ত নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) কৃষক ও খামারিদের জন্য বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়ার উপযোগী নতুন পণ্য (যথা: ফসল, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের নতুন জাত) ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা;

খ) দুর্যোগের কারণে ফসল, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের বিভিন্ন রোগবালাই নির্ণয়ের প্রযুক্তি ও সেগুলো ব্যবস্থাপনার কৌশল প্রস্তুত রাখা;

গ) নতুন পণ্য ও প্রযুক্তি পরীক্ষা করা এবং তা সম্প্রসারণের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করা;

ঘ) নিজস্ব উদ্ভাবিত পণ্য, যেমন: ভিত্তি বীজ মজুত ও সংরক্ষণ করা।

জরুরি সাড়াদান

(১) সাড়াদান প্রস্তুতি পর্যায়

ক) ইনস্টিটিউটের একজন কর্মকর্তাকে ফোকাল পয়েন্ট মনোনীত করা;

খ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নিজস্ব পণ্য, যেমন: ভিত্তি বীজ মজুত রাখা।

(৩) দুর্যোগ পর্যায়

ক) ফোকাল পয়েন্ট অথবা নিয়ন্ত্রণকক্ষ পরিচালনার মাধ্যমে অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় রক্ষা করা;

খ) পরিবেশগত নমুনা বিশ্লেষণ, ফসল, মৎস ও প্রাণিসম্পদের দ্রুত রোগ নির্ণয়ের ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সঠিক কৌশল প্রণয়ন করা।

(৪) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়

ক) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ভিত্তি বীজ, চারা প্রভৃতি দ্রব্যাদি সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে সরবরাহ করা।

৫.২.৪২ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

এ মন্ত্রণালয় দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসে নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে স্বেচ্ছাসেবক নির্বাচন করা এবং যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের মাধ্যমে তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান;

খ) যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ওপর বিশেষ কোর্স প্রণয়ন করা এবং বিভাগীয় প্রশিক্ষণ মডিউলে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত করা, বিশেষ করে দুর্যোগে শিশুর মনঃসামাজিক সুরক্ষা, নারী, শিশু, প্রবীণ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির দুর্যোগকালে বিশেষ নিরাপত্তা ও সুরক্ষা প্রদানের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত রাখা;

গ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের NDRCC এবং ডিডিএম-এর DMIC-এর সঙ্গে কার্যকর যোগাযোগ স্থাপন;

ঘ) মন্ত্রণালয়ের খাতওয়ারি ঝুঁকি নিরূপণ;

ঙ) খাতওয়ারি ঝুঁকিহ্রাস পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নে বাজেট বরাদ্দ করা;

চ) প্রশিক্ষণ, কার্যকর যোগাযোগ স্থাপন, আপদ ও হুমকি বিশ্লেষণের জন্য তহবিল বরাদ্দ করা;

ছ) বরাদ্দকৃত বাজেট অনুসারে বিভিন্ন কর্মীর সক্ষমতা বৃদ্ধি;

জ) খাতওয়ারি ঝুঁকিহ্রাস ও প্রস্তুতিমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন;

ঝ) মন্ত্রণালয়ের খাতওয়ারি জরুরি সাড়াদান পদ্ধতি প্রস্তুত করা;

ঞ) মন্ত্রণালয়ের ঝুঁকি যোগাযোগ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা;

ট) মন্ত্রণালয়ের ঝুঁকিহ্রাস ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের জন্য আপদকালীন পরিকল্পনা প্রণয়ন;

ঠ) মন্ত্রণালয়ের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে মনোনীত করা।

জরুরি সাড়াদান

ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্যকেন্দ্রের (DMIC) সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন;

খ) সাড়াদান কার্যক্রমে সহায়তা করতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবকসহ মন্ত্রণালয়ের সম্পদের সক্রিয় ব্যবহারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

গ) আপদকালীন পরিকল্পনা অনুসারে সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ।

৫.২.৪২.১ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

অধিদপ্তর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত নিম্নলিখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে:

ক) বিভিন্ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিতে অধিদপ্তর থেকে প্রতিনিধির যোগদান নিশ্চিতকরণ;

খ) প্রস্তুতি ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে যুব সংগঠনের স্বেচ্ছাশ্রমে অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ;

গ) দুর্যোগ সতর্ক সংকেতের কার্যকর প্রচার, নিয়ন্ত্রণকক্ষ চালু, জনসাধারণকে আশ্রয়কেন্দ্রে পাঠানো, আশ্রয়কেন্দ্র পরিচালনা, সন্ধান, উদ্ধার ও স্থানান্তর কার্যক্রমে যুবকদের যোগদান নিশ্চিত করতে মাঠ পর্যায়ের অফিসগুলোতে নির্দেশনা জারি করা;

ঘ) প্রাসঙ্গিক কোর্সে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা-বিষয়ক প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত করা এবং সকল যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ওপর নতুন কোর্স চালু করা;

ঙ) গ্রাম পর্যায়ে যুব সংগঠনগুলোর সদস্যদেরকে দুর্যোগপ্রস্তুতি, ঝুঁকিহ্রাস ও সাড়াদান কর্মসূচিতে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ।

৫.২.৪৩ ধর্ম-বিষয়ক মন্ত্রণালয়

নিজস্ব কর্মপরিকল্পনা এবং স্বাভাবিক কার্যক্রমের পাশাপাশি এ মন্ত্রণালয় দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসে নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) মন্ত্রণালয়ের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে মনোনীত করা;

খ) খাতওয়ারি ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা। ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রমের জন্য বাজেটের বিধান রাখা;

গ) খাতওয়ারি ঝুঁকি প্রশমন ও প্রস্তুতিমূলক কৌশল পরিকল্পনা প্রণয়ন। খাতভিত্তিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব প্রদান;

ঘ) ঝুঁকিহ্রাস পরিকল্পনা প্রস্তুত করার সময় ধর্মীয় নেতাদের (Leaders of Influence) অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ এবং দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের তৈরি করা যাতে তারা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সমাজে দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসসংক্রান্ত বার্তাগুলো প্রচার করতে পারে;

ঙ) গ্রাম পর্যায়ে দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে জন-উদ্বুদ্ধকরণ কাজে ধর্মীয় নেতাদের অংশগ্রহণের বিধান নিশ্চিতকরণ।

জরুরি সাড়াদান

(১) সাড়াদান প্রস্তুতি পর্যায়

ক) খাতগুলোর মধ্যে সচেতনতা ও শিক্ষামূলক কার্যক্রমের ব্যবস্থা গ্রহণ;

খ) কমিউনিটিতে বিশেষ করে দুর্গত এলাকায় সচেতনতা সৃষ্টি করতে ইমাম ও অন্যান্য ধর্মীয় নেতা এবং এনজিওসমূহের সঙ্গে কৌশলগত সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপন করা;

গ) কর্মীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, সচেতনতা সৃষ্টি, প্রশিক্ষণ, কার্যকর যোগাযোগ স্থাপন, আপদ ও হুমকি বিশ্লেষণ কার্যক্রম গ্রহণে বাজেট সংস্থান বরাদ্দ করা;

ঘ) ধর্মীয় নেতা ও ইমামদের মধ্য থেকে স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকা তৈরি করা এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে দুর্যোগপ্রস্তুতি, বিশেষ করে ভূমিকম্পের অবকাঠামোগত ক্ষতির বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান;

ঙ) মন্ত্রণালয়ের ঝুঁকিহ্রাস ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের জন্য আপদকালীন পরিকল্পনা প্রণয়ন।

(২) সতর্কীকরণ/হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবকদের সংগঠিত করা;

খ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্যকেন্দ্রের (DMIC) সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন;

গ) দুর্যোগ সতর্ক সংকেতের কার্যকর প্রচার, জনসাধারণকে আশ্রয়কেন্দ্রে পাঠানো, উদ্ধার কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য ইমাম ও অন্যান্য ধর্মীয় নেতাদের নির্দেশনা প্রদান।

(৩) দুর্যোগ পর্যায়

ক) পরিস্থিতি প্রতিবেদন (Situation Report) তৈরি করা এবং ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে সংশ্লিষ্টদের অবহিতকরণ।

(৪) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়

ক) ধর্মীয় নেতারা দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িঘর সংস্কার/মেরামতে একে অপরকে সহায়তা করতে যেন উৎসাহিত করেন, সে বিষয়ে নির্দেশ প্রদান;

খ) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কি না, তা সন্ধান করা এবং ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠানগুলো মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ।

৫.২.৪৪ সংস্কৃতি-বিষয়ক মন্ত্রণালয়

নিজস্ব কর্মপরিকল্পনা এবং স্বাভাবিক কার্যক্রমের পাশাপাশি এ মন্ত্রণালয় দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসে নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) মন্ত্রণালয়ের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে মনোনীত করা;

খ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের NDRCC এবং ডিডিএম-এর DMIC-এর সঙ্গে কার্যকর যোগাযোগ স্থাপন করা;

গ) দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সাংস্কৃতিক কার্যক্রম গ্রহণ। এসব কর্মকাণ্ডে প্রয়োজন অনুসারে সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বকে সম্পৃক্তকরণ;

ঘ) ঝুঁকি প্রশমন ও প্রস্তুতিমূলক পরিকল্পনা তৈরির সময় সুশীল সমাজ সংগঠনকে সম্পৃক্ত করা;

ঙ) মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ও অনুশীলনগুলো মূলধারায় আনা;

চ) সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, দুর্যোগঝুঁকি প্রশমন ও সাড়াদান প্রস্তুতিমূলক কৌশল প্রচারের মাধ্যমে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টিতে পদক্ষেপ নিতে নির্দেশনা প্রদান। এ কাজটি ব্যাপক ও সংগঠিত উপায়ে দেশব্যাপী করার জন্য বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ ও তহবিল বরাদ্দ করা;

ছ) ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রমের জন্য বাজেটের সংস্থান ও সম্পদ বরাদ্দ নিশ্চিতকরণ;

জ) নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ।

জরুরি সাড়াদান

(১) সাড়াদান প্রস্তুতি পর্যায়

ক) ঝুঁকিহ্রাস ও জরুরি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সচেতনতা ও শিক্ষামূলক কার্যক্রমের আয়োজন করা;

খ) কর্মীদের বিভিন্ন সক্ষমতা বৃদ্ধি, সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি, কার্যকর যোগাযোগ স্থাপন, আপদ ও হুমকি বিশ্লেষণ কার্যক্রম গ্রহণে বাজেট বরাদ্দের বিধান রাখা;

গ) মন্ত্রণালয়ের ঝুঁকিহ্রাস ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের জন্য আপদকালীন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা;

ঘ) দুর্যোগ বিষয়ে সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ, এনজিও, সিবিওর সঙ্গে সমন্বয় করে সারা দেশে বিশেষ করে দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসের বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টির প্রচেষ্টায় কার্যক্রম গ্রহণ নিশ্চিতকরণ;

ঙ) সচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগ প্রক্রিয়ায় ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সঙ্গে কর্ম সম্পর্ক স্থাপন করা।

(২) সতর্কীকরণ/হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্যকেন্দ্রের (DMIC এবং NDRCC) সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন;

খ) কমিউনিটিকে সতর্ক করতে সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, ইউপি, এনজিও, সিবিও ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের সদস্যদের সক্রিয় ও সংগঠিত করা;

গ) সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর মাধ্যমে সতর্ক বার্তা প্রচারের পদক্ষেপ নিতে নির্দেশ প্রদান।

(৩) দুর্যোগ পর্যায়

ক) সাড়া প্রদানে সহায়তা দিতে মন্ত্রণালয়ের গ্রহণযোগ্য সম্পদ কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

খ) সারা দেশের সকল সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সংস্কৃতিসেবীদেরকে সংগঠিতভাবে দুর্যোগে সাড়াদান গ্রুপগুলোর সঙ্গে সমন্বয় করে সন্ধান, উদ্ধার, স্থানান্তর, আশ্রয়কেন্দ্র পরিচালনার কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণর জন্য উৎসাহিত করা;

গ) আশ্রয়কেন্দ্রে মনঃসামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির অংশ হিসেবে সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো ও সংস্কৃতিকর্মীদেরকে শিশুদের বিশেষ করে ট্রমাটাইজড শিশুদের সঙ্গে কাজ করতে স্থানীয় সমাজসেবা কর্মকর্তা এবং মহিলা ও শিশু-বিষয়ক কর্মকর্তার সঙ্গে সমন্বয় করে উদ্যোগ গ্রহণ।

(৪) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়

ক) দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িঘর সংস্কার/মেরামতে সংস্কৃতিসেবীগণ ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে নির্দেশ প্রদান;

খ) সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর কার্যালয় দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হলে মেরামতে সহায়তা প্রদান।

৫.২.৪৫ বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

নিজস্ব কর্মপরিকল্পনা এবং স্বাভাবিক কার্যক্রমের পাশাপাশি এ মন্ত্রণালয় দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসে নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) মন্ত্রণালয়ের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে মনোনীত করা;

খ) দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস পরিকল্পনা প্রণয়নে সব বিভাগ/অধিদপ্তরকে নির্দেশনা জারি করা এবং নিজস্ব কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন নিশ্চিতকরণ;

গ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করা;

ঘ) বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সেবা, ডিপো, উড়োজাহাজ এবং পর্যটন স্থাপনার ঝুঁকি নিরূপণ করা;

ঙ) খাতওয়ারি ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়ন করা;

চ) ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রমের জন্য বাজেট সংস্থান নিশ্চিতকরণ;

ছ) যাত্রী ও পর্যটকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ঝুঁকিহ্রাস ব্যবস্থা গ্রহণ;

জ) নিজেদের মধ্যে সমন্বয় স্থাপনের জন্য সব বিভাগ ও অধিদপ্তরকে নির্দেশনা প্রদান এবং ঝুঁকিহ্রাসের ক্ষেত্রে কার্যকর পরিকল্পনা প্রণয়ন;

ঝ) দুর্যোগ পরিস্থিতিতে ঝুঁকিহ্রাস ও কার্যকারিতা বিষয়ে কর্মীদের মধ্যে সচেতনতা ও শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনা করা;

ঞ) আপদ-পরবর্তী প্রভাব ও ঝুঁকি বিশ্লেষণ নিশ্চিতকরণ এবং ঝুঁকি মোকাবিলা কৌশল সংস্কার করা ও তা পুনর্বাসন-কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা;

ট) দেশের সকল বিমানবন্দরকে সকল অবস্থায় ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত রাখা;

ঠ) দেশের অব্যবহৃত বিমানবন্দরগুলো সংস্কার করে ব্যবহারোপোযোগী করা, যাতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় জরুরি প্রয়োজনে ব্যবহার করা যায়, এ বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ।

জরুরি সাড়াদান

(১) সাড়াদান প্রস্তুতি পর্যায়

ক) আপদকালীন নিরবচ্ছিন্ন সেবা নিশ্চিতকরণের পরিকল্পনা গ্রহণ;

খ) বন্ধুরাষ্ট্রগুলো থেকে মানবিক সহায়তা মিশন নিয়ে আগত বিমানের অবতরণ ও চলাচলের ওপর ফি সংগ্রহের নীতি প্রণয়ন করা;

গ) উদ্ধার, স্থানান্তর, মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসন তৎপরতায় স্থানীয় বেসামরিক প্রশাসনকে পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান;

ঘ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের প্রয়োজনে জরুরি মানবিক সহায়তার জন্য ফ্লাইং ক্লাব ইত্যাদি থেকে উড়োজাহাজ সংগ্রহে নিজেদের প্রভাব খাটানো;

ঙ) বিদেশ থেকে মানবিক সহায়তা-সামগ্রী নিয়ে আগত বিমানের জন্য দ্রুত এয়ার ট্রাফিক ছাড়পত্র নিশ্চিতকরণ;

চ) বিমানবন্দরসমূহে উদ্ধার মানবিক সহায়তাকাজে নিয়োজিত বিমানের উপযুক্ত পার্কিং ও চলাচল নির্বিঘ্ন করা;

ছ) বিপদাপন্ন এয়ার ট্রাফিক সার্ভিস নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া;

জ) সিভিল এভিয়েশন, বিমানবন্দর ও পর্যটন অবকাঠামোয় এবং বিশেষ করে দুর্যোগ এলাকায় অবস্থিত সব কেন্দ্রীয় গুদামে জ্বালানি খুচরা যন্ত্রাংশ ও অন্যান্য সামগ্রীর মজুতের ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঝ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অনুরোধ অনুযায়ী মানবিক সহায়তা-কার্যক্রমের জন্য বিমান সংগ্রহ করা।

(৩) দুর্যোগ পর্যায়

ক) আইএমডিএমসিসি/এনডিএমসির নির্দেশক্রমে আকাশপথে অপসারণের জন্য বিমানের ব্যবস্থা গ্রহণ;

খ) আইএমডিএমসিসি/এনডিএমসির অনুরোধক্রমে বিশেষ করে যারা দুর্যোগে মারাত্মকভাবে আহত তাদেরকে বিমানের মাধ্যমে সরিয়ে নেওয়ার জন্য সহযোগিতা প্রদান;

গ) মানবিক সহায়তা-সামগ্রী বহনে বিদেশি বিমানের জন্য আকাশপথ নির্বিঘ্ন করা ও কোনোও বাধা থাকলে তা দ্রুত দূর করা;

ঘ) মানবিক সহায়তাকাজে নিয়োজিত বিমানের অবতরণের জন্য যথেষ্ট স্থান নিশ্চিতকরণ;

ঙ) দুর্যোগকালীন অবকাঠামোর নিরাপত্তা এবং সেবাগুলো সচল রাখতে অবকাঠামো ও সেবাসমূহের ব্যবস্থাপনা সুনির্দিষ্ট করা;

চ) সচল বিমানবন্দরগুলোর মাধ্যমে গুরুতর আহত ব্যক্তিদের অপসারণের জন্য আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি/জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের নির্দেশে বিমান সার্ভিসের ব্যবস্থা গ্রহণ।

(৪) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়

ক) জরুরি সাড়াদান, মানবিক সহায়তা ও উদ্ধারকাজে প্রয়োজনীয় জ্বালানি ও অন্যান্য অপরিহার্য খনিজ পদার্থের মজুতের ব্যবস্থা গ্রহণ;

খ) মানবিক সহায়তা-সামগ্রী ও মানুষ বহনে ব্যবহৃত বিদেশি বিমানের জন্য বাধাহীন আকাশপথ নিশ্চিতকরণ;

গ) উদ্ধার ও মানবিক সহায়তাকাজে নিয়োজিত বিমানের পার্কিং এবং সার্ভিসিং নিশ্চিতকরণ;

ঘ) ক্ষতিগ্রস্ত বিমানবন্দরসমূহের দ্রুত সংস্কারসাধন;

ঙ) দুর্যোগ-পরবর্তী পর্যায়ে অবকাঠামোর নিরাপত্তা ও সেবাগুলো চলমান রাখতে অবকাঠামো নিরাপত্তা ও সেবাগুলো চলমান রাখা;

চ) ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণে প্রয়োজনীয় পর্যালোচনা করা;

ছ) প্রয়োজনে, অবকাঠামোর দীর্ঘমেয়াদি পুনর্বাসন কর্মসূচি গ্রহণ।

৫.২.৪৫.১ বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ

বাংলাদেশের বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ সাধারণ কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসে নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করবে:

ক) দুর্যোগ-সম্পর্কিত বিষয়াবলির জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে একজন কর্মকর্তাকে মনোনীত করা;

খ) দুর্যোগকালে বিমান চলাচল ব্যবস্থার নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং মানবসম্পদ ও অন্যান্য যন্ত্রপাতির সরবরাহ প্রস্তুত রাখা;

গ) সকল বিমানবন্দরের জন্য আপদকালীন পরিকল্পনা প্রস্তুত করা এবং প্রতি বছর আপদকালীন পরিকল্পনা পর্যালোচনা করা;

ঘ) দুর্যোগের পরপরই দুর্যোগ সাড়াদান কর্মসূচিতে (সন্ধান, উদ্ধার, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি) সহায়তা দিতে বিমানবন্দর ও রানওয়ে (কার্গো হ্যান্ডলিং, ওয়্যারহাউজ) প্রস্তুতি নিশ্চিতকরণ;

ঙ) দুর্যোগকালে সন্ধান ও উদ্ধার অভিযান পরিচালনার যন্ত্রপাতি এবং মানবিক সহায়তা-সামগ্রীর দ্রুত সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ;

চ) আগাম সতর্ক বার্তা ও সংকেত পাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট সকলকে এবং বিমানগুলোকে সতর্ক করা।

৫.২.৪৬ ভূমি মন্ত্রণালয়

সাধারণ কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি মন্ত্রণালয় দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসে নিম্নে উল্লিখিত দায়িত্ব পালন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) মন্ত্রণালয়ের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে মনোনীত করা;

খ) ভূমি মন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত যেসব কমিটিতে প্রতিনিধিত্ব করে সেসব বৈঠকে অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ;

গ) ঝুঁকি-মানচিত্র ব্যবহার করা এবং খাতওয়ারি ঝুঁকি প্রশমন ও প্রস্তুতি কৌশল পরিকল্পনা উন্নত করা;

ঘ) ঝুঁকিহ্রাস পরিকল্পনা প্রণয়নকালে মন্ত্রণালয়ের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ এবং মন্ত্রণালয়ে খাতভিত্তিক ঝুঁকি যোগাযোগ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা;

ঙ) মন্ত্রণালয়ের ঝুঁকিহ্রাস ও ব্যবস্থাপনা কর্মকাণ্ডের জন্য আপদকালীন পরিকল্পনার উন্নয়ন করা;

চ) ভূমির ব্যবহার পরিকল্পনা ও ল্যান্ড জোনিং করার সময় সব ধরনের দুর্যোগঝুঁকির কথা বিবেচনা করা এবং বন্দোবস্ত (সেটেলমেন্ট) পরিকল্পনায় দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসকে মূলধারায় আনা নিশ্চিতকরণ;

ছ) দুর্যোগের ধরন, ঝুঁকির মাত্রা ও আর্থসামাজিক কর্মকাণ্ডের বিবেচনায় ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়ন;

জ) চর ও খাসজমির বন্দোবস্ত নীতিমালা প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন করা;

ঝ) মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়নকে মূলধারায় আনা;

ঞ) ঝুঁকিহ্রাস কর্মকাণ্ডের জন্য বাজেট বরাদ্দ করা;

ট) কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ, যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা এবং আপদ ও হুমকি বিশ্লেষণ কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য বাজেট বরাদ্দ করা।

জরুরি সাড়াদান

(১) সাড়াদান প্রস্তুতি পর্যায়

ক) খাতভিত্তিক সচেতনতা ও শিক্ষা কার্যক্রমের ব্যবস্থা গ্রহণ;

খ) আপদের প্রভাব হিসেবে নদীভাঙন-কবলিত লোকজনের সচেতনতা বৃদ্ধিতে ইলেকট্রনিক মিডিয়া, এনজিও ও সিবিওর সঙ্গে কৌশলগত অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা;

গ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের NDRCC ও ডিডিএম-এর DMIC–এর সঙ্গে কার্যকরী যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা;

ঘ) বন্দোবস্ত (সেটেলমেন্ট) পরিকল্পনার সঠিক বাস্তবায়নের জন্য কৌশলগত ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ।

(২) দুর্যোগ পর্যায়

ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্যকেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা ও তা রক্ষা করা;

খ) দুর্যোগে সাড়া প্রদানে মন্ত্রণালয়ের সম্পদগুলো কাজে লাগাতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

গ) দুর্যোগ পরিস্থিতির ওপর প্রতিবেদন তৈরি করা এবং এসব তথ্যকেন্দ্রসহ যথাযথভাবে তার প্রচার নিশ্চিতকরণ;

ঘ) প্রয়োজনে সেখানে পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতা গ্রহণ;

ঙ) জরুরি সাড়াদান ও উদ্ধার কার্যক্রমে যোগাযোগ এবং তথ্য ও প্রতিবেদন প্রদান নিশ্চিতকরণ।

৫.২.৪৭ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নিম্নোক্ত দায়িত্ব পালন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) এনডিএমএসি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, আইএমডিএমসিসি এবং এনডিএমসির সঙ্গে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ রক্ষায় ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে মনোনীত করা;

খ) সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী আন্তর্জাতিক ফোরামে সরকারের দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস কর্মকাণ্ড ও অর্জনগুলো উপস্থাপন করা;

গ) বিদেশে বাংলাদেশ মিশনের মাধ্যমে দাতা/আইএনজিও ও বিদেশি সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা করা;

ঘ) বিদেশি সরকার/সংস্থার মানবিক সহায়তা ও উদ্ধার কার্যক্রমে সহায়তা-সম্পর্কিত কার্যবিধির বিধানে (দ্য প্রসিডিউর ফর দ্য প্রভিশন) এনডিএমসি/দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও মন্ত্রণালয়/আইএমডিএমসিসিকে সহযোগিতা প্রদান এবং কারিগরি পরামর্শ প্রদান;

ঙ) দুর্যোগকবলিত এলাকায় বিদেশি সরকার/এনজিওর সহায়তা পেতে অন্যান্য মন্ত্রণালয়কে সহায়তা প্রদান;

চ) বিদেশি সরকার/এনজিও থেকে সময়মতো মানবিক সহায়তা-সামগ্রী ও উদ্ধার সহায়তার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে বিদেশে বাংলাদেশ মিশনসমূহের মধ্যে পদ্ধতি ও কার্যবিধি গড়ে তোলা।

জরুরি সাড়াদান

(১) সাড়াদান প্রস্তুতি পর্যায়

ক) একজন যোগাযোগ কর্মকর্তাকে দুর্যোগ-বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে মনোনীত করা;

খ) আন্তর্জাতিক রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি/রেডক্রস সোসাইটির সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার জন্য সকল বাংলাদেশি মিশনে নির্দেশনা জারি করা;

গ) জেনেভা, ব্রাসেলস ও নিউইয়র্কের বাংলাদেশ মিশনগুলোকে দেশের সর্বশেষ দুর্যোগ পরিস্থিতি সম্পর্কে হালনাগাদ রাখা এবং সম্ভাব্য সাহায্য সহযোগিতা লাভে যেকোনো সম্ভাবনাময় উৎসকে সংক্ষিপ্ত বিবরণী দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিশ্চিতকরণ;

ঘ) ডিপার্টমেন্ট অব হিউম্যানিটারিয়ান অ্যাফেয়ার্স (ডিইচএ) এবং লিগ অব রেডক্রস সোসাইটি/রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ এবং নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ রক্ষার জন্য বিদেশে বাংলাদেশ মিশনগুলোকে পরামর্শ প্রদান।

(২) সতর্কীকরণ/হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) জেনেভা, নিউইয়র্ক এবং ব্রাসেলসে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনসমূকে দেশের সর্বশেষ দুর্যোগ পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করা এবং এসংক্রান্ত ব্রিফিং প্রস্তুত রাখার বিষয় নিশ্চত করা।

(৩) দুর্যোগ পর্যায়

ক) জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিদেশি সরকার/সংস্থাসমূহের কাছে আন্তর্জাতিক সহায়তার জন্য যোগাযোগ করা;

খ) সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আন্তর্জাতিক সহায়তা গ্রহণে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়কে পরামর্শ এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান।

(৪) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়

ক) মানবিক সহযোগিতা কার্যক্রমের উদ্দেশ্যে বিদেশ থেকে জরুরিভাবে আসতে আগ্রহী সংস্থা ও ব্যক্তিবর্গকে ভিসা প্রদান সহজীকরণে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়কে সহযোগিতা প্রদান;

খ) বিদেশি সরকার, আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা এবং ব্যক্তিবগর্কে তাদের প্রদত্ত দানের ব্যবহারের নীতি সম্পর্কে অবগত করা;

গ) ঘূর্ণিঝড় বা যেকোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়ে জেলে এবং অন্য যারা আন্তর্জাতিক সীমানা অতিক্রম করতে বাধ্য হয়, তাদের দেশে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।

৫.২.৪৮ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

সাধারণ দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি এ মন্ত্রণালয় দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসে নিম্নলিখিত জরুরি দায়িত্ব পালন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) মন্ত্রণালয়ের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে মনোনীত করা;

খ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ও ডিডিএমের DMIC-এর সঙ্গে দৃঢ় যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা;

গ) সকলের অংশগ্রহণে ঝুঁকিহ্রাস পরিকল্পনা প্রণয়ন;

ঘ) মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন কর্মসূচির মধ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ও বাস্তবায়ন মূলধারায় আনা;

ঙ) ঝুঁকিহ্রাস কর্মকাণ্ডের জন্য বাজেট ও সম্পদ বরাদ্দ নিশ্চিতকরণ;

চ) মন্ত্রণালয়ের ঝুঁকি প্রশমন ও প্রস্তুতিমূলক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা।

জরুরি সাড়াদান

(১) সাড়াদান প্রস্তুতি পর্যায়

ক) খাতভিত্তিক সচেতনতা ও শিক্ষামূলক কার্যক্রমের ব্যবস্থা গ্রহণ;

খ) বস্ত্র ও পাটশিল্প খাতের শ্রমিকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিতে এনজিওসমূহের সঙ্গে কৌশলগত অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করা;

গ) কর্মকর্তা কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ, কার্যকর যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা এবং আপদ ও হুমকি বিশ্লেষণ কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য বাজেট বরাদ্দ করা;

ঘ) মন্ত্রণালয়ের ঝুঁকিহ্রাস ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে আপদকালীন পরিকল্পনার উন্নয়ন করা।

(২) দুর্যোগ পর্যায়

ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্যকেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা ও তা রক্ষা নিশ্চিতকরণ;

খ) খাতভিত্তিক পরিকল্পনায় সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব নেওয়া;

গ) সাড়া প্রদানে সহায়তা দিতে, মন্ত্রণালয়ের প্রাপ্তিসাধ্য সম্পদ ব্যবহারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

ঘ) দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতির প্রতিবেদন তৈরি করা এবং NDRCCতে প্রেরণ।

৫.২.৪৯ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

স্বাভাবিক কাজের পাশাপাশি এ মন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের সরবরাহ ও মূল্য নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ এবং স্থানীয় কার্যালয় থেকে প্রতিবেদন সংগ্রহ;

খ) মন্ত্রণালয়ের খাতভিত্তিক ঝুঁকি প্রশমন ও প্রস্তুতিমূলক কৌশল পরিকল্পনার উন্নয়ন করা;

গ) মন্ত্রণালয়ের দুর্যোগ যোগাযোগ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা;

ঘ) খাতওয়ারি জরুরি সাড়াদান পরিকল্পনা প্রস্তুত করা;

ঙ) মার্কেট/শপিংমলে ভূমিকম্প ও অগ্নিকাণ্ডের মহড়া আয়োজন নিশ্চিতকরণ;

চ) ব্যক্তি খাত কর্তৃক বিজনেস কন্টিনিউটি প্ল্যান, নীতিমালা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ;

ছ) মন্ত্রণালয়ের বাজেটে অর্থসংস্থান নিশ্চিতকরণ।

জরুরি সাড়াদান

(১) সাড়াদান প্রস্তুতি পর্যায়

ক) মন্ত্রণালয়ের একজন যোগাযোগ কর্মকর্তাকে দুর্যোগ ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে মনোনীত করা;

খ) খাতভিত্তিক আপদ পরিকল্পনা প্রণয়ন;

গ) দুর্যোগ পরিস্থিতিতে প্রয়োজনে জরুরি ভিত্তিতে কোনো খাদ্যদ্রব্য আমদানির প্রয়োজন হলে তা যেনো দ্রুত করা যায়, সেজন্য টিসিবিকে সক্ষম ও প্রস্তুত করে রাখা।

(২) সতর্কীকরণ/হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) যথাসময়ে সংশ্লিষ্ট সবাইকে সতর্ক করা এবং দুর্যোগের আশঙ্কা আছে এরূপ এলাকায় নিজস্ব জনসম্পদ ও গুদামজাত মালামাল থাকলে তার রক্ষা ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ।

(৩) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়

ক) পুনর্নির্মাণের জন্য নির্মাণসামগ্রী, যেমন: ঢেউটিন, সিমেন্ট ইত্যাদি এবং প্রয়োজনে কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদনের জন্য সার ও বীজ আমদানির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/সংস্থার চাহিদা মতে পরিকল্পনা তৈরি এবং তার প্রক্রিয়াকরণ করা;

খ) জরুরি অবস্থা মোকাবিলার জন্য প্রতিরোধমূলক এবং আরোগ্যমূলক ওষুধের কাঁচামাল ও ওষুধ আমদানির পদক্ষেপ গ্রহণ;

গ) দুর্যোগকবলিত এলাকায় ন্যায্যমূল্যে প্রদানের জন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর সরবরাহ নিশ্চিতকরণ;

ঘ) দুর্যোগকবলিত এলাকার দ্রব্যমূল্য পরিস্থিতি, সরবরাহ এবং বিতরণ-ব্যবস্থা ইত্যাদির প্রতি মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণের নজর রাখা এবং এবিষয়ে মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন পাঠানো;

ঙ) খাদ্যশস্য ব্যতীত অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী, যেমন: লবণ, ডাল, সবজি, তেল, দুধ, আলু ইত্যাদি সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ।

৫.২.৫০ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

স্বাভাবিক কাজের পাশাপাশি জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করবে:

ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে এ বিভাগের একজন কর্মকর্তাকে মনোনীত করা;

খ) দুর্যোগ ও দুর্যোগ-পরবর্তী পরিস্থিতির জন্য আগাম সতর্কীকরণ হিসেবে স্ব স্ব বিভাগের কর্মীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান;

গ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মকাণ্ডের জন্য বিভাগের খাতভিত্তিক ঝুঁকি নিরূপণ করা;

ঘ) বিভাগের খাতওয়ারি ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন;

ঙ) ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রমে বাজেটের সংস্থান নিশ্চিতকরণ;

চ) অবকাঠামোর দুর্যোগ-সহনশীলতা নিশ্চিতকল্পে এবং সেবাব্যবস্থার ঝুঁকিহ্রাসে কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

ছ) দুর্যোগ চলাকালে নিরবচ্ছিন্ন সেবাদান নিশ্চিত করণের পরিকল্পনা প্রণয়ন;

জ) কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ;

ঝ) ঝুঁকি প্রশমন ও প্রস্তুতিমূলক কৌশল পরিকল্পনা প্রণয়ন;

ঞ) খাতভিত্তিক জরুরি সাড়াদান ব্যবস্থা প্রস্তুত করা;

ট) বিভাগের ভেতরে ও বাইরে ঝুঁকিহ্রাস যোগাযোগ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা;

ঠ) ঝুঁকিহ্রাস কর্মকাণ্ডের জন্য আপদকালীন পরিকল্পনা প্রস্তুত করা;

ড) সকল বৈদ্যুতিক ও গ্যাস প্রেরণ কেন্দ্রের অগ্নিপ্রজ্বলন বা দুর্ঘটনা এড়াতে স্বয়ংক্রিয় বন্ধকরণ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ;

ঢ) ভূমিকম্প ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সংস্থাভিত্তিক আপদকালীন পরিকল্পনা গ্রহণে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ;

ণ) সকল কর্মকর্তা কর্মচারীকে ভূমিকম্প ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সচেতন করা;

ত) জরুরি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সব কর্মীকে প্রশিক্ষণ প্রদান;

থ) অধিক দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় বিপজ্জনক রাসায়নিক দ্রব্যের মজুত পরিমাপ করতে ডাটাবেজ সংরক্ষণ করা;

দ) নবনির্মিত সকল ভবনে ভূমিকম্প নিরোধক যন্ত্রপাতি স্থাপন এবং অথবা ভূমিকম্প হলে কী করতে হবে তার প্রস্তুতি নিশ্চিতকরণ;

ধ) সারা দেশে ভূতাত্ত্বিক জরিপ করতে ঝুঁকি-মানচিত্র তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ।

৫.২.৫০.১. বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন

দুর্যোগঝুঁকি মোকাবিলায় এ বিভাগ নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তাকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে বিভাগের মনোনীত করা;

খ) ঝুঁকি নিরূপণ করা এবং বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশনের (BPC) ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা;

গ) দুর্যোগকালে নিরবচ্ছিন্ন সেবার নিশ্চয়তা বিধানে পরিকল্পনা প্রণয়ন;

ঘ) কর্মীদের সচেতনতা ও শিক্ষামূলক কর্মসূচি পরিচালনা করা;

ঙ) খাতভিত্তিক জরুরি সাড়াদান ব্যবস্থা প্রস্তুত করা;

চ) কর্পোরেশনের ভেতরে ও বাইরে ঝুঁকিহ্রাস যোগাযোগ-ব্যবস্থা গড়ে তোলা;

ছ) ঝুঁকিহ্রাস কর্মকাণ্ডের আপদকালীন পরিকল্পনা প্রস্তুত করা।

জরুরি সাড়াদান

(১) সাড়াদান প্রস্তুতি পর্যায়

ক) পেট্রোলিয়াম ও পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের বিতরণ কেন্দ্র/স্টেশন এবং পরিবহন নেটওয়ার্কের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।

(২) সতর্কীকরণ/হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) সম্ভাব্য দুর্যোগ সম্পর্কে তেল বিপণন কোম্পানি, এজেন্সি/ডিলারদের এবং পেট্রোলিয়াম সামগ্রী বিতরণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্ক করা এবং পেট্রোলিয়াম সামগ্রীর পর্যাপ্ত মজুত নিশ্চিতকরণ;

খ) ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কামুক্ত বিতরণ কেন্দ্র/স্টেশনে কেরোসিন, পেট্রোল, ডিজেল ও অন্যান্য পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের পর্যাপ্ত মজুত নিশ্চিতকরণ;

গ) উল্লিখিত বিতরণকেন্দ্রে/স্টেশনে যদি মজুত কম থাকে অথবা মজুত দ্রুত কমে যাবার সম্ভাবনা থাকে, তবে বিপিসি কর্তৃক দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ।

(৩) দুর্যোগ পর্যায়

ক) বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা বা তার আশপাশে, প্রয়োজনে সকল বিতরণ কেন্দ্রে/স্টেশনে পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থসমূহের জরুরি সরবরাহ নিশ্চিত করা;

খ) ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণের কাছে জ্বালানি সামগ্রীর (পিওএল) প্রাপ্যতা, সরবরাহ ও বিতরণ সমন্বয়ের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট এলাকার তেল কোম্পানি ও পেট্রোলিয়াম সামগ্রী বিতরণকারী সংস্থার ফিল্ড অফিসারগণের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করা।

(৪) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়

ক) দুর্যোগ শেষ হয়ে যাবার পরও ওপরে উল্লিখিত প্রক্রিয়াগুলো অব্যাহত থাকবে;

খ) বিপিসির মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ, এর বিপণন কোম্পানিগুলোর দুর্যোগ-পরবর্তী মানবিক সহায়তা-সামগ্রী এবং পেট্রোলিয়াম সামগ্রী বিতরণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অংশ নেওয়া;

গ) মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রশাসনের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করা।

৫.২.৫০.২ বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা)

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে সংস্থার একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা মনোনীত করা;
খ) ঝুঁকি নিরূপণ করা এবং পেট্রোবাংলার ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা;
গ) দুর্যোগকালে নিরবচ্ছিন্ন সেবাগুলো নিশ্চিত করতে পরিকল্পনা করা;
ঘ) কর্মীদের সচেতনতা ও শিক্ষামূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করা;
ঙ) খাতভিত্তিক জরুরি সাড়াদান ব্যবস্থা প্রস্তুত করা;
চ) সংস্থার ভেতর ও বাইরে ঝুঁকিহ্রাসে যোগাযোগ-ব্যবস্থা গড়ে তোলা;
ছ) পেট্রোবাংলা ঝুঁকিহ্রাস কর্মকাণ্ডের আপদকালীন পরিকল্পনা প্রস্তুত করা।

জরুরি সাড়াদান

(১) সাড়াদান প্রস্তুতি পর্যায়

ক) দেশে উৎপাদিত গ্যাস, কনডেনসেট, জ্বালানি তেল ও অন্যান্য খনিজ সম্পদ উত্তোলন ও বিপণন এবং আমদানিকৃত এলএনজি সরবরাহ নেটওয়ার্ক ব্যবস্থার ক্ষতি হবে না, তা পেট্রোবাংলার মাধ্যমে নিশ্চিতকরণ।

(২) সতর্কীকরণ/হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) সম্ভাব্য দুর্যোগ সম্পর্কে পেট্রোবাংলার সন্ধান, উত্তোলন, বিতরণ ও বিপণন কোম্পানিসমূহের সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্ক করা এবং বিতরণ ও বিপণন কার্যক্রম সচল রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

খ) ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কাযুক্ত এবং তার আশপাশে অবস্থিত সন্ধান, উত্তোলন, বিতরণ ও বিপণন কেন্দ্র/স্টেশনে গ্যাস, কয়লা ও অন্যান্য গ্যাসজাতীয় সামগ্রীর পর্যাপ্ত মজুত নিশ্চিতকরণ;

গ) উল্লিখিত সন্ধান, উত্তোলন, বিতরণ ও বিপণন কেন্দ্রে/স্টেশনে যদি মজুত কম থাকে অথবা মজুত দ্রুত কমে যাবার সম্ভাবনা থাকে তবে পেট্রোবাংলা কর্তৃক দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ।

(৩) দুর্যোগ পর্যায়

ক) পেট্রোবাংলা কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা বা তার আশপাশে, প্রয়োজনের সময় যাতে সকল বিতরণ ও বিপণন কেন্দ্রে/স্টেশনে গ্যাস ও পেট্রোলিয়াম সামগ্রীগুলো পাওয়া যায়, জরুরিভাবে তার ব্যবস্থা গ্রহণ;

খ) ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণের কাছে জ্বালানি সামগ্রীর প্রাপ্যতা, সরবরাহ ও বিতরণ সমন্বয়ের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট এলাকার গ্যাস কোম্পানি ও বিতরণকারী ফিল্ড অফিসারগণের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করা।

(৪) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়

ক) পেট্রোবাংলার মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের সন্ধান, উত্তোলন, বিতরণ ও বিপণন কোম্পানিগুলোর দুর্যোগ-পরবর্তী মানবিক সহায়তার সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অংশ নেওয়া;

খ) মানবিক সহায়তা কর্মকাণ্ড শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাদের প্রশাসনের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করা।

৫.২.৫০.৩ বাংলাদেশের ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি)

বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর ভূমিকম্পঝুঁকি হ্রাস বিষয়ে নিম্নলিখিত কার্যক্রম সম্পাদন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে জিএসবি থেকে একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে মনোনীত করা;

খ) ঝুঁকি নিরূপণ করা এবং জিএসবির ঝুঁকিহ্রাসে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন;

গ) অবকাঠামোর সহনশীলতা নিশ্চিত করতে এবং সেবা ও পদ্ধতিসমূহের দুর্ভোগ কমাতে ঝুঁকিহ্রাস কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা;

ঘ) দুর্যোগকালে ও দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে নিরবচ্ছিন্ন সেবা নিশ্চিত করতে পরিকল্পনা প্রণয়ন;

ঙ) ঝুঁকিহ্রাস কর্মকাণ্ডের জন্য জিএসবির আপদকালীন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সংস্থার আপদকালীন পরিকল্পনায় এটা চালু করা;

চ) দুর্যোগের প্রভাব মোকাবিলায় খাতভিত্তিক জরুরি সাড়াদান ব্যবস্থা প্রস্তুত করা;

ছ) দুর্যোগঝুঁকি বিষয়ে জিএসবি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সচেতনতা ও শিক্ষামূলক কার্যক্রম গ্রহণ;

জ) ভূমিকম্পঝুঁকিতে থাকা সব বড় শহর, জেলা শহর ও বন্দরের ওপর ধারাবাহিকভাবে ঝুঁকিবিষয়ক মানচিত্র তৈরি করা। গোটা দেশকে কমপক্ষে ১:৫০০০০ স্কেলে এবং জেলা পর্যায়ের শহরের ক্ষেত্রে ১:৫০০০ স্কেলে মানচিত্র তৈরি করা। মানচিত্রে বিভিন্ন ভূতাত্ত্বিক ইউনিট ও তাদের বৈশিষ্ট্যের স্থানসংক্রান্ত বণ্টন সম্পর্কে বর্ণনা করা;

ঝ) সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহে ভূমিকম্পঝুঁকি-মানচিত্র সরবরাহে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

ঞ) জরিপ পরিচালনা ও ভূমিকম্পঝুঁকি বিষয়ে গবেষণা করতে ভূতাত্ত্বিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা এবং বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশন, বুয়েট ও সংশ্লিষ্ট বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা;

ট) ভূ-প্রকৌশল বিষয়ে যথাযথ নীতিমালা তৈরিতে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ও এর অধিদপ্তরগুলো, নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা প্রদান;

ঠ) স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ পদ্ধতি উন্নয়নে ইলেকট্রিক ও গ্যাস সরবরাহ সংস্থা ও কোম্পানিগুলোকে সহযোগিতা প্রদান;

ড) ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত ভবনের ভূতাত্ত্বিক অবস্থা বিশ্লেষণ করা;

ঢ) ভূমিকম্পের স্থানীয় প্রভাব জানতে দেশব্যাপী শিলাস্তর/মৃত্তিকার বৈশিষ্ট্য এবং এর গঠন নিয়ে গবেষণা পরিচালনা করা;

ণ) সক্রিয় চ্যুতি (Active Faults), নিষ্ক্রিয় চ্যুতি (Inactive Faults) এবং Lineaments প্রদর্শনের মাধ্যমে দেশের মানচিত্রের কাঠামো ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন করা;

ত) তথ্যপ্রযুক্তি ও বিজ্ঞান ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশের ভূমিকম্প ও সুনামির স্থান উল্লেখ (জোনিং) করে নতুন ম্যাপ তৈরিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

থ) ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতি ও ঝুঁকিসংক্রান্ত নীতিমালা তৈরিতে অবদান রাখা;

দ) প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও কর্মশালা ইত্যাদির মাধ্যমে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং একই ধরনের কর্মকাণ্ডে অন্য সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতা প্রদান;

ধ) ভূমিকম্পের পরপরই ভূ-গঠনগত, পুরকৌশলগত এবং আর্থসামাজিক ক্ষয়ক্ষতি ইত্যাদি বিবেচনায় নিয়ে ভূমিকম্পের তীব্রতা ও ক্ষয়ক্ষতি-বিষয়ক মানচিত্র তৈরিতে সহায়তা প্রদান;

ন) যেসব অ্যাক্সিলোমিটার ও সিসমোগ্রাফ দেশের বিভিন্ন স্থানে বসানো হয়েছে তা সচল রাখা ও স্বয়ংক্রিয় নেটওয়ার্কের আওতায় আনা;

প) ভূমিধস প্রতিরোধ ও ঢালু স্থান রক্ষায় কারিগরি পরামর্শ প্রদান।

জরুরি সাড়াদান

(১) সাড়াদান প্রস্তুতি পর্যায়

ক) অবকাঠামো ও স্টেশনের ক্ষয়ক্ষতি রোধে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ।

(২) সতর্কীকরণ/হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) দুর্যোগকালীন জিএসবি তার সংস্থাগুলো ও সংশ্লিষ্ট সংগঠনকে সতর্ক করবে;

খ) অ্যাক্সিলোমিটার ও সিসমোগ্রাফ থেকে ভূমিকম্পের পরপরই সব তথ্য সংগ্রহ করা ও সম্ভাব্য ভূতাত্ত্বিক আপদ বিষয়ে সররকারকে সতর্ক করা।

৫.২.৫০.৪ বিস্ফোরক পরিদপ্তর

বিস্ফোরক বিভাগ নিজস্ব সাধারণ কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করবে:

ক) শিল্পখাতের দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে প্রস্তুতি হিসেবে বিস্ফোরক, দাহ্য তরল গ্যাসের সরবরাহ ও এসিড জাতীয় পদার্থের সরবরাহ, নিরাপদ পরিবহন নিশ্চিতকরণ এবং পর্যবেক্ষণ করা;

খ) সম্ভাব্য দুর্যোগ প্রতিরোধে তরল পদার্থ চুয়ানো, গ্যাস নির্গমণ ও বিস্ফোরণ বিষয়ে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ;

গ) জাহাজ ভাঙা শিল্পকারখানার জন্য জাহাজ ভাঙা বা যন্ত্রাংশ পৃথককরণের আগে সেটি গ্যাসমুক্ত কি না, তার সনদ প্রদান।

৫.২.৫১ বিদ্যুৎ বিভাগ

দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসে এ বিভাগ নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) অবকাঠামোর সহনশীলতা বাড়াতে এবং দুর্যোগকালে সেবা চালু রাখতে ঝুঁকিহ্রাস কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

খ) দুর্যোগকালীন নিরবচ্ছিন্ন সেবাদান নিশ্চিতকরণ পরিকল্পনা প্রণয়ন;

গ) কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সচেতনতা বৃদ্ধি ও শিক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঘ) বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের ঝুঁকি নিরূপণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঙ) সকল বৈদ্যুতিক কেন্দ্রের অগ্নিদুর্ঘটনা এড়াতে স্বয়ংক্রিয় বন্ধকরণ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ;

চ) বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্রের ঝুঁকি নিরূপণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

ছ) চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, বরিশাল, খুলনা, ঈশ্বরদী, বগুড়া ও রংপুরে অবস্থিত বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড/পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের সব কেন্দ্রীয় গুদামে খুচরা যন্ত্রাংশ ও অন্যান্য সামগ্রীর মজুতের পরিমাণ নির্ধারণ করা;

জ) অধিক দুর্যোগকবলিত এলাকায় সব বৈদ্যুতিক সামগ্রীর ডাটাবেজ সংরক্ষণ করা।

জরুরি সাড়াদান

(১) সাড়াদান প্রস্তুতি পর্যায়

ক) দুর্যোগের ফলে পাওয়ার হাউজ, সঞ্চালন/বিতরণ ব্যবস্থার ক্ষতিসাধন না হয় এবং বিদ্যুৎ-ব্যবস্থার গুরুতর ব্যাঘাত না ঘটে এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ;

খ) প্রাকৃতিক দুর্যোগে সতর্কীকরণ, দুর্যোগ এবং দুর্যোগ-পরবর্তী পর্যায়ে দায়িত্ব ও করণীয় বিস্তারিতভাবে কর্মচারীদের মধ্যে জারি করা;

গ) দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় নিয়োজিত কর্মকর্ত/কর্মচারীদের জন্য নিয়মিত দুর্যোগ-বিষয়ক কর্মশালা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঘ) গুরুত্বপূর্ণ সেবাদানকারী স্থাপনা, যেমন: হাসপাতাল, বেতার/টেলিভিশন, মোবাইল টাওয়ার ইত্যাদিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ বজায় রাখার জন্য বিকল্প বিদ্যুৎ-ব্যবস্থা অর্থাৎ, জেনারেটর, আইপিএস বা সোলার সিস্টেম সচল রাখা;

ঙ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্যকেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা ও তা বজায় রাখার ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।

(২) সতর্কীকরণ/হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) দেশের দূরদূরান্তে অবস্থিত পাওয়ার হাউজগুলোকে সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, বন্যার পানি, প্লাবন থেকে রক্ষার জন্য সতর্কীকরণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ। ১৩২ কেভি টাওয়ার, ৩৩ কেভি টাওয়ার/খুঁটি, ১১ কেভি খুঁটি, এলটি খুঁটি বিভিন্ন আকারের লাইন কন্ডাক্টর, বিভিন্ন ক্যাপাসিটির ট্রান্সফর্মার ও জেনারেটরের যন্ত্রাংশ, জরুরি বৈদ্যুতিক সামগ্রী নিরাপদ জায়গায় মজুত রাখা;

খ) স্থানীয় প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাগুলোর সঙ্গে অব্যাহত সংযোগ রক্ষা করবার জন্য ঘূর্ণিঝড়/বন্যা বা অন্য কোনো দুর্যোগ সংকেত ঘোষিত হওয়ার পর একটি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণকক্ষ স্থাপন করা;

গ) ঢাকা সদর দপ্তরসহ স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও বিভিন্ন ক্ষতিগ্রস্ত/স্টেশনের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্য একজন সমন্বয় (লিয়াজোঁ) কর্মকর্তা নিয়োগ করা;

ঘ) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিকটতম নিরাপদ আশ্রয়স্থানে অপসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঙ) জনশক্তি, পরিবহন, যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম ও জরুরি বিদ্যুৎ লাইনে আলোর ব্যবস্থা করা;

চ) পরিবাহী তার বিচ্ছিন্ন হলে দুর্ঘটনা প্রতিরোধ করার জন্য নিকটবর্তী পাওয়ার হাউজ, সাবস্টেশন তাৎক্ষণিকভাবে বন্ধ করে দেওয়া।

(৩) দুর্যোগ পর্যায়

ক) দিনরাত সার্বক্ষণিক নিয়ন্ত্রণকক্ষ চালু রাখা;

খ) মেরামত সরঞ্জাম, ট্রান্সফরমার ইত্যাদিসহ ক্ষতিগ্রস্ত লাইন প্রতিস্থাপন/মেরামত করার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের দ্রুত সরবরাহ নিশ্চিতকরণ;

গ) যত শীঘ্র সম্ভব সকল ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার বিদ্যুৎ সরবরাহ পুনরায় চালু করা;

ঘ) সাড়াদান সহায়তা দিতে মন্ত্রণালয়ের সম্পদ কাজে লাগাতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

ঙ) প্রয়োজনে কর্মীসহ অন্যান্য সম্পদের পুনঃ বরাদ্দ করা;

চ) সরবরাহ নিশ্চিত করতে অবকাঠামো জরুরি ভিত্তিতে মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ।

(৪) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়

ক) গুরুত্বপূর্ণ সেবাদানকারী স্থাপনা, যেমন: হাসপাতাল, বেতার/টেলিভিশন, বেসামরিক ও সামরিক স্থাপনা, মোবাইল টাওয়ার ইত্যাদি সচল রাখার জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ-ব্যবস্থা পুনরুদ্ধারে ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যুৎ স্থাপনা দ্রুত মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ;

খ) দুর্যোগে সংগঠিত ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণপূর্বক বিদ্যুৎ সরবরাহ-ব্যবস্থা পুনঃস্থাপন ও পুনর্নির্মাণের জন্য তহবিল বরাদ্দের ব্যবস্থা গ্রহণ;

গ) পুনঃস্থাপন/পুনর্বাসন-পরিকল্পনা ও প্রকল্প প্রণয়ন ও অনুমোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন; এবং প্রকল্প প্রস্তাব যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে দাখিল করা;

ঘ) প্রয়োজন অনুসারে অবকাঠামোর জন্য দীর্ঘমেয়াদি পুনর্গঠন পরিকল্পনা গ্রহণ।

৫.২.৫২ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

নিজস্ব কর্মপরিকল্পনার স্বাভাবিক দায়িত্ব পালন ছাড়াও দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসে এ মন্ত্রণালয় নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে মন্ত্রণালয়ের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে মনোনীত করা;

খ) কর্মীদের বিভিন্ন সক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ, কার্যকর যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা, ঝুঁকি এবং হুমকি বিশ্লেষণ কর্মকাণ্ডের জন্য বাজেট সংস্থান রাখা;

গ) এমওডিএমআর, ডিডিএম ও DMIC-এর সঙ্গে কার্যকর যোগাযোগ গড়ে তোলা;

ঘ) শিল্পশ্রম ঝুঁকি (Industrial Labour Risk) নিরূপণ করা এবং ঝুঁকিহ্রাস কৌশল তৈরি করা;

ঙ) শ্রম নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নির্দেশনা তৈরি করা এবং কাজের পরিবেশের উন্নয়ন ঘটানো;

চ) ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে কাজ করায় শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণে নীতিমালা তৈরি করা এবং যেকোনো ধরনের দুর্ঘটনা থেকে রক্ষার নিশ্চয়তা প্রদান।

জরুরি সাড়াদান

(১) সাড়াদান প্রস্তুতি পর্যায়

ক) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে কৌশলগত অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা;

খ) নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে শিল্প-শ্রমিকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি ও শিক্ষামূলক কর্মকাণ্ডের আয়োজন;

গ) মন্ত্রণালয়ের ঝুঁকিহ্রাস ও ব্যবস্থাপনা কর্মকাণ্ডের জন্য একটি আপদকালীন পরিকল্পনা তৈরি করা।

(২) দুর্যোগ পর্যায়

ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্যকেন্দ্রের (DMIC) সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা ও তা রক্ষা করা;

খ) সাড়া প্রদানে সহায়তা দিতে মন্ত্রণালয়ের পর্যাপ্ত সম্পদের সক্রিয় ব্যবহারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

গ) পরিস্থিতি প্রতিবেদন তৈরি করা এবং তা (NDRCC ও DMICসহ) সংশ্লিষ্টদের কাছে প্রেরণ।

৫.২.৫৩ মুক্তিযুদ্ধ-বিষয়ক মন্ত্রণালয়

নিজস্ব কর্মপরিকল্পনার স্বাভাবিক দায়িত্ব পালন ছাড়াও দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসে এ মন্ত্রণালয় নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে মনোনীত করা;

খ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্যকেন্দ্রের সঙ্গে কার্যকর যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা;

গ) মন্ত্রণালয়ের জন্য ঝুঁকি নিরূপণ এবং ঝুঁকিহ্রাস ও প্রস্তুতিমূলক কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণ;

ঘ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও দুর্যোগে সাড়াদান-সংক্রান্ত যেসব কমিটিতে মুক্তিযোদ্ধা সংসদের প্রতিনিধিত্ব করার বিধান রয়েছে, সেসব কমিটিতে অংশগ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান;

ঙ) মুক্তিযোদ্ধা ইউনিট কমান্ডসমূহের মাধ্যমে সকল সক্ষম মুক্তিযোদ্ধাকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা-বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান ও তাদেরকে দুর্যোগে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে সাড়াদানে উৎসাহিত করার উদ্যোগ গ্রহণ;

চ) ঝুঁকিহ্রাস কর্মকাণ্ডের জন্য বাজেট সংস্থান রাখা।

জরুরি সাড়াদান

(১) সাড়াদান প্রস্তুতি পর্যায়

ক) খাতওয়ারি শিক্ষা ও সচেতনতামূলক কর্মকাণ্ডের আয়োজন করা;

খ) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের সঙ্গে কৌশলগত অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করা;

গ) কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ, কার্যকর যোগাযোগ স্থাপন, আপদ ও ঝুঁকি বিশ্লেষণমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ;

ঘ) মন্ত্রণালয়ে ঝুঁকিহ্রাস ও ব্যবস্থাপনা-বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি আপদকালীন পরিকল্পনা উন্নয়ন করা;

ঙ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের মাধ্যমে কমিউনিটি পর্যায়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা এবং ফায়ার সার্ভিসের সহায়তায় গ্রামীণ এলাকায় মহড়ার আয়োজন করা যেতে পারে।

(২) সতর্কীকরণ/হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের সিপিপি, দুর্যোগে সাড়াদান গ্রুপের সঙ্গে মিলে সতর্ক বার্তা প্রচারে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে অংশ নেওয়ার জন্য উৎসাহিত করা যেতে পারে।

(৩) দুর্যোগ পর্যায়

ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্যকেন্দ্রের (DMIC) সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন ও রক্ষা নিশ্চিতকরণ;

খ) সাড়াদান কার্যক্রমে সহায়তা দিতে মন্ত্রণালয়ের ব্যবহারযোগ্য সম্পদগুলো কাজে লাগাতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

গ) মুক্তিযোদ্ধা ইউনিট কমান্ডসমূহের মাধ্যমে দুর্যোগ পরিস্থিতির তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে, যা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের তথ্যের সঙ্গে সমন্বিত করে পরিস্থিতির ওপর প্রতিবেদন প্রস্তুত করা এবং তা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্যকেন্দ্রসহ অন্যদের মধ্যে সঠিকভাবে বিতরণ নিশ্চিতকরণ;

ঘ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাগণকে সন্ধান, উদ্ধার, স্থানান্তর, আশ্রয়কেন্দ্র পরিচালনায় স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে দায়িত্বপালনের সুযোগ প্রদানের জন্য স্থানীয় প্রশাসন ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর সমন্বয়সাধন;

ঙ) খাতওয়ারি পরিকল্পনা অনুসারে দুর্যোগের ওপর দুর্যোগ-বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলির (SOD) আলোকে সুনির্দিষ্ট দায়িত্বগুলো পালন করা;

চ) প্রয়োজনে, লোকবলসহ সম্পদ পুনঃ বরাদ্দ করা।

(৪) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়

ক) দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িঘর সংস্কার/মেরামতে সক্ষম মুক্তিযোদ্ধাগণ ও মুক্তিযোদ্ধা ইউনিট কমান্ডগুলো যাতে সহায়তা করে সে বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান;

খ) মুক্তিযোদ্ধা ইউনিট কমান্ডগুলোর কার্যালয় দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হলে মেরামতে সহায়তা প্রদান।

৫.২.৫৪ প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

নিজস্ব কর্মপরিকল্পনার স্বাভাবিক দায়িত্ব পালন ছাড়াও দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসে এ মন্ত্রণালয় নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) মন্ত্রণালয়ের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে মনোনীত করা;

খ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কাউন্সিলের সঙ্গে কার্যকর যোগাযোগ স্থাপন করা;

গ) বৈদেশিক শ্রমবাজার ও সংশ্লিষ্ট দেশের আপদ ও দুর্যোগ হুমকি সম্পর্কিত ঝুঁকি নিরূপণ করা, মন্ত্রণালয় ও সংস্থাসমূহের জন্য ঝুঁকিহ্রাস ও প্রস্তুতিমূলক কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন;

ঘ) ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রমের জন্য বাজেট সংস্থান রাখা।

জরুরি সাড়াদান

(১) সাড়াদান প্রস্তুতি পর্যায়

ক) খাতওয়ারি সচেতনতা ও শিক্ষামূলক কর্মকাণ্ডের আয়োজন করা;

খ) শ্রমিকদের সচেতনতা বাড়াতে বৈদেশিক কর্মসংস্থান সংস্থাগুলোর সঙ্গে কৌশলগত অংশীদারিত্ব স্থাপন করা। পরিচিতিমূলক অনুষ্ঠানের সময় সংশ্লিষ্ট দেশ/স্থানের সম্ভাব্য আপদের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর বিষয় সম্পর্কে শ্রমিকদের সচেতন করা;

গ) কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ ও কার্যকর যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা, আপদ এবং হুমকি বিশ্লেষণ কর্মকাণ্ড গ্রহণ;

ঘ) দুর্যোগকবলিত সুনির্দিষ্ট দেশ এবং সেখানে কর্মরত বাংলাদেশিদের সম্পর্কে তথ্য জানতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা;

ঙ) মন্ত্রণালয়ের ঝুঁকিহ্রাস ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের ক্ষেত্রে আপদকালীন পরিকল্পনা প্রণয়ন।

(২) দুর্যোগ পর্যায়

ক) বিদেশে কর্মরত শ্রমিকদের সম্পর্কে তথ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা এবং তথ্য-উপাত্ত (ডাটাবেজ) সংরক্ষণ করা। প্রয়োজনে দুর্যোগ পরিস্থিতির উদ্ভব হলে সংশ্লিষ্ট পরিবার ও সংস্থার কাছে ওই শ্রমিকদের সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করা;

খ) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা এবং শ্রমবাজারভুক্ত কোনো দেশে দুর্যোগ সংঘটিত হলে মন্ত্রণালয়ের সহায়তা পাওয়া নিশ্চিতকরণ;

গ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কাউন্সিলের সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা নিশ্চিতকরণ;

ঘ) সাড়াদান কার্যক্রমে মন্ত্রণালয়ের পর্যাপ্ত সম্পদ কাজে লাগাতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

ঙ) ক্ষয়ক্ষতির প্রতিবেদন তৈরি এবং তথ্য-উপাত্তসহ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের NDRCC–তে প্রেরণ;

চ) দুর্যোগ-বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলির (SOD) আলোকে খাতওয়ারি পরিকল্পনা অনুসারে দায়িত্ব পালন;

ছ) মন্ত্রণালয়ের বাজেট সংস্থান অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তহবিল ও সম্পদ সংগ্রহ করা ও বরাদ্দ প্রদান।

৫.২.৫৫ অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর

দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হলে দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করতে ও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/বিভাগ নিজ নিজ অবস্থান থেকে অবদান রাখবে। যেসব মন্ত্রণালয়ের জন্য কোনো সুস্পষ্ট স্থায়ী আদেশ প্রণয়ন করা হয় নাই এবং স্বাভাবিক কার্যাদি ছাড়া কোনো দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয় নাই, তারা সেকশন ৫.১ (সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর ও সরকারি মালিকানাধীন/নিয়ন্ত্রণাধীন কর্পোরেশনের অনুসরণীয় সাধারণ নিয়মাবলি এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য) এবং দুর্যোগ হ্রাসকরণ ও ব্যবস্থাপনায় নিজস্ব কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন করবে।

অধ্যায় ৬: মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা, স্থানীয় সরকারের জনপ্রতিনিধি এবং মানবিক সহায়তা প্রদানকারী সংস্থার দায়িত্ব

৬.১ বিভাগীয় কমিশনার

দুর্যোগ পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের বিভাগীয় পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং বিভাগ, দপ্তর, সংস্থা, স্থানীয় প্রশাসন এবং বেসরকারি সংস্থাগুলোর কর্মকর্তাদের মধ্যে সমন্বয়সাধন করবেন। বিভাগীয় কমিশনার বিভাগীয় কর্মকর্তাগণের সহায়তায় গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবেন। বিভাগীয় কমিশনার নিম্নরূপ দায়িত্ব পালন করবেন।

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরকে অবহিত রেখে দুর্যোগসংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন;

খ) বিভাগীয় পর্যায়ের বিভিন্ন বিভাগ, দপ্তর, সংস্থা, স্থানীয় প্রশাসন এবং বেসরকারি সংস্থাগুলোর তৈরি করা স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনার ওপর ভিত্তি করে বিভাগীয় পর্যায়ে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পূর্ণাঙ্গ ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা তৈরি করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে প্রেরণ এবং বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

গ) অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত এলাকার উন্নয়ন পরিকল্পনার সঙ্গে ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনার পুরোপুরি সম্পৃক্ততা নিশ্চিতকরণ;

ঘ) ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনার সঠিক বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্থানীয় পর্যায়ে পর্যাপ্ত তহবিল গঠনে জেলা ও সিটি কর্পোরেশন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান;

ঙ) বড় শহর ও বন্দরের জন্য ভূমিকম্প আপদকালীন পরিকল্পনা তৈরি নিশ্চিতকরণ;

চ) যেকোনো দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় জরুরি পরিচালনা কেন্দ্র থেকে সেবা প্রদানের আগাম ব্যবস্থা গ্রহণ ও কাজের পালাক্রম (Roster) প্রস্তুত রাখা;

ছ) যেকোনো দুর্যোগ সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে তথ্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সমন্বয় ও লিয়াজোঁ করা;

জ) সম্ভাব্য দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভবন, হাসপাতাল, ক্লিনিক এবং অন্যান্য অবকাঠামোর নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;

ঝ) যেকোনো দুর্যোগ প্রস্তুতিমূলক মহড়ার আয়োজন করতে সংশ্লিষ্টদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঞ) বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড (BNBC) কার্যকর করার জন্য গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরকে সহায়তা প্রদান;

ট) গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রকৌশলী ও বিশেষজ্ঞদের নিয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ভবন পরিদর্শন এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

ঠ) যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবিলায় জনগণকে উৎসাহিত করা।

জরুরি সাড়াদান

(১) সাড়াদান প্রস্তুতি পর্যায়

ক) বিভাগের সার্বিক দুর্যোগপ্রস্তুতি অবস্থা প্রতি বছর দুই বার পর্যালোচনা করা এবং কোনো দুর্বলতা বা ঘাটতি থাকলে তা সংশোধনের উপদেশ প্রদান করা;

খ) জেলা, উপজেলা, সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিসমূহের কার্যকারিতা নিশ্চিতকরণ;

গ) মাঠ পর্যায়ে দুর্যোগ সতর্ক সংকেত পৌঁছানো, সন্ধান, উদ্ধার, স্থানান্তর এবং মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসনের জন্য স্বেচ্ছাসেবক দল তৈরি এবং তাদের কার্যকরী প্রশিক্ষণে সহায়তা প্রদান;

ঘ) ঘূর্ণিঝড়/বন্যার সংকেত ও অন্যান্য দুর্যোগের পরিপ্রেক্ষিতে এবং স্বেচ্ছাসেবকদের এতৎসংক্রান্ত সরঞ্জামাদি পৌঁছানোর জন্য যোগাযোগ-ব্যবস্থার নিশ্চয়তা বিধান;

ঙ) আঞ্চলিক সকল দুর্যোগের বিষয়ে আপদকালীন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ;

চ) দুর্যোগপ্রবণ এলাকার মানুষের মধ্যে দুর্যোগপ্রস্তুতির জ্ঞান ও সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলো, স্থানীয় প্রশাসনিক সংস্থা, স্থানীয় দপ্তর, সিপিপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), বিভিন্ন বাহিনী, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সসহ অন্যান্য সংস্থার সমন্বয়ে দুর্যোগভিত্তিক প্রস্তুতিমূলক মহড়া আয়োজনে নির্দেশনা প্রদান;

ছ) বিভিন্ন বিভাগ, সংস্থা, এবং তাদের অধীনস্থ মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট লোকজনকে স্থানীয় আদেশ সম্বন্ধে জানানো;

জ) ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের পুনঃপুন প্রকোপ থেকে রক্ষার জন্য বেড়িবাঁধের উন্নয়ন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ, স্লুইসগেটগুলোর কার্যকারিতা নিশ্চিতকরণর জন্য পানি উন্নয়ন বোর্ডকে নির্দেশনা প্রদান;

ঝ) দুর্যোগপ্রস্তুতি এবং মানবিক সহায়তাকাজের জন্য নিয়োজিত, গুরুত্বপূর্ণ সংস্থাসমূহের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগ ও অবস্থান নিশ্চিতকরণ;

ঞ) ঘূর্ণিঝড়/বন্যাসহ অন্যান্য দুর্যোগজনিত অতিঝুঁকি ও ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা চিহ্নিতকরণ এবং সমস্যা মোকাবিলায় আনুষঙ্গিক পরিকল্পনা প্রণয়ন;

ট) সকল সংস্থার সম্পদের পরিমাণ নিরূপণ এবং প্রয়োজন অনুযায়ী তাদের প্রস্তুত থাকার উপদেশ প্রদান;

ঠ) উপকূলীয় এলাকা/উপকূলীয় দ্বীপ চর/হাওর এলাকায় বেড়িবাঁধসহ আশ্রয়কেন্দ্র, হেলিপ্যাড ও মাটির কিল্লার যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিতকরণ;

ড) সকল ঘূর্ণিঝড়/বন্যা/অন্যান্য আশ্রয়কেন্দ্রে পর্যাপ্ত খাওয়ার পানি এবং স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থার নিশ্চয়তা বিধান করা;

ঢ) দুর্যোগকালে ব্যবহার করা হবে, এমন দালান ও স্থাপনাসমূহের জরিপ করা এবং আশ্রয়কেন্দ্র/মানবিক সহায়তা কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহারের জন্য সেগুলোকে এলাকাভিত্তিক সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

ণ) প্রয়োজনে, দুর্যোগপ্রস্তুতির জন্য জেলাপ্রশাসকদেরকে অতিরিক্ত সম্পদ দ্বারা সহায়তা করা;

ত) উপকূলীয় বনায়ন কর্মসূচি যথাযথভাবে বাস্তবায়নের বিষয়ে উৎসাহ ও নিশ্চয়তা প্রদান;

থ) বিভাগের মধ্যে দুর্যোগপ্রস্তুতির জন্য দুর্যোগপ্রবণ এলাকাসমূহের উপজেলা থেকে বিভাগ পর্যন্ত কর্মকর্তাদের যথাযথ ধারণা ও প্রশিক্ষণের নিশ্চয়তা বিধান করা;

দ) দুর্যোগ মোকাবিলার প্রস্তুতি উন্নয়নের জন্য নিয়মিত মহড়া আয়োজনে উৎসাহ প্রদান;

ধ) দুর্যোগ-পরবর্তী চিকিৎসা ও সংক্রামক ব্যাধি নিয়ন্ত্রণে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ।

(২) সতর্কীকরণ/হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) DMIC ও NDRCC-এর সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা এবং জেলা ও সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে আগাম সতর্ক বার্তা দ্রুত প্রচারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

খ) স্থানান্তর, উদ্ধার এবং প্রাথমিক মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম পরিচালনার ওপর মহড়া আয়োজনে জেলা ও সিটি কর্পোরেশন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান;

গ) নিয়ন্ত্রণকক্ষ স্থাপন ও পরিচালনা করা;

ঘ) জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণকক্ষ স্থাপন নিশ্চিতকরণ এবং এর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা;

ঙ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের NDRCC-এর সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করা এবং নিজ এলাকাধীন জেলা নিয়ন্ত্রণকক্ষের সঙ্গেও যোগাযোগ রক্ষা করা;

চ) যেকোনো জরুরি অবস্থায় সাড়া দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ প্রদান।

(৩) দুর্যোগ পর্যায়

ক) বিভাগীয় পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং বিভাগ, দপ্তর, সংস্থা, স্থানীয় প্রশাসন এবং বেসরকারি সংস্থাগুলোর কর্মকর্তাদের মধ্যে সমন্বয়সাধন, সম্ভাব্য দুর্যোগকবলিত এলাকার লোকজনদের যথাযথভাবে আসন্ন বিপদ সম্পর্কে সতর্কীকরণ নিশ্চিতকরণ;

খ) সংশ্লিষ্ট জেলাপ্রশাসককে যানবাহন, জলযান, সন্ধান ও উদ্ধার সরঞ্জাম, মানবিক সহায়তা ও চিকিৎসক দল প্রস্তুত রাখতে এবং সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে দুর্গত এলাকায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকার পরামর্শ প্রদান;

গ) স্থানান্তর আদেশ প্রাপ্তির পর শৃঙ্খলার সঙ্গে সকল ভয়ভীতি অতিক্রম করে সরকারি জনবল এবং সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ও অন্যান্য সংস্থাসমূহের সাহায্যে সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ;

ঘ) জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল/আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত নির্দেশ বাস্তবায়ন করা বা অন্য পদক্ষেপ (যদি যথার্থ বিবেচনা করা হয়) গ্রহণ;

(৪) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়

ক) দুর্যোগকবলিত এলাকা জরুরি ভিত্তিতে পরিদর্শন করে ক্ষয়ক্ষতির হিসাব নিরূপণ করা এবং কী ধরনের ও কত পরিমাণ সহায়তা প্রয়োজন তা নির্ধারণ করা;

খ) জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল, আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের NDRCC এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা;

গ) বন্যা/ঘূর্ণিঝড়সহ অন্যান্য আশ্রয়কেন্দ্রে খাদ্য ও খাওয়ার পানির সরবরাহ এবং মেডিক্যাল সাহায্য সরবরাহ নিশ্চিতকরণ;

ঘ) ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন এবং সরকারের কাছ থেকে অতিরিক্ত সাহায্যের জন্য সুপারিশ করা;

ঙ) স্বেচ্ছাসেবামূলক সংস্থাসমূহের কার্যাবলি সমন্বয়সাধন;

চ) প্রয়োজনে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের মাধ্যমে আরো তহবিল ও মালামাল বরাদ্দের জন্য অনুরোধ করা;

ছ) নিজ এলাকার মধ্যে বিভিন্ন পুনর্বাসন কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য পরিদর্শন ও সমন্বয়সাধন;

জ) পুনর্বাসন-কার্যক্রমে বেসরকারি সংস্থাগুলোর কার্যাবলির সমন্বয়সাধন।

৬.২ জেলাপ্রশাসক

জেলাপ্রশাসক সংশ্লিষ্ট জেলার সকল দুর্যোগপ্রস্তুতি, মোকাবিলা এবং মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসন-সম্পর্কিত কার্যাবলির জন্য সর্বোচ্চ নির্বাহী হিসেবে গণ্য হবেন। সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর ও সংস্থার জেলা পর্যায়ের সকল কর্মকর্তা স্থায়ী আদেশাবলি বাস্তবায়নের জন্য যেন দায়িত্ব পালন করেন, জেলাপ্রশাসক এ বিষয় মনিটরিং ও সমন্বয় করবেন। উপজেলাসমূহের জন্য নির্ধারিত স্থায়ী আদেশাবলি বাস্তবায়নকাজেও তিনি সমন্বয় ও তত্ত্বাবধান করবেন। জেলাপ্রশাসক নিম্নে উল্লিখিত দায়িত্বগুলোও পালন করবেন:

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) জেলা ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠনতন্ত্র প্রণয়ন ও এর কার্যকারিতা নিশ্চিতকরণ। নির্দেশনা ও তথ্যের প্রাপ্তি স্বীকার করা এবং লব্ধ প্রশিক্ষণ থেকে অর্জিত শিক্ষা কাজে লাগানোর বিষয়টি নিশ্চিতকরণ;

খ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরকে অবহিত করার মাধ্যমে নিয়মিত দুর্যোগসংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন করা;

গ) উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক 'আপদ, বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকিসংক্রান্ত' তথ্য উপাত্তের আলোকে বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর তালিকা এবং স্থান নির্দেশক মানচিত্রের ওপর পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন প্রস্তুতপূর্বক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে প্রেরণ;

ঘ) উপজেলার ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনার ওপর ভিত্তি করে জেলা পর্যায়ে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে প্রেরণ;

ঙ) উন্নয়ন পরিকল্পনার সঙ্গে ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনার সম্পৃক্ততা নিশ্চিতকরণ;

চ) ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্থানীয় পর্যায়ে জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল গঠন ও তহবিল পরিচালনা করা;

ছ) উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মহড়া আয়োজনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান;

জ) স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ মোকাবিলায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যেকোনো উদ্ভাবনী উদ্যোগকে উৎসাহিত করা এবং তার বাস্তবায়ন সম্ভব্যতা যাচাইপূর্বক জাতীয়ভাবে রেপলিকেশনের/ছড়িয়ে দেওয়ার সুপারিশ প্রদান।

জরুরি সাড়াদান

(১) সাড়াদান প্রস্তুতি পর্যায়

ক) জেলার সার্বিক দুর্যোগপ্রস্তুতি নিয়মিত পর্যালোচনা এবং দুর্বলতা থাকলে তা দূরীকরণে ব্যবস্থা গ্রহণ;

খ) উপজেলা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যক্রম পরিচালনা নিশ্চিতকরণ;

গ) ঘূর্ণিঝড়/বন্যাসহ অন্যান্য দুর্যোগপ্রবণ এলাকার গুরুত্বপূর্ণ স্থান ও স্থাপনা চিহ্নিত করে তা মানচিত্রে প্রদর্শন করা;

ঘ) উপজেলা, ইউনিয়ন, ওয়ার্ড পর্যায়ে স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন;

ঙ) ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতির ওপর সিপিপি ও অন্যান্য সংস্থার মাধ্যমে গঠিত স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণ প্রদান;

চ) ঘূর্ণিঝড়/বন্যার সতর্ক সংকেত প্রচারের উদ্দেশ্যে যোগাযোগ-ব্যবস্থার উন্নতির জন্য স্বেচ্ছাসেবকদের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ নিশ্চিতকরণ;

ছ) দুর্যোগসংক্রান্ত স্থায়ী আদেশগুলো বিভিন্ন বিভাগ ও সংস্থার সকল কর্মকর্তাকে অবহিতকরণ;

জ) পুকুর, গ্রাম্য সড়ক, বেড়িবাঁধ ও স্লুইসগেটের সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ এবং বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের সময় জলোচ্ছ্বাসের প্রকোপ থেকে রক্ষার জন্য আশ্রয়কেন্দ্রে গাছ লাগানোর ব্যবস্থা গ্রহণ, হাওর এলাকার আশ্রয়কেন্দ্রসমূহে প্রয়োজন হলে সুরক্ষা দেওয়াল তৈরির ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঝ) সরকারের প্রজ্ঞাপনের আলোকে জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা;

ঞ) দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য স্থানীয় আনুষঙ্গিক পরিকল্পনা প্রণয়ন;

ট) প্রস্তুতির কার্যকারিতা ও ধরন জানার জন্য প্রতি বছর এপ্রিল ও সেপ্টেম্বর মাসে পরীক্ষামূলক মহড়া পরিচালনা করা;

ঠ) গড়ে ওঠা প্রতিটি নতুন চরে আদমশুমারি পরিচালনা এবং সম্ভব হলে মজবুত বাড়ি তৈরিতে জনসাধারণকে উৎসাহ/সহায়তা দান করা। অন্যথায়, নিরাপদ স্থানে তাদের স্থানান্তরের পরিকল্পনা প্রণয়ন;

ড) জনসংখ্যা, যানবাহন, জলযান, খাদ্যগুদাম, মানবিক সহায়তা-সামগ্রীর মজুত ইত্যাদির হালনাগাদ জরুরি তথ্য প্রস্তুত রাখা;

ঢ) ঘূর্ণিঝড়/বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র ও মাটির কিল্লা ইত্যাদি ব্যবহার-উপযোগী রাখা এবং পানির পর্যাপ্ত সুবিধা নিশ্চিতকরণ;

ণ) প্রতি বছর নিয়মিতভাবে জরিপ পরিচালনার মাধ্যমে ভবনাদি, বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের তালিকা তৈরি করা যাতে জরুরি অবস্থায় জনগণ সেগুলো আশ্রয়কেন্দ্র অথবা মানবিক সহায়তা শিবির হিসেবে ব্যবহার করতে পারে;

ত) ঘূর্ণিঝড়/বন্যা সতর্ক সংকেত ব্যবস্থা এবং তার গুরুত্ব ব্যাপকভাবে জনগণের মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ;

থ) বনায়ন কর্মসূচি গ্রহণে উৎসাহ প্রদান ও বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ;

দ) জরুরি অবস্থা মোকাবিলার জন্য উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক আপদকালীন পরিকল্পনা প্রণয়ন নিশ্চিতকরণ;

ধ) ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির (সিপিপি) সকল বিষয়ে সদা প্রস্তুতি নিশ্চিতকরণ;

ন) ঘূর্ণিঝড়/বন্যাসহ অন্যান্য দুর্যোগপ্রবণ এলাকার উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের সহায়তায় দুর্যোগ পরিচিতি এবং ঘূর্ণিঝড়/বন্যাসহ দুর্যোগ সর্ম্পকিত প্রস্তুতিমূলক প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা;

প) জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি যথাযথভাবে গঠন এবং জেলার দুর্যোগ কর্মপরিকল্পনা মূল্যায়নের জন্য নিয়মিত সভা আহ্বান নিশ্চিতকরণ;

ফ) যেকোনো জরুরি অবস্থায় জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব পুরোপুরি পালন নিশ্চিতকরণ;

ব) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ওপর কাজ করতে সক্ষম বেসরকারি সংস্থাগুলোর হালনাগাদ তালিকা রাখা এবং তাদের কার্যক্রম সমন্বয়সাধন;

ভ) বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র (FFWC) থেকে বন্যার তথ্য সংগ্রহ করা;

ম) অগ্নিকাণ্ড, ভূমিধস, রাসায়নিক দুর্ঘটনার ঝুঁকিপূর্ণ ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিতকরণ এবং তা অপসারণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ জনসচেতনতা সৃষ্টি;

য) সংজ্ঞায় বর্ণিত সকল দুর্যোগের বিষয়ে ঝুঁকিহ্রাস ও আপদকালীন পরিকল্পনা তৈরি এবং বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

(২) সতর্কীকরণ/হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) সংশ্লিষ্ট সকলকে যেকোনো সম্ভাব্য দুর্ঘটনা মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত থাকার সর্তকাদেশ জারি করা;

খ) পুলিশ, বিজিবি ও সিপিপির বেতার কার্যক্রম এবং অন্যান্য যোগাযোগ-ব্যবস্থার মাধ্যমে বিপৎসংকুল জনসাধারণকে সতর্ক বার্তা প্রদান;

গ) নিয়ন্ত্রণকক্ষ স্থাপন করা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে অবস্থিত জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় কেন্দ্রের (NDRCC) সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা;

ঘ) ঘূর্ণিঝড় বন্যা, ভূমিধসসহ দুর্যোগের সতর্কবার্তা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তা প্রচার এবং জানমালের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঙ) জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা আহ্বান এবং নির্দিষ্ট স্থানে সঠিক/সতর্ক সংকেত প্রচারের জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে নির্দেশ প্রদান;

চ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের NDRCC, বিভাগীয় সদর দপ্তরে স্থাপিত নিয়ন্ত্রণকক্ষ ও সংশ্লিষ্ট উপজেলা সদরে নিয়ন্ত্রণকক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা;

ছ) এলাকার জনগণের মধ্যে ঘূর্ণিঝড় সম্বন্ধীয় বিপদ/মহাবিপদ সংকেত ব্যাপকভাবে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং দুর্যোগপ্রবণ এলাকার লোকজন যাতে দুর্যোগের সতর্ক সংকেত পায় তা নিশ্চিতকরণ।

(৩) দুর্যোগ পর্যায়

ক) সকল প্রয়োজনীয় সম্পদ একত্রিত করে (জনশক্তি, যানবাহন, জলযান, যন্ত্রপাতি ও মানবিক সহায়তা-সামগ্রী) দুর্যোগকবলিত এলাকায় প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

খ) প্রয়োজনীয় যানবাহন, জলযান, হেলিকপ্টার ইত্যাদি যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে অধিযাচন (Requisition) করা;

গ) দুর্যোগকবলিত এলাকায় খাওয়ার পানি পাঠানোর ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ;

ঘ) জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির জরুরি সভা আহ্বান করা;

ঙ) স্থানান্তরের আদেশ প্রাপ্তির পর স্থানীয় প্রশাসন, স্থানীয় সংস্থা, পুলিশ, ইউনিয়ন পরিষদ, আনসার, ভিডিপি এবং ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির (সিপিপি) স্বেচ্ছাসেবক দিয়ে লোকজন ও সম্পদ স্থানান্তর নিশ্চিতকরণ।

চ) দ্বীপ/চর ও অন্যান্য দুর্গম এলাকায় আটকে পড়া অথবা দুর্গত লোকদের উদ্ধারকাজ পরিচালনা করা;

(৪) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়

ক) জরুরি ভিত্তিতে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলো পরিদর্শন এবং ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণের জন্য যথাযথ জরিপ এবং সাহায্য সহযোগিতার প্রয়োজন নির্ধারণ করা;

খ) D-Form-এর মাধ্যমে ক্ষয়ক্ষতির প্রতিবেদন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে প্রেরণ এবং প্রয়োজনীয় সহায়তার আবেদন করা;

গ) উপযুক্ত স্থানে মানবিক সহায়তা শিবির স্থাপন এবং পরিচালনা করা;

ঘ) চিকিৎসা, খাদ্য ও পানীয় জল সরবরাহসহ জরুরি মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম গ্রহণ। জরুরি মানবিক সহায়তার জন্য অর্থ বরাদ্দ প্রাপ্তির প্রয়োজনে মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব না হলে সম্ভাব্য খরচ হিসেবে জেলাপ্রশাসক এককালীন ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা খরচ করতে পারবেন। পরবর্তীতে মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের কাছে ঘটনা উত্তর (Post-facto) বরাদ্দের জন্য জেলাপ্রশাসক কারণসহ অনুরোধ জানাবেন। মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর যথার্থতা বিবেচনায় বরাদ্দ প্রদান করবেন;

ঙ) ক্ষতিগ্রস্ত নলকূপগুলো মেরামত এবং নতুন নলকূপ স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ। পুকুরের পানি পানের উপযোগী করার ব্যবস্থা গ্রহণ;

চ) ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ি মেরামতের জন্য সহায়তা প্রদান এবং ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবস্থা গ্রহণ;

ছ) মৃত মানুষের দেহ সৎকারের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং মৃত পশুদেহ যথাযথ প্রক্রিয়ায় পুঁতে রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ, যাতে স্বাস্থ্য পরিস্থিতির অবনতির কারণে মহামারি দেখা না দেয়;

জ) সড়ক, কালভার্ট, সেতু ইত্যাদি মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রয়োজনবোধে পুনর্বাসনের পদক্ষেপ গ্রহণ;

ঝ) গৃহনির্মাণ, কৃষি, পশুপালন ইত্যাদি দপ্তরের সমন্বয়ে যথাযথ পুনর্বাসন-পরিকল্পনা প্রস্তুত করা এবং শীঘ্র তা অনুমোদনের পদক্ষেপ গ্রহণ এবং জরুরি ভিত্তিতে পুনর্বাসন-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা;

ঞ) সড়ক ও বেড়িবাঁধের মধ্য থেকে দূষিত লবণাক্ত পানি বের করে দেওয়াসহ পরিস্থিতি স্বাভাবিক অবস্থায় না আসা পর্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ও পদক্ষেপ গ্রহণ;

ট) পুনর্বাসনের কাজে নিয়োজিত বেসরকারি সংস্থাসমূহের কার্যাবলির সমন্বয়সাধন;

ঠ) মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসন কর্মকাণ্ড নির্বিঘ্ন করতে যোগাযোগ-ব্যবস্থা তাৎক্ষণিক পুনঃস্থাপন এবং সম্ভাব্য বিকল্প যোগাযোগ-ব্যবস্থা গ্রহণ;

ড) ভবিষৎ করণীয় নির্ধারণ ও প্রয়োজনে অভিজ্ঞতা লাভের জন্য প্রত্যেকটি দুর্যোগের ক্ষেত্রে জেলা পর্যায়ে একটি পূর্ণাঙ্গ দিনপঞ্জি ও কর্মভিত্তিক গৃহীত ব্যবস্থা ও উত্তম চর্চার বিবরণসহ একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে প্রেরণ ও সংরক্ষণ করা।

৬.৩ উপজেলা নির্বাহী অফিসার

উপজেলা নির্বাহী অফিসার তাঁর সাধারণ দায়িত্ব পালন ছাড়াও উপজেলা পর্যায়ের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রধানত দায়ী থাকবেন। উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ পর্যায়ের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থার দুর্যোগসংক্রান্ত সকল কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজও তিনি সমন্বয়সাধন ও তদারকি করবেন।

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) উপজেলা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যকারিতা নিশ্চিতকরণ। নির্দেশনা ও তথ্যের প্রাপ্তি স্বীকার করা এবং প্রশিক্ষণ থেকে অর্জিত শিক্ষা কাজে লাগানোর বিষয়টি নিশ্চিতকরণ;

খ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরকে অবহিত করে নিয়মিত দুর্যোগসংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন করা;

গ) ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রস্তুত করা 'আপদ, বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকি নিরূপণ-সম্পর্কিত' সংকলিত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর তালিকা এবং স্থান নির্দেশক মানচিত্রের ওপর পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন প্রস্তুত করা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে প্রেরণ;

ঘ) ইউনিয়ন ডিএমসির তৈরি করা স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনার ভিত্তিতে বিভাগীয় পর্যায়ে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পূর্ণাঙ্গ ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা এবং তা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে প্রেরণ;

ঙ) অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত এলাকার উন্নয়ন পরিকল্পনার সঙ্গে ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনার পুরোপুরি সম্পৃক্ততা নিশ্চিতকরণ;

চ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কাউন্সিলের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা এবং উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে আগাম সতর্ক বার্তা দ্রুত প্রচার নিশ্চিতকরণ;

ছ) সতর্ক বার্তা/পূর্বাভাস, স্থানান্তর, উদ্ধার কার্যক্রমের প্রচার এবং প্রাথমিক মানবিক সহায়তা-কার্যক্রমের সহায়তার ভিত্তিতে উপজেলা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মহড়া আয়োজনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান।

জরুরি সাড়াদান

(১) সাড়াদান প্রস্তুতি পর্যায়

ক) দুর্যোগ-বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি অনুযায়ী উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন;

খ) সতর্ক সংকেত প্রচার, উদ্ধার ও স্থানান্তর এবং মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম পরিচালনার জন্য উপজেলা/ইউনিয়ন/ওয়ার্ড এবং গ্রাম পর্যায়ে স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন (কমপক্ষে ৪০ ভাগ নারী) নিশ্চিতকরণ;

গ) স্বেচ্ছাসেবক দলগুলোকে পরিস্থিতির সঙ্গে পরিচিত করানোর জন্য ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির সঙ্গে সহযোগিতা নিশ্চিতকরণ;

ঘ) বন্যা/ঘূর্ণিঝড়-সংক্রান্ত হুঁশিয়ারি সংকেত স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে যথাযথভাবে প্রচার নিশ্চিতকরণ;

ঙ) দুর্যোগ-বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি সম্পর্কে বিভিন্ন বিভাগের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের অবহিতি নিশ্চিত করা এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে আদেশের আলোকে কাজ করার জন্য উৎসাহিত করা;

চ) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বাঁধগুলো যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ এবং বন্যার সময় নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহারের জন্য সর্বোচ্চ বন্যাস্তর (Highest Flood Level) অপেক্ষা উঁচুকরণ;

ছ) উপকূলীয় বনায়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ (প্রয়োগযোগ্য হলে);

জ) যেসব এলাকা সাধারণত ঘূর্ণিঝড়/বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেসব এলাকার তালিকা ও মানচিত্র সংরক্ষণ করা;

ঝ) সতর্কীকরণ, আশ্রয়, উদ্ধার, স্বাস্থ্যব্যবস্থা, স্থানান্তর, মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসন, নিরাপত্তা এবং আইনশৃঙ্খলা ইত্যাদি বিষয়ে স্থায়ী আদেশাবলির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে উপজেলা দুর্যোগ কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে এসব পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের বিষয় নিশ্চিতকরণ;

ঞ) প্রতি বছর এপ্রিল ও সেপ্টেম্বর মাসে ঘূর্ণিঝড় মহড়ার ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ, যাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ যথাযথভাবে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারেন;

ট) গড়ে ওঠা নতুন এলাকার বসতি জরিপ করা এবং সেখানে বসবাসকারী লোকদের দুর্যোগপ্রস্তুতি ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ;

ঠ) প্রয়োজনীয় স্থানে বিশেষ করে চর এলাকায় মুজিব কিল্লা, হেলিপ্যাড এবং ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং তা কার্যকর রাখা;

ড) ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি বাস্তবায়নে সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান;

ঢ) ঘূর্ণিঝড় পূর্ব, ঘূর্ণিঝড় চলাকালীন এবং ঘূর্ণিঝড়-পরবর্তী মানবিক সহায়তাকাজে অংশগ্রহণ করার জন্য যেসব প্রতিষ্ঠানকে আহ্বান করা হবে সেসকল প্রতিষ্ঠানের তালিকা সংরক্ষণ করা এবং বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করা;

ণ) জরুরি কাজে ব্যবহারযোগ্য জনবল ও যানবাহনের তালিকা সংরক্ষণ করা;

ত) বন্যা/ঘূর্ণিঝড় মৌসুমের আগে খাদ্য, ওষুধ, জীবাণুনাশক এবং নলকূপের মজুত নিশ্চিতকরণ;

থ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, পুলিশ, বিটিসিএল, বিজিবি এবং ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির বেতার যোগাযোগ-ব্যবস্থার সহযোগিতায় উপজেলা নিয়ন্ত্রণকক্ষের পরিচালনা নিশ্চিতকরণ;

দ) কমিউনিটি সেন্টার, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র এবং মুজিব কিল্লাসমূহের যথাযথ মেরামত ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ;

ধ) উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ, ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (CPP) ইউনিটে হুঁশিয়ারি পতাকা মজুত নিশ্চিতকরণ;

ন) ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি বিষয়ে জেলাপ্রশাসকের নির্দেশ বাস্তবায়ন করা;

প) বাঁধের অবস্থা পর্যবেক্ষণপূর্বক প্রয়োজন হলে মেরামতের প্রস্তাব পেশ করা;

ফ) চলচ্চিত্র প্রদর্শন, লিফলেট ও পোস্টার বিতরণ এবং জনসভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ঘূর্ণিঝড় সতর্ক সংকেত এবং প্রস্তুতি বার্তা জনগণের কাছে প্রচার এবং জনপ্রিয় করে তোলা;

ব) বন্যা ও জলোচ্ছ্বাসের সময় জনসাধারণের আশ্রয়ের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান বা ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির ইউনিয়ন দলনেতার সঙ্গে সহযোগিতার স্থান নির্বাচন ও চিহ্নিত করা;

ভ) স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, ক্লাব, সাংস্কৃতিক সংগঠনসমূহের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের তালিকা করে রাখা, যাতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় প্রয়োজনে তাদের স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজে লাগানো যায়।

(২) সতর্কীকরণ/হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) ইউনিয়ন নিয়ন্ত্রণকক্ষ খোলা এবং সার্বক্ষণিক চালু রাখার জন্য নির্দেশ প্রদান। একজন গেজেটেড কর্মকর্তা বা উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির একজন সদস্যকে নিয়ন্ত্রণকক্ষের দায়িত্ব প্রদান করা;

খ) তাৎক্ষণিক গতিশীলতা নিশ্চিত করতে লোকবল এবং যানবাহন প্রস্তুত রাখা;

গ) বিশেষ বার্তাবাহক/টেলিফোনের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদেরকে সতর্ক বার্তা প্রেরণ করা;

ঘ) চর এলাকার সঙ্গে দ্রুত যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করে জনসাধারণকে সতর্ক করা;

ঙ) জেলা নিয়ন্ত্রণকক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা;

চ) উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির জরুরি সভা আহ্বান করা;

ছ) সংশ্লিষ্ট সকলকে ঘূর্ণিঝড়/বন্যা সতর্ক সংকেত অবহিত করা। ঘূর্ণিঝড় ও বন্যাসংক্রান্ত সকল জরুরি সংবাদের সঙ্গে যথাক্রমে 'ঘূর্ণিঝড় সতর্কীকরণ' ও 'বন্যা সতর্কীকরণ' শব্দটি সংযুক্ত করা এবং উপজেলা পর্যায় থেকে ইউনিয়ন পর্যায়ে জরুরিকালীন দিনপঞ্জি (Logbook) সংরক্ষণের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।

(৩) দুর্যোগ পর্যায়

ক) ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির স্বেচ্ছাসেবক, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মী (স্বাস্থ্যকর্মী, পরিবার পরিকল্পনা কর্মী, উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিভাগের কর্মী, সমবায়/বিডব্লিউডিবি/সড়ক ও জনপথ/বিটিসিএল/এলজিইডি এবং জনস্বাস্থ্য বিভাগের কর্মী), আনসার, ভিডিপি সদস্য, বিআরডিবি সদস্য কর্তৃক জনসাধারণের কাছে বিপদ সংকেত ও মহাবিপদ সংকেত সঠিকভাবে প্রচারের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ;

খ) স্থানান্তর (Evacuation) নির্দেশ যাতে সঠিকভাবে ঘোষণা করা হয় তা নিশ্চত করা;

গ) ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র, কিল্লা, স্কুল, কমিউনিটি সেন্টার এবং অন্যান্য সরকারি ভবন ও উঁচু স্থানে মানুষ ও গবাদি পশু সরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ। খাদ্য ও বস্ত্র ইত্যাদি সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ। এ উদ্দেশ্যে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের কাছে অনুরূপ নির্দেশ প্রদান;

ঘ) পানির পাত্রে খাওয়ার পানি পূর্ণ করে রাখা এবং চেয়ারম্যান/ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদেরও খাওয়ার পানি সংরক্ষণের পরামর্শ প্রদান;

ঙ) জনসাধারণকে সতর্ক করার জন্য বিশেষ সংবাদবাহক প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ। খাওয়ার পানি, দিয়াশলাই, শুকনো খাবার, ডাব, নারিকেল এবং বাসনপত্র ইত্যাদি প্লাস্টিক কাগজে মুড়ে মাটির নিচে রাখার জন্য পরামর্শ প্রদান;

চ) জেলা নিয়ন্ত্রণকক্ষের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করা এবং স্থানীয় আবহাওয়া পরিস্থিতি সম্পর্কে জানানো;

ছ) ঘূর্ণিঝড়ের গতিবিধি/পানি বৃদ্ধির স্তর সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ রাখা;

জ) উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির জরুরি সভা আহ্বান করা এবং পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রস্তুত থাকার এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা স্থায়ী আদেশাবলি অনুযায়ী দায়িত্ব পালনের পরামর্শ প্রদান;

ঝ) উদ্ধার ও মানবিক সহায়তা কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য যানবাহন, নৌযান ইত্যাদি অধিযাচন (Requisition) করা। এ ছাড়াও প্রয়োজনবোধে যে জাতীয় যানবাহনের প্রয়োজন তা সরবরাহের জন্য জেলাপ্রশাসককে অনুরোধ করা;

ঞ) উদ্ধার ও মানবিক সহায়তাকাজে সেনাবাহিনী সম্পৃক্ত হলে তাদের সঙ্গে কাজের সমন্বয়সাধন।

(৪) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়

ক) দুর্যোগকবলিত এলাকাসমূহের দ্রুত জরিপের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বিদ্যমান অবস্থা জেলাপ্রশাসক এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা। ইউনিয়ন পরিষদ এবং উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাদের মতামত ও সাহায্য নিয়ে ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ করা;

খ) যোগাযোগ-ব্যবস্থা ব্যাহত হলে সংবাদবাহক পাঠিয়ে ইউনিয়ন ঘূর্ণিঝড়/বন্যা প্রতিবেদন সংগ্রহ করা এবং জেলা নিয়ন্ত্রণকক্ষকে ঘূর্ণিঝড়/বন্যাসংক্রান্ত দৈনন্দিন খবরাখবর সরবরাহ করা;

গ) মানবিক সহায়তাকাজের জন্য উপজেলা উন্নয়ন তহবিল থেকে জরুরি ব্যয় নির্বাহ করা;

ঘ) ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিয়নে জরুরি মানবিক সহায়তা-সামগ্রী প্রেরণ করা;

ঙ) ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাসমূহে পর্যাপ্ত পরিমাণ নলকূপ সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ;

চ) মানুষ ও গবাদি পশুর জীবন রক্ষার জন্য রোগপ্রতিরোধক ও আরোগ্যমূলক স্বাস্থ্যব্যবস্থাসহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, খাদ্য সরবরাহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

ছ) ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলোকে মানবিক সহায়তা অঞ্চলে বিভক্ত করা এবং উপজেলা সদর দপ্তরকে আঞ্চলিক সদর দপ্তর হিসেবে ঘোষণা করা। মানবিক সহায়তা কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য একজন কর্মকর্তাকে একটি অঞ্চলের দায়িত্ব অর্পন করা। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনুসারে একটি উপজেলায় একাধিক মানবিক সহায়তা অঞ্চলের প্রয়োজন হতে পারে এবং প্রয়োজন হলে এরূপ প্রত্যেক অঞ্চলের জন্য একজন কর্মকর্তা নিযুক্ত করা;

জ) মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম পরিচালনায় ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থাপনা প্রতিরোধ করা। মানবিক সহায়তা-সামগ্রী, ঘরবাড়ি নির্মাণের অর্থ, নগদ টাকাসহ ঘরনির্মাণ অনুদান ইত্যাদি দ্রুত বিতরণের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ। জরুরি হাসপাতাল, মানবিক সহায়তাকেন্দ্র ও আশ্রয়কেন্দ্র ইত্যাদির সুষ্ঠু পরিচালনা নিশ্চিতকরণ;

ঝ) স্থানীয় প্রশাসন, এনজিও, ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির স্বেচ্ছাসেবক ও প্রয়োজনবোধে বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড, সেনাবাহিনী, পুলিশ, আনসার, ভিডিপি সদস্য এবং স্বাস্থ্যকর্মী, পরিবার পরিকল্পনা কর্মী, মৎস্য/কৃষি/প্রাণিসম্পদ বিভাগের কর্মীদের সহযোগিতায় মৃতদেহ সৎকার এবং মৃত পশু পুঁতে ফেলার ব্যবস্থা গ্রহণ। বাড়িঘর এবং শস্যখেত থেকে লবণাক্ত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঞ) মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিভিন্ন ধরনের অনুদান, ঋণ ও মানবিক সহায়তা-সামগ্রীর ব্যাপারে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে প্রয়োজনীয় চাহিদা পেশ করা;

ট) স্বেচ্ছাসেবী ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম সমন্বয়সাধন;

ঠ) টেস্ট রিলিফ, কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি, কাজের বিনিময়ে টাকা কর্মসূচি, কর্মসৃজন প্রকল্প, ভিজিএফ ইত্যাদির মাধ্যমে দুর্গত এলাকার জনসাধারণের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এ পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ;

ড) উদ্ধারকাজ, স্বাস্থ্য, মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসনসংক্রান্ত অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজ সম্পাদন করা।

৬.৪ ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান

ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান তাঁর সাধারণ দায়িত্ব ছাড়াও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নিম্নলিখিত কার্যাবলি সম্পাদন করবেন:

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন ও এর কার্যকারিতা নিশ্চিতকরণ। নির্দেশনা ও প্রশিক্ষণ থেকে অর্জিত শিক্ষা কাজে লাগানোর বিষয়টি নিশ্চিতকরণ;

খ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরকে অবহিত করার মাধ্যমে নিয়মিত দুর্যোগসংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন করা;

গ) আপদ, বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকি নিরূপণ-সম্পর্কিত সংকলিত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর তালিকা এবং স্থান-নির্দেশক মানচিত্রের ওপর পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন প্রস্তুত করা এবং তা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিতে প্রেরণ;

ঘ) ইউনিয়ন ডিএমসির তৈরি করা স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনার ভিত্তিতে বিভাগীয় পর্যায়ে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পূর্ণাঙ্গ ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিতে প্রেরণ;

ঙ) অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত এলাকার উন্নয়ন পরিকল্পনার সঙ্গে ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনার পুরোপুরি সম্পৃক্ততা নিশ্চিতকরণ;

চ) স্থানীয়ভাবে গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি ও কার্যক্রম সমন্বয় এবং বেসরকারি সংস্থাসমূহের (এনজিও) কাজে সহায়তা করা;

ছ) ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে উপযুক্ত তহবিল গঠনে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান;

জ) সতর্ক বার্তা/পূর্বাভাস, স্থানান্তর, উদ্ধার কার্যক্রমের প্রচার এবং প্রাথমিক মানবিক সহায়তা-কার্যক্রমে সহায়তার মাধ্যমে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মহড়া (ড্রিল) আয়োজনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান।

জরুরি সাড়াদান

(১) সাড়াদান প্রস্তুতি পর্যায়

ক) উদ্ধারকাজ, জীবনরক্ষা, স্বাস্থ্যব্যবস্থা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, আশ্রয়কেন্দ্র তত্ত্বাবধান, টিকা/ইনজেকশন প্রদান ইত্যাদি কাজের জন্য ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি ও স্থানীয় সংস্থার মাধ্যমে ইউনিয়নের একদল কর্মীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা, যাতে তারা প্রয়োজনের সময় স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকদের সাহায্য ও সহযোগিতা করতে পারে;

খ) ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির কাজে সহযোগিতা প্রদান ও সমন্বয়সাধন করা;

গ) ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি ব্যবস্থায় জনসাধারণকে সচেতন করে তোলার জন্য উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সর্বতোভাবে সাহায্য করা এবং ঘূর্ণিঝড়/বন্যার সময় কী করা উচিত তা জনসাধারণকে অবহিত করা;

ঘ) নির্বাচিত চলচ্চিত্র প্রদর্শন, লিফলেট ও পোস্টার বিতরণ এবং জনসভা আয়োজনের মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে ঘূর্ণিঝড় সতর্ক সংকেত প্রচার ও জনপ্রিয় করে তোলা;

ঙ) উপকূলীয় অঞ্চলে স্বেচ্ছায় বৃক্ষরোপণে জনগণকে উৎসাহিত করা এবং বসতবাড়ির আশপাশে গাছ লাগাতে পরামর্শ প্রদান করা;

চ) ইউনিয়নের সকল ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় সংকেত পতাকা উত্তোলনের ব্যবস্থা করে রাখা;

ছ) বর্তমান ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র, মুজিব কিল্লা, হেলিপ্যাড পর্যাপ্ত না হলে নতুন হেলিপ্যাড, কিল্লা ও আশ্রয়স্থল নির্মাণের প্রস্তাব পেশ;

জ) ইউনিয়নের যেসব এলাকা ঘূর্ণিঝড়/বন্যাকবলিত হতে পারে তা চিহ্নিত করে মানচিত্র প্রস্তুত করা এবং যে সমস্ত এলাকা বেশি আক্রান্ত হতে পারে তা নির্দেশ করা;

ঝ) দুর্গম চরাঞ্চলের জনসাধারণের প্রস্তুতির ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্বারোপ করা;

ঞ) ইউনিয়নের মৎস্যজীবী ও জেলে সম্প্রদায়কে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা;

ট) গণমাধ্যমে প্রচারিত আবহাওয়া পূর্বাভাস নিয়মিতভাবে শোনা এবং নির্দেশাবলি অনুসরণ করার জন্য জনসাধারণ ও জেলেদের উৎসাহিত করা;

ঠ) বন্যা ও জলোচ্ছ্বাসের সময় আশ্রয়গ্রহণের জন্য আশ্রয়স্থল ও উঁচু জায়গা চিহ্নিত করে রাখা এবং তদনুযায়ী জনগণকে অবহিত রাখা;

ড) ঘূর্ণিঝড়পূর্ব, ঘূর্ণিঝড় চলাকালীন এবং ঘূর্ণিঝড়ের পরে মানবিক সহায়তাকাজে অংশগ্রহণের জন্য স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকা নিয়মিত হালনাগাদকরণ এবং বিভিন্ন প্রতিনিধির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা;

ঢ) জরুরি কাজে ব্যবহারযোগ্য যানবাহন ও নৌকার একটি তালিকা সংরক্ষণ করা;

ণ) ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র, কমিউনিটি সেন্টার ও মুজিব কিল্লার সঙ্গে সংযোগকারী রাস্তা ও কালভার্টসমূহের যথাযথ মেরামত ও সংরক্ষণ নিশ্চিতকরণ;

ত) সিপিপি, স্থানীয় সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে প্রতি বছর ইউনিয়ন পর্যায়ে দুর্যোগ-বিষয়ক মহড়ার ব্যবস্থা গ্রহণ;

থ) খাওয়ার পানির উৎস, খাদ্যগুদাম, বীজ ও গোখাদ্যমজুত ইত্যাদির সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;

দ) স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, ক্লাব, সাংস্কৃতিক সংগঠনসমূহের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের তালিকা করে রাখা, যাতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনে তাদের স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজে লাগানো যায়।

(২) সতর্কীকরণ/হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) ইউনিয়ন নিয়ন্ত্রণকক্ষ ২৪/৭ ভিত্তিতে সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখা এবং ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির একজন সদস্যকে নিয়ন্ত্রণকক্ষের দায়িত্ব প্রদান;

খ) ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা আহ্বান করা এবং ইউনিয়ন পরিষদের সকল সদস্য, ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ও স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা এবং আসন্ন ঘূর্ণিঝড়/বন্যা সম্পর্কে তাদেরকে জানানো;

গ) ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ কর্তৃক ইউনিয়নের সকল ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় সংকেত পতাকা উত্তোলন নিশ্চিতকরণ এবং ঢোল বাজিয়ে অথবা মেগাফোনের মাধ্যমে সতর্ক বার্তা প্রচার করা, নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরের সুবিধা সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিতকরণ;

ঘ) ঘূর্ণিঝড়ের অবস্থা সম্পর্কে জানানোর জন্য দূরবর্তী চর এলাকায় বিশেষ সংবাদবাহক প্রেরণ করা;

ঙ) নিয়মিতভাবে বেতারে আবহাওয়া পূর্বাভাস শোনা এবং সে অনুযায়ী কাজ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে পরামর্শ প্রদান;

চ) বন্যা/ঘূর্ণিঝড়ের ফলে সৃষ্ট দুর্যোগময় পরিস্থিতিতে জনসাধারণ ও গবাদি পশুকে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর, খাদ্য, স্বাস্থ্যব্যবস্থা এবং নিরাপত্তা ইত্যাদির জন্য জরুরি ভিত্তিতে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী নিয়োজিতকরণ;

ছ) ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির স্বেচ্ছাসেবক ও অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবকদের কর্মকাণ্ডে সহযোগিতা ও সমন্বয়সাধন।

(৩) দুর্যোগ পর্যায়

ক) ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা দলের সদস্যগণ যাতে সঠিক সময়ে জনসাধারণের মধ্যে সংকেত প্রচার করে তার ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ;

খ) দূরবর্তী চর এলাকাসহ নিজ নিজ এলাকায় জনসাধারণের কাছে যাতে স্থানান্তরের নির্দেশ সঠিকভাবে প্রচারিত হয় সে ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ;

গ) বিপজ্জনক স্থানগুলো থেকে নিরাপদ স্থানসমূহে মানুষ ও গবাদি পশুর স্থানান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং মানবিক সহায়তা প্রদান;

ঘ) খাওয়ার পানি মজুত রাখা এবং অন্যদের তা অনুসরণ করার জন্য পরামর্শ প্রদান;

ঙ) উপজেলা নিয়ন্ত্রণকক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা;

চ) সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়মিত এবং সতর্কতার সঙ্গে আবহাওয়ার পূর্বাভাস শোনা, ঘূর্ণিঝড়ের গতিবিধি ও বন্যার পানি বিপদসীমা অতিক্রম-সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রদান;

ছ) ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির জরুরি সভা আহ্বান করা। পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রস্তুত থাকার এবং দুর্যোগসংক্রান্ত স্থায়ী আদেশাবলি অনুযায়ী কাজ করার পরামর্শ প্রদান;

জ) সকল প্রস্তুতি ব্যবস্থা যাতে সঠিকভাবে গৃহীত হয় তা নিশ্চিতকরণ;

ঝ) উদ্ধার ও জরুরি মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ইউনিয়নে যানবাহন ও নৌকা অধিযাচন (Rquisition) করা;

ঞ) প্রয়োজনে আশ্রয়কেন্দ্র খোলা, এসব আশ্রয়কেন্দ্রে প্রবীণ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, নারী, শিশুদের স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা। আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নেওয়া মানুষের তালিকা তৈরি করে মানবিক সহায়তা চাহিদা নিরূপণ করে উপজেলা নিয়ন্ত্রণকক্ষে প্রেরণ ও প্রয়োজনীয় খাদ্য ও চিকিৎসাসেবা নিশ্চিতকরণ;

ট) দুর্যোগকবলিত এলাকায় কোনো ব্যক্তি মারা গেলে তার সৎকারের ব্যবস্থা গ্রহণ ও মৃত্যু সনদ প্রদান করা;

ঠ) নিজ এলাকার কোনো ব্যক্তি হারিয়ে গেলে বা নিখোঁজ হলে তার সন্ধান ও উদ্ধারের জন্য পুলিশ ও আশপাশের এলাকার ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে তৎপরতা চালানো;

ড) দুর্যোগের কবলে পড়ে অন্য এলাকার বা অপরিচিত কেউ এলাকায় বা আশ্রয়কেন্দ্রে চলে এলে তার সঠিক পরিচয় নিশ্চিত হয়ে তাকে তার বাড়ি বা এলাকায় পৌঁছানোর ব্যবস্থা গ্রহণ। এমন ক্ষেত্রে অচেনা ব্যক্তি তার সঠিক পরিচয় না দিলে তাকে পুলিশে হস্তান্তর করা। ব্যক্তি অচেনা একক শিশু হলে পুলিশকে অবহিত করে সমাজসেবা বিভাগের কাছে হস্তান্তর করা;

ঢ) স্থানান্তরিত জনসাধারণের রেখে আসা সম্পত্তি হেফাজত ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

(৪) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়

ক) স্বেচ্ছাসেবক এবং ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সাহায্যে সার্বক্ষণিক উদ্ধার ও মানবিক সহায়তা কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা এবং মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যানবাহন/নৌযানের ব্যবস্থা করা;

খ) দুর্গত এলাকাগুলোতে দ্রুত জরিপের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বিশেষ সংবাদবাহকের মাধ্যমে উপজেলা নির্বাহী অফিসার মানবিক সহায়তা-সামগ্রীর সুপারিশসহ ক্ষয়ক্ষতির প্রতিবেদন পেশ করা;

গ) উপজেলা সদর দপ্তর থেকে প্রাপ্ত জরুরি মানবিক সহায়তা দ্রুত বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঘ) দুর্গত এলাকায় পর্যাপ্তসংখ্যক নলকূপ বসিয়ে নিরাপদ খাওয়ার পানি সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঙ) স্বেচ্ছাসেবক, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী এবং প্রয়োজন হলে পুলিশ, বর্ডার গার্ড, সেনাবাহিনীর সাহায্যে মৃতদেহ সৎকার এবং গবাদি পশুর মৃতদেহ মাটিতে পুঁতে ফেলার ব্যবস্থা গ্রহণ।

চ) মানবিক সহায়তা-সামগ্রী, ঘরবাড়ি, নগদ অর্থ, গৃহনির্মাণ অনুদান ইত্যাদি দ্রুত ও সুষ্ঠু বণ্টন এবং অস্থায়ী জরুরি হাসপাতাল, মানবিক সহায়তাকেন্দ্র, আশ্রয়কেন্দ্র ইত্যাদির সুষ্ঠু পরিচালনা নিশ্চিতকরণ;

ছ) স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলো, স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ এবং মানবিক সহায়তাকাজে নিয়োজিত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মানবিক সহায়তা-কার্যক্রমের সমন্বয়সাধন ও তদারকি;

জ) টেস্ট রিলিফ, কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি, কর্মসৃজন কর্মসূচি, ভিজিএফ ইত্যাদির মাধ্যমে দুর্যোগকবলিত এলাকায় জনসাধারণের পুনর্বাসনের পরিকল্পনা তৈরি ও তার সুষ্ঠু বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঝ) সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দেশিত উদ্ধার, মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসনসংক্রান্ত যেকোনো দায়িত্ব (প্রতিবেদন প্রস্তুত ও পেশসহ) পালন করা;

ঞ) দ্রুত মেরামতের মাধ্যমে নৌ এবং সড়ক যোগাযোগ-ব্যবস্থা পুনঃস্থাপন করা।

৬.৫ ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যবৃন্দ

সাধারণ দায়িত্ব পালন ছাড়াও ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যবৃন্দ দুর্যোগসংক্রান্ত নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করবেন:

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা ও কর্মশালায় নিয়মিত অংশগ্রহণ;

খ) জনগোষ্ঠীর বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকি নিরূপণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ, ঝুঁকির অগ্রাধিকার নির্ধারণ এবং সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড ও ইউনিয়নের জন্য ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন;

গ) বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকি নিরূপণ প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন বিপদাপন্ন দলের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ;

ঘ) জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি নিরূপণের মাধ্যমে প্রস্তুত ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সম্পদ আহরণে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে সহায়তা প্রদান;

ঙ) স্থানীয় পর্যায়ে গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি ও কার্যক্রম সমন্বয়সাধনে বেসরকারি সংস্থাসমূহের কাজে সহায়তা প্রদান।

জরুরি সাড়াদান

(১) সাড়াদান প্রস্তুতি পর্যায়

ক) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবকদের বিস্তারিত ডাটাবেজ সংরক্ষণ, যাতে জরুরি প্রয়োজনে তাৎক্ষণিক যোগাযোগ করা যায়;

খ) জরুরি মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম পরিচালনার সময় বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবকদের বিশেষভাবে চিহ্নিতকরণ;

গ) নিজ নিজ এলাকার দুর্যোগ পরিস্থিতি ও পুনর্বাসনকাজ সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য জনসাধারণকে সচেতন ও প্রস্তুত রাখা।

(২) সতর্কীকরণ/হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) আগাম হুঁশিয়ারি/বিপদ/মহাবিপদ সংকেত প্রচার করা। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান অথবা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে নির্দেশ পাওয়ার পর কোনো আতঙ্ক সৃষ্টি না করে বিপদ সংকেত প্রচার করা;

খ) গণমাধ্যমে নিয়মিতভাবে আবহাওয়ার পূর্বাভাস শোনা;

গ) গণমাধ্যম/ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান অথবা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সতর্ক সংকেত পাওয়ার পর দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঘ) স্থানান্তর, প্রাথমিক চিকিৎসা, স্বাস্থ্যসেবা এবং খাবারের ব্যবস্থা, ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ি মেরামত, নিরাপত্তা ইত্যাদির ন্যায় নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনের জন্য জরুরি স্বেচ্ছাসেবক দল প্রস্তুত রাখা;

ঙ) ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির সঙ্গে সহযোগিতা ও সমন্বয়সাধন;

চ) ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় সংকেত পতাকা উত্তোলন নিশ্চিতকরণ।

(৩) দুর্যোগ পর্যায়

ক) ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ, আনসার এবং গ্রাম প্রতিরক্ষা দলের সদস্যগণের মাধ্যমে সঠিক সময়ে জনসাধারণের কাছে সংকেত প্রচার নিশ্চিতকরণ;

খ) দূরবর্তী চর এলাকাসহ নিজ নিজ এলাকায় জনসাধারণের কাছে যাতে নিরাপদ আশ্রয়ে স্থানান্তরের নির্দেশ সঠিকভাবে প্রচারিত হয় সে ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ;

গ) বিপজ্জনক স্থানগুলো থেকে নিরাপদ স্থানসমূহে মানুষ ও গবাদি পশুর স্থানান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং খাদ্য ও মানবিক সহায়তা প্রদান। ঘূর্ণিঝড়/বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র, কিল্লা, কমিউনিটি সেন্টার ও অন্যান্য সরকারি ভবনে এ উদ্দেশ্যে সকলের কাছে অনুরূপ নির্দেশ প্রেরণ করা;

ঘ) পর্যাপ্ত খাওয়ার পানি মজুত রাখা ও অন্যদের এ কাজ করার জন্য পরামর্শ প্রদান;

ঙ) ইউনিয়ন নিয়ন্ত্রণকক্ষের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখা;

চ) সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়মিত এবং সতর্কতভাবে আবহাওয়ার পূর্বাভাস শোনার এবং ঘূর্ণিঝড়ের গতিবিধি ও বন্যার পানি বিপদসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়া সম্পর্কে সচেতন হওয়ার জন্য পরামর্শ প্রদান;

ছ) বিশেষ সংবাদবাহক প্রেরণ করার মাধ্যমে জনসাধারণকে সতর্ক করা এবং পরামর্শ দেওয়া, যেন তারা প্লাস্টিক পাত্রে খাওয়ার পানি, শুকনা খাদ্য, ম্যাচ জাতীয় সামগ্রী, ডাব, হাঁড়ি-পাতিল ও গো-খাদ্য জাতীয় সামগ্রী মাটির নিচে পুঁতে রাখা। গবাদিপশুকে যথোপযুক্ত নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়ার জন্য জনগণকে পরামর্শ প্রদান;

জ) ওয়ার্ড পর্যায়ে অথবা দুর্যোগকবলিত এলাকায় জরুরি সাড়াদান গ্রুপ তৈরি করা। পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রস্তুত থাকার এবং দুর্যোগসংক্রান্ত স্থায়ী আদেশাবলি অনুযায়ী কাজ করার উদ্যোগ গ্রহণ;

ঝ) সকল প্রস্তুতি ব্যবস্থা যাতে সঠিকভাবে গৃহীত হয় তা নিশ্চিতকরণ ও ইউনিয়ন নিয়ন্ত্রণকক্ষকে অবহিত করা;

ঞ) উদ্ধার ও মানবিক সহায়তা কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত যানবাহন ও নৌকার ব্যবস্থা করে রাখা, এক্ষেত্রে প্রয়োজনে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের সহায়তা নেওয়া;

ট) প্রয়োজনে আশ্রয়কেন্দ্র খোলা, এসব আশ্রয়কেন্দ্রে স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে প্রবীণ, প্রতিবন্ধী, নারী, শিশুদের জন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ও সুরক্ষা প্রদান করা। আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রিতদের তালিকা তৈরি করা এবং মানবিক

সহায়তার চাহিদা নিরূপণ করে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের মাধ্যমে উপজেলা নিয়ন্ত্রণকক্ষে প্রেরণ ও প্রয়োজনীয় খাদ্য ও চিকিৎসাসেবা নিশ্চিতকরণ;

ঠ) দুর্যোগকবলিত এলাকায় কোনো ব্যক্তি মারা গেলে তার সৎকারের ব্যবস্থা গ্রহণ ও মৃত্যুসনদ প্রদানের ব্যবস্থা করা;

ড) নিজ এলাকার কোনো ব্যক্তি হারিয়ে গেলে বা নিখোঁজ হলে তাকে উদ্ধারের জন্য ইউপি চেয়ারম্যানের মাধ্যমে পুলিশ ও আশপাশের এলাকার ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে তৎপরতা চালানো;

ঢ) দুর্যোগের কবলে পড়ে অন্য এলাকার বা অপরিচিত কেউ এলাকায় বা আশ্রয়কেন্দ্রে চলে এলে তার সঠিক পরিচয় নিশ্চিত হয়ে তাকে তার বাড়ি বা এলাকায় পৌঁছানোর ব্যবস্থা গ্রহণ, এমন ক্ষেত্রে অচেনা ব্যক্তি তার সঠিক পরিচয় না দিলে তাকে ইউপি চেয়ারম্যানের মাধ্যমে পুলিশে হস্তান্তর করা, অচেনা একক শিশুকে ইউপি চেয়ারম্যানের মাধ্যমে পুলিশকে অবহিত করে সমাজসেবা বিভাগের কাছে হস্তান্তর করা;

ণ) স্থানান্তরিত জনসাধারণের রেখে আসা সম্পত্তি হেফাজত ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

ত) নিজ এলাকা দুর্যোগকবলিত হয়নি, কিন্তু পাশের এলাকা দুর্যোগকবলিত, এমন অবস্থায় নিজ এলাকার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে ঝুঁকিহ্রাস ও দুর্যোগে সাড়াদান কাজে অংশগ্রহণ।

(৪) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়

মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসনকাজে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের সহযোগিতায় ইউনিয়ন পরিষদের সাধারণ ও সংরক্ষিত আসনের সদস্যবৃন্দ নিম্নলিখিত কাজগুলো সম্পাদন করবেন:

ক) স্বেচ্ছাসেবক এবং ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সাহায্যে সার্বক্ষণিক উদ্ধার ও মানবিক সহায়তা কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা;

খ) দুর্গত এলাকাগুলোতে দ্রুত জরিপের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ইউপি চেয়ারম্যানের কাছে মানবিক সহায়তা-সামগ্রীর সুপারিশসহ ক্ষয়ক্ষতির প্রতিবেদন পেশ করা;

গ) জরুরি মানবিক সহায়তা-সামগ্রী গ্রহণ করা ও সুষ্ঠুভাবে বিতরণ করা;

ঘ) পুকুর, কূপ এবং নলকূপের পানির লবণাক্ততা দূর করে জরুরি ভিত্তিতে দুর্গত এলাকায় পর্যাপ্ত-সংখ্যক নলকূপ স্থাপনের ব্যবস্থা এবং খাওয়ার পানির ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঙ) স্বেচ্ছাসেবক, গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী এবং প্রয়োজন হলে পুলিশ, বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড, সেনাবাহিনীর সাহায্যে মানুষের মৃতদেহ সৎকারের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং গবাদি পশুর মৃতদেহ মাটিতে পুঁতে ফেলার ব্যবস্থা গ্রহণ। বসতবাড়ি ও শস্যখেতে আবদ্ধ লবণাক্ত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা গ্রহণ;

চ) মানবিক সহায়তা-সামগ্রী, ঘরবাড়ি, নগদ অর্থ, গৃহনির্মাণ অনুদান, ইত্যাদি দ্রুত ও সুষ্ঠু বণ্টনের নিশ্চয়তা প্রদান করা এবং জরুরি হাসপাতাল, মানবিক সহায়তাকেন্দ্র, আশ্রয়কেন্দ্র ইত্যাদির সুষ্ঠু পরিচালনায় সহায়তা করা;

ছ) স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলো, স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ এবং মানবিক সহায়তাকাজে নিয়োজিত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মানবিক সহায়তাকাজে সহায়তা করা;

জ) টেস্ট রিলিফ, কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি, কর্মসৃজন প্রকল্প, ভিজিএফ ইত্যাদির মাধ্যমে দুর্যোগকবলিত এলাকায় জনসাধারণের পুনর্বাসনের পরিকল্পনা তৈরি ও তার সুষ্ঠু বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঝ) সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দেশিত উদ্ধার, মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসনসংক্রান্ত যেকোনো দায়িত্ব (প্রতিবেদন প্রস্তুত ও পেশসহ) পালন করা;

ঞ) দ্রুত মেরামতের মাধ্যমে নৌ এবং সড়ক যোগাযোগ-ব্যবস্থা পুনঃস্থাপন করা।

সাধারণ নির্দেশাবলি

ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যবৃন্দ নিম্নলিখিত বিষয়ে জনসাধারণকে পরামর্শ প্রদান করবেন:

ক) নিম্নচাপ সৃষ্টি হওয়ার পর বাংলাদেশ বেতার থেকে প্রচারিত আবহাওয়ার পূর্বাভাস শোনার পরামর্শ প্রদান;

খ) সতর্ক সংকেত উত্তোলনের পর সকল নৌকা ও ট্রলারকে উপকূলের কাছাকাছি রাখা এবং নিরাপদ আশ্রয়গ্রহণ করার জন্য পরামর্শ প্রদান;

গ) অন্যদের সঙ্গে আবহাওয়া-সংক্রান্ত তথ্য বিনিময় করা;

ঘ) বিভিন্ন পাত্রে পরিবারের প্রয়োজন অনুযায়ী চিড়া, মুড়ি, গুড় এবং খাওয়ার পানি, ডাব, হাঁড়ি-পাতিল, ম্যাচ, পাতলা পলিথিন ব্যাগে মুড়িয়ে তিন ফুট মাটির নিচে পুঁতে রাখার পরামর্শ প্রদান, যাতে তা প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করা যায়। খাওয়ার পানির টিউবওয়েল ও নলকূপের মুখ প্লাস্টিক কভার দিয়ে শক্তভাবে বেঁধে রাখার পরামর্শ প্রদান, যাতে লবণাক্ত/দূষিত পানি প্রবেশ করতে না পারে;

ঙ) আশ্রয়কেন্দ্রে স্থানান্তরের নির্দেশ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণকে নিকটবর্তী ঘূর্ণিঝড় কেন্দ্র, মুজিব কিল্লা, পাকা ভবন, কমিউনিটি সেন্টার এবং অন্য যেকোনো নিরাপদ জায়গায় আশ্রয়গ্রহণ করার পরামর্শ প্রদান। শিশু, প্রবীণ এবং দুর্বলদের রক্ষায় বিশেষ দৃষ্টি রাখতে পরমর্শ প্রদান। গবাদি পশু ও অন্যান্য জীবজন্তুকে উঁচু নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরের পরামর্শ প্রদান;

চ) কোনো প্রকার গুজব ছড়ানো থেকে বিরত থাকা এবং তা না শোনার জন্য মানুষকে পরামর্শ দেওয়া;

ছ) দুর্যোগের সময় এবং দুর্যোগের পর দুর্গত জনসাধারণকে উদ্ধার করার পরামর্শ প্রদান;

জ) যেকোনো ব্যক্তির জীবন এবং সম্পত্তি ঘূর্ণিঝড়/বন্যা অথবা অন্য কোনো দুর্যোগের দ্বারা বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে অনতিবিলম্বে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান এবং সদস্যদের জানাবার জন্য পরামর্শ প্রদান;

ঝ) সকল ব্যাপারে ইউনিয়ন পরিষদ এবং স্বেচ্ছাসেবক সংগঠনের সঙ্গে সহযোগিতা প্রদানের পরামর্শ দেওয়া;

ঞ) আহত/ডুবন্ত ব্যক্তিদের প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করার পরামর্শ প্রদান;

ট) মৃতদেহ অপসারণ ও মৃত ব্যক্তির সৎকার এবং মৃত গবাদি পশু মাটিতে পুঁতে ফেলার পরামর্শ প্রদান;

ঠ) দুর্যোগের পর সমবায় ভিত্তিতে (একে অপরকে সহযোগিতা করে) বাড়ি নির্মাণের পরামর্শ প্রদান;

ড) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্য অথবা যেকোনো উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম পরিচালনা-সংক্রান্ত নির্দেশ অথবা অনুরোধ পালন করার পরামর্শ প্রদান।

৬.৬ মানবিক সহায়তা প্রদানকারী সংগঠনসহ অন্যান্য সংস্থা

৬.৬.১ বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি (BDRCS)

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি রাষ্ট্রের একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, যা সরকারের সহায়ক সংস্থা হিসেবে কাজ করে। সামগ্রিক দুর্যোগপ্রস্তুতি এবং দুর্যোগ সাড়াদান, আবহাওয়ার পূর্বাভাসভিত্তিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন, পুনর্বাসনসহ সার্বিক দুর্যোগ মোকাবিলা কর্মসূচিতে এ সোসাইটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট এর মৌলিক নীতিমালাকে অনুসরণপূর্বক নিজস্ব বিধিমালা ও সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় থেকে সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমন্বয় রক্ষা করে বিডিআরসিএস নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি, জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা-সম্পর্কিত অন্যান্য কমিটিতে অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ;

খ) বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির নীতিমালা, পরিকল্পনা ও কর্মসূচিতে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা;

গ) দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসসংক্রান্ত জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের কমিটিকে সহযোগিতা প্রদান;

ঘ) সম্পদ বরাদ্দ প্রদানসহ প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য ঝুঁকিহ্রাস বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঙ) দুর্যোগপ্রবণ বিভিন্ন কমিউনিটিকে দুর্যোগ-সহনশীল হিসেবে গড়ে তুলতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ।

জরুরি সাড়াদান

(১) সাড়াদান প্রস্তুতি পর্যায়

ক) দুর্যোগ সাড়াদান প্রস্তুতির পরিকল্পনা প্রণয়ন;

খ) দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় রেড ক্রিসেন্ট স্বেচ্ছাসেবক এবং কর্মীদল নিয়োগ, প্রশিক্ষণ ও সরঞ্জাম প্রদান;

গ) দুর্যোগ মোকাবিলায় জনসাধারণের জন্য শিক্ষা ও সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ;

ঘ) দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত সেমিনার, কর্মশালা ও সভার আয়োজন ও অংশগ্রহণ;

ঙ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও মানবিক সহযোগিতা প্রদান-সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা, জাতিসংঘ, আর্ন্তজাতিক সংস্থা এবং বেসরকারি সংস্থাসমূহের সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন;

চ) মানবিক সহায়তা-সামগ্রীর যথাযথ মজুত ও প্রাপ্তির জন্য সড়ক ও নৌপথে যোগাযোগের জন্য প্রয়োজনীয় যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণে যথাসম্ভব উদ্যোগ গ্রহণ;

ছ) মুজিব কিল্লা এবং বন্যা/ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণে অংশগ্রহণ এবং বিভিন্ন আর্থসামাজিক ও সমাজ উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের সঙ্গে এগুলোর সংযোগসাধনে ভূমিকা গ্রহণ;

জ) যেকোনো জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য জনসাধারণের প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম জোরদারকরণ।

(২) সতর্কীকরণ/হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষেত্রে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির স্বেচ্ছাসেবকদেরকে এবং রেড ক্রিসেন্ট ইউনিটসহ সংশ্লিষ্টদের সতর্কীকরণ সংকেত প্রেরণ নিশ্চিতকরণ;

খ) সিপিপির সকল পর্যায়ের কর্মীদেরকে ঘূর্ণিঝড়ের হুঁশিয়ারি সংকেত পৌঁছানো নিশ্চিতকরণ;

গ) ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (CPP), বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের (BMD) ঝড় সতর্কীকরণ কেন্দ্র এবং বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণকক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা;

ঘ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণকক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষায় একজন কর্মকর্তা নিয়োজিত রাখা;

ঙ) সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণে জরিপ দলকে সহায়তাকল্পে প্রস্তুত থাকার নির্দেশনা প্রদান;

চ) সরকারের কার্যক্রমে সহযোগিতার প্রয়োজনে, অন্য যেকোনো জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ;

ছ) ২৪/৭ ভিত্তিতে সার্বক্ষণিক নিয়ন্ত্রণকক্ষ পরিচালনা;

জ) বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়সহ বিভিন্ন দুর্যোগে রেড ক্রিসেন্ট ইউনিটসহ সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে সতর্ক সংকেত প্রেরণ করা;

ঝ) মাঠ পর্যায়ে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি কার্যকর নিশ্চিতকরণ (ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষেত্রে);

ঞ) প্রয়োজনে, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের NDRCC-এর জন্য একজন যোগাযোগ কর্মকর্তা প্রেরণ করা;

ট) সদর দপ্তর ও দুর্যোগকবলিত বিভিন্ন জেলায় জরিপ ও মানবিক সহায়তা প্রদানকারী দলের জন্য যথাসম্ভব প্রয়োজনীয় যানবাহনসহ প্রস্তুত রাখা;

ঠ) ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি বাস্তবায়ন বোর্ডের সভায় যোগদান করা এবং আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা;

ড) দুর্যোগেকবলিত হওয়ার আশঙ্কা কম, এমন সব এলাকা থেকে, প্রয়োজন হলে কর্মচারী, স্বেচ্ছাসেবক এবং সম্পদ দুর্যোগকবলিত এলাকায় প্রেরণের নির্দেশ প্রদান করা;

ঢ) সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে ব্যাখ্যাসহ বিপদ/মহাবিপদ সংকেত প্রেরণ (ঘূর্ণিঝড় সতর্ক সংকেতের ক্ষেত্রে) করা;

ণ) যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দেশিত হলে স্বেচ্ছাসেবক এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় বিপদাপন্ন জনসাধারণকে নিরাপদ আশ্রয়ে স্থানান্তর কাজে অংশগ্রহণ;

ত) বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষেত্রে যথাসম্ভব আবহাওয়ার পূর্বাভাসভিত্তিক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহন ও বাস্তবায়ন;

থ) নিয়ন্ত্রণকক্ষ সার্বক্ষণিক চালু রাখা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের জরুরি বিভাগের পরিচালনা কেন্দ্রের সঙ্গে সব সময় যোগাযোগ রক্ষা করা;

দ) বেসরকারি সংস্থাগুলোর সঙ্গে কাজের সমন্বয়সাধন।

(৩) দুর্যোগ পর্যায়

ক) দুর্গত এলাকায় ক্ষয়ক্ষতির জরিপ এবং মানবিক সহায়তা/চিকিৎসা দল প্রেরণ, দুর্যোগের অব্যবহিত পর সংশ্লিষ্ট বিডিআরসিএসর ইউনিটগুলোর দুর্যোগ এলাকায় পৌঁছানো নিশ্চিতকরণ;

খ) ক্ষয়ক্ষতি এবং চাহিদা নিরূপণে স্থায়ী কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা প্রদান এবং এসব সংস্থা ও বিডিআরসিএসের সদর দপ্তরকে তথ্য সরবরাহ;

গ) দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহে জরুরি সাহায্য প্রদান:

১) উদ্ধার ও নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর কাজে সাহায্য করা;
২) আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় প্রশাসনকে সহযোগিতা প্রদান;
৩) আহত ব্যক্তিদের প্রাথমিক চিকিৎসা ও মনঃসামাজিক সহায়তা প্রদান;
৪) জরুরী খাদ্য সহায়তা প্রদান;
৫) জরুরী স্বাস্থ্যসেবা প্রদান;
৬) বিশুদ্ধ খাওয়ার পানি সরবরাহ, পয়োনিষ্কাশন ও স্বাস্থ্যবিধি চর্চায় সহায়তা প্রদান;
৭) জরুরী আশ্রয় ও গৃহনির্মাণ সামগ্রী এবং গৃহস্থালির প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রদান।

ঘ) দুর্গত ব্যক্তিদের ক্ষয়ক্ষতি ও প্রয়োজন সম্পর্কে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অবহিতকরণ;

ঙ) যথাযথ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয়পূর্বক দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে আন্তর্জাতিক রেড ক্রস সংস্থা এবং রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিকে অবহিত করে মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসনকাজ পরিচালনার জন্য চাহিদা প্রেরণ করা।

(৪) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়

ক) দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা প্রণয়ন এবং পুনর্বাসনের প্রয়োজনীয়তা ও সম্ভাব্যতা নির্ধারণের ব্যাপারে স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সহযোগিতা প্রদান;

খ) বিশেষ পরিস্থিতিতে পুনর্নির্মাণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ;

গ) দ্রুত পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসনের জন্য সম্ভাব্য উপায়ে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা প্রদান;

ঘ) দুর্যোগ প্রস্তুতি ও উদ্ধার কার্যক্রমকে আরো সঠিক ও কার্যকর করতে উদ্যোগ গ্রহণ এবং আগের ভুল ও দুর্বলতাগুলোর সংশোধন করা।

৬.৬.২ ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (FBCCI)

ক) আবাসিক, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, বিপণিবিতান/শপিং মল ও শিল্পকারখানার ভবন ও অবকাঠামো স্থাপনে ভূমিকম্প ও বন্যাঝুঁকি মানচিত্র, ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনাসহ বিপদাপন্নতার তথ্য ব্যবহার করার উদ্যোগ গ্রহণ;

খ) ব্যবসায় কার্যক্রমের বিনিয়োগ সুরক্ষা দিতে ও ঝুঁকিহ্রাসে দুর্যোগঝুঁকি অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যবসায় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও এ খাতে সক্ষমতা উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

গ) দ্রুত বর্ধনশীল পোশাকশিল্পকারখানাসহ অন্যান্য শিল্পপ্রতিষ্ঠানে ভূমিকম্প, অগ্নিকাণ্ড এবং ভবনধসের ঝুঁকিহ্রাস ও সাড়াদান পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

ঘ) নগর-বন্যা মোকাবিলায় কৌশল নির্ধারণে সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থার সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা;

ঙ) বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড (BNBC) বাস্তবায়নে রিহ্যাবসহ অন্যান্য ব্যাবসায়িক প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিগণকে উদ্বুদ্ধ করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

চ) ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্যের গুদামজাতকরণ ও পরিবহন নিরাপদ করতে এর ইনভেন্টরি ম্যাপিংসহ হালনাগাদ তথ্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য সংস্থার কাছে যথাসময়ে প্রেরণ;

ছ) ঝুঁকি অন্তর্ভুক্তিমূলক শিল্প পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

জ) দুর্যোগঝুঁকি মোকাবিলায় বিজনেস কন্টিউনিটি প্ল্যান (BCP) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম গ্রহণ;

ঝ) ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান, বিপণিকেন্দ্র, শপিং মল ও শিল্পকারখানায় নিয়মিত ভূমিকম্প ও অগ্নিনিরাপত্তা মহড়া আয়োজন নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

ঞ) শিল্পকারখানায় প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা, দক্ষ জনবল ও যন্ত্রপাতিসহ কার্যকর ফায়ার ইউনিট তৈরি করা;

ট) ভূমিকম্পসহ দুর্যোগ সাড়াদানে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহ, সরবরাহ এবং প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থাকে অন্যান্য লজিস্টিক সহযোগিতা প্রদান;

ঠ) দুর্যোগ সাড়াদানে জরুরি মানবিক সহায়তা ও পুনর্গঠন তহবিল গঠন ও ব্যবস্থাপনা;

ড) দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় রিস্ক ট্রান্সফার কৌশল হিসেবে দুর্যোগ বিমা প্রণয়ণ ও পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ;

ঢ) ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটির (CSR) আওতায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের ছাত্রদের ইন্টার্নশিপ ও গবেষণা কার্যক্রমে আর্থিক ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ;

ণ) কেন্দ্রীয় ও জেলা চেম্বারের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সমন্বয়সাধন;

ত) দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে সমন্বিতভাবে বিভিন্ন উদ্ভাবনী কার্যক্রম গ্রহণ;

থ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সমন্বয়সাধনের জন্য চেম্বার থেকে ফোকাল পয়েন্ট নির্বাচনপূর্বক মন্ত্রণালয়কে অবহিতকরণ।

৬.৬.৩ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা

দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলো সরকারি উদ্যোগের পরিপূরক বা সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করছে। সার্বিক দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস, প্রস্তুতি ও দুর্যোগ সাড়াদানসহ মানবিক সহায়তা

কর্মসূচিতে সংস্থাগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বিভিন্ন সরকারি সংস্থার সহযোগিতায় সংস্থাগুলো নিজস্ব নীতিমালা ও সাংগঠনিক কাঠামোর মধ্যে নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করবে:

ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম

ক) বেসরকারি সংস্থাসমূহের নীতিমালা, পরিকল্পনা ও কর্মসূচিতে জেন্ডার ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তির আলোকে দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসের বিষয়টি সম্পৃক্তকরণ;

খ) স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির উদ্যোগে জেন্ডার ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তির আলোকে কমিউনিটি রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট/আরবান রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট পদ্ধতি অনুসরণ করে ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে কারিগরি ও অন্যান্য সহযোগিতা প্রদান;

গ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের কমিটিগুলোকে সহযোগিতা প্রদান;

ঘ) প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য ঝুঁকিহ্রাস বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঙ) জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় অংশগ্রহণের জন্য একজন ফোকাল পয়েন্ট মনোনীত করা।

জরুরি সাড়াদান

(১) সাড়াদান প্রস্তুতি পর্যায়

ক) বেসরকারি সংস্থাসমূহের সকল পর্যায়ে জেন্ডার ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তির আলোকে দুর্যোগঝুঁকি পরিকল্পনা প্রণয়ন;

খ) দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় স্বেচ্ছাসেবক দল ও শ্রমিক নিযুক্ত করা এবং তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

গ) দুর্যোগ মোকাবিলায় জনগণের জন্য শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি গ্রহণ;

ঘ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বিশেষ দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে সেমিনার, কর্মশালা ও সভার আয়োজন এবং অংশগ্রহণ;

ঙ) মানবিক সহায়তা-কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট জাতিসংঘের সংস্থা, অন্যান্য বেসরকারি সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের বিভাগ/অধিদপ্তর/কার্যালয়/সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা;

চ) মানবিক সহায়তা-সামগ্রী মজুত ও গ্রহণ এবং যানবাহনসমূহের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

ছ) সম্ভব হলে, ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণকাজে অংশগ্রহণ করা এবং এগুলোকে বিভিন্ন আর্থসামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচির সঙ্গে সংযোগ ঘটানো;

জ) যেকোনো জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় জনগোষ্ঠীর প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রমের লক্ষ্যে অন্য যেকোনো পদক্ষেপ গ্রহণ।

(২) সতর্কীকরণ/হুঁশিয়ারি পর্যায়

ক) ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্ক বার্তা অবহিতকরণ;

খ) সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীতে সতর্ক বার্তা প্রচারে সহযোগিতাকরণ;

গ) ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষেত্রে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (CPP) এবং আবহাওয়া অধিদপ্তরের ঝড় সতর্কীকরণ কেন্দ্রের (SWC) নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা;

ঘ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় কেন্দ্র (NDRCC) এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের জরুরি সাড়াদান ও সমন্বয় কেন্দ্রের (ERCC) সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্য একজন লিয়াজোঁ কর্মকর্তা মনোনীত করা;

ঙ) প্রয়োজনে, জরিপ নিরূপণ দলকে প্রস্তুত থাকতে নির্দেশনা জারি করা এবং অন্য যেকোনো পদক্ষেপ গ্রহণ।

চ) সমন্বয়ের প্রয়োজনে সম্ভব হলে নিজস্ব নিয়ন্ত্রণকক্ষ চালু করা এবং সরকারি জরুরি পরিচালনা কেন্দ্রের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করা;

ছ) জরুরি পরিচালনা কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বয়ের জন্য একজন লিয়াজোঁ কর্মকর্তা নিযুক্তকরণ;

জ) জনসাধারণকে সতর্ক বার্তা অবহিতকরণে সহায়তা প্রদান;

ঝ) প্রয়োজনীয় পরিবহনসহ জরিপ ও মানবিক সহায়তা দলকে প্রস্তুত রাখা;

ঞ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা-সংশ্লিষ্ট কমিটিগুলোর সভায় উপস্থিত থাকা;

ট) প্রয়োজনে অন্যান্য এলাকা থেকে জনবল ও উপকরণ দুর্যোগকবলিত এলাকায় প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঠ) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নির্দেশে স্বেচ্ছাসেবক ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় দুর্গত লোকজনকে সরিয়ে নেওয়ার কাজে সহায়তা প্রদান;

ড) সম্ভাব্য সহযোগিতার জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, জেলা ও উপজেলা প্রশাসন, ইউনিয়ন পরিষদের সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা।

(৩) দুর্যোগ পর্যায়

ক) দুর্যোগকবলিত এলাকার ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ এবং দুর্যোগের পরপরই দুর্যোগকবলিত এলাকায় মানবিক সহায়তা ও চিকিৎসক দল প্রেরণে সহায়তা করা;

খ) দুর্যোগকবলিত জনগোষ্ঠীকে নিম্নলিখিত সহায়তা প্রদান:

- উদ্ধার ও সরিয়ে নেওয়ার কাজে সহায়তা;
- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে সহায়তা;
- আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা এবং প্রতিরোধ ও আরোগ্যমূলক চিকিৎসা প্রদানে সহযোগিতা প্রদান;
- দুর্গত লোকদের প্রয়োজন অনুসারে বিনা মূল্যে সম্পূরক খাবারের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য পোশাক ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের ব্যবস্থা গ্রহণ;

গ) দুর্গত মানুষের ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিতকরণ;

ঘ) প্রয়োজনে অন্যান্য এলাকা থেকে জনবল ও উপকরণ দুর্যোগকবলিত এলাকায় প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঙ) এনজিও-বিষয়ক ব্যুরোকে অবহিত করে মানবিক ও পুনর্বাসন সহায়তা চেয়ে উন্নয়ন সহযোগীদের কাছে অনুরোধপত্র প্রেরণ;

চ) পরিস্থিতি বিবেচনায় ক্ষুদ্রঋণের কিস্তি আদায় স্থগিত রাখা;

ছ) সাড়াদান কার্যক্রমে দ্বৈততা এড়াতে সংশ্লিষ্ট দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের সঙ্গে সমন্বয়সাধন।

(৪) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়

ক) দুর্যোগকবলিত জনগোষ্ঠীর তালিকা প্রস্তুত, চাহিদা নিরূপণে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলোকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;

খ) পুনর্গঠন ও পুনর্বাসন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ;

গ) দুর্যোগপ্রবণ ও দুর্যোগকবলিত এলাকায় অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে পরিবেশের প্রভাব নিরুপণের (EIA) অংশ হিসেবে দুর্যোগপ্রভাব নিরূপণ (DIA) এবং বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং (BNBC) কোড অনুসরণ।

অধ্যায় ৭: জাতীয় জরুরি-দুর্যোগ সমন্বয়

৭.১ জাতীয় জরুরি-দুর্যোগ পরিচালন কেন্দ্র (NEOC)

বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম ভূমিকম্প বলয়ে অবস্থিত। গত ২৫০ বছরে বাংলাদেশে ২৭টি ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। এ সময়ে ১০টি বড় ধরনের ভূমিকম্পের অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছে, যার মাত্রা ছিল ৭ রিখটার স্কেলের ওপরে। ২ এপ্রিল ১৭৬২ তারিখে মধুপুর ফল্টে সংঘটিত ৭.৫ মাত্রার ভূমিকম্পে ব্রহ্মপুত্র নদের গতিপথ পরিবর্তন হয়ে যমুনা নদীর উৎপত্তি হয়। ১৮৯৭ সালের ১২ জুন এ অঞ্চলে সংঘটিত ৭.৮ মাত্রার তীব্র ভূমিকম্পে (গ্রেট ইন্ডিয়ান আর্থকোয়েক) বহু মানুষের প্রাণহানি ঘটে। ২৫ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে নেপালে সংঘটিত ভূমিকম্পে ১০ হাজারের বেশি মানুষের প্রাণহানি ঘটে। আহত হয় ২৩ হাজারের বেশি মানুষ। এ ভূমিকম্পে ঘরবাড়িসহ বিভিন্ন স্থাপনা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। বাংলাদেশে এর প্রভাবে ৫ জনের প্রাণহানি এবং উল্লেখযোগ্য-সংখ্যক ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ভূমিকম্পঝুঁকিসহ অন্যান্য বড় ধরনের দুর্যোগের প্রভাব ও ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলার লক্ষ্যে ৫ মে ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের সভায় 'ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার' (NEOC) প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বাংলাদেশ সরকার দুর্যোগে সমন্বিত ও স্বল্পসময়ে কার্যকর সাড়াদানের লক্ষ্যে NEOC স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

NEOC প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য:

- ক) দুর্যোগকালে এবং দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে কার্যকর দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও সাড়াদান কার্যক্রম পরিচালনা করা;
- খ) সকল অংশীজনের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করা;
- গ) দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতি তথা দুর্যোগের প্রভাব বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ ও বিনিময় করা;
- ঘ) দুর্যোগ পরিস্থিতি বিশ্লেষণ ও দৃশ্যমানকরণের মাধ্যমে কার্যকর সাড়াদান কৌশল প্রণয়ন;
- ঙ) দুর্যোগপ্রস্তুতির মূল্যায়নের ভিত্তিতে এর উন্নয়নে কৌশলগত পরামর্শ প্রদান;
- চ) জরুরি সাড়াদান কার্যক্রম বাস্তবায়নে কৌশলগত নির্দেশনা ও সুপারিশ প্রণয়ন;
- ছ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা;
- জ) দুর্যোগকালে ও দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে কার্যকর যোগাযোগ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা;
- ঝ) NEOC-সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নীতি ও পরিচালনায় দায়িত্বাবলি পালন নিশ্চিতকরণ;
- ঞ) পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ।

NEOC-এর কার্যাবলি

- ক) বড় ধরনের কোনো দুর্যোগ (যেমন: ভূমিকম্প, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, ভবনধস, ভূমিধস ইত্যাদি) সংঘটিত হলে তাৎক্ষণিভাবে NEOC বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করবে এবং NEOC-এর নির্বাহী প্রধানের নির্দেশনা মোতাবেক এর অধীনস্থ অনুবিভাগগুলো দায়িত্ব পালন করবে;

খ) বড় ধরনের দুর্যোগ পরিস্থিতি ঘোষণা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের (NDMC) সদস্যগণ বিনা নোটিশে তাৎক্ষণিভাবে NEOC কার্যালয়ে একত্র হবেন;
গ) জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের পরামর্শ অনুযায়ী NEOC-এর সদস্যগণ কাজ করবেন;
ঘ) জরুরি সাড়াদান কার্যক্রমের প্রস্তুতি গ্রহণ ও পরিচালনার রূপরেখা প্রণয়ন;
ঙ) জরুরি সাড়াদান কার্যক্রম পরিচালনা ও পরিবীক্ষণ করার নিমিত্ত NEOC সার্বক্ষণিক কার্যকর থাকবে।

৭.২ সিভিল-মিলিটারি কো-অর্ডিনেশন

সিভিল-মিলিটারি কো-অর্ডিনেশনের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত প্ল্যাটফরম গঠন করা হলো:

১	অতিরিক্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সভাপতি
২	যুগ্মসচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩	যুগ্মসচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	সদস্য
৪	যুগ্মসচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ	সদস্য
৫	যুগ্মসচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ	সদস্য
৬	যুগ্মসচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭	যুগ্মসচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	সদস্য
৮	যুগ্মসচিব, মহিলা ও শিশু-বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
৯	যুগ্মসচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১০	পরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর	সদস্য
১১	পরিচালক (প্রশাসন), সিপিপি	সদস্য
১২	পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর	সদস্য
১৩	প্রতিনিধি, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ	সদস্য
১৪	প্রতিনিধি, পুলিশ	সদস্য
১৫	প্রতিনিধি, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ	সদস্য
১৬	প্রতিনিধি, কোস্ট গার্ড	সদস্য
১৭	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি	সদস্য
১৮	প্রতিনিধি, জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারীর কার্যালয়	সদস্য
১৯	উপসচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

সিভিল-মিলিটারি কো-অর্ডিনেশন প্ল্যাটফরমের কার্যাবলি

ক) ঝুঁকিহ্রাস ও সাড়াদান কার্যক্রমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, সাড়াদানকারী সংস্থা, সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট সংস্থার সমন্বয়ে মানবিক সহায়তা-কার্যক্রমের কৌশল প্রণয়নে দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসে জাতীয় প্ল্যাটফরমকে সুপারিশ প্রদান;
খ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম বাস্তবায়নে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও সাড়াদানকারী সংস্থার সঙ্গে কার্যকর সমন্বয় ও যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা;
গ) মানবিক সহায়তা-কার্যক্রমে সিভিল-মিলিটারি সমন্বয় জোরদারকরণে বাংলাদেশে রিজিওনাল কনসালটেটিভ গ্রুপের কার্যক্রম পরিচালনায় সহযোগিতা প্রদান;
ঘ) রিজিওনাল কনসালটেটিভ গ্রুপের (RCG) সঙ্গে সমন্বয় করে বাংলাদেশ কনসালটেটিভ গ্রুপের কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
ঙ) স্থানীয় পর্যায়ে সমন্বয়ের মাধ্যমে মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম পরিচালনায় সহযোগিতা প্রদান।

৭.৩ ক্লাস্টার পদ্ধতিতে মানবিক সাড়াদান কার্যক্রম সমন্বয়

দুর্যোগে সাড়াদানে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে ক্লাস্টার পদ্ধতিতে মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ক্লাস্টারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ লিড এজেন্সি ও মানবিক সহায়তা-কার্যক্রমে সম্পৃক্ত বেসরকারি/ইউএন সংস্থা সহায়ক সংস্থা হিসেবে কাজ করবে। ক্লাস্টারে সংশ্লিষ্ট সহায়ক সংস্থাসমূহের তালিকা নিয়মিত হালনাগাদ করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবে।

ক্লাস্টারের প্রধান কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে: সেবা প্রদানে সহায়তা, মানবিক সাড়াদান কার্যক্রমের কৌশলগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন কৌশল প্রণয়ন, অ্যাডভোকেসি, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় সক্ষমতা বৃদ্ধি।

(ক) দ্রুত পুনরুদ্ধার ও আশ্রয় ক্লাস্টার

(১) বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের দ্রুত পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা প্রদান;
(২) পুনরুদ্ধার চাহিদা নিরূপণ করা;
(৩) আশ্রয়কেন্দ্র সহযোগিতা নির্দেশিকা প্রণয়নে সহায়তা প্রদান।

(খ) খাদ্যনিরাপত্তা ও পুষ্টি (FSN) ক্লাস্টার

(১) শিশু ও গর্ভবতী নারীসহ বিভিন্ন বয়সের গ্রুপের খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে খাদ্যসহায়তা প্যাকেজ তৈরিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগকে সহায়তা প্রদান;
(২) SPHERE Standard অনুযায়ী বিভিন্ন গ্রুপের ফুড প্যাকেজ তৈরিতে সহায়তা প্রদান;
(৩) এ ক্লাস্টারের আওতাধীন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

(গ) স্বাস্থ্য ক্লাস্টার

(১) দুর্যোগকালে জরুরি স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে প্রয়োজনীয়-সংখ্যক মেডিক্যাল টিম গঠন ও অস্থায়ী স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন;
(২) দুর্যোগে জরুরি স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের ব্যাপারে চিকিৎসক, প্যারামেডিকস, নার্স ও মিডওয়াইফ কর্মীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ;
(৩) দুর্যোগোত্তর সম্ভাব্য মহামারি প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা ও চিকিৎসা প্রস্তুতি গ্রহণ;
(৪) ট্রমা ম্যানেজমেন্ট, হাইজিন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা এবং মহামারি প্রতিরোধে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

স্বাস্থ্য ক্লাস্টারের সাব-ক্লাস্টার হিসেবে দুর্যোগে/জরুরি অবস্থায় যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য (SRHE) ক্লাস্টার নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করবে:

(১) দুর্যোগে/জরুরি অবস্থায় যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যজনিত ঝুঁকি চিহ্নিত করা এবং তা প্রতিরোধে আপদকালীন পরিকল্পনা তৈরিসহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে সুপারিশ প্রদান;
(২) যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সুরক্ষা নীতিমালা/নির্দেশিকা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি অংশীজনের সঙ্গে অ্যাডভোকেসি করা;
(৩) এসআরএইচই-সংক্রান্ত মিনিমাল ইনিশিয়াল সার্ভিস প্যাকেজ (MISP) তৈরি এবং তা বাস্তবায়নে সক্ষমতা বৃদ্ধি;
(৪) স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিতে এই বিষয়ে ফোকাল পয়েন্ট নির্বাচনে সহায়তা প্রদান।

(ঘ) ওয়াশ ক্লাস্টার

(১) আশ্রয়কেন্দ্র ও দুর্যোগকবলিত এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও পয়োনিষ্কাশনের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(২) ওয়াশ, হাইজিন কিটসহ তরুণ-তরুণীদের জন্য প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে সহযোগিতা প্রদান;

(৩) ওয়াশ ইমার্জেন্সি নির্দেশিকা প্রণয়নে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

(ঙ) লজিস্টিক ক্লাস্টার

(১) লজিস্টিক নির্দেশিকা তৈরি ও ক্লাস্টার কার্যকর করতে সহায়তা প্রদান;

(২) জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে লজিস্টিক প্রদানকারী সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয়সাধন।

(চ) শিক্ষা ক্লাস্টার

(১) দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষাকার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণে অ্যাডভোকেসি করা ও প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা প্রদান;

(২) প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ সরবরাহে সহায়তা প্রদান।

(ছ) শিশু সুরক্ষা (CP) ক্লাস্টার

(১) শিশু সেবাদানকারী সংস্থার ম্যাপিং করা এবং তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যাবলি প্রণয়নে সহযোগিতা প্রদান;

(২) এতিম শিশুদের মনঃসামাজিক (Psycho-social) সেবাদানে সংশ্লিষ্ট সংস্থার সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণে কার্যকর ভূমিকা রাখা;

(৩) দ্রুত পুনরুদ্ধার, সাড়াদান ও পুনর্বাসন-কার্যক্রমে বিপদাপন্ন শিশুদের অন্তর্ভুক্তিকরণে পক্ষ সমর্থন (অ্যাডভোকেসি) করা।

(জ) জেন্ডার-বেজড ভায়োলেন্স (GBV) ক্লাস্টার

(১) দুর্যোগকালীন জেন্ডার ঝুঁকি চিহ্নিত করা এবং তা প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে সুপারিশ প্রদান;

(২) জেন্ডার সুরক্ষা নীতিমালা বাস্তবায়নে অ্যাডভোকেসি করা;

(৩) স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিতে ফোকাল পয়েন্ট নির্বাচনে সহায়তা প্রদান।

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ০১:	বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর কর্তৃক ইস্যুকৃত বিভিন্ন ধরনের বিশেষ আবহাওয়া বিজ্ঞপ্তি প্রচার
পরিশিষ্ট ০২:	সমুদ্র ও নদীবন্দরের জন্য সংকেতগুলো
পরিশিষ্ট ০৩:	ঘূর্ণিঝড়ের শ্রেণিবিভাজন
পরিশিষ্ট ০৪:	ঘূর্ণিঝড় সতর্কীকরণ পতাকা উত্তোলন প্রণালি
পরিশিষ্ট ০৫:	এসওএস ফরম: আনুমানিক ক্ষয়ক্ষতি এবং জরুরি চাহিদা
পরিশিষ্ট ০৬:	ডি ফরম: ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের ফরম
পরিশিষ্ট ০৭:	জরুরি মানবিক সহায়তা-সামগ্রী মজুত
পরিশিষ্ট ০৮:	বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো কর্তৃক মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম
পরিশিষ্ট ০৯:	ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা
পরিশিষ্ট ১০:	উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা
পরিশিষ্ট ১১:	জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা
পরিশিষ্ট ১২:	পৌরসভা/সিটি করপোরেশন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা
পরিশিষ্ট ১৩:	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় 'জেন্ডার সংবেদনশীলতা-বিষয়ক' নির্দেশিকা
পরিশিষ্ট ১৪:	জরুরি সাড়া প্রদানের সময় কমিউনিটির সঙ্গে যোগাযোগ (সিডব্লিউসি)
পরিশিষ্ট ১৫:	সুনামিঝুঁকি প্রশমন-সম্পর্কিত ভূমিকা ও দায়িত্ব

পরিশিষ্ট ০১: বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর কর্তৃক ইস্যুকৃত বিভিন্ন ধরনের বিশেষ আবহাওয়া বিজ্ঞপ্তি প্রচার

১.১ ঘূর্ণিবায়ু (WHIRLWIND), সংকেত পদ্ধতির (Code) আওতায় প্রাপকগণের নাম:

চট্টগ্রাম

১.১.১ ডেপুটি কনজারভেটর, চট্টগ্রাম বন্দর
১.১.২ প্রধান কর্মকর্তা, মার্কেন্টাইল সমুদ্রবন্দর দপ্তর, চট্টগ্রাম
১.১.৩ মৎস্য পোতাশ্রয় ব্যবস্থাপনা, চট্টগ্রাম
১.১.৪ জেলাপ্রশাসক, কক্সবাজার

খুলনা

১.১.৫ চেয়ারম্যান, মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ

১.২ ঘূর্ণিবায়ু/হ্যারিকেন/টাইফুন সংকেত পদ্ধতির (Code) আওতায় প্রাপকদের নাম:

১.২.১ মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
১.২.২ বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রধান
১.২.৩ বাংলাদেশ বিমান বাহিনী প্রধান
১.২.৪ বাংলাদেশ নৌবাহিনী প্রধান
১.২.৫ প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব
১.২.৬ রাষ্ট্রপতির সচিব
১.২.৭ সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
১.২.৮ সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
১.২.৯ সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়
১.২.১০ সচিব, সেতু বিভাগ
১.২.১১ সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
১.২.১২ সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
১.২.১৩ সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
১.২.১৪ সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়
১.২. ১৫ সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ
১.২.১৬ সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
১.২.১৭ সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
১.২.১৮ সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ
১.২.১৯ সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
১.২.২০ সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়
১.২.২১ সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১.২.২২ সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
১.২.২৩ প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ
১.২.২৪ পুলিশ মহাপরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ
১.২.২৫ চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ
১.২.২৬ চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিসি
১.২.২৭ পরিচালক, সারফেস ওয়াটার হাইড্রলিক্স-২, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
১.২.২৮ চেয়ারম্যান, বিটিসিএল

১.২.২৯ চেয়ারম্যান, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, ঢাকা
১.২.৩০ চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড
১.২.৩১ চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
১.২.৩২ চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড
১.২.৩৩ প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
১.২.৩৪ মহাপরিচালক, বডার গার্ড বাংলাদেশ
১.২.৩৫ মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর
১.২.৩৬ মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
১.২.৩৭ চেয়ারম্যান/প্রধান নির্বাহী, অর্থনৈতিক অঞ্চল (সকল)
১.২.৩৮ কমিশনার, সকল বিভাগ
১.২.৩৯ জেলাপ্রশাসক, সকল জেলা
১.২.৪০ পরিচালক (প্রশাসন), ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি
১.২.৪১ মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড

চট্টগ্রাম বিভাগ

১.২.৪২ কমিশনার, চট্টগ্রাম বিভাগ
১.২.৪৩ চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম, মংলা, নারায়ণগঞ্জ এবং সকল নদীবন্দর
১.২.৪৪ কমোডোর কমান্ডিং, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ নৌবাহিনী
১.২.৪৫ কমোডোর কমান্ডিং, বিএন, ফ্লোটিলা, চট্টগ্রাম
১.২.৪৬ মৎস্য পোতাশ্রয়, চট্টগ্রাম
১.২.৪৭ মহাব্যবস্থাপক, রেলপথ, বাংলাদেশ রেলওয়ে চট্টগ্রাম
১.২.৪৮ কমান্ড্যান্ট, মেরিন একাডেমি চট্টগ্রাম
১.২.৪৯ সহসভাপতি, ইপিজেড, চট্টগ্রাম
১.২.৫০ জেলাপ্রশাসক, চট্টগ্রাম
১.২.৫১ জেলাপ্রশাসক, কক্সবাজার
১.২.৫২ জেলাপ্রশাসক, নোয়াখালী
১.২.৫৩ জেলাপ্রশাসক, লক্ষ্মীপুর
১.২.৫৪ জেলাপ্রশাসক, চাঁদপুর

বরিশাল বিভাগ

১.২.৫৫ কমিশনার, বরিশাল বিভাগ
১.২.৫৬ চেয়ারম্যান, পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ
১.২.৫৭ জেলাপ্রশাসক, বরিশাল
১.২.৫৮ জেলাপ্রশাসক, ভোলা
১.২.৫৯ জেলাপ্রশাসক, ঝালকাঠি
১.২.৬০ জেলাপ্রশাসক, পিরোজপুর
১.২.৬১ জেলাপ্রশাসক, পুটয়াখালী
১.২.৬২ জেলাপ্রশাসক, বরগুনা

খুলনা বিভাগ

১.২.৬৩ কমিশনার, খুলনা বিভাগ

১.২.৬৪ জেলাপ্রশাসক, খুলনা
১.২.৬৫ চেয়ারম্যান, বন্দর কর্তৃপক্ষ, মংলা
১.২.৬৬ জেলাপ্রশাসক, সাতক্ষীরা
১.২.৬৭ জেলাপ্রশাসক, বাগেরহাট

১.৩ টাইফুন সংকেত পদ্ধতি (Code)-এর আওতায় প্রাপকদের নাম:

চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চল

১.৩.১ জেলাপ্রশাসক, রাঙামাটি
১.৩.২ জেলাপ্রশাসক, খাগড়াছড়ি
১.৩.৩ জেলাপ্রশাসক, বান্দরবান

চট্টগ্রাম অঞ্চল

১.৩.৪ জেলাপ্রশাসক, চট্টগ্রাম
১.৩.৫ জেলাপ্রশাসক, কক্সবাজার
১.৩.৬ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগার, সীতাকুন্ড
১.৩.৭ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগার, সন্দ্বীপ
১.৩.৮ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগার, কক্সবাজার
১.৩.৯ উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সন্দ্বীপ

কুমিল্লা অঞ্চল

১.৩.১০ জেলাপ্রশাসক, চাঁদপুর

নোয়াখালী

১.৩.১১ জেলাপ্রশাসক, নোয়াখালী
১.৩.১২ জেলাপ্রশাসক, লক্ষ্মীপুর
১.৩.১৩ জেলাপ্রশাসক, ফেনী
১.৩.১৪ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগার, মাইজদি কোর্ট, নোয়াখালী
১.৩.১৫ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগার, ফেনী
১.৩.১৬ উপজেলা নির্বাহী অফিসার, হাতিয়া
১.৩.১৭ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগার, হাতিয়া

খুলনা অঞ্চল

১.৩.১৮ চেয়ারম্যান, মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ, বাগেরহাট
১.৩.১৯ জেলাপ্রশাসক, খুলনা
১.৩.২০ জেলাপ্রশাসক, সাতক্ষীরা
১.৩.২১ জেলাপ্রশাসক, বাগেরহাট
১.৩.২২ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগার, গল্লামারী, খুলনা

বরিশাল অঞ্চল

১.৩.২৩ জেলাপ্রশাসক, বরিশাল

১.৩.২৪ প্রকল্প পরিচালক, উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্প বিডব্লিউডিবি বরিশাল
১.৩.২৫ জেলাপ্রশাসক, ভোলা
১.৩.২৬ জেলাপ্রশাসক, ঝালকাঠি
১.৩.২৭ জেলাপ্রশাসক, পিরোজপুর
১.৩.২৮ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগার, বরিশাল

পটুয়াখালী অঞ্চল

১.৩.২৯ জেলাপ্রশাসক, পটুয়াখালী
১.৩.৩০ জেলাপ্রশাসক, বরগুনা
১.৩.৩১ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আবহাওয়া ও রাডার পর্যবেক্ষণাগার, খেপুপাড়া

১.৪ 'ওয়াটার ওয়েজ' সংকেত পদ্ধতির (Code) আওতায় প্রাপকদের নাম

কুমিল্লা অঞ্চল

১.৪.১ জেলাপ্রশাসক, চাঁদপুর
১.৪.২ অঞ্চল ব্যবস্থাপক, বিআইডব্লিউটিসি, চাঁদপুর

ঢাকা অঞ্চল

১.৪.৩ জেলাপ্রশাসক, ঢাকা
১.৪.৪ জেলাপ্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ
১.৪.৫ অঞ্চল ব্যবস্থাপক, বিআইডব্লিউটিসি, নারায়ণগঞ্জ
১.৪.৬ জেলাপ্রশাসক, নরসিংদী
১.৪.৭ জেলাপ্রশাসক, মুন্সিগঞ্জ

ফরিদপুর অঞ্চল

১.৪.৮ জেলাপ্রশাসক, ফরিদপুর
১.৪.৯ জেলাপ্রশাসক, রাজবাড়ী
১.৪.১০ সুপারিনটেনডেন্ট অব পুলিশ, রাজবাড়ী
১.৪.১১ জেলাপ্রশাসক, মাদারীপুর
১.৪.১২ জেলাপ্রশাসক, গোপালগঞ্জ
১.৪.১৩ উপ-অঞ্চল ব্যবস্থাপক, বিআইডব্লিউটিসি, গোয়ালন্দ
১.৪.১৪ জেলাপ্রশাসক, শরীয়তপুর

ময়মনসিংহ অঞ্চল

১.৪.১৫ জেলাপ্রশাসক, ময়মনসিংহ

টাঙ্গাইল অঞ্চল

১.৪.১৬ জেলাপ্রশাসক, টাঙ্গাইল

খুলনা অঞ্চল

১.৪.১৭ চেয়ারম্যান, মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ, বাগেরহাট

১.৪.১৮ জেলাপ্রশাসক, খুলনা
১.৪.১৯ জেলাপ্রশাসক, সাতক্ষীরা
১.৪.২০ জেলাপ্রশাসক, বাগেরহাট

বরিশাল অঞ্চল

১.৪.২১ জেলাপ্রশাসক, বরিশাল
১.৪.২২ প্রকল্প পরিচালক, উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্প বিডব্লিউডিবি বরিশাল
১.৪.২৩ জেলাপ্রশাসক, ভোলা
১.৪.২৪ জেলাপ্রশাসক, ঝালকাঠি
১.৪.২৫ জেলাপ্রশাসক, পিরোজপুর
১.৪.২৬ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগার, বরিশাল

রাজশাহী অঞ্চল

১.৪.২৭ জেলাপ্রশাসক, রাজশাহী
১.৪.২৮ জেলাপ্রশাসক, নওগাঁ

পাবনা অঞ্চল

১.৪.২৯ জেলাপ্রশাসক, পাবনা
১.৪.৩০ জেলাপ্রশাসক, সিরাজগঞ্জ
১.৪.৩১ পূর্ত পরিদর্শক, হার্ডিঞ্জ সেতু, পাকশী, বাংলাদেশ রেলওয়ে

রংপুর অঞ্চল

১.৪.৩২ জেলাপ্রশাসক, রংপুর
১.৪.৩৩ মেরিন সুপারিনটেনডেন্ট, বিআর, তিস্তাঘাট, ফুলছড়ি
১.৪.৩৪ জেলাপ্রশাসক, কুড়িগ্রাম

১.৫ 'অথরিটি' বা 'কর্তৃপক্ষ'-এর আওতায় প্রাপকদের নাম

১.৫.১ পরিচালক (সিঅ্যান্ডপি), বিআইডব্লিউটিএ
১.৫.২ কনজারভেন্সি অ্যান্ড পাইলট সুপারিনটেনডেন্ট, সিলেট সেকশন বিআইডব্লিউটিএ
১.৫.৩ কনজারভেন্সি অ্যান্ড পাইলট সুপারিনটেনডেন্ট, ওয়েস্টোর্ন ডেল্টা সেকশন বিআইডব্লিউটিএ, ইস্টার্ন বয়রা, খুলনা।
১.৫.৪ কনজারভেন্সি অ্যান্ডপাইলট সুপারিনটেনডেন্ট, কেন্দ্রীয় ডেল্টা শাখা, সেকশন বিআইডব্লিউটিএ, চাঁদপুর।
১.৫.৫ কনজারভেন্সি অ্যান্ডপাইলট সুপারিনটেনডেন্ট, বিআইডব্লিউটিএ, কিশোরগঞ্জ।
১.৫.৬ কনজারভেন্সি অ্যান্ডপাইলট সুপারিনটেনডেন্ট, পূর্বাঞ্চল ডেল্টা শাখা, বিআইডব্লিউটিএ, বরিশাল।
১.৫.৭ কনজারভেন্সি অ্যান্ডপাইলট সুপারিনটেনডেন্ট, পূর্বাঞ্চলীয় ডেল্টা শাখা, তাহের চেম্বার, আগ্রাবাদ আবাসিক এলাকা, চট্টগ্রাম।

পরিশিষ্ট ০২: সমুদ্র ও নদীবন্দরের জন্য সংকেতগুলো

২০০৮ সালের ১০ মার্চ সরকারের উচ্চ পর্যায়ের সভায় দেশের সব সমুদ্র ও নদীবন্দরের জন্য নিম্নলিখিত সংশোধিত সতর্ক ও হুঁশিয়ারি সংকেতগুলো অনুমোদন করা হয়:

সমুদ্রবন্দরের জন্য		**নদীবন্দরের জন্য**		**দমকা হাওয়ার গতিবেগ (কি.মি./ঘণ্টা)**	**সম্ভাব্য ফলাফল/প্রভাব**	**বন্দরের জন্য হুঁশিয়ারি বার্তা**	**জনগণের জন্য বার্তা**
ক্রমিক নম্বর	**সমুদ্রবন্দরের জন্য সংশোধিত সংকেতগুলো**	**ক্রমিক নম্বর**	**নদীবন্দরের জন্য সংশোধিত সংকেতগুলো**				
১	দূরবর্তী সতর্ক সংকেত নম্বর ১			৫১-৬১		- সমুদ্রের দূরবর্তী এলাকায় ঝোড়ো বাতাসের কারণে ঝড় সৃষ্টি হতে পারে - বন্দর ছেড়ে যাওয়া নৌযানগুলো ঝোড়ো আবহাওয়ার মুখোমুখি হতে পারে	- একটি ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হচ্ছে- প্রস্তুত হোন। - কমিউনিটি ঘূর্ণিঝড় পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যবস্থা নিন - ব্যাটারিচালিত রেডিও, টর্চলাইট প্রস্তুত রাখুন - রেডিও, টেলিভিশনে অথবা মোবাইলের ১০৯০ ডায়াল করে আবহাওয়ার সর্বশেষ সংবাদ শুনুন - শুকনা খাবার, বিশুদ্ধ পানি, জরুরি ওষুধ ও প্রাথমিক চিকিৎসাসামগ্রী সংগ্রহে রাখুন
২	দূরবর্তী হুঁশিয়ারি সংকেত নম্বর ২			৬২-৮৮		● সমুদ্রের দূরবর্তী এলাকায় সৃষ্টি হওয়া ঝড় বন্দরসমূহের জন্য হুমকি নয়। মাছ ধরার ট্রলার ও নৌকাসহ নৌযানগুলো বন্দর ছেড়ে গেলে ঝোড়ো আবহাওয়ার মুখোমুখি হতে পারে	
৩	স্থানীয় সতর্কতা সংকেত নম্বর ৩	১	স্থানীয় সতর্কতা সংকেত নম্বর ৩	৪০-৫০	● ছোট ছোট গাছের ডালপালা ভেঙ্গে পড়তে পারে ● লাইট হাউজের ছাদ উড়ে যেতে পারে বা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে	● ঝড় এলাকায় আঘাত হানতে পারে। ● উত্তর সাগরে অবস্থানরত ৫৬ ফুট বা এর কম দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট মাছ	

সমুদ্রবন্দরের জন্য		নদীবন্দরের জন্য		দমকা হাওয়ার গতিবেগ (কি.মি./ঘণ্টা)	সম্ভাব্য ফলাফল/প্রভাব	বন্দরের জন্য হুঁশিয়ারি বার্তা	জনগণের জন্য বার্তা
ক্রমিক নম্বর	সমুদ্রবন্দরের জন্য সংশোধিত সংকেতগুলো	ক্রমিক নম্বর	নদীবন্দরের জন্য সংশোধিত সংকেতগুলো				
					• নিম্নচাপ শক্তি সঞ্চয় করে উপকূল অতিক্রম করলে ফসলাদির ক্ষতি হতে পারে	ধরার ট্রলার ও নৌকাসহ সব ধরনের নৌযানকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত নিরাপদ স্থানে থাকতে হবে।	
৪	স্থানীয় হুঁশিয়ারি সংকেত নম্বর ৪	২	স্থানীয় সংকেত নম্বর ৪	৫১-৬১	• কিছু নারিকেলগাছ ভেঙে পড়তে পারে, বৃহৎ আকারের কিছু গাছ ও শিকড় উপড়ে পড়তে পারে • শস্যখেতের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে। কাঁচা ও সেমি-পাকা ঘরবাড়ি আংশিক বা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হতে পারে। • নির্দিষ্ট কিছু এলাকা ও নিচু জায়গা অল্প বা মাঝারি উচ্চতার জলোচ্ছ্বাসের মুখোমুখি হতে পারে	• ঝড়ের কারণে বন্দর হুমকির মুখোমুখি হতে পারে। তবে এতটা বিপজ্জনক নয় যে এখনই বড় ধরনের সতর্কতামূলক পদক্ষেপ নিতে হবে • উত্তর ও গভীর সাগরে অবস্থানরত ১৫০ ফুট বা এর কম দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট মাছ ধরার ট্রলার ও নৌকাসহ ঘণ্টায় ৬১ কিলোমিটার বেগে প্রবাহিত বাতাসের ধাক্কা সহ্য করতে অক্ষম সব ধরনের নৌযানকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত নিরাপদ আশ্রয়ে থাকা	• মূল্যবান সম্পদ নিরাপদে রাখা • শিশুদের বাইরে ঘোরাফেরা বন্ধ করা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের জরুরি নিয়ন্ত্রণকেন্দ্রের নির্দেশনা এবং ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির স্বেচ্ছাসেবকদের প্রচারিত বিশেষ আবহাওয়া বুলেটিন নিয়মিত শোনা • সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলোর উচিত জনগণকে সচেতন করতে উদ্যোগ নেওয়া এবং জরুরি নিয়ন্ত্রণকেন্দ্রের পরবর্তী নির্দেশনার জন্য অপেক্ষা করা

সমুদ্রবন্দরের জন্য		নদীবন্দরের জন্য		দমকা হাওয়ার গতিবেগ (কি.মি./ঘণ্টা)	সম্ভাব্য ফলাফল/প্রভাব	বন্দরের জন্য হুঁশিয়ারি বার্তা	জনগণের জন্য বার্তা
ক্রমিক নম্বর	**সমুদ্রবন্দরের জন্য সংশোধিত সংকেতগুলো**	**ক্রমিক নম্বর**	**নদীবন্দরের জন্য সংশোধিত সংকেতগুলো**				
৫	বিপদ সংকেত নম্বর ৬	৩	বিপদ সংকেত নম্বর ৬	৬২-৮৮	● অসংখ্য নারিকেলগাছ ভেঙে পড়তে বা ধ্বংস হতে পারে ● বৃহৎ আকারের অসংখ্য গাছ শিকড় উপড়ে পড়তে পারে ● শস্যখেতের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে ● অধিকাংশ কাঁচা ও সেমি-পাকা ঘরের ছাদ উড়ে যেতে অথবা বিধ্বস্ত হতে পারে ● বিদ্যুৎ সরবরাহ ও যোগাযোগ বিঘ্নিত হতে পারে ● নির্দিষ্ট কিছু এলাকা ও নিচু জায়গাসহ .....ফুট জলোচ্ছ্বাসে তলিয়ে যেতে পারে	● মাঝারি তীব্রতার সামুদ্রিক ঝড় থেকে প্রবল ঝোড়ো হাওয়ার মুখোমুখি হতে পারে বন্দর ● উত্তর ও গভীর সাগরে অবস্থানরত মাছ ধরার ট্রলার ও নৌকাসহ সব ধরনের নৌযানকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত নিরাপদ আশ্রয়ে থাকা	● সংশ্লিষ্ট এলাকার লোকজনকে পাকা ভবন বা ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রে যেতে হতে পারে। তাদের উচিত হবে সমুদ্র ও নদীতীর থেকে দূরে অবস্থান করা ● ঝড় প্রথম আঘাত হানতে পারে, এমন এলাকার দিকে নজর রাখা এবং ঝড়ের তীব্রতা না কমা পর্যন্ত নিরাপদ স্থানে অবস্থান করা ● সাড়া প্রদানকারী সংস্থাগুলোর প্রথম কাজ হবে দুর্গত লোকজন, বিশেষ করে নারী, শিশু, প্রবীণ ও প্রতিবন্ধীদের সহায়তা দিতে এগিয়ে আসা এবং জরুরি নিয়ন্ত্রণকেন্দ্রের পরবর্তী নির্দেশনার জন্য অপেক্ষা করা

সমুদ্রবন্দরের জন্য		নদীবন্দরের জন্য		দমকা হাওয়ার গতিবেগ (কি.মি./ঘণ্টা)	সম্ভাব্য ফলাফল/প্রভাব	বন্দরের জন্য হুঁশিয়ারি বার্তা	জনগণের জন্য বার্তা
ক্রমিক নম্বর	সমুদ্রবন্দরের জন্য সংশোধিত সংকেতগুলো	ক্রমিক নম্বর	নদীবন্দরের জন্য সংশোধিত সংকেতগুলো				
৬	মহাবিপদ সংকেত নম্বর ৮	৪	মহাবিপদ সংকেত নম্বর ৮	৮৯-১১৭	● ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাসহ সংশ্লিষ্ট এলাকায় মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে ● অসংখ্য নারিকেলসহ বৃহৎ আকারে গাছ শিকড় উপড়ে যেতে বা ধ্বংস হতে পারে ● খেতের ফসল পুরোপুরি নষ্ট হতে পারে ● সব কাঁচা ও সেমি-পাকা ঘর মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে ● হালকা থেকে মাঝারি ধরনের ইটের তৈরি স্থাপনাও উল্লেখযোগ্যভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে ● বিদ্যুৎ সরবরাহ ও যোগাযোগ চরমভাবে বিঘ্নিত হতে পারে ● নির্দিষ্ট কিছু এলাকা ও নিচু জায়গা ..... ফুট জলোচ্ছ্বাসে তলিয়ে যেতে পারে	● বন্দর তীব্র সামুদ্রিক ঝড়ে উদ্ভূত চরম প্রতিকূল আবহাওয়ার মুখোমুখি হতে পারে। ● উত্তর ও গভীর সাগরে অবস্থানরত মাছ ধরার ট্রলার ও নৌকাসহ সব ধরনের নৌযানকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে হবে	● সংশ্লিষ্ট এলাকার লোকজনকে পাকা ভবন বা ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্রে স্থানান্তর করা প্রয়োজন ● ঝড় প্রথম আঘাত হানতে পারে এমন এলাকার দিকে নজর রাখা এবং ঝড়ের তীব্রতা না কমা পর্যন্ত নিরাপদ স্থানে অবস্থান করা ● প্রথম সাড়া প্রদানকারী সংস্থাগুলো জরুরি পরিস্থিতির জন্য পূর্ণ প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা নেবে এবং জরুরি নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের পরবর্তী নির্দেশনার জন্য অপেক্ষা করবে

সমুদ্রবন্দরের জন্য		নদীবন্দরের জন্য		দমকা হাওয়ার গতিবেগ (কি.মি./ঘণ্টা)	সম্ভাব্য ফলাফল/প্রভাব	বন্দরের জন্য হুঁশিয়ারি বার্তা	জনগণের জন্য বার্তা
ক্রমিক নম্বর	সমুদ্রবন্দরের জন্য সংশোধিত সংকেতগুলো	ক্রমিক নম্বর	নদীবন্দরের জন্য সংশোধিত সংকেতগুলো				
৭	মহাবিপদ সংকেত নম্বর ৯	৫	মহাবিপদ সংকেত নম্বর ৯	১১৮-১৭০	● ঝুঁকিপূর্ণসহ সংশ্লিষ্ট এলাকায় মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে ● নারিকেলসহ অগণিত বৃহৎ আকারের গাছ শিকড় উপড়ে পড়তে পারে বা ধ্বংস হতে পারে ● খেতের ফসল পুরোপুরি নষ্ট হতে পারে ● সব কাঁচা ও সেমি-পাকা ঘর মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে ● হালকা থেকে মাঝারি ধরনের ইটের তৈরি স্থাপনাসমূহের উল্লেখযোগ্য ক্ষতি হতে পারে ● বিদ্যুৎ সরবরাহ ও যোগাযোগ চরমভাবে বিঘ্নিত হতে পারে ● নির্দিষ্ট কিছু এলাকা ও নিচু জায়গা ..... ফুট জলোচ্ছ্বাসে তলিয়ে যেতে পারে	● সাগরের তীব্র শক্তিসম্পন্ন ঝড়ে বন্দর মারাত্মক প্রতিকূল মুখোমুখি হবে ● উত্তর ও গভীর সাগরে অবস্থানরত মাছ ধরার ট্রলার ও নৌকাসহ সব ধরনের নৌযানকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে হবে	● সংশ্লিষ্ট এলাকার সব লোকজনকে পাকা ভবন বা ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রে স্থানান্তর নিশ্চিত করতে হবে ● ঝড় প্রথম আঘাত হানতে পারে, এমন এলাকার দিকে নজর রাখা এবং ঝড়ের তীব্রতা না কমা পর্যন্ত নিরাপদ স্থানে অবস্থান করা ● সাড়া প্রদানকারী সংস্থাগুলোর প্রথম কাজ হবে জরুরি পরিস্থিতির জন্য পূর্ণ প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া এবং জরুরি পরিচালনা কেন্দ্রের পরবর্তী নির্দেশনার জন্য অপেক্ষা করা

সমুদ্রবন্দরের জন্য		নদীবন্দরের জন্য		দমকা হাওয়ার গতিবেগ (কি.মি./ঘণ্টা)	সম্ভাব্য ফলাফল/প্রভাব	বন্দরের জন্য হুঁশিয়ারি বার্তা	জনগণের জন্য বার্তা
ক্রমিক নম্বর	সমুদ্রবন্দরের জন্য সংশোধিত সংকেতগুলো	ক্রমিক নম্বর	নদীবন্দরের জন্য সংশোধিত সংকেতগুলো				
৮	মহাবিপদ সংকেত নম্বর ১০	৬	মহাবিপদ সংকেত নম্বর ১০	১৭১ কি.মি. এর বেশি	● ঝুঁকিপূর্ণসহ সংশ্লিষ্ট এলাকায় মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে ● নারিকেলসহ অগণিত বৃহৎ আকারের গাছ শিকড় উপড়ে পড়তে পারে এবং ধ্বংস হতে পারে ● খেতের ফসল পুরোপুরি নষ্ট হতে পারে ● সব কাঁচা ও সেমি-পাকা ঘর মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে ● হালকা থেকে মাঝারি ধরনের ইটের তৈরি স্থাপনাসমূহের উল্লেখযোগ্য ক্ষতি হতে পারে ● বিদ্যুৎ সরবরাহ ও যোগাযোগ চরমভাবে বিঘ্নিত হতে পারে ● নির্দিষ্ট কিছু এলাকা ও নিচু জায়গা ..... ফুট জলোচ্ছ্বাসে তলিয়ে যেতে পারে	● সাগরের তীব্র শক্তিসম্পন্ন ঝড়ে বন্দর মারাত্মক প্রতিকূল অবস্থার মুখোমুখি হবে ● উত্তর ও গভীর সাগরে অবস্থানরত মাছ ধরার ট্রলার ও নৌকাসহ সব ধরনের নৌযানকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে হবে	● সংশ্লিষ্ট এলাকার সব লোকজনকে পাকা ভবন বা ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রে স্থানান্তর নিশ্চিত করতে হবে ● ঝড় প্রথম আঘাত হানতে পারে এমন এলাকার দিকে নজর রাখা এবং ঝড়ের তীব্রতা না কমা পর্যন্ত নিরাপদ স্থানে অবস্থান করা ● সাড়া প্রদানকারী সংস্থাগুলোর প্রথম কাজ হবে জরুরি পরিস্থিতির জন্য পূর্ণ প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া এবং জরুরি পরিচালনা কেন্দ্রের পরবর্তী নির্দেশনার জন্য অপেক্ষা করা

স্থানীয় সতর্ক সংকেত নম্বর ৪ জারির পরপরই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে। এ পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে - ফলাফল সম্পর্কে সম্ভাব্য দুর্গত এলাকার জনগণকে সচেতন করতে, জীবন ও গবাদি পশু রক্ষা করতে তাদের কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে সে ব্যাপারে প্রস্তুতি নিতে গণদুর্যোগ বার্তা পাঠাতে হবে।

পরিশিষ্ট ০৩: ঘূর্ণিঝড়ের শ্রেণিবিভাজন ও সংকেতগুলো

৩.১ ঘূর্ণিঝড়ের শ্রেণিবিভাজন (বাতাসের তীব্রতা ও গতির ভিত্তিতে)

ক্রমিক নম্বর	ঘূর্ণিঝড়ের শ্রেণি	বাতাসের গতিবেগ
(১)	লঘুচাপ	ঘণ্টায় ১৭ নটিক্যাল মাইল (৩১ কি.মি.) বা এর নিচে
(২)	সুস্পষ্ট লঘুচাপ	ঘণ্টায় ১৭-২১ নটিক্যাল মাইল (৩১-৪০ কি.মি.)
(৩)	নিম্নচাপ	ঘণ্টায় ২২-২৭ নটিক্যাল মাইল (৪১-৫০ কি.মি.)
(৪)	গভীর নিম্নচাপ	ঘণ্টায় ২৮-৩৩ নটিক্যাল মাইল (৫১-৬১ কি.মি.)
(৫)	ঘূর্ণিঝড়	ঘণ্টায় ৩৪-৪৭ নটিক্যাল মাইল (৬২-৮৮ কি.মি.)
(৬)	প্রবল ঘূর্ণিঝড়	ঘণ্টায় ৪৮-৬৩ নটিক্যাল মাইল (৮৯-১১৭ কি.মি.)
(৭)	অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড়	ঘণ্টায় ৬৪-১১৯ নটিক্যাল মাইল (১১৮-২২১ কি.মি.)
(৮)	সুপার সাইক্লোন	ঘণ্টায় ১২০ নটিক্যাল মাইল (২২২ কি.মি.) বা এর বেশি

৩.২ সংকেতসমূহ

(ক) সমুদ্রবন্দরের জন্য ঘূর্ণিঝড়ের সতর্কতা সংকেত

সংকেত নম্বর	সংকেতসমূহের অর্থ
১ নম্বর দূরবর্তী সতর্ক সংকেত	জাহাজ ছেড়ে যাওয়ার পর দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার সম্মুখীন হতে পারে। দূরবর্তী এলাকায় একটি ঝোড়ো হাওয়ার অঞ্চল রয়েছে, যেখানে বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় ৬১ কি.মি. যা সামুদ্রিক ঝড়ে পরিণত হতে পারে।
২ নম্বর দূরবর্তী হুঁশিয়ারি সংকেত	দূরে গভীর সাগরে একটি ঝড় সৃষ্টি হয়েছে, সেখানে বাতাসের একটানা গতিবেগ ঘণ্টায় ৬২-৮৮ কি.মি.। বন্দর এখনই ঝড়ে কবলিত হবে না, তবে বন্দর ত্যাগকারী জাহাজ পথিমধ্যে বিপদে পড়তে পারে।
৩ নম্বর স্থানীয় সতর্ক সংকেত	বন্দর ও বন্দরে নোঙর করা জাহাজগুলো দুর্যোগকবলিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। বন্দরে ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে এবং ঘূর্ণি বাতাসের একটানা গতিবেগ ঘণ্টায় ৪০-৫০ কি.মি. হতে পারে।
৪ নম্বর স্থানীয় হুঁশিয়ারি সংকেত	বন্দর ঘূর্ণিঝড়কবলিত। বাতাসের সম্ভাব্য গতিবেগ ঘণ্টায় ৫১-৬১ কি.মি., তবে ঘূর্ণিঝড়ের চূড়ান্ত প্রস্তুতি নেওয়ার মতো তেমন বিপজ্জনক সময় এখনো আসেনি।

সংকেত নম্বর	সংকেতসমূহের অর্থ
৫ নম্বর বিপদ সংকেত	বন্দর ছোট বা মাঝারি তীব্রতার ঝঞ্ঝাবহুল এক সামুদ্রিক ঝড়ের কবলে নিপতিত। ঝড়ে বাতাসের সর্বোচ্চ একটানা গতিবেগ ঘণ্টায় ৬২-৮৮ কি.মি.। ঝড়টি বন্দরকে বাম দিকে রেখে উপকূল অতিক্রম করতে পারে।
৬ নম্বর বিপদ সংকেত	বন্দর ছোট বা মাঝারি তীব্রতার ঝঞ্ঝাবহুল এক সামুদ্রিক ঝড়ের কবলে নিপতিত। ঝড়ে বাতাসের সর্বোচ্চ একটানা গতিবেগ ঘণ্টায় ৬২-৮৮ কি.মি.। ঝড়টি বন্দরকে ডান দিকে রেখে উপকূল অতিক্রম করতে পারে।
৭ নম্বর বিপদ সংকেত	বন্দর ছোট বা মাঝারি তীব্রতার ঝঞ্ঝাবহুল এক সামুদ্রিক ঝড়ের কবলে নিপতিত। ঝড়ে বাতাসের সর্বোচ্চ একটানা গতিবেগ ঘণ্টায় ৬২-৮৮ কি.মি.। ঝড়টি বন্দরের ওপর বা কাছ দিয়ে উপকূল অতিক্রম করতে পারে।
৮ নম্বর মহাবিপদ সংকেত	বন্দর প্রচন্ড বা সর্বোচ্চ তীব্রতার ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ এক সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ের কবলে নিপতিত। ঝড়ে বাতাসের সর্বোচ্চ একটানা গতিবেগ ঘণ্টায় ৮৯ কি.মি. বা তার ঊর্ধ্বে হতে পারে। প্রচন্ড ঝড়টি বন্দরকে বাম দিকে রেখে উপকূল অতিক্রম করবে।
৯ নম্বর মহাবিপদ সংকেত	বন্দর প্রচন্ড বা সর্বোচ্চ তীব্রতার ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ এক সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ের কবলে নিপতিত। ঝড়ে বাতাসের সর্বোচ্চ একটানা গতিবেগ ঘণ্টায় ৮৯ কি.মি. বা তার ঊর্ধ্বে হতে পারে। প্রচন্ড ঝড়টি বন্দরকে ডান দিকে রেখে উপকূল অতিক্রম করবে।
১০ নম্বর মহাবিপদ সংকেত	বন্দর প্রচন্ড বা সর্বোচ্চ তীব্রতার ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ এক সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ের কবলে নিপতিত। ঝড়ে বাতাসের সর্বোচ্চ একটানা গতিবেগ ঘণ্টায় ৮৯ কি.মি. বা তার ঊর্ধ্বে হতে পারে। প্রচন্ড ঝড়টি বন্দরের ওপর বা কাছ দিয়ে উপকূল অতিক্রম করবে।
১১ নম্বর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন সংকেত	আবহাওয়া বিপদ সংকেত প্রদানকারী কেন্দ্রের সঙ্গে সকল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে এবং স্থানীয় কর্মকর্তা আবহাওয়া অত্যন্ত দুর্যোগপূর্ণ বলে মনে করেন।

খ) নদীবন্দরের জন্য সংকেতগুলো

সংকেত নম্বর	সংকেতসমূহের অর্থ
১ নম্বর নৌ সতর্ক সংকেত	বন্দর এলাকা ক্ষণস্থায়ী ঝোড়ো আবহাওয়ার কবলে নিপতিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ৬০ কি.মি. গতিবেগের কালবৈশাখীর ক্ষেত্রেও এই সংকেত প্রদর্শিত হয়। এই সংকেত আবহাওয়ার চলতি অবস্থার ওপর সতর্ক নজর রাখারও তাগিদ দেয়।

সংকেত নম্বর	সংকেতসমূহের অর্থ
২ নম্বর নৌ হুঁশিয়ারি সংকেত	বন্দর এলাকা নিম্নচাপের সমতুল্য তীব্রতার একটি ঝড়, যার গতিবেগ ঘণ্টায় অনূর্ধ্ব ৬১ কি.মি. বা একটি কালবৈশাখী ঝড়, যার বাতাসের গতিবেগ ৬১ কি.মি. বা তদূর্ধ্ব। নৌযান এদের যেকোনোটির কবলে নিপতিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। ৬৫ ফুট বা তার কম দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট নৌযানকে দ্রুত নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে হবে।
৩ নম্বর নৌ বিপদ সংকেত	বন্দর এলাকা ঝড়ে কবলিত। ঘণ্টায় সর্বোচ্চ একটানা ৬২-৮৮ কি.মি. পর্যন্ত গতিবেগের একটি সামুদ্রিক ঝড় সহসাই বন্দর এলাকায় আঘাত হানতে পারে। সকল প্রকার নৌযানকে অবিলম্বে নিরাপদ আশ্রয়গ্রহণ করতে হবে।
৪ নম্বর নৌ মহাবিপদ সংকেত	বন্দর এলাকা একটি প্রচণ্ড বা সর্বোচ্চ তীব্রতার সামুদ্রিক ঝড়ে কবলিত এবং সহসাই বন্দর এলাকায় আঘাত হানবে। ঝড়ে বাতাসের সর্বোচ্চ একটানা গতিবেগ ঘণ্টায় ৮৯ কি.মি. বা তদূর্ধ্ব। সকল প্রকার নৌযানকে নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে হবে।

পরিশিষ্ট ০৪: ঘূর্ণিঝড় সতর্কীকরণ পতাকা উত্তোলন প্রণালি

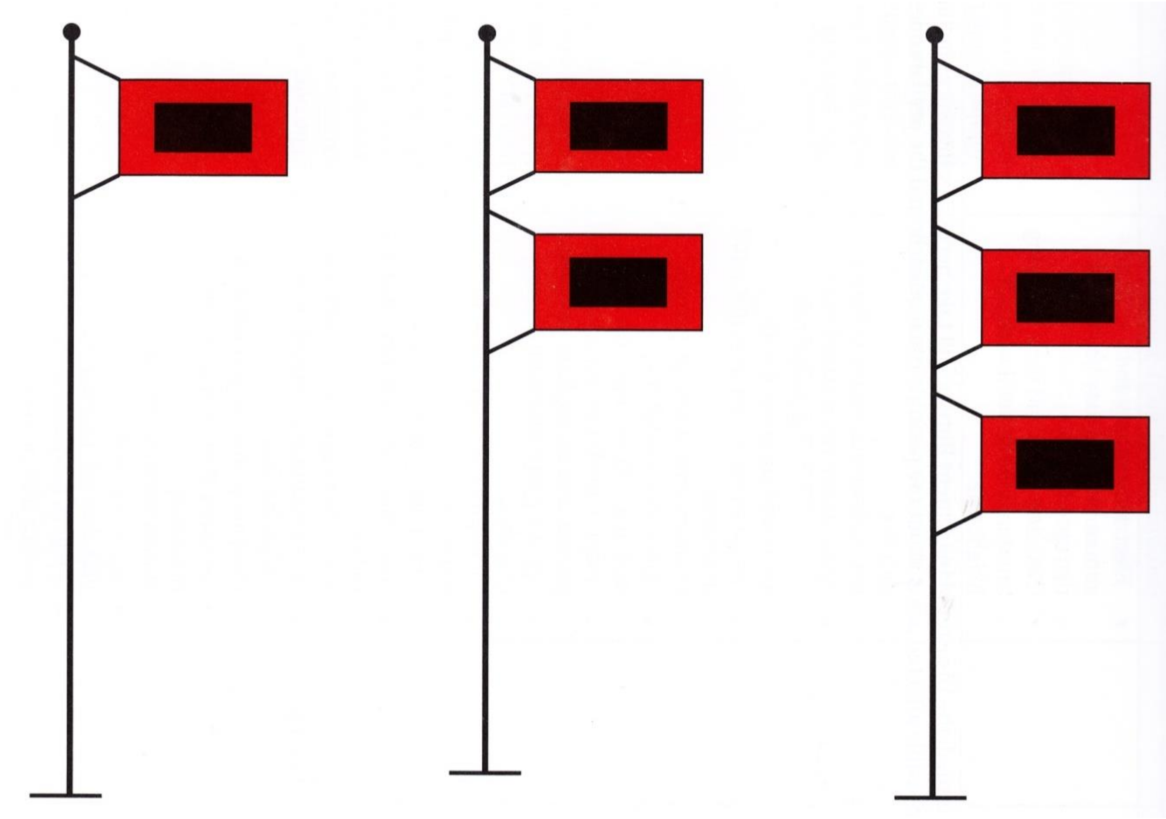

সংকেত নম্বর ৪ (১টি পতাকা)

সংকেত নম্বর ৫, ৬ এবং ৭ (২টি পতাকা)

সংকেত নম্বর ৮, ৯, ১০ (৩টি পতাকা)

নোট: ১, ২, ৩ নম্বর সংকেতের সময় কোনো পতাকা উত্তোলন করা হয় না।

ঘূর্ণিঝড় সংকেত পতাকার পরিমাপ:

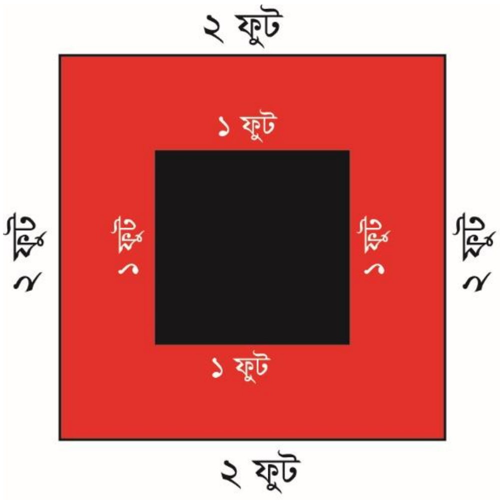

পরিশিষ্ট ০৫: এসওএস ফরম – আনুমানিক ক্ষয়ক্ষতি এবং জরুরি চাহিদা

দুর্যোগের নাম: --
তথ্য প্রেরণের তারিখ: ------------------------ সময়: ----------------
উপজেলার নাম: ---
জেলার নাম: --

আনুমানিক ক্ষয়ক্ষতি এবং জরুরি চাহিদা

১.	দুর্যোগকবলিত ইউনিয়ন (সংখ্যা)	:	--------------------------------
২.	দুর্গত মানুষ (আনুমানিক সংখ্যা)	:	--------------------------------
৩.	বিধ্বস্ত বাড়িঘর (আনুমানিক সংখ্যা)	:	------------------------- -----
			ক. আংশিক -----------------------
			খ. সম্পূর্ণ --------------------------
৪.	মৃত্যু (আনুমানিক সংখ্যা)	:	--------------------------------
৫.	নিখোঁজ ব্যক্তি (আনুমানিক সংখ্যা)	:	--------------------------------
৬.	সন্ধান/উদ্ধার	:	প্রয়োজন/প্রয়োজন নেই
৭.	ক. চিকিৎসাসেবা	:	প্রয়োজন/প্রয়োজন নেই
	খ. চিকিৎসাসেবার ধরন	:	--------------------------------
৮.	পানীয় জল	:	প্রয়োজন/প্রয়োজন নেই
৯.	তৈরি খাদ্য	:	প্রয়োজন/প্রয়োজন নেই
১০.	ক. পোশাক	:	প্রয়োজন/প্রয়োজন নেই
	খ. পোশাকের ধরন	:	--------------------------------
১১.	জরুরি আশ্রয়	:	প্রয়োজন/প্রয়োজন নেই
১২.	অন্য কোনো জরুরি উপকরণ/দ্রব্যাদি	:	--------------------------------

উপজেলা নির্বাহী অফিসার দুর্যোগ আঘাত করার এক ঘণ্টার মধ্যে প্রাথমিক প্রতিবেদন হিসেবে এসব তথ্য যত দ্রুত সম্ভব ইমেইল/টেলিফোন/ফ্যাক্স/মোবাইল অ্যাপ/ওয়্যারলেসের মাধ্যমে জেলা প্রশাসন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের জরুরি সাড়াদান ও যোগাযোগকেন্দ্র (ইআরসিসি) এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় কেন্দ্রে (NDRCC) প্রেরণ করবেন।

পরিশিষ্ট ০৬: ডি ফরম – ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের ফরম

উপজেলা নির্বাহী অফিসার/পৌরসভা চেয়ারম্যান সকল ইউনিয়ন পরিষদ/পৌর-ওয়ার্ড ও বিভিন্ন বিভাগীয় কর্মকর্তাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে ফরমটি পূরণ করবেন। পূরণকৃত ফরমটি স্ব স্ব জেলা প্রশাসকের কাছে প্রেরণ করবেন। জেলাপ্রশাসক জেলাধীন সকল উপজেলার/পৌরসভার তথ্যাদি একত্র করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের ইমার্জেন্সি রেসপন্স কো-অর্ডিনেশন সেন্টারে (ইআরসিসি) তিন সপ্তাহের মধ্যে প্রেরণ করবেন। প্রাপ্ত তথ্যগুলো সমন্বিত করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় কেন্দ্রে (NDRCC) প্রেরণ করবেন।

ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের ফরম (ডি ফরম)

১	২	৩					
উপজেলা/পৌরসভার নাম	মোট ইউনিয়ন/পৌর ওয়ার্ড (সংখ্যা)	মোট এলাকা (বর্গ কি.মি.)					
		শহরাঞ্চল	গ্রামাঞ্চল	চরাঞ্চল	পাহাড়ি অঞ্চল	হাওড়/বিল অঞ্চল	মোট

ক্ষতিগ্রস্ত উপজেলা/পৌরসভার নাম ও দুর্যোগের ধরন		ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিয়ন/পৌর ওয়ার্ড (নাম/পৌর ওয়ার্ড নম্বর)		ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা (বর্গ কি.মি.)					
নাম	দুর্যোগের ধরন	ইউনিয়নের নাম/পৌর ওয়ার্ড নম্বর	মারাত্মকভাবে আক্রান্ত ইউনিয়ন/পৌর ওয়ার্ড (টিক দিন)	শহরাঞ্চল	গ্রামাঞ্চল	চরাঞ্চল	পাহাড়ি অঞ্চল	হাওড়/বিল অঞ্চল	মোট
		*							

(প্রয়োজন অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিয়ন/পৌর ওয়ার্ড ও নম্বরের জন্য তারকা(*)চিহ্নিত সারির সংখ্যা হ্রাস/বৃদ্ধি করা যাইবে)

৪															৫				৬		
মোট জনসংখ্যা (সংখ্যা)															প্রতিবন্ধী ব্যক্তি (সংখ্যা)				মোট খানা (সংখ্যা)		
নারী			পুরুষ				শিশু (বয়স)				মোট				নারী	পুরুষ	শিশু	মোট			
ক্ষতিগ্রস্ত মোট জনসংখ্যা (সংখ্যা)															ক্ষতিগ্রস্ত মোট প্রতিবন্ধী ব্যক্তি (সংখ্যা)				ক্ষতিগ্রস্ত মোট খানা (সংখ্যা)		
নারী					পুরুষ					শিশু											
মৃত	আহত	নিখোঁজ	স্থানচ্যুত	মোট	মৃত	আহত	নিখোঁজ	স্থানচ্যুত	মোট	মৃত	আহত	নিখোঁজ	স্থানচ্যুত	মোট	নারী	পুরুষ	শিশু	মোট	সম্পূর্ণ	আংশিক	মোট

৭											
মোট ঘর (সংখ্যা)											
পাকা				আধাপাকা				কাঁচা			
ক্ষতিগ্রস্ত ঘর (সংখ্যা) এবং আনুমানিক প্রতিটি ঘরের নির্মাণ/মেরামত ব্যয় (টাকা)											
পাকা				আধাপাকা				কাঁচা			
সম্পূর্ণ	গড় নির্মাণ ব্যয়	আংশিক	গড় মেরামত ব্যয়	সম্পূর্ণ	গড় নির্মাণ ব্যয়	আংশিক	গড় মেরামত ব্যয়	সম্পূর্ণ	গড় নির্মাণ ব্যয়	আংশিক	গড় মেরামত ব্যয়

<table>
<tr><td colspan="4">৮</td><td colspan="6">৯</td><td colspan="6">১০</td></tr>
<tr><td colspan="4">মোট দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র (সংখ্যা)</td><td colspan="6">ভেড়া ও ছাগল (সংখ্যা)</td><td colspan="6">গরু ও মহিষ (সংখ্যা)</td></tr>
<tr><td>সরকারি</td><td>বেসরকারি</td><td colspan="2">আশ্রয়যোগ্য নিরাপদ অবকাঠামো</td><td colspan="3">ভেড়া</td><td colspan="3">ছাগল</td><td colspan="3">গরু</td><td colspan="3">মহিষ</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="4">দুর্যোগে আক্রান্ত আশ্রয়গ্রহণকারী ব্যক্তি (সংখ্যা)</td><td colspan="6">মৃত ও ভেসে যাওয়া ভেড়া ও ছাগল (সংখ্যা) এবং মূল্য (টাকা)</td><td colspan="6">মৃত ও ভেসে যাওয়া ভেড়া ও ছাগল (সংখ্যা) এবং মূল্য (টাকা)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">সরকারি ও বেসরকারি আশ্রয়কেন্দ্রে</td><td rowspan="2">নিজ বাড়িতে</td><td rowspan="2">উঁচু সড়ক ও বাঁধে</td><td rowspan="2">অস্থায়ী আশ্রয় শিবিরে</td><td colspan="3">ভেড়া</td><td colspan="3">ছাগল</td><td colspan="3">গরু</td><td colspan="3">মহিষ</td></tr>
<tr><td>সংখ্যা</td><td>প্রতিটির গড় মূল্য</td><td>মোট মূল্য</td><td>সংখ্যা</td><td>প্রতিটির গড় মূল্য</td><td>মোট মূল্য</td><td>সংখ্যা</td><td>প্রতিটির গড় মূল্য</td><td>মোট মূল্য</td><td>সংখ্যা</td><td>প্রতিটির গড় মূল্য</td><td>মোট মূল্য</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

১১						১২												১৩		
হাঁস ও মুরগি (সংখ্যা)						মোট শস্যখেত ও বীজতলা (হেক্টর)												অন্যান্য খামার (হ্যাচারি, মৎস্য চিংড়ি ইত্যাদি) (হেক্টর)		
হাঁস			মুরগি			শস্যখেত						বীজতলা								
মৃত ও ভেসে যাওয়া হাঁস ও মুরগি (সংখ্যা) এবং মূল্য (টাকা)						সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত জমি (হেক্টর) ও ক্ষতির পরিমাণ (টাকা)			আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত জমি (হেক্টর) ও ক্ষতির পরিমাণ (টাকা)			সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত জমি (হেক্টর) ও ক্ষতির পরিমাণ (টাকা)			আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত জমি (হেক্টর) ও ক্ষতির পরিমাণ (টাকা)			ক্ষতিগ্রস্ত অন্যান্য খামার (হ্যাচারি, মৎস্য, চিংড়ি ঘের, মৎস্য বিচরণ এলাকা-হেক্টরে ও ক্ষতির পরিমাণ- টাকায়)		
হাঁস			মুরগি																	
সংখ্যা	প্রতিটির গড় মূল্য	মোট মূল্য	সংখ্যা	প্রতিটির গড় মূল্য	মোট মূল্য	জমি	হেক্টরপ্রতি গড় ক্ষতি	মোট ক্ষতি	জমি	হেক্টরপ্রতি গড় ক্ষতি	মোট ক্ষতি	জমি	হেক্টরপ্রতি গড় ক্ষতি	মোট ক্ষতি	হেক্টর	হেক্টরপ্রতি গড় ক্ষতি	মোট ক্ষতি	এলাকা	হেক্টরপ্রতি গড় ক্ষতি	মোট ক্ষতি

১৪				১৫				১৬															
মোট বিদ্যুৎ লাইন (কি.মি.)				মোবাইল ফোন টাওয়ার (সংখ্যা)				ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (সংখ্যা)															
								মসজিদ				মন্দির				গির্জা				প্যাগোডা			
ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যুৎ লাইন (কি.মি.)				ক্ষতিগ্রস্ত মোবাইল ফোন টাওয়ার (সংখ্যা)				ক্ষতিগ্রস্ত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (সংখ্যা)															
								মসজিদ				মন্দির				গির্জা				প্যাগোডা			
সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক	
প্রতি কি.মি. গড় ক্ষতি	মোট ক্ষতি	প্রতি কি.মি. গড় ক্ষতি	মোট ক্ষতি	প্রতিটির গড় মূল্য	মোট মূল্য	প্রতিটির গড় মূল্য	মোট মূল্য	প্রতিটির গড় মূল্য	মোট মূল্য	প্রতিটির গড় মূল্য	মোট মূল্য	প্রতিটির গড় মূল্য	মোট মূল্য	প্রতিটির গড় মূল্য	মোট মূল্য	প্রতিটির গড় মূল্য	মোট মূল্য	প্রতিটির গড় মূল্য	মোট মূল্য	প্রতিটির গড় মূল্য	মোট মূল্য	প্রতিটির গড় মূল্য	মোট মূল্য

১৭																১৮							
মোট সড়কপথ (কি.মি.)																ব্রিজ কালভার্ট (সংখ্যা)							
পাকা সড়ক				ইট/খোয়া দ্বারা নির্মিত সড়ক				কাঁচা সড়ক				মোট সড়ক				ব্রিজ				কালভার্ট			
ক্ষতিগ্রস্ত সড়কপথ (কি.মি.)																ক্ষতিগ্রস্ত ব্রিজ (সংখ্যা)				ক্ষতিগ্রস্ত কালভার্ট (সংখ্যা)			
পাকা সড়ক				ইট/খোয়া দ্বারা নির্মিত সড়ক				কাঁচা সড়ক				মোট ক্ষতিগ্রস্ত সড়কপথ				সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক	
সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক									
প্রতি কি.মি. গড় ক্ষতি	মোট ক্ষতি	প্রতি কি.মি. গড় ক্ষতি	মোটক্ষতি	প্রতি কি.মি. গড় ক্ষতি	মোট ক্ষতি	প্রতি কি.মি. গড় ক্ষতি	মোট ক্ষতি	প্রতি কি.মি. গড় ক্ষতি	মোট ক্ষতি	প্রতি কি.মি. গড় ক্ষতি	মোট ক্ষতি	প্রতি কি.মি. গড় ক্ষতি	মোট ক্ষতি	প্রতি কি.মি. গড় ক্ষতি	মোট ক্ষতি	প্রতিটির গড় মূল্য	মোট মূল্য	প্রতিটির গড় মূল্য	মোট মূল্য	প্রতিটির গড় মূল্য	মোট মূল্য	প্রতিটির গড় মূল্য	মোট মূল্য

<table>
<tr><td colspan="16">১৯</td><td colspan="12">২০</td></tr>
<tr><td colspan="16">বাঁধ (কি.মি.)</td><td colspan="12">মোট বনাঞ্চল/বনায়ন/নার্সারি এলাকা (হেক্টর)</td></tr>
<tr><td colspan="4">নদী</td><td colspan="4">উপকূল</td><td colspan="4">হাওর</td><td colspan="4">অন্যান্য</td><td colspan="4">বনাঞ্চল</td><td colspan="4">বনায়ন</td><td colspan="4">নার্সারি</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="4"></td><td colspan="4"></td><td colspan="4"></td><td colspan="4"></td><td colspan="4"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="16">ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ (কি.মি.)</td><td colspan="12">ক্ষতিগ্রস্ত বনাঞ্চল/বনায়ন/নার্সারি এলাকা (হেক্টর)</td></tr>
<tr><td colspan="4">নদী</td><td colspan="4">উপকূল</td><td colspan="4">হাওর</td><td colspan="4">অন্যান্য</td><td colspan="4">বনাঞ্চল</td><td colspan="4">বনায়ন</td><td colspan="4">নার্সারি</td></tr>
<tr><td colspan="2">সম্পূর্ণ</td><td colspan="2">আংশিক</td><td colspan="2">সম্পূর্ণ</td><td colspan="2">আংশিক</td><td colspan="2">সম্পূর্ণ</td><td colspan="2">আংশিক</td><td colspan="2">সম্পূর্ণ</td><td colspan="2">আংশিক</td><td colspan="2">সম্পূর্ণ</td><td colspan="2">আংশিক</td><td colspan="2">সম্পূর্ণ</td><td colspan="2">আংশিক</td><td colspan="2">সম্পূর্ণ</td><td colspan="2">আংশিক</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>প্রতি কি.মি. গড় ক্ষতি</td><td>মোট ক্ষতি</td><td>প্রতি কি.মি. গড় ক্ষতি</td><td>মোট ক্ষতি</td><td>প্রতি কি.মি. গড় ক্ষতি</td><td>মোট ক্ষতি</td><td>প্রতি কি.মি. গড় ক্ষতি</td><td>মোট ক্ষতি</td><td>প্রতি কি.মি. গড় ক্ষতি</td><td>মোট ক্ষতি</td><td>প্রতি কি.মি. গড় ক্ষতি</td><td>মোট ক্ষতি</td><td>প্রতি কি.মি. গড় ক্ষতি</td><td>মোট ক্ষতি</td><td>প্রতি কি.মি. গড় ক্ষতি</td><td>মোট ক্ষতি</td><td>হেক্টরপ্রতি ক্ষতির গড় মূল্য</td><td>মোট ক্ষতি</td><td>হেক্টরপ্রতি ক্ষতির গড় মূল্য</td><td>মোট ক্ষতি</td><td>হেক্টরপ্রতি ক্ষতির গড় মূল্য</td><td>মোট ক্ষতি</td><td>হেক্টরপ্রতি ক্ষতির গড় মূল্য</td><td>মোট ক্ষতি</td><td>হেক্টরপ্রতি ক্ষতির গড় মূল্য</td><td>মোট ক্ষতি</td><td>হেক্টরপ্রতি ক্ষতির গড় মূল্য</td><td>মোট ক্ষতি</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="20">২১</td><td colspan="8">২২</td></tr>
<tr><td colspan="20">মোট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান (সংখ্যা)</td><td colspan="8">কৃষি ও অকৃষিভিত্তিক শিল্প (সংখ্যা)</td></tr>
<tr><td colspan="4">প্রাথমিক বিদ্যালয়</td><td colspan="4">উচ্চ বিদ্যালয়</td><td colspan="4">কলেজ</td><td colspan="4">মাদ্রাসা</td><td colspan="4">অন্যান্য কমিউনিটি স্কুল</td><td colspan="4">কৃষিভিত্তিক</td><td colspan="4">অকৃষিভিত্তিক</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="4"></td><td colspan="4"></td><td colspan="4"></td><td colspan="4"></td><td colspan="4"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="20">ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান (সংখ্যা)</td><td colspan="8">ক্ষতিগ্রস্ত অন্যান্য শিল্প (সংখ্যা)</td></tr>
<tr><td colspan="4">প্রাথমিক বিদ্যালয়</td><td colspan="4">উচ্চ বিদ্যালয়</td><td colspan="4">কলেজ</td><td colspan="4">মাদ্রাসা</td><td colspan="4">অন্যান্য কমিউনিটি স্কুল</td><td colspan="4">কৃষিভিত্তিক</td><td colspan="4">অকৃষিভিত্তিক</td></tr>
<tr><td colspan="2">সম্পূর্ণ</td><td colspan="2">আংশিক</td><td colspan="2">সম্পূর্ণ</td><td colspan="2">আংশিক</td><td colspan="2">সম্পূর্ণ</td><td colspan="2">আংশিক</td><td colspan="2">সম্পূর্ণ</td><td colspan="2">আংশিক</td><td colspan="2">সম্পূর্ণ</td><td colspan="2">আংশিক</td><td colspan="2">সম্পূর্ণ</td><td colspan="2">আংশিক</td><td colspan="2">সম্পূর্ণ</td><td colspan="2">আংশিক</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>ক্ষতির পরি: মূল্য</td><td>মোট মূল্য</td><td>ক্ষতির পরি: মূল্য</td><td>মোট মূল্য</td><td>ক্ষতির পরি: মূল্য</td><td>মোট মূল্য</td><td>ক্ষতির পরি: মূল্য</td><td>মোট মূল্য</td><td>ক্ষতির পরি: মূল্য</td><td>মোট মূল্য</td><td>ক্ষতির পরি: মূল্য</td><td>মোট মূল্য</td><td>ক্ষতির পরি: মূল্য</td><td>মোট মূল্য</td><td>ক্ষতির পরি: মূল্য</td><td>মোট মূল্য</td><td>ক্ষতির পরি: মূল্য</td><td>মোট মূল্য</td><td>ক্ষতির পরি: মূল্য</td><td>মোট মূল্য</td><td>ক্ষতির পরি: মূল্য</td><td>মোট মূল্য</td><td>ক্ষতির পরি: মূল্য</td><td>মোট মূল্য</td><td>ক্ষতির পরি: মূল্য</td><td>মোট মূল্য</td><td>ক্ষতির পরি: মূল্য</td><td>মোট মূল্য</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

২৩												২৪				২৫					
মোট নলকূপ (সংখ্যা)												স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা (সংখ্যা)				মোট জলাধার (সংখ্যা)					
গভীর				অগভীর				হস্তচালিত								পুকুর		জলাশয়		অন্যান্য (যদি থাকে)	
ক্ষতিগ্রস্ত নলকূপ (সংখ্যা)												ক্ষতিগ্রস্ত স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা (সংখ্যা)				ক্ষতিগ্রস্ত জলাধার (সংখ্যা)					
গভীর				অগভীর				হস্তচালিত													
সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		পুকুর		জলাশয়		অন্যান্য (যদি থাকে)	
প্রতিটির গড় মূল্য	মোট মূল্য	প্রতিটির গড় মূল্য	মোট মূল্য	প্রতিটির গড় মূল্য	মোট মূল্য	প্রতিটির গড় মূল্য	মোট মূল্য	প্রতিটির গড় মূল্য	মোট মূল্য	প্রতিটির গড় মূল্য	মোট মূল্য	প্রতিটির গড় মূল্য	মোট মূল্য	প্রতিটির গড় মূল্য	মোট মূল্য	সংস্কারে প্রতিটির গড় ব্যয়	মোট ব্যয়	সংস্কারে প্রতিটির গড় ব্যয়	মোট ব্যয়	সংস্কারে প্রতিটির গড় ব্যয়	মোট ব্যয়

২৬											
স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র (সংখ্যা)											
হাসপাতাল				ক্লিনিক				কমিউনিটি ক্লিনিক			
ক্ষতিগ্রস্ত স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র (সংখ্যা)											
হাসপাতাল				ক্লিনিক				কমিউনিটি ক্লিনিক			
সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক	
ক্ষতির গড় মূল্য	মোট মূল্য	ক্ষতির গড় মূল্য	মোট মূল্য	ক্ষতির গড় মূল্য	মোট মূল্য	ক্ষতির গড় মূল্য	মোট মূল্য	ক্ষতির গড় মূল্য	মোট মূল্য	ক্ষতির গড় মূল্য	মোট মূল্য

২৭											
মৎস্য আহরণ উপকরণ (সংখ্যা)											
নৌকা				ট্রলার				জাল			
ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্য আহরণ উপকরণ (সংখ্যা)											
নৌকা				ট্রলার				জাল			
সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক	
ক্ষতির গড় মূল্য	মোট মূল্য	ক্ষতির গড় মূল্য	মোট মূল্য	ক্ষতির গড় মূল্য	মোট মূল্য	ক্ষতির গড় মূল্য	মোট মূল্য	ক্ষতির গড় মূল্য	মোট মূল্য	ক্ষতির গড় মূল্য	মোট মূল্য

আনুমানিক মোট ক্ষতি (অঙ্কে) .... টাকা।

(কথায়) .... টাকা।

বি. দ্র. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সময়ে সময়ে এ ফরমটি যুগোপযোগী করবে।

পরিশিষ্ট ০৭: জরুরি মানবিক সহায়তা-সামগ্রী মজুত

৭.১ দুর্যোগকালীন দ্রুত খাদ্য সরবরাহ ও বহুমুখী আশ্রয়কেন্দ্র পরিচালনার উদ্দেশ্যে দুর্যোগপ্রবণ জেলাসমূহে খাদ্য ও মানবিক সহায়তা-সামগ্রীর জরুরি মজুত ও সংরক্ষণ করতে হবে। জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা সকল দ্রব্যাদির হিসেব রাখবেন এবং ব্যবহার-উপযোগিতা নিশ্চিত করবেন।

৭.২ জেলাপ্রশাসক অথবা জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে এসব মানবিক সহায়তা-সামগ্রী আশ্রয়কেন্দ্রে প্রদান করা হবে। বড় ধরনের দুর্যোগের আশঙ্কা করলে জেলাপ্রশাসক আগেই অতিরিক্ত বরাদ্দের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় অথবা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বরাবর চাহিদাপত্র প্রেরণ করবেন।

৭.৩ মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম পরিচালনায় অত্যাবশ্যকীয় অন্যান্য দ্রব্যাদি হলো: ১) চাল/আটা ২) চিড়া, মুড়ি, গুড়, চিনি ৩) গুঁড়া দুধ, বিস্কুট ৪) বিভিন্ন গৃহনির্মাণ সামগ্রী ৫) বোতল বা ক্যানজাত পানি ৬) ত্রিপল ৭) কম্বল, মশারী ৮) খাওয়ার স্যালাইন ৯) স্থানান্তরযোগ্য পানি পরিশোধন প্ল্যান্ট ১০) জেরিক্যান ইত্যাদি।

৭.৪ মানবিক সহায়তা শিবিরসমূহে/আশ্রয়কেন্দ্রে খাদ্য ও চিকিৎসাসামগ্রী ছাড়াও নন-ফুড সামগ্রী (যেমন: ত্রিপল/তাঁবু, ঢেউটিন ইত্যাদি) আবশ্যক হয়ে থাকে। খাদ্য সরবরাহ বিতরণ ব্যবস্থার আওতায় সিএসডি এবং এলএসডিসমূহে গম ও চাল মজুত থাকে যা দেশব্যাপী খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করে থাকে। চিড়া, গুড়, মুড়ি সহজলভ্য এবং জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য দ্রব্যাদি প্যাকেজ আকারে প্রদান করা যাবে। প্রয়োজনে জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি স্থানীয় বাজার থেকে খাদ্য ও মানবিক সহায়তা-সামগ্রী ক্রয় করতে পারবে। জেলা/উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন গৃহনির্মাণ সামগ্রীর মজুতও গড়ে তুলতে হবে।

৭.৫ ঘূর্ণিঝড় বা বন্যা মৌসুম শুরু হওয়ার আগেই দুর্যোগপ্রবণ জেলাসমূহের জেলাপ্রশাসকগণ তাঁদের স্ব স্ব জেলার নগদ অর্থ/মানবিক সহায়তা-সামগ্রীর মজুত পরিস্থিতি পুনঃমূল্যায়ন করবেন। নগদ অর্থ বা কোনো মানবিক সহায়তা-সামগ্রীর মজুত অপ্রতুল মনে করলে অতিরিক্ত বরাদ্দের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে চাহিদাপত্র প্রেরণ করবেন।

পরিশিষ্ট ০৮: বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো কর্তৃক মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম

৮ (ক) বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো কর্তৃক মানবিক সহায়তা বণ্টনের তথ্যাবলি

- মানবিক সহায়তা-কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী এনজিও/প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা: ....
- মানবিক সহায়তা প্রদানের সময়কাল:...........................থেকে.................................পর্যন্ত

জেলার নাম	উপজেলার নাম	ইউনিয়নের নাম	বণ্টনকৃত মানবিক সহায়তা (ইউনিয়নভিত্তিক)				পরবর্তী বিবেচনাধীন কার্যক্রমগুলো			মানবিক সহায়তা বিতরণে কোনো প্রকার পুনরাবৃত্তি হয়েছে কি না?	মন্তব্য
			মানবিক সহায়তা-সামগ্রীর নাম	পরিমাণ	মানবিক সহায়তা গ্রহণকারী ব্যক্তি বা পরিবারের সংখ্যা	মানবিক সহায়তা-সামগ্রীর আনুমানিক মূল্য (টাকা)	বিতরণের সময়কাল	কাজের ধরন	পরিমাণ (টাকা)		
মোট:											

বি.দ্র. সমন্বিত প্রতিবেদন তৈরি করতে এনজিও ব্যুরো তথ্য সংগ্রহ করবে এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে এনজিওভিত্তিক পৃথক প্রতিবেদন প্রেরণ করবে।

পরিশিষ্ট ৮ (খ): মানবিক সহায়তা/পুনর্বাসন-সামগ্রী বিতরণের অনুমতিপত্র (নমুনা)

বরাবর
জেলাপ্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার/দুর্যোগ ব্যবস্থপনা ও মানবিক সহায়তা নিয়ন্ত্রণকক্ষের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
.... জেলা/উপজেলা

বিষয়: মানবিক সহায়তা/পুনর্বাসন-সামগ্রী বিতরণ

জনাব,

সাম্প্রতিক........................(দুর্যোগের নাম) ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের দুর্ভোগ লাঘবে ....
(সংস্থা/সংগঠনের নাম).....................জেলা/উপজেলার.....................(সংখ্যা) পরিবারকে নিম্নবর্ণিত মানবিক সহায়তা/পুনর্বাসন-সামগ্রী বিতরণ করতে ইচ্ছুক।

ক্রমিক নম্বর	সহায়তার ধরন	সংখ্যা/পরিমাণ
১		
২		
৩		
৪		
৫		
৬		

২. দুর্গত এলাকার সার্বিক পরিস্থিতি মূল্যায়নপূর্বক মানবিক সহায়তা/পুনর্বাসন-সামগ্রী সময়োপযোগী সুষম বণ্টনে আপনার সহায়তা ও দিক-নির্দেশনা একান্তভাবে কাম্য।

৩. এমতাবস্থায়, উল্লিখিত সহায়তা-সামগ্রী বিতরণ নিমিত্ত আমাদের পরিকল্পনা আপনার সদয় অনুমোদনের জন্য আবেদন করছি।

আপনার বিশ্বস্ত,

স্বাক্ষর:
নাম:
পদবি:
সংস্থা/সংগঠন:

পরিশিষ্ট ০৯: 'ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা' – বিবেচ্য বিষয়াবলি

প্রতিটি ইউনিয়ন 'ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (UDMP)' প্রণয়ন করবে। ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে প্রণীত এ পরিকল্পনায় (১) ঝুঁকি হ্রাস কর্মপরিকল্পনা ও (২) আপদকালীন পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত থাকবে। সকল জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণে অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতির আলোকে এ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে। পরিকল্পনা প্রণয়নে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে:

১. ঝুঁকি হ্রাস কর্মপরিকল্পনা (RRAP)

১.১ জনগোষ্ঠীভিত্তিক ঝুঁকি নিরূপণ (CRA) পদ্ধতি ও টুল ব্যবহার করে অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ায় এ পরিকল্পনা প্রণয়ন (অধ্যায় ২: সেকশন ২.৪ দ্রষ্টব্য);

১.২ লোকজ জ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক তথ্যের সংমিশ্রণে জনগোষ্ঠীর ঝুঁকিগুলো নির্ধারণ-পুনর্নির্ধারণ ও বিশ্লেষণ;

১.৩ কর্মপরিকল্পনায় সারণি আকারে সুনির্দিষ্ট ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রমের তালিকা থাকবে, যা পরিমাপ করা যাবে এবং কখন, কোথায়, কীভাবে বাস্তবায়ন করা হবে তার রোডম্যাপ থাকবে;

১.৪ ঝুঁকিহ্রাসে অবকাঠামোগত ও অ-অবকাঠামোগত উভয় কার্যক্রমের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিমূলক, জেন্ডার সংবেদনশীলতা ও পরিবেশের ভারসাম্য বিবেচনা;

১.৫ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সম্পদ সংস্থানের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ, সরকারি কর্মসূচিসহ, এনজিও, সমাজভিত্তিক সংগঠন এবং ব্যক্তি খাতের উদ্যোগগুলো বিবেচনায় রাখা।

২. আপদকালীন পরিকল্পনা (Contingency Plan)

২.১ ইউনিয়নের দুর্যোগ পরিস্থিতি বিবেচনায় নারী-পুরুষের সমন্বয়ে আপদকালীন পরিকল্পনা প্রণয়ন;

২.২ দুর্যোগ পরিস্থিতিতে নিম্নলিখিত বিষয়ে ভূমিকা নেওয়ার জন্য জ্ঞান-দক্ষতার ভিত্তিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, স্বেচ্ছাসেবক দল ও এনজিওদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন;

- ক) আগাম সংকেত প্রদান;
- খ) উদ্ধার ও নিরাপদ স্থানান্তর;
- গ) প্রাথমিক চিকিৎসাসেবা;
- ঘ) আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা ও মানবিক সহায়তা বিতরণ;
- ঙ) মৃতদেহ ব্যবস্থাপনা ও ধ্বংসাবশেষ অপসারণ;
- চ) মনঃসামাজিক সেবা প্রদান;
- ছ) সুরক্ষা ও নিরাপত্তা;
- জ) ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ ও তথ্য ব্যবস্থাপনা।

উল্লেখ্য, স্থানীয় পরিস্থিতি অনুযায়ী ক্ষেত্রবিশেষে এই দায়িত্বের ধরন ভিন্ন হতে পারে।

২.৩ বাস্তব পরিস্থিতিতে আপদকালীন পরিকল্পনা অনুযায়ী দায়িত্ব পালনের দক্ষতা অর্জনের জন্য নিয়মিত দৃশ্যকল্পভিত্তিক মহড়ার আয়োজন।

নির্দেশনা:

১) ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার কপি ইউনিয়ন পর্যায়ে অংশীজন এবং উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির কাছে প্রেরণ করতে হবে।

২) প্রতি বছর ইউনিয়ন দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা পর্যালোচনা ও হালনাগাদকরণ।

পরিশিষ্ট ১০: 'উপজেলা দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা' – বিবেচ্য বিষয়াবলি

প্রতিটি উপজেলা এসওডিতে বর্ণিত দায়িত্ব ও কর্তব্যের আলোকে 'উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা' তৈরি করবে। উপজেলাধীন ইউনিয়নগুলো থেকে প্রাপ্ত পরিকল্পনার ভিত্তিতে এই পরিকল্পনা প্রণীত হবে। এ পরিকল্পনায় (১) ঝুঁকি হ্রাস কর্মপরিকল্পনা ও (২) আপদকালীন পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত থাকবে। অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতির আলোকে এ পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে:

১. ঝুঁকি হ্রাস কর্মপরিকল্পনা (RRAP)

১.১ বিভিন্ন ধরনের আপদ ও ঝুঁকিতে থাকা বিপদাপন্ন এলাকাসমূহের তুলনামূলক চিত্র/বিশ্লেষণ;

১.২ সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নগুলোর ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতার ভিত্তিতে অবকাঠামোগত ও অ-অবকাঠামোগত ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম;

১.৩ কর্মপরিকল্পনায় সারণি আকারে উপজেলার সুনির্দিষ্ট ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রমের পরিমাপযোগ্য তালিকাসহ কখন, কোথায়, কীভাবে তা বাস্তবায়ন করা হবে তার রোডম্যাপ;

১.৪ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সরকারি সংস্থা,এনজিও, সমাজভিত্তিক সংগঠন এবং ব্যক্তি খাতের সম্পদ ও পরিকল্পনা বিবেচনায় নেওয়া;

১.৫ সরকারি সংস্থা, এনজিও, সিবিও ও ব্যক্তি খাতের মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ;

১.৬ ঝুঁকিহ্রাসে অবকাঠামোগত ও অ-অবকাঠামোগত উভয় কার্যক্রমের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিমূলক, জেন্ডার সংবেদনশীলতা ও পরিবেশের ভারসাম্য বিবেচনা।

২. **আপদকালীন পরিকল্পনা (Contingency Plan)**

২.১ উপজেলা পর্যায়ে সরকারি বিভাগগুলো ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন;

২.২ সম্পদ সংগ্রহের কার্যপদ্ধতি ও দুর্যোগে দ্রুত সাড়াদানের জন্য জরুরি মানবিক সহায়তা-সামগ্রী সংগ্রহ ও দ্রুত বিতরণ;

২.৩ জরুরি সেবাগুলো, যেমন: পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস, টেলিযোগাযোগ, সড়ক যোগাযোগ, শিক্ষাকার্যক্রম ইত্যাদি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা;

২.৪ দুর্যোগ পরিস্থিতিতে ভূমিকা নেওয়ার জন্য জ্ঞান-দক্ষতার ভিত্তিতে নিম্নবর্ণিত বিষয়ে দল গঠন:

- ক) আগাম সংকেত প্রদান;
- খ) উদ্ধার ও নিরাপদ স্থানান্তর;
- গ) প্রাথমিক চিকিৎসাসেবা;
- ঘ) আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা ও মানবিক সহায়তা বিতরণ;
- ঙ) মৃতদেহ ব্যবস্থাপনা ও ধ্বংসাবশেষ অপসারণ;
- চ) মনঃসামাজিক সেবা প্রদান;
- ছ) সুরক্ষা ও নিরাপত্তা;
- জ) ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ ও তথ্য ব্যবস্থাপনা।

উল্লেখ্য, স্থানীয় পরিস্থিতি অনুযায়ী ক্ষেত্রবিশেষে এই দায়িত্বের ধরন ভিন্ন হতে পারে।

২.৫ বাস্তব পরিস্থিতিতে আপদকালীন পরিকল্পনা অনুযায়ী দায়িত্ব পালনের দক্ষতা অর্জনের জন্য নিয়মিত দৃশ্যকল্পভিত্তিক মহড়ার আয়োজন।

নির্দেশনা:

১) উপজেলা পর্যায়ে অংশীজন ও জেলাপ্রশাসকের কাছে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রেরণ করতে হবে।

২) উপজেলা দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার এক কপি জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির কাছে প্রেরণ করতে হবে।

৩) প্রতি বছর উপজেলা দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা পর্যালোচনা ও হালনাগাদকরণ।

পরিশিষ্ট ১১: 'জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা'—বিবেচ্য বিষয়াবলি

জরুরি সাড়াদান ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণে প্রতিটি জেলার একটি 'জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা' থাকবে। জেলাধীন উপজেলাগুলো থেকে প্রাপ্ত তথ্য/পরিকল্পনার আলোকে জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা তৈরি করা হবে। এ পরিকল্পনায় (১) ঝুঁকি হ্রাস কর্মপরিকল্পনা ও (২) আপদকালীন পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত থাকবে। অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতির আলোকে এ পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে:

১. ঝুঁকি হ্রাস কর্মপরিকল্পনা (RRAP)

১.১ বিভিন্ন ধরনের আপদ ও ঝুঁকিতে থাকা বিপদাপন্ন এলাকাসমূহের তুলনামূলক চিত্র/বিশ্লেষণপূর্বক পরিকল্পনা গ্রহণ;

১.২ ঝুঁকিহ্রাসে অবকাঠামোগত ও অ-অবকাঠামোগত উভয় কার্যক্রমের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিমূলক, জেন্ডার সংবেদনশীলতা ও পরিবেশের ভারসাম্য বিবেচনা;

১.৩ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সরকারি সংস্থা, এনজিও, সমাজভিত্তিক সংগঠন এবং ব্যক্তি খাতের সম্পদ ও পরিকল্পনা বিবেচনায় নেওয়া;

১.৪ সরকারি সংস্থা, এনজিও, সমাজভিত্তিক সংগঠন ও ব্যক্তি খাতের মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপ নেওয়া।

২. আপদকালীন পরিকল্পনা (Contingency Plan)

২.১ জেলা পর্যায়ের সরকারি বিভাগগুলো ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ও স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন;

২.২ সম্পদ সংগ্রহের কার্যপদ্ধতি ও দুর্যোগে দ্রুত সাড়াদানের জন্য জরুরি মানবিক সহায়তা-সামগ্রী সংগ্রহ ও বণ্টন;

২.৩ জরুরি সেবাগুলো (Critical Services), যেমন: পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস, টেলিযোগাযোগ, সড়ক যোগাযোগ, শিক্ষাকার্যক্রম ইত্যাদি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা;

২.৪ দুর্যোগ পরিস্থিতিতে উপজেলাকে সহায়তা প্রদানের জন্য জ্ঞান-দক্ষতার ভিত্তিতে নিম্নবর্ণিত বিষয়ে দল গঠন:

- ক) আগাম সংকেত প্রদান;
- খ) উদ্ধার ও নিরাপদ স্থানান্তর;
- গ) জরুরি চিকিৎসাসেবা;
- ঘ) আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা ও মানবিক সহায়তা বিতরণ;
- ঙ) মৃতদেহ ব্যবস্থাপনা ও ধ্বংসাবশেষ অপসারণ;
- চ) মনঃসামাজিক সেবা প্রদান;
- ছ) সুরক্ষা ও নিরাপত্তা;
- জ) বাজার পর্যবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা;
- ঝ) ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ ও তথ্য ব্যবস্থাপনা।

উল্লেখ্য, স্থানীয় পরিস্থিতি অনুযায়ী ক্ষেত্রবিশেষে এই দায়িত্বের ধরন ভিন্ন হতে পারে।

২.৫ বাস্তব পরিস্থিতিতে আপদকালীন পরিকল্পনা অনুযায়ী দায়িত্ব পালনের দক্ষতা অর্জনের জন্য নিয়মিত দৃশ্যকল্পভিত্তিক মহড়ার আয়োজন।

নির্দেশনা:

১) জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার এক কপি করে বিভাগীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে প্রেরণ করতে হবে;

২) প্রতি বছর জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা পর্যালোচনা ও হালনাগাদকরণ।

পরিশিষ্ট ১২: ‘পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা’ বিবেচ্য বিষয়াবলি

প্রতিটি পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন এসওডির আলোকে ‘পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা’ তৈরি করবে। ওয়ার্ড থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এ পরিকল্পনা প্রণীত হবে। এ পরিকল্পনায় (১) ঝুঁকি হ্রাস কর্মপরিকল্পনা ও (২) আপদকালীন পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত থাকবে। অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতির আলোকে এ পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে:

১. ঝুঁকি হ্রাস কর্মপরিকল্পনা (RRAP)

১.১ নগর ঝুঁকি নিরূপণ (URA) পদ্ধতি ও টুল ব্যবহার করে অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ায় পরিকল্পনা প্রণয়ন;

১.২ বিভিন্ন ধরনের আপদ, বিশেষ করে ভূমিকম্পঝুঁকিতে থাকা বিপদাপন্ন এলাকাসমূহের তুলনামূলক চিত্র/বিশ্লেষণপূর্বক পরিকল্পনা গ্রহণ;

১.৩ লোকজ জ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক তথ্যের সংমিশ্রণে জনগোষ্ঠীর বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ ঝুঁকি বিশ্লেষণ;

১.৪ কর্মপরিকল্পনায় সারণি আকারে সুনির্দিষ্ট ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রমের তালিকা থাকবে, যা পরিমাপ করা যাবে এবং কখন, কোথায়, কীভাবে বাস্তবায়ন করা হবে তার রোডম্যাপ থাকবে;

১.৫ ঝুঁকিহ্রাসে অবকাঠামোগত ও অ-অবকাঠামোগত উভয় কার্যক্রমের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিমূলক, জেন্ডার সংবেদনশীলতা ও পরিবেশের ভারসাম্য বিবেচনা;

১.৬ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সম্পদ সংস্থানের ক্ষেত্রে পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের অভ্যন্তরে সরকারি কর্মসূচিসহ এনজিও, সমাজভিত্তিক সংগঠন এবং ব্যক্তি খাতের সামর্থ্য ও উদ্যোগগুলো বিবেচনায় রাখা।

২. আপদকালীন পরিকল্পনা (Contingency Plan)

২.১ পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের দুর্যোগ পরিস্থিতি বিবেচনায় নারী-পুরুষের সমন্বয়ে আপদকালীন পরিকল্পনা প্রণয়ন;

২.২ দুর্যোগ পরিস্থিতিতে নিম্নলিখিত বিষয়ে ভূমিকা পালনের জন্য জ্ঞান-দক্ষতার ভিত্তিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, সংশ্লিষ্ট জরুরি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান, স্বেচ্ছাসেবক দল ও এনজিওদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন;

ক) আগাম সংকেত প্রদান;
খ) উদ্ধার ও নিরাপদ স্থানান্তর;
গ) প্রাথমিক চিকিৎসাসেবা;
ঘ) আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা ও মানবিক সহায়তা বিতরণ;
ঙ) মৃতদেহ ব্যবস্থাপনা ও ধ্বংসাবশেষ অপসারণ;
চ) পুনরেকত্রীকরণ (রি-ইন্টিগ্রেশন), মনঃসামাজিক সেবা প্রদান;
ছ) সুরক্ষা ও নিরাপত্তা;
জ) ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ ও তথ্য ব্যবস্থাপনা দল।

উল্লেখ্য, স্থানীয় পরিস্থিতি অনুযায়ী ক্ষেত্রবিশেষে এই দায়িত্বের ধরন ভিন্ন হতে পারে।

২.৩ বাস্তব পরিস্থিতিতে আপদকালীন পরিকল্পনা অনুযায়ী দায়িত্ব পালনের দক্ষতা অর্জনের জন্য নিয়মিত দৃশ্যকল্পভিত্তিক মহড়ার আয়োজন।

নির্দেশনা:

১) পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে অংশীজন, পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন, জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, বিভাগীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে এক কপি করে প্রেরণ করতে হবে।

২) প্রতি বছর পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা পর্যালোচনা ও হালনাগাদকরণ।

পরিশিষ্ট ১৩: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় 'জেন্ডার সংবেদনশীলতা-বিষয়ক' নির্দেশিকা

১. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় 'জেন্ডার সংবেদনশীলতা'র গুরুত্ব

জরুরি পরিস্থিতিতে নারী ও শিশু, প্রবীণ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া বিভিন্ন জনগোষ্ঠী বেশি বিপদাপন্নতার মধ্যে থাকে। এরা বিভিন্নভাবে দুর্যোগের দ্বারা নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত হয়। গত কয়েক বছরে বাংলাদেশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্যে মানুষের মৃত্যুহার কমিয়ে আনা সম্ভবপর হলেও, দুর্যোগের ফলে নারী ও শিশুর মৃত্যুহার পুরুষের তুলনায় অনেক ক্ষেত্রে এখনো বেশি। একই সময়ে তারা প্রায়শই দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসের বিভিন্ন কার্যক্রমসহ মানবিক সহায়তার জন্য পরিচালিত কর্মসূচিতেও অদৃশ্য থাকে বা অন্তর্ভুক্ত হয় না। যার ফলে দুর্যোগপূর্ব, দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে দুর্যোগ মোকাবিলা ও দুর্যোগ সাড়াদানের যে কর্মপরিকল্পনা ও কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়, সেখানে তাদের নির্দিষ্ট চাহিদা বা মতামতের প্রতিফলন হয় না।

দুর্যোগঝুঁকি কমানো টেকসই উন্নয়নের একটি মৌলিক স্তম্ভ এবং এজন্য 'জেন্ডার সংবেদনশীল দৃষ্টিভঙ্গি' প্রয়োজন।

২. জেন্ডার সংবেদনশীল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মূলনীতি

দুর্যোগ-বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলিতে দুর্যোগ মোকাবিলাসহ দুর্যোগের ঝুঁকি প্রশমনে সকল সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার দায়িত্ব বিশদভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তথাপি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসের সকল স্তরে জেন্ডার-সমতা ও নারী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে দুর্যোগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থা ও সম্প্রদায়কে একটি কার্যকরী ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় জেন্ডার-সমতা অন্তর্ভুক্তির মূলনীতি নিম্নরূপ:

২.১ জেন্ডার সংবেদনশীল সমন্বয় প্রক্রিয়া

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় কার্যকর কার্যক্রম গ্রহণ ও পরিচালনায় জেন্ডার সংবেদনশীল সমন্বিত পদক্ষেপ একটি গুরুত্বপূর্ণ পন্থা। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় জেন্ডার সংবেদনশীলতা নিশ্চিত করা এককভাবে সম্ভবপর নয়, তাই নির্দিষ্ট কোনো মন্ত্রণালয় বা নির্দিষ্ট সংস্থা বা নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে দায়িত্ব দিয়ে তা অর্জন করা যাবে না। দুর্যোগে সকল খাতই যেহেতু কমবেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে, তাই জেন্ডার সংবেদনশীল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম পরিচালনায় চাহিদা নিরূপণ থেকে শুরু করে, কৌশল গ্রহণ, সম্পদ জোগান পর্যন্ত সকল কাজে সমন্বয় থাকতে হবে, যেমন:

- দুর্যোগ-পরবর্তী চাহিদা নিরূপণ জেন্ডার ইস্যু নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে মহিলা ও শিশু-বিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ নারী অধিকার ইস্যুতে কাজ করে, এমন সংগঠনের সমন্বয়ে কাজ করা;
- লিঙ্গবিভাজিত তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে মহিলা ও শিশু-বিষয়ক মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর একযোগে কাজ করা;
- মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম পরিচালনায় জেন্ডার-সমতা অন্তর্ভুক্ত করতে জেন্ডার পরামর্শকদের অভিজ্ঞতা ও মতামত গ্রহণ করতে সমন্বয় প্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;
- স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম ব্যবস্থাপনার জন্য আলাদাভাবে একটি জেন্ডার-বিষয়ক নেটওয়ার্ক গঠন করতে হবে। যাদের ভূমিকা হবে দুর্যোগ মোকাবিলা ও ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল সেক্টরকে জেন্ডার-সমতা অর্জনে পরামর্শ, সহায়তা ও দিক-নির্দেশনা দিয়ে সহায়তা করা।

২.২ জেন্ডার-সমতাভিত্তিক অংশগ্রহণ এবং নারীর ক্ষমতায়ন ও নেতৃত্ব

নারী-পুরুষ উভয়েই ভিন্ন মাত্রায় দুর্যোগের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং এদের প্রত্যেকের দুর্যোগ মোকাবিলায় সক্ষমতা ও চাহিদা ভিন্ন হয়। তাই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রতিটি স্তরে ক্ষতিগ্রস্ত নারী-পুরুষের সমভাবে অংশগ্রহণ করা, মতামত ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সক্রিয় ভূমিকা রাখা জরুরি। সেক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো নিশ্চিত করতে হবে:

- ঝুঁকি ও চাহিদা নিরূপণের সময়ে নারী, পুরুষের সঙ্গে আলাদাভাবে কথা বলা এবং নিশ্চিত করা যে তাদের ভিন্ন ভিন্ন চাহিদা ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম ও কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণে প্রাধান্য পাবে;
- ঝুঁকি ও চাহিদা নিরূপণের সময় নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে স্থানীয় পর্যায়ে মহিলা ও শিশু-*বিষয়ক* মন্ত্রণালয়সহ নারী অধিকার ইস্যুতে কাজ করে, এমন প্রতিনিধির সমন্বয়ে কাজ করতে হবে। প্রয়োজনে স্থানীয় নারীদের নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে হবে বা স্থানীয় নারীদের নেটওয়ার্ককে উৎসাহিত ও সহযোগিতা প্রদান করা;
- ঝুঁকি ও চাহিদা নিরূপণের ক্ষেত্রে জেন্ডার সংবেদনশীল অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি অনুসরণ করা;
- দুর্যোগ মোকাবিলা ও ব্যবস্থাপনার প্রতিটি স্তরে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে নারীদের জন্য প্রশিক্ষণ, বিশেষ করে নেতৃত্ব বিকাশমূলক প্রশিক্ষণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

২.৩ জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা ও নারীর জন্য নিরাপত্তা বলয় তৈরি করা

জেন্ডারভিত্তিক নির্যাতন প্রতিরোধ ও প্রতিকার করা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর ও সংস্থাকে নিশ্চিত করতে হবে যে দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে নারী-পুরুষ উভয়ের পারিবারিক ও সামাজিক জীবন নির্যাতন থেকে মুক্ত থাকে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িত এবং দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিটি ব্যক্তির জীবন যেন যৌন নির্যাতন এবং যৌন হয়রানি থেকে মুক্ত থাকে, এ বিষয়ে মানবিক সহায়তা-কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত প্রতিটি ব্যক্তিকে সুরক্ষা-বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান ও আচরণবিধি মেনে চলার একটি প্রক্রিয়ায় রাখতে হবে।

২.৪ জেন্ডার-বৈষম্য দূরীকরণে জেন্ডার রূপান্তরমূলক উদ্যোগ গ্রহণ

নারীকে ‘ক্ষতিগ্রস্ত’ বা ‘বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠী’ বা ‘পিছিয়ে থাকা লক্ষ্যিত জনগোষ্ঠী’ হিসেবে বিবেচনা করে শুধু তাদের কিছু চাহিদা পূরণ করলেই জেন্ডার-সমতা অর্জিত হবে না। জেন্ডার-সমতা অর্জন করতে চাইলে নারীর প্রতি সমাজে যে বৈষম্যমূলক ও নিপীড়নমূলক কাঠামো, সংস্কৃতি ও মনোভাব বিদ্যমান, তা সমূলে উৎপাটন করতে হবে। দুর্যোগ যেহেতু সমাজের বিদ্যমান কাঠামো ও ব্যবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, সেহেতু সেখানে সমাজের প্রচলিত নারী-পুরুষের ভূমিকা ও ক্ষমতাকাঠামোকে পরিবর্তন করার সুযোগ থাকে, যেমন: সাইক্লোন সিডরের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত খুলনা অঞ্চলের শরণখোলা এলাকা যেখানে সামাজিক বিধিনিষেধের কারণে নারীরা আগে কখনো গৃহের বাইরে এসে আয়মূলক কাজে অংশগ্রহণ করেনি, তারাও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের আয়বৃদ্ধির জন্য প্রথম গৃহের বাইরে এসে মাটি কাটার কাজে পুরুষের পাশাপাশি অংশগ্রহণ করেছে। এক্ষেত্রে রূপান্তরমূলক উদ্যোগ হলো, যা নারীকে ক্ষমতা-কাঠামোর সঙ্গে যুক্ত করবে, এমন পদক্ষেপ। উদাহরণস্বরূপ, দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে যে অর্থের বিনিময়ে কর্মসূচি নেওয়া হবে, সেখানে নারীদেরকে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট করে সরাসরি অর্থ প্রদান করা। এতে করে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় নারীর প্রবেশাধিকারের পাশাপাশি তার সামাজিক গতিশীলতা বা বাড়ির বাইরে চলাচল বাড়বে, যা তার ক্ষমতায়নের জন্য জরুরি। উল্লেখ্য যে ঘূর্ণিঝড় আইলা-পরবর্তী সময়ে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ক্ষতিগ্রস্ত নারী, যারা রাস্তা নির্মাণে মাটি কাটার বিনিময়ে অর্থ পেয়েছেন, তাদের জন্য সরকারের তরফ থেকে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক মাত্র ১০ টাকার বিনিময়ে অ্যাকাউন্ট খোলার ব্যবস্থা করে। তবে অবশ্যই লক্ষ রাখতে হবে যে, রূপান্তরমূলক যেকোনো উদ্যোগ যেন নারীদের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে, তাদের চাহিদা ও তাদের সক্ষমতার এবং সর্বোপরি তাদের পরিবারের ও সম্প্রদায়ের (কমিউনিটির) সচেতনতার ওপর ভিত্তি করে গ্রহণ করা হয়।

৩. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন স্তরে ‘জেন্ডার সংবেদনশীলতা’ নিশ্চিতকরণ:

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সরকারের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক, জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের বেসরকারি বিভিন্ন সংগঠন, নাগরিক সমাজ সংগঠন, কমিউনিটি-বেজড্ সংগঠন, রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট, জাতিসংঘ, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা কাজ করে। এদের প্রত্যেকেরই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার যে কর্মপরিধি তার প্রতিটি ধাপেই জেন্ডার সংবেদনশীলতার অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে হবে। নিম্নে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন ধাপে কীভাবে জেন্ডার সংবেদনশীলতার বিষয়টি নিশ্চিত হবে, তার একটি তালিকা দেওয়া হলো:

১. দুর্যোগ-পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ	
লিঙ্গ-বিভাজিত তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ	❖ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, দুর্যোগ ও ত্রাণ-বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং মহিলা ও শিশু-বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে লিঙ্গা-বিভাজিত বেজলাইন তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা। ❖ লিঙ্গা-বিভাজিত তথ্য সংগ্রহের নিমিত্ত কে, কীভাবে, কী কী তথ্য সংগ্রহ করবে, কার কাছে প্রদান করবে, কে অনুমোদন করবে সে লক্ষ্যে একটি নীতিমালা তৈরি করা। ❖ এ তথ্য সংগ্রহের জন্য একদল প্রশিক্ষিত গ্রুপ প্রস্তুত রাখা, যেন তারা দুর্যোগ-পরবর্তী সময়েও তথ্য সংগ্রহ করতে পারে। এই গ্রুপে নারী ও পুরুষের অংশগ্রহণ অবশ্যই সমানুপাতিক হারে রাখা।
জেন্ডার সংবেদনশীল আপদকালীন পরিকল্পনা	❖ দুর্যোগে সাড়াদানের জন্য জাতীয় পর্যায় থেকে শুরু করে স্থানীয় পর্যায় পর্যন্ত প্রাথমিক সাড়াদানকারী দল প্রস্তুত রাখা এবং সেখানে নারী ও পুরুষের অংশগ্রহণ অবশ্যই সমানুপাতিক হারে রাখা। তাদের অবশ্যই দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে জেন্ডার-বিষয়ক কী ভূমিকা হবে সে বিষয়ে প্রশিক্ষণ থাকবে। ❖ সারা বাংলাদেশে যে কমিউনিটি স্বেচ্ছাসেবক তৈরির কার্যক্রম আছে, সেখানে নারী ও পুরুষের অংশগ্রহণ যথাসম্ভব সমানুপাতিক হারে থাকবে। তাদের অবশ্যই দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে জেন্ডার-বিষয়ক কী ভূমিকা হবে তার প্রশিক্ষণ থাকবে। ❖ সরকারি ও বেসরকারিভাবে যে আপদকালীন মজুত থাকে, সেখানে নারী ও শিশুদের চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী খাদ্য, বস্ত্র ও মাসিকের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানের মজুত থাকবে।
জেন্ডারভিত্তিক ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ	❖ কমিউনিটি-ভিত্তিক ঝুঁকি নিরূপণে সময় জেন্ডার সংবেদনশীল টুলস ব্যবহার করে নারীদের ঝুঁকিগুলো চিহ্নিত করা। ❖ কমিউনিটি-ভিত্তিক ঝুঁকি নিরূপণে নারী ও পুরুষের অংশগ্রহণ অবশ্যই সমানুপাতিক হারে নিশ্চিত করা।
জেন্ডার সংবেদনশীল ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা ও কমিউনিটির আপদকালীন কর্মপরিকল্পনা	❖ নারী ও পুরুষের অংশগ্রহণ সমানুপাতিক হারে নিশ্চিত করা। ❖ কর্মপরিকল্পনায় নারী কর্তৃক চিহ্নিত প্রয়োজন ও মতামত যেন অন্তর্ভুক্ত হয়, তা নিশ্চিত করা। ❖ স্থানীয় নারীপ্রধান সংগঠনগুলো ও স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত নারী সদস্যের উপস্থিতি নিশ্চিত করা।

কমিউনিটিতে জেন্ডার সংবেদনশীল সক্ষমতা ও সচেতনতা বৃদ্ধি	❖ দুর্যোগে নারী কী ধরনের প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয় ও কীভাবে তা মোকাবিলা করে এবং নারী কীভাবে তার সক্ষমতার মাধ্যমে দুর্যোগ মোকাবিলায় ভূমিকা রাখে, সে বিষয়ে কমিউনিটিতে সচেতনতা তৈরি করা। ❖ কমিউনিটির জেন্ডার-সচেতনতা বৃদ্ধিতে স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত নারী সদস্যসহ অন্যান্য নারীর উপস্থিতি নিশ্চিত করা।
জেন্ডার সংবেদনশীল দুর্যোগ সতর্ক বার্তা ও তা নারীদের কাছে পৌঁছানো	❖ দুর্যোগ সতর্ক সংকেত যেন নারীদের কাছে পৌঁছায়, তা খেয়াল রাখা। ❖ সতর্ক সংকেত প্রদান গ্রুপে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
জেন্ডার সংবেদনশীল দুর্যোগ-পরবর্তী চাহিদা নিরূপণ টুলস তৈরি	❖ দুর্যোগ চাহিদা নিরূপণের টুলসসমূহে জেন্ডার ইস্যু-বিষয়ক প্রশ্ন রাখা। ❖ দুর্যোগ চাহিদা নিরূপণের টুলস তৈরির সময় জেন্ডার-সমতাবিষয়ক পরামর্শকের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। ❖ দুর্যোগ চাহিদা নিরূপণের জন্য প্রশিক্ষিত দলে নারী ও পুরুষের অংশগ্রহণ অবশ্যই সমানুপাতিক হারে নিশ্চিত করা।
২. দুর্যোগ-পরবর্তী চাহিদা নিরূপণ	
❖ দুর্যোগ-পরবর্তী ৭২ ঘণ্টার মধ্যে লিঙ্গ-বিভাজিত ক্ষতিসমূহের তথ্য সংগ্রহ করা। এক্ষেত্রে এসওএস ফরম, ডি-ফরম অবশ্যই সংশোধন করতে হবে, যেন তা লিঙ্গ-বিভাজিত তথ্য সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়। ❖ জেন্ডার বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত করে তথ্য সংগ্রহ করা। সেক্ষেত্রে প্রথমেই খেয়াল রাখতে হবে, দুর্যোগপূর্ব জেন্ডার-বিষয়ক কী কী তথ্য ইতোমধ্যে প্রস্তুত আছে, তার ওপর ভিত্তি করেই দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ-পরবর্তী তথ্য সংগ্রহ করা এবং দুর্যোগে কী কী নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে, তা চিহ্নিত করা। ❖ আলাদাভাবে জেন্ডার চাহিদা নিরূপণ করা যেতে পারে, সেক্ষেত্রে তা দুর্যোগ শুরুর অন্তত ১ মাসের মধ্যে করাই উপযুক্ত। সম্ভব না হলে ২ মাসের মধ্যে অবশ্যই করতে হবে। 'জেন্ডার ইন হিউম্যানিটারিয়ান অ্যাকশন গ্রুপকে' সক্রিয় থাকতে হবে। ❖ চাহিদা নিরূপণ থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে নারী-পুরুষের প্রয়োজন ও চাহিদা উপযোগী কর্মসূচি লক্ষ্যমাত্রা প্রণয়ন করা। দুর্যোগ-পরবর্তী সহায়তা প্যাকেজে নারীর চাহিদা অনুযায়ী দ্রব্যসামগ্রীর প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে।	
৩. দুর্যোগ-পরবর্তী মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম পরিকল্পনা, কৌশল নির্ধারণ ও সম্পদ সংগ্রহ	
❖ জরুরি মানবিক সহায়তা-বিষয়ক বিভিন্ন সেক্টরের (খাদ্যনিরাপত্তা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আশ্রয়, পানি ও পয়োনিষ্কাশন ইত্যাদি) কার্যক্রম ও তার কৌশল নির্ধারণে জেন্ডার ইস্যুগুলো অন্তর্ভুক্ত করা; বিশেষ করে নারীর চাহিদা অনুযায়ী সহায়তা-কার্যক্রম প্রণয়ন, সহায়তা-কার্যক্রমে নারী ও পুরুষের সমানুপাতিক হারে অংশগ্রহণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর নেতৃত্বমূলক ভূমিকা নিশ্চিত করা। ❖ জরুরি মানবিক সহায়তা-কার্যক্রমের জন্য যে প্রস্তাবনা বা কর্মপরিকল্পনা থাকবে, তার লগ-ফ্রেম ও সূচক নির্ধারণের ক্ষেত্রে অবশ্যই জেন্ডার ইস্যু অন্তর্ভুক্ত করা। নিশ্চিত করতে হবে যে, মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম নারী-পুরুষের সম-অধিকারের বিষয়ে ইতিবাচক প্রভাব রাখবে এবং তার উল্লেখ লগ ফ্রেমের উদ্দেশ্যে ও সূচকে উল্লেখ থাকবে। ❖ জরুরি মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম ব্যবস্থাপনায় ও বাস্তবায়নে যে মানবসম্পদ নিযুক্ত হবে, সেখানে নারী ও পুরুষের সমানুপাতিক হারে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। জরুরি সহায়তা কর্মসূচির কর্মকর্তা ও কর্মীর জন্য যে আচরণবিধি থাকবে, সেখানে নারী-পুরুষের প্রতি সমান মর্যাদা জ্ঞাপনসহ যেকোনো ধরনের যৌন নির্যাতন ও যৌন হয়রানি থেকে বিরত থাকার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা। ❖ মানবিক সহায়তা-কার্যক্রমে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও প্রতিকারের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা। এ বিষয়ে কমিউনিটির সচেতনতা বৃদ্ধির বিষয়টিও কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা। লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা প্রতিকারের জন্য পরামর্শ (Referral) ব্যবস্থা কী হবে তা কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা।	

❖ মানবিক সহায়তা-কার্যক্রমে জেন্ডার বাজেটিং নিশ্চিত করা, অর্থাৎ কর্মসূচির কতখানি নারীর সমমর্যাদা ও নারীর বিশেষ চাহিদা পুরণে ব্যয় হবে, তার উল্লেখ রাখা।

❖ প্রয়োজনে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে নারীর বিশেষ চাহিদা পূরণের জন্য আলাদা সম্পদ সংগ্রহ করা। এ বিষয়ে সরকারকে আন্তর্জাতিক সংগঠনসহ, জাতিসংঘ ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করতে হবে।

❖ মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম পরিচালনায় মহিলা ও শিশু-বিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ নারীপ্রধান সংস্থা/সংগঠনের নেতৃত্ব নিশ্চিত করা। প্রয়োজনে এদের দক্ষতা বৃদ্ধির বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৪. বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ

❖ মানবিক সহায়তা প্রদান ও বণ্টনের ক্ষেত্রে নারীর নিরাপদ অবস্থান নিশ্চিত করতে যথাযথ ব্যবস্থা করা, যেমন: মানবিক সহায়তা বণ্টনের ক্ষেত্রে নারীদের জন্য আলাদা সারি রাখা, নারীদের মতামতের ভিত্তিতে মানবিক সহায়তা বণ্টনের উপযুক্ত সময় নির্বাচন ইত্যাদি।

❖ মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম পরিচালনায় জেন্ডার সংবেদনশীলতা কতখানি বিবেচিত হচ্ছে তা পরিমাপ করার জন্য সর্বসম্মতিক্রমে কিছু মানদণ্ড তৈরি করা এবং তার আলোকে মানবিক সহায়তা-কার্যক্রমের জেন্ডার নিরীক্ষা (অডিট) করা।

❖ দুর্যোগ-আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর কাছে বিশেষ করে নারীদের কাছে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে, মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম পরিচালনায় জেন্ডার সংবেদনশীলতা বিষয়ে তারা কতখানি সন্তুষ্ট বা তাদের কোনো ফিডব্যাক আছে কি না, তা জানা যেতে পারে। বিশেষ করে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা ও মানবিক সহায়তা কর্মী দ্বারা যেকোনো যৌন নির্যাতন বা যৌন হয়রানির বিষয়ে গোপনীয়তার সঙ্গে তাদের থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে একটি ধারাবাহিক মনিটরিং ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

৫. মূল্যায়ন ও শিক্ষণ

❖ জেন্ডার সংবেদনশীল 'ভালো উদাহরণ' ও 'কেস স্টাডি' নির্বাচন ও প্রচার করা। এ কাজটি অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে নারীদের অংশগ্রহণেই সম্পন্ন করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে কার্যকর অংশগ্রহণ ও প্রচারের লক্ষ্যে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সহযোগিতা নেওয়া।

❖ মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠায় কী ইতিবাচক অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে এবং এই বিষয়ে কী শিক্ষণ হয়েছে, তা চিহ্নিত করে প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা। বিশেষ করে, সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক ফর ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশনের জন্য যে জাতীয় প্রতিবেদন তৈরি হবে, সেখানে বিষয়টি আলাদাভাবে অন্তর্ভুক্ত করা।

❖ দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে নতুন কোনো জেন্ডার-বিষয়ক ইস্যু আবির্ভূত হলো কি না, সে সম্পর্কেও সঠিকভাবে মূল্যায়ন করে তথ্য আহরণ, বিশ্লেষণ ও প্রকাশ করা।

পরিশিষ্ট ১৪: জরুরি সাড়াদানের সময় কমিউনিটির সঙ্গে যোগাযোগ নির্দেশিকা

এ নির্দেশিকাটি মূলত বৈশ্বিক (CDAC) নেটওয়ার্কের নির্দেশিকার সঙ্গে সংগতি রেখে তৈরি করা হয়েছে।

কমিউনিটির সঙ্গে যোগাযোগ (সিডব্লিউসি) পদ্ধতির পরিচালন নীতিমালা:

জরুরি সাড়াদানে কমিউনিটির সঙ্গে যোগাযোগের অনেক পদ্ধতি বিদ্যমান রয়েছে। মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম যেসব বাধার সম্মুখীন হয় সেগুলোর প্রতি সাড়াদানের জন্য সহযোগিতা ও অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে এ যোগাযোগ পদ্ধতির সঙ্গে জড়িত অংশীজন একসঙ্গে কাজ করে। তাদের সংস্থাভিত্তিক কার্যক্রম উল্লেখযোগ্যভাবে ভিন্নতর হতে পারে। তবে সকল অংশীজন একটি সাধারণ পরিচালন নীতিমালা অনুসরণ করে যা তাদের সমন্বিত সাড়াদানকে নির্দিষ্ট একটি মাত্রা দিতে সাহায্য করে। এসব নীতিমালা নিম্নরূপ:

- কমিউনিটির চাহিদাগুলো নিরূপণ করার মাধ্যমে উদ্ভাবনমূলক এবং পরিবেশের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক যোগাযোগ পদ্ধতি তৈরি করা যা সাড়া প্রদানের মান ও পরিধি বৃদ্ধির জন্য গৃহীত হয়;
- সাড়াদানের সময় অংশগ্রহণ বাড়ানোর মাধ্যমে বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর নিজেদের রক্ষা করায় সমান অংশীদার এবং আগের অবস্থায় ফিরে যেতে নিজেরাই সক্ষম হয়;
- নিজস্ব মতামত বিশেষত প্রান্তিক ও বিপদাপন্নদের কণ্ঠস্বর শনাক্ত করা এবং পরামর্শ ও সংলাপের মাধ্যমে এগুলোর প্রচার নিশ্চিত করা;
- স্থানীয় তথ্য ও যোগাযোগের মাধ্যমগুলো চিহ্নিত করে কমিউনিটির সঙ্গে যোগাযোগ করা যাতে সেগুলো বিদ্যমান যোগাযোগ মাধ্যমের একে অন্যের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে;
- অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা এবং বিদ্যমান যোগাযোগ উপকরণ ও অভিজ্ঞতা একত্রীকরণের মাধ্যমে সাড়াদানের মান ও কার্যকারিতা উন্নত করা;
- সাড়াদানের প্রমাণাদি এবং শিক্ষণীয় বিষয়গুলোকে প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করা, যাতে সেগুলো ভবিষ্যৎ কর্মসূচি, প্রস্তুতি এবং সাড়াদান প্রক্রিয়াকে উন্নত করতে পারে।

যোগাযোগের উপাদানগুলো এ পরিশিষ্টে বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে পেশাজীবীরা এসব নীতিমালা গ্রহণ করতে এবং প্রসার ঘটাতে সক্ষম হন এবং নিশ্চিত করা যায় যে কমিউনিটির লোকজন সংকট সম্পর্কে ভালোভাবে জানে এবং যারা সংকটে সাড়া প্রদান করে তাদের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যোগাযোগ স্থাপন করে।

যোগাযোগের মূল উপাদানগুলো

নিচের উপাদানগুলো সিডব্লিউসির জন্য অপরিহার্য:

১. স্থানীয় যোগাযোগ পরিমণ্ডলে থেকে কাজ করা: সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও অবকাঠামোগত দিক, স্থানীয় ক্ষমতা কাঠামো, এবং তথ্য আদান প্রদানের বাধাগুলো ভালোভাবে বুঝতে হবে। স্থানীয়ভাবে গ্রহণযোগ্য শব্দ ও ভাষা ব্যবহার করে এবং বিপদাপন্ন কমিউনিটি যেসব মাধ্যম ব্যবহার করে সেগুলোর মাধ্যমে প্রস্তুতি এবং সাড়া প্রদান কার্যক্রমকে ছড়িয়ে দিতে হবে। সাহায্য প্রদানকারীগণ কমিউনিটির সঙ্গে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করবে এবং সাড়াদানের ক্ষেত্রে কমিউনিটির জ্ঞান ও পরিপ্রেক্ষিতকে অন্তর্ভুক্ত করবে।

২. কমিউনিটির নেতৃত্ব: স্থানীয় ব্যক্তি, গোষ্ঠী এবং প্রতিষ্ঠানের মানবিক কার্যক্রমে সহায়তা প্রদানপূর্বক তাদের সক্ষমতা এবং সামর্থ্যকে সংহত করা, যাতে করে বিপদাপন্ন কমিউনিটি তাদের প্রস্তুতি ও সাড়া প্রদান প্রচেষ্টাকে আরো ভালোভাবে নেতৃত্ব দিতে পারে।

৩. তথ্য আদানপ্রদান এবং সংলাপ: উপযুক্ত ভাষা ও কাঠামোতে, বিশ্বস্ত সূত্র থেকে প্রাপ্ত ব্যবহার-উপযোগী এবং সময়োপযোগী তথ্যের বিনিময়কে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এটি দ্বিমুখী তথ্য বিনিময় এবং এক্ষেত্রে স্থানীয় যোগাযোগ পরিমন্ডল এবং সক্ষমতা সম্পর্কে গভীর জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

৪. অংশগ্রহণ: মানবিক কার্যক্রম পরিচালনাকারীগণ স্থানীয় কমিউনিটির অংশগ্রহণ প্রক্রিয়া নিশ্চিত করার জন্য সময় দেবেন ও প্রয়োজনীয় উপকরণগুলো সহজলভ্য করবেন। এ ছাড়াও মানবিক সাড়া প্রদান পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন এবং মূল্যায়ন করার সময় যাদের জন্য প্রয়োজন, বিশেষ করে তুলনামূলকভাবে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর যেমন, নারী, শিশু, তরুণ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং প্রবীণ মানুষদের জন্য তারা সহযোগিতামূলক, অন্তর্ভুক্তিমূলক কাঠামো ও প্রক্রিয়া প্রণয়নে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করবেন।

৫. প্রতিক্রিয়া: প্রতিক্রিয়া পদ্ধতিগতভাবে সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং কার্যকর করতে হবে। এসব মতামতের প্রতিফলনের জন্য কীভাবে কৌশল ও কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে তা কমিউনিটির কাছে ব্যাখ্যা করতে হবে। কর্মসূচি-চক্রের গুরুত্বপূর্ণ সময়ে মানুষের প্রতিক্রিয়া সংগ্রহ করতে হবে।

৬. অভিযোগ: বিপদাপন্ন কমিউনিটি জানে যে, তারা যে মানবিক সহায়তা পাচ্ছে বা পাচ্ছে না অথবা সাহায্য প্রদানকারীদের আচরণ সম্পর্কে উদ্বেগ বা অভিযোগ জানানোর অধিকার আছে। তাদের পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সুযোগ রয়েছে এবং উদ্বেগ জানানোর জন্য নিরাপদ ও সাড়া প্রদানমূলক পদ্ধতির ব্যবস্থা রয়েছে। মানবিক কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও সংস্থা মানবিক সাহায্যের সঙ্গে সম্পর্কিত যৌন হয়রানি ও নির্যাতন, প্রতারণা এবং দুর্নীতি সক্রিয়ভাবে প্রতিরোধ করে এবং এগুলোতে সাড়া প্রদান করে।

৭. সুরক্ষা: এ কার্যক্রমে সতর্কভাবে ঝুঁকি নিরূপণ করা প্রয়োজন, বিশেষ করে সশস্ত্র সংঘাত অথবা সহিংস পরিস্থিতিতে যেখানে ব্যক্তি বা নির্দিষ্ট গোষ্ঠী বড় ধরনের ঝুঁকির মধ্যে পড়তে পারে অথবা বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। কার্যকর তথ্য নিরাপত্তা এবং সুরক্ষা প্রক্রিয়াসহ পর্যাপ্ত এবং কার্যকর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

৮. সংযোগ স্থাপন: যোগাযোগ প্রযুক্তি অবকাঠামো পুনঃপ্রতিষ্ঠা, তৈরি অথবা রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং পরিবারের সদস্যদের মধ্যে যোগাযোগ পুনঃস্থাপন ও সেবা প্রদানকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য বিপদাপন্ন কমিউনিটিকে সহায়তা প্রদান করতে হবে।

৯. সমন্বয় এবং সমষ্টিগত সেবাগুলো: প্রস্তুতি ও সাড়াদানের ক্ষেত্রে সমন্বিত ও সমষ্টিগত কার্যক্রম এবং সমন্বিত সেবাগুলো কমিউনিটির ওপর চাপ কমাবে, অধিকতর সুসংগত ও কার্যকর সাড়া প্রদান নিশ্চিত করবে। একই সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের দক্ষতা, জ্ঞান ও শিক্ষণকে কাজে লাগাতে উদ্বুদ্ধ করবে। এক্ষেত্রে সরকার, স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা, জাতিসংঘ সংস্থা, রেড ক্রিসেন্ট, গণমাধ্যম, উন্নয়ন সংস্থাগুলো, স্থানীয় গণমাধ্যম এবং বেসরকারি খাতসহ সকল অংশীজনকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে।

ন্যূনতম কার্যক্রম এবং সেবাগুলো

বিভিন্ন অংশীজন এবং বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে যোগাযোগ (CWC) একটি সমন্বিত প্রক্রিয়া। সময়মতো এবং কার্যকর পদ্ধতিতে মূল উপাদানগুলো বাস্তবায়নের জন্য কোনো দুর্যোগের পূর্বে প্রস্তুতি নেওয়া আবশ্যক। এটি সম্পর্ক পুনঃস্থাপন এবং বিশ্বাস গড়ে তুলতে সহায়তা করে। এটি সাড়া প্রদানের আগেই পরিকল্পনা তৈরি করে দ্রুততার সঙ্গে ও ভালোভাব কার্যক্রম শুরু করতে সাহায্য করে। কমিউনিটির সাড়া প্রদানের আগে এবং সাড়া প্রদানের সময় নির্দিষ্টভাবে নিম্নের কার্যক্রম ও সেবাগুলো নিশ্চিত করে:

- বিপদাপন্ন বিভিন্ন কমিউনিটির সঙ্গে অর্থবহ এবং সম্মানজনক অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে, যার ফলে একটি প্রাসঙ্গিক এবং যোগাযোগ সংস্কৃতি, ভাষা ও রীতিনীতিকে বোঝার দলিল প্রতিষ্ঠিত হয়।
- বিভিন্ন মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে মানবিক কার্যক্রমে কমিউনিটির উপলব্ধি এবং প্রতিকূল পরিবেশে খাপ খাইয়ে নেবার নিজস্ব প্রক্রিয়ার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে। মানুষ কী ধরনের তথ্য চায়, কীভাবে তারা এসব তথ্য পেতে চায়, কোন মাধ্যমকে তারা বিশ্বাস করে এবং তারা কীভাবে তাদের

প্রতিক্রিয়া ও অভিযোগ জানাতে চায় এসব উপাত্ত সংগ্রহ করতে হবে। এ ছাড়াও একটি গণমাধ্যম এবং টেলিযোগাযোগ পরিমণ্ডলের চিত্র তুলে ধরে।

- প্রস্তুতি, সম্ভাব্য পরিকল্পনা, সাড়া প্রদান কৌশল অর্থবহ কার্যক্রম পরিচালনার নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করা এবং ন্যূনতম কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মী ও বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিতকরণ।
- বিপদাপন্ন মানুষের প্রয়োজনীয় তথ্য প্রাপ্তির সুযোগ নিশ্চিত করার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা। তথ্যের ভিত্তি গ্রহণযোগ্য হতে হবে এবং উপযুক্ত মাধ্যমে এটি প্রকাশিত বা প্রচারিত হতে হবে। যদিও পাঠক/শ্রোতা/দর্শকের চাহিদার কারণে এটি ভিন্ন হতে পারে।
- বিপদাপন্ন মানুষের প্রতিক্রিয়া জানানোর সুযোগ নিশ্চিত করার জন্য যথাযথ, পদ্ধতিগত এবং সমন্বিত প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠা করা। প্রতিক্রিয়াগুলো ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত রেফারেল প্রক্রিয়াতে সংযুক্ত করা উচিত, যাতে করে কৌশলগত এবং কার্যক্রমভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সংশোধনমূলক পদক্ষেপ নেওয়া যায়।
- যৌন হয়রানি ও নির্যাতন, প্রতারণা এবং দুর্নীতির মতো অভিযোগগুলো তদন্ত ও এর কার্যকরী পদক্ষেপ নিশ্চিত করার জন্য যথাযথ, পদ্ধতিগত এবং সমন্বিত প্রক্রিয়া নির্ধারণ করা।
- দুর্যোগকবলিত মানুষের জন্য সাড়া প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করার সুযোগ তৈরি করা এবং কমিউনিটির কাঠামো ও মানবিক কার্যক্রমের মধ্যে সুস্পষ্ট সংযোগ নিশ্চিত করা।
- প্রস্তুতি ও সাড়া প্রদান কর্মসূচির উপাদানগুলো এমনভাবে তৈরি করা, যা স্থানীয় প্রতিকূলতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার উপায়গুলোকে সমর্থন করে। এতে দুর্যোগকবলিত মানুষেরা একে অপরের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকতে পারে।
- একটি সক্ষম পরিবেশ নিশ্চিত করতে প্রচার ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা। এসব কার্যক্রমে প্ল্যাটফরম সদস্যরা সমন্বিতভাবে কাজ করে অথবা এক বা একাধিক সংস্থা একটি 'সমন্বিত সেবা' প্রদান করে, যার মাধ্যমে এক বা একাধিক উপাদান বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়।

প্রাথমিক সাড়া প্রদান পর্যায়ে কমিউনিটির সঙ্গে যোগাযোগ কার্যক্রম

সাড়া প্রদানের শুরুতে মাঠ পর্যায়ে কমিউনিটির সঙ্গে যোগাযোগের নীতিমালাকে ব্যবহার করতে পেশাজীবীদের সাহায্য করার জন্য সাড়া প্রদানের প্রাথমিক পর্যায়ে মূল যোগাযোগ উপাদানগুলো তৈরি করা হয়েছে। তবে এ উপাদানগুলো সর্বজনীন। তাই নির্দিষ্ট সাড়াদানের আলোকে এগুলোর পরিপ্রেক্ষিতায়ন করা প্রয়োজন হবে।

মানবিক সাড়া প্রদানের প্রথম ছয় সপ্তাহের সময় কমিউনিটির সঙ্গে যোগাযোগের জন্য মূল উপাদানগুলো				
	প্রথম ৭২ ঘণ্টা	**প্রথম ১–২ সপ্তাহ**	**সপ্তাহ ৩–৪**	**সপ্তাহ ৫–৬**
কমিউনিটির সঙ্গে কথা বলা ও তাদের কথা শোনা	দ্রুততার সঙ্গে তথ্য ও যোগাযোগ মাধ্যম (পুনঃ) প্রতিষ্ঠা করা	কমিউনিটির সঙ্গে সংলাপের জন্য একাধিক মাধ্যমকে শক্তিশালী করা	স্থানীয় তথ্য ও যোগাযোগ-প্রযুক্তি সরবরাহকারী এবং স্থানীয় গণমাধ্যমের সঙ্গে অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করা (অথবা শক্তিশালী করা)	তথ্য ও যোগাযোগ মাধ্যমের রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা
	বিদ্যমান মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক জীবন রক্ষাকারী তথ্য ছড়িয়ে দেওয়া	নির্ভরযোগ্য, সময়োপযোগী এবং প্রয়োজনীয় তথ্য প্রচার নিশ্চিত করতে স্থানীয়	'সংলাপের জন্য নিরাপদ স্থান' প্রতিষ্ঠা করা/সহযোগিতা করা	স্থানীয় 'নতুন' যোগাযোগ উদ্যোগ এবং অংশীজনকে

		গণমাধ্যমসমূহের সঙ্গে কাজ করা		সম্পৃক্ত করা এবং শক্তিশালী করা
		কমিউনিটির প্রতিক্রিয়ার জন্য 'সমন্বিত সেবা' প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠা করা	সেবার অভিযোগ নিয়ে কাজ করার জন্য সমন্বিত প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠা করা	
ঝুঁকি ও চাহিদা নিরূপণ এবং মূল্যায়ন	বিদ্যমান (অবশিষ্ট) তথ্য ও যোগাযোগ-ব্যবস্থার দ্রুত পরিস্থিতি নিরূপণ করা	সরকারি ও স্থানীয় সংস্থার সামর্থ্যের ম্যাপিং পরিচালনা করা;	তথ্য ও যোগাযোগ মাধ্যম-সম্পর্কিত চলমান কমিউনিটিভিত্তিক সংলাপ পরিচালনা করা	সিডব্লিউসি কার্যক্রমের বাস্তব সময়ভিত্তিক পর্যালোচনা পরিচালনা করা
	বিদ্যমান তথ্য ও যোগাযোগ-ব্যবস্থা সম্পর্কে আরো ভালোভাবে বোঝার জন্য আগে থেকে আছে, এমন তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনা করা	সমন্বিত মাল্টি-অংশীজন তথ্য এবং যোগাযোগ চাহিদা নিরূপণ	মানবিক সাড়া প্রদান-সম্পর্কিত 'স্থানীয় প্রচলিত কাহিনি' নিরীক্ষণ করার জন্য একটি পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা	
	বহু খাতভিত্তিক আন্তঃসংস্থা ঝুঁকি ও চাহিদা নিরূপণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে মূল প্রশ্নগুলোর সমন্বয় নিশ্চিত করা	সিডব্লিউসির বাধাগুলো, সাফল্য এবং শিক্ষণীয় দিকগুলো দলিলবদ্ধ করা		
	সিডব্লিউসি শিক্ষণ যেন পরিকল্পনা এবং সাড়া প্রদানকে অবহিত করে তা নিশ্চিত করা			
কারিগরি সহযোগিতা	বিদ্যমান প্রস্তুতিমূলক উপকরণগুলো চিহ্নিত করা এবং যথাযথ/প্রস্তুতকৃত বার্তার জন্য সম্পদ চিহ্নিত করা	সুনির্দিষ্ট খাতভিত্তিক এবং ক্রসকাটিং সমস্যার জন্য প্রাসঙ্গিক এবং সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যভিত্তিক সাধারণ বার্তা তৈরি করা	প্রাসঙ্গিক অংশীজনের সঙ্গে সিডব্লিউসি ওপর প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা	সিডব্লিউসি কার্যক্রম অব্যাহত রাখা এবং ত্বরান্বিত করা এবং প্রাসঙ্গিক অংশীজনের সঙ্গে সিডব্লিউসির ওপর প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা

<table>
<tr><td rowspan="4">সিডব্লিউসির সমন্বয়</td><td>সিডব্লিউসির জন্য ৪-ডব্লিউ (4W) ম্যাট্রিক্স প্রচার করা</td><td>সিডব্লিউসি প্ল্যাটফরমের জন্য একটি কাজের ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করা</td><td rowspan="4">সমন্বয় প্রক্রিয়াসমূহে সক্রিয় সমর্থন অব্যাহত রাখা</td><td rowspan="4">সিডব্লিউসি কৌশল (এবং যদি যথাযথভাবে গৃহীত হয়) পর্যালোচনা করা</td></tr>
<tr><td>সিডব্লিউসি ফোকাল পয়েন্ট/সংস্থাসমূহের ম্যাপিং পরিচালনা করা</td><td>ব্যয়সহ একটি সাধারণ সিডব্লিউসি কৌশল তৈরি করা</td></tr>
<tr><td>একটি সাধারণ সিডব্লিউসি ‘প্ল্যাটফরম’ প্রতিষ্ঠা করা</td><td rowspan="2">বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ, সংশ্লিষ্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ ও ক্লাস্টারগুলোর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা</td></tr>
<tr><td>অন্তঃ/আন্তঃসংস্থা তথ্য ‘রেফারেল’ প্রক্রিয়া চিহ্নিত করা</td></tr>
<tr><td rowspan="4">প্রচার ও উপস্থাপনা</td><td>সমন্বয় সভাসমূহে সিডব্লিউসি প্রতিনিধি যেন উপস্থাপিত হয় তা নিশ্চিত করা</td><td>খাতভিত্তিক পরিকল্পনা এবং বাজেটে সিডব্লিউসি অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা</td><td rowspan="4">সেক্টর পর্যায়ে কমিউনিটির কণ্ঠস্বর তালিকাভুক্ত করা এবং বিভিন্ন কর্মসূচিতে এসবের ব্যবহার নিশ্চিত করা</td><td rowspan="4">সেক্টর পর্যায়ে কমিউনিটির অভিযোগগুলো তালিকাভুক্ত করা এবং যথাযথভাবে সেগুলোর প্রতি সাড়া প্রদান নিশ্চিত করা</td></tr>
<tr><td>মানবিক সংস্থা ব্যতীত অন্যাদের জন্যও তথ্য পাওয়ার গুরুত্ব প্রচার করা</td><td rowspan="3">সাধারণ থিম/প্রচারমূলক বার্তা প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন ক্রসকাটিং উদ্যোগসমূহের সঙ্গে সিডব্লিউসি পদ্ধতির সংযোগ স্থাপন করা</td></tr>
<tr><td>সিডব্লিউসির অর্থায়নের সুযোগ/প্রক্রিয়া চিহ্নিত করা</td></tr>
<tr><td>প্রচারের বিষয়ে বৈশ্বিক পর্যায়ে সমন্বয় করা</td></tr>
</table>

পরিশিষ্ট ১৫: সুনামি ঝুঁকি প্রশমনে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের ভূমিকা ও দায়িত্ব

২০০৪ সালের ডিসেম্বরে এশিয়ায় আঘাত হানা সুনামি বাংলাদেশে সরাসরি কোনো প্রকার প্রভাব না ফেললেও এটি সাধারণ জনগণ এবং নীতিনির্ধারকদের মধ্যে সুনামির ঝুঁকির বিষয়ে সচেতনতা তৈরিসহ প্রস্তুতি কার্যক্রম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ সরকারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে সুনামি মোকাবিলার বিষয়টি বেশ সামঞ্জস্যপূর্ণ। এশিয়ান সুনামির পরিপ্রেক্ষিতে, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় দুর্যোগপ্রস্তুতির জন্য আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা এবং একাধিক কর্মশালা ও সভার আয়োজন করে। যার মাধ্যমে বাংলাদেশে সুনামির ঝুঁকিহ্রাসের লক্ষ্যে একটি খসড়া কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হয়।

সুনামি ঝুঁকিহ্রাসে বিবেচ্য বিষয়গুলো

- সুনামির ইনানডেশন মডেলিং ও ইভাকুয়েশন ম্যাপিং অন্তর্ভুক্ত করে সমন্বিত ঝুঁকি নিরূপণ;
- ভূকম্পন এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা তদারকি ও উপাত্ত মূল্যায়ন, প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণ, পূর্বাভাস পদ্ধতিগুলো ও সতর্ক বার্তা অন্তর্ভুক্ত করে সতর্কতামূলক নির্দেশনা তৈরি করা;
- অবকাঠামোগত ও অ-অবকাঠামোগত ক্ষেত্রে ঝুঁকি নিরূপণের ওপর ভিত্তি করে উদ্ধার, মানবিক সহায়তা এবং পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি।

সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বিভাগ/সংস্থা/সংগঠনের দায়িত্ব

ক্রমিক নম্বর	দায়িত্ব	প্রধান সংস্থা/মন্ত্রণালয়	সহায়ক প্রতিষ্ঠান
১	জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের সহযোগিতায় সুনামিঝুঁকি মূল্যায়ন বিষয়ে (ভৌগোলিক, ভূতাত্ত্বিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে) ব্যাপকভিত্তিক সমীক্ষা পরিচালনা।	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর	• বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর • বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট • বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর • কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর • পানিসম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো)
২	রিজিওনাল স্পেশালাইজড মেটিওরোলজিক্যাল সেন্টার (আরএসএমসি), নয়াদিল্লি এবং গ্লোবাল ইনফরমেশন সিস্টেম সেন্টার (জিআইএসসি), টোকিওর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন।	বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর	• দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর • প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় • ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ • পররাষ্ট্র-বিষয়ক মন্ত্রণালয় • বিটিসিএল
৩	হাওয়াইতে অবস্থিত প্যাসিফিক ওশান সুনামি ওয়ার্নিং সেন্টারের সঙ্গে ভি-স্যাটের মাধ্যমে সারাসরি যোগাযোগ স্থাপন।	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	• দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় • প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় • বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর • পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় • বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ রেগুলেটরি কমিশন

ক্রমিক নম্বর	দায়িত্ব	প্রধান সংস্থা/মন্ত্রণালয়	সহায়ক প্রতিষ্ঠান
৪	ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল সেন্টার ফর ওশান ইনফরমেশন সার্ভিসেস (INCOIS) এবং ইন্দোনেশিয়ান সুনামি আর্লি ওয়ার্নিং সিস্টেমের (InaTEWS) সঙ্গে সংযোগের উন্নয়ন করা।	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	• দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় • বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর • পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় • বিটিসিএল • তথ্য মন্ত্রণালয় • প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
৫	বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের আধুনিকায়ন।	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	• দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় • বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর
৬	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তরসমূহে ফোকাল পয়েন্ট মনোনীত করা।	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	• প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় • দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর • বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর • সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ • বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড • বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর • বাংলাদেশ পুলিশ • তথ্য মন্ত্রণালয় • গণযোগাযোগ অধিদপ্তর • বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি • ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি • বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড • বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড • বাংলাদেশ নৌবাহিনী • চট্টগ্রাম/মংলা/পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ
৭	জাতীয় পর্যায়ে আন্তর্জাতিক জরুরি যোগাযোগ পদ্ধতি গড়ে তোলা	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	• প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় • মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ • প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় • জননিরাপত্তা বিভাগ • ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
৮	জাতীয় ও কমিউনিটি পর্যায়ে সুনামি সতর্কীকরণ বিষয়ে সচেতনতা জোরদারকরণ।	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর	• প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় • দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় • বাংলাদেশ বেতার • বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বেসরকারি টেলিভিশনগুলো • ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি

ক্রমিক নম্বর	দায়িত্ব	প্রধান সংস্থা/মন্ত্রণালয়	সহায়ক প্রতিষ্ঠান
			• বাংলাদেশ পুলিশ • বাংলাদেশ নৌবাহিনী • বাংলাদেশ সেনাবাহিনী • বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর • বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর • তথ্য মন্ত্রণালয় • দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় • বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র • বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড • বন্দর কর্তৃপক্ষ এবং • বাংলাদেশে রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি
৯	জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিসমূহে একজন করে ইমার্জেন্সি ফোকাল পয়েন্ট মনোনীত করা ও প্রশিক্ষণ প্রদান।	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
১০	জরুরি বার্তা, দ্রুত স্বেচ্ছাসেবক, কমিউনিটি পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে দক্ষ এবং কার্যকর যোগাযোগ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা।	ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	• তথ্য মন্ত্রণালয় • দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর • বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর • ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ • বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ ও রেগুলেটরি কমিশন
১১	দ্রুত জনগণের কাছে সতর্ক বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য স্থানীয় সতর্কতা (সাইরেন) পদ্ধতির উন্নয়ন ও প্রচার করা।	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর/সিপিপি	• তথ্য মন্ত্রণালয় • দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় • বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর • ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ • জননিরাপত্তা বিভাগ • বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ ও রেগুলেটরি কমিশন
১২	জেলা/উপজেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্যকেন্দ্র স্থাপন।	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর	• দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় • তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
১৩	সতর্ক বার্তা যোগাযোগ পদ্ধতি জোরদারকরণ এবং প্রচার কৌশল উন্নয়ন।	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	• দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর • বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর • ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ • জননিরাপত্তা বিভাগ • বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ ও রেগুলেটরি কমিশন • এনজিও

ক্রমিক নম্বর	দায়িত্ব	প্রধান সংস্থা/মন্ত্রণালয়	সহায়ক প্রতিষ্ঠান
১৪	স্থানীয় পর্যায়ে জরুরি সতর্ক বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য বাংলাদেশ পুলিশ এবং বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের রেডিও নেটওয়ার্ক স্থাপনের জন্য যন্ত্রপাতি।	জননিরাপত্তা বিভাগ	• দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় • দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর • বাংলাদেশ পুলিশ • বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড • বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর
১৫	দুর্যোগ সতর্ক বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য পুলিশ ও বেতার/টিভি পেশাজীবীদের প্রশিক্ষণ প্রদান।	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর	• দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় • তথ্য মন্ত্রণালয় • বাংলাদেশ পুলিশ • বেতার/টিভি
১৬	সুনামি ঝুঁকিহ্রাস বিষয়ে নৌপুলিশ, কোস্ট গার্ড, বিএন, বন্দর কর্তৃপক্ষ, আনসার ভিডিপি, বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, রেড ক্রিসেন্ট, ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি, পিআইও ডিআরআরও, উপকূলীয় জেলাসমূহের স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণ প্রদান।	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর	• দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় • বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি
১৭	কোস্টাল জোন পলিসি (২০০৫), কোস্টাল জোন ম্যানেজমেন্ট প্ল্যানের সঙ্গে সুনামি ঝুঁকি বিষয়টি সমন্বয় করা।	• পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়	• দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় • পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় • দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর • বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ • পানিসম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো)
১৮	কোস্টাল ডেভেলপমেন্ট স্ট্র্যাটেজি/কোস্টাল জোন ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান/ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনায় সুনামিঝুঁকি সম্পৃক্ত করা।	• পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়	• দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় • পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় • ভূমি মন্ত্রণালয় • কৃষি মন্ত্রণালয় • মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় • বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর • স্পারসো
১৯	কোস্টাল জোনের প্রাতিষ্ঠানিক সম্পদ-বিষয়ক মানচিত্র তৈরি করা।	• ওয়ার্পো	• দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর • বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ • বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তর • বন অধিদপ্তর • স্বাস্থ্য অধিদপ্তর • স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

ক্রমিক নম্বর	দায়িত্ব	প্রধান সংস্থা/মন্ত্রণালয়	সহায়ক প্রতিষ্ঠান
			• বন্দর কর্তৃপক্ষ • বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড • ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি • এনজিওগুলো
২০	সতর্কীকরণ, স্থানান্তর ও উদ্ধারকাজে প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় জোরদারকরণ ও সম্পদ জোগান।	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	• দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর • পানিসম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা • বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ • বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তর • মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর • স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (LGED) • ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর • বন্দর কর্তৃপক্ষ • ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি • এনজিওগুলো
২১	উপকূলীয় এলাকায় স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি, ধর্মীয় নেতা ও শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান	• দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর	• স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) • ইসলামী ফাউন্ডেশন
২২	সুনামি সতর্কতা, স্থানান্তর ও উদ্ধার বিষয়ে প্রস্তুতিমূলক মহড়ার আয়োজন	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর	• আর্মড ফোর্সেস ডিভিশন • বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর • ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি • এনজিও • স্বাস্থ্য অধিদপ্তর • বাংলাদেশ নৌবাহিনী • বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড
২৩	সুনামি ও ঘূর্ণিঝড় ঝুঁকি বিবেচনায় উপকূলীয় এলাকায় স্কুলের নকশা তৈরি ও তদনুযায়ী ভবন নির্মাণ।	শিক্ষা মন্ত্রণালয়	• প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় • দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর • স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (LGED) • শিক্ষা প্রকৌশল বিভাগ
২৪	উপকূলীয় এলাকায় সুনামিঝুঁকি হ্রাসের লক্ষ্যে এনজিও নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা।	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর	• এনজিও-বিষয়ক ব্যুরো • এনজিও নেটওয়ার্ক
২৫	দুর্যোগ-সম্পর্কিত পাঠ্যক্রম, দুর্যোগ-বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলিসহ জাতীয় দুর্যোগ	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	• দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর • জাতীয়, শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (NCTB)

ক্রমিক নম্বর	দায়িত্ব	প্রধান সংস্থা/মন্ত্রণালয়	সহায়ক প্রতিষ্ঠান
	ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ও অন্যান্য পরিকল্পনায় সুনামি ইস্যু সংযুক্ত করা।		
২৬	ঘূর্ণিঝড় ও সুনামি আশ্রয়কেন্দ্রের যথাযথ রক্ষণারেক্ষণের ব্যবস্থা করা।	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর	• স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর • দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
২৭	উপকূলীয় এলাকায় সুনামি, ঘূর্ণিঝড়, লবণাক্ততা, জলোচ্ছাস এবং অন্যান্য দুর্যোগের কথা বিবেচনা করে বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোডের আলোকে নির্মাণ নির্দেশিকা তৈরি করা।	গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	• শিক্ষা মন্ত্রণালয় • দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
২৮	উপকূলীয় এলাকায় বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ সম্প্রসারণ।	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	• গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় • প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় • দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর • মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ • কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ • স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
২৯	উপকূলীয় এলাকায় কমিউনিটি রেডিও চালু করা।	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	• তথ্য মন্ত্রণালয় • দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
৩০	বেতার নেটওয়ার্কের আওতায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন অন্তর্ভুক্ত করা।	তথ্য মন্ত্রণালয়	• দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর • বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর • বাংলাদেশ পুলিশ
৩১	সুনামির প্রেক্ষাপটে কক্সবাজার ও কুয়াকাটার হোটেলসহ সকল নির্মাণ কাঠামো সুনামি প্রতিরোধী কি না, যাচাই করা।	• গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	• দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর • জেলা প্রশাসন • বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
৩২	উপকূলীয় বনায়ন কর্মসূচি জোরদারকরণ ব্যাপারে (ম্যানগ্রোভ ও প্যারাবন সংরক্ষণ) গুরুত্ব প্রদান	• পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	• বন অধিদপ্তর • বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড • দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর • পরিবেশ অধিদপ্তর • বন বিভাগ
৩৩	উপকূলীয় এলাকায় বাঁশ ও বেতের চাষাবাদ বৃদ্ধি করা। বেতভিত্তিক	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু	• বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প কর্পোরেশন • এনজিওগুলো

ক্রমিক নম্বর	দায়িত্ব	প্রধান সংস্থা/মন্ত্রণালয়	সহায়ক প্রতিষ্ঠান
	কুটির শিল্প বিষয়ে উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ	পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	